শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১০ম বর্ষ } চৈত্র ১৩৬৪ { ২য় সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীআনন্দতীর্থ-মধ্বমুনি

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয়:—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দশম বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৭১ গোবিন্দ হইতে ৪৭২ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৬৫ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৫৮ মার্চ্চ হইতে ১৯৫৯ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংস-স্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত সনৎকুমার ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রসরাজ ব্রজবাসী, ন্যায়কোবিদ

পণ্ডিত শ্রীযুত গোপালচন্দ্র কবিভূষণ, পুরাণরত্ন

পণ্ডিত শ্রীযুত ভগবানদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরঞ্জন

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি, এ

——(*)——

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী-কর্ত্তৃক চুঁচুড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত

দশম বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম **সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক**

১। অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি [শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা] ৩।১০১

২। অচিন্ত্যভেদাভেদ [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব মহারাজ] ২।৭২ পৃঃ পর ৬৭, ৩।১০৪ পৃঃ পর ৭৫, ৪।১৩৬ পৃঃ পর ৮৩, ৭।২৫০ পৃঃ পর ৯১ *৮।২৮৬ পৃঃ পর ৯৭, ৯।৩১৮ পৃঃ পর ১০১, ১০।৩৫০ পৃঃ পর ১০৯*

৩। অধোক্ষজ-সেবোন্নতি-ক্রম ও আধ্যক্ষিক বিচার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৫।১৪১

৪। অভাব ও স্বভাব [কবিতা] ২।৭০

৫। অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-মাহাত্ম্য ৮।২৬৯

৬। আমার বক্তব্য ['শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ' গ্রন্থের ভূমিকা] ৯।৩১৫

৭। আমার হরিনাম হয় না কেন ? ১১।৩৮২

৮। আসক্তি ও অনাসক্তি [কবিতা] ৫।১৫০

৯। আসামে প্রচার [গোলোকগঞ্জ, বাসুগাঁও, বিজয়গাঁও, ধুবড়ীতে] ৬।২১৫

১০। ঈশ-বৈমুখ্যের পরিণাম ও তদ্দূরীকরণোপায় [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৭।২২০

১১। উপনিষৎ-বাণী [কঠ] ১।২০

" " [প্রশ্ন] ২।৫৯, ৩।৮৮

" " মুণ্ডক ৪।১৩১, ৫।১৫১, ৬।১৯৮,

" " মাণ্ডূক্য ৭।২৩৮

" " ঐতরেয় ৮।২৬৪

" " তৈত্তিরীয় (শিক্ষাবল্লী) ৯।৩০২, (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১০।৩৩৫, (ভৃগুবল্লী) ১১।৩৬৯

" " শ্বেতাশ্বতর ১২।৩৯৯

১২। ঊর্দ্ধমন্থী দাসাধিকারী—পরলোকে ৫।১৭৬

১৩। ঐকান্তিক হরিভজন [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১০।৩২২

১৪। কালিয়দমন-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-ত্রয়োদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীনাগপত্নীগণ-কৃতম্] ১০।৩১৯

১৫। কালিয়দমন-স্তোত্রস্য প্রথমাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীনাগপত্নীগণকৃতম্] ৯।২৮৭

১৬। কি হবে উপায় ? [কবিতা] ৩।৮৫

১৭। কৃষ্ণ-স্তোত্রদশকম্—শ্রী [সানুবাদং শ্রীনলকূবর-মণিগ্রীব-কৃতম্] ৪।১০৬

১৮। কৃষ্ণ-স্তোত্র-ত্রয়োদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীইন্দ্র-সুরভি-কৃতম্] ১২।৩৯১

১৯। কৃষ্ণ-স্তোত্র-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী (অনুতাপ-লক্ষণ) [সানুবাদং যাজ্ঞিক-বিপ্রগণ-কৃতম্] ১১।৩৫১

প্রবন্ধের নাম | সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

২০। কৃষ্ণ-স্তোত্রস্য চতুর্থ-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মকৃতম্] ৮।২৫১
২১। কৃষ্ণ-স্তোত্রস্য তৃতীয়-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মকৃতম্] ৭।২১৭
২২। কৃষ্ণ-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মকৃতম্] ৬।১৭৭
২৩। কৃষ্ণ-স্তোত্রস্য প্রথম-দশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীব্রহ্মকৃতম্] ৫।১৩৭
২৪। কৃষ্ণের বন্দনা-গীতি—শ্রীশ্রী (বসন্ত পঞ্চমীতে) [কবিতা] ১২।৩৯৮
২৫। কেদার-বদ্রী-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ-পত্র [নিয়মাবলীসহ] ৫।১৬২
২৬। গুরু-চরণে বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [কবিতা] ১০।৩৪৭
২৭। গুরু-পাদাশ্রয়—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ১২।৩৯৪
২৮। 'গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন' [কবিতা] ৬।২১১
২৯। গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব—শ্রী (মথুরা ও চুঁচুড়া মঠে) ১০।৩৪৮
৩০। গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসব—শ্রী [বিবরণ] ১২।৪২০
৩১। গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার—শ্রী [খড়গপুরে শ্রীব্যাসপূজা] ২।৭২
৩২। চন্দননগরে প্রচার [হাটখোলা--শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মিলন-মন্দিরে] ৩।১০১
৩৩। চাতুর্ম্মাস্য ও দামোদর-ব্রত [বিবরণ] ১০।৩৫০
৩৪। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ৫।১৬৭
৩৫। চীনসুরা [কবিতা] ৯।৩১৮
৩৬। চুঁচুড়ায় প্রচার [ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত অমিয়নিমাই চক্রবর্ত্তী ও খাগড়াজোলের শ্রীযুত সন্তোষ কুমার ঘোষের বাসায় ভাগবত পাঠ] ১১।৩৯০
৩৭। চৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রী [সংগৃহীতম্] ১।১
৩৮। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব-শ্রী [বিবরণ] ৭।২৪৮
৩৯। ঝুলনযাত্রা—চুঁচুড়ায় [বিবরণ] ৭।২৪৬
৪০। ত্রিবিধ অধিকারীর কর্ত্তব্য [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর] ৯।২৯০
৪১। দশমূল-নির্য্যাস [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ১।৯
৪২। দশমে দশম লক্ষণ ১।৩৮
৪৩। দীনের নিবেদন—[কবিতা—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে] ২।৫৮
৪৪। দুঃখ নিবেদন [কবিতা] ৬।১৯৫
৪৫। দেবর্ষি-কৃপায় ব্যাধ ভক্তি পায় [কবিতা] ৪।১২৯
৪৬। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব [বিবরণী] ৩।১০০
৪৬(ক)। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জীসহ] ১২।৪২৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৭। নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত (বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৫১, ৩।৮২, ৪।১১২
নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল [আনন্দপাড়া প্রভৃতি স্থানে]	১২।৪২১
৪৯। নামতত্ত্ব [কবিতা]	১।৩০
৫০। নিমানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব—শ্রীল [আসামের গোলোকগঞ্জস্থ শ্রীমতী সুচিত্রাদেবীর গৃহে]	৩।১০১
৫১। নির্য্যাণ-সংবাদ [গোলোকগঞ্জের বিদ্যানিধি দাসাধিকারী ও চুঁচুড়া-চৌমাথাস্থ নগেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর]	৩।১০২
পতিতের প্রার্থনা—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসব উপলক্ষে [কবিতা]	৪।১১৬
পরলোকে দেওয়ান বাহাদুর কমলাপ্রসাদ	১২।৪১২
পিছলদায় শিক্ষা-বিস্তার-প্রণালী (পাদপীঠ-রক্ষকের নিকট শ্রীল আচার্য্যদেবের পত্র]	১২।৪১
৫৫। পুরুষোত্তম-ব্রত	৫।১৭১
৫৬। প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল [বিবরণ]	১১।৩৮৯
৫৭। প্রভু সন্দর্শন না পেল রাজন্ [কবিতা]	৫।১৬৩
৫৮। পৌরাণিক উপাখ্যান (৬)—মহারাজ শতধনু	৬।২১২
৫৯। প্রহ্লাদ-চরিত্র—শ্রী [কবিতা]	৭।২৪৯
৬০। বলদেব-ব্রতোৎসব—শ্রী [বিবরণ]	৭।২৪৮
৬১। 'বাসুদেব-স্তোত্র'-পঞ্চদশকম্ (দেবকী-গর্ভস্থিত)—[সানুবাদং ব্রহ্ম-শিবাদি-দেববৃন্দকৃতম্]	২।৪১
৬২। 'বাসুদেব-স্তোত্রাষ্টকম্' [সানুবাদং শ্রীশ্রীদেবকীদেবী-কৃতম্]	৩।৭৩
৬৩। বিরহ-অষ্টাষ্টক—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর [কবিতা]	১১।৩৬৪
৬৪। বিশেষ দ্রষ্টব্য—[ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজেষ্টারী-সংক্রান্ত আইনমতে প্রকাশিত]	১।৪০(ক)
৬৫। বুকাসুর বধ [কবিতা]	৮।২৬২
৬৬। বৃন্দাবনে ভজন [কবিতা]	৯।২৯৮, ১০।৩৩১
৬৭। বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১২।৩৯৬
৬৮। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা (নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	২।৫১, ৩।৮২, ৪।১১২
৬৯। ব্যাসপূজা—খড়গপুরে [শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রচার]	২।৭২
৭০। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	১১।৩৮১
৭১। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা—শ্রী [বিবরণ]	১০।৩৪৮
৭২। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন—শ্রীশ্রী [নিয়মাবলীসহ নিমন্ত্রণ পত্র]	৭।২৪৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭৩। ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথম প্রবন্ধ (ভক্তির স্বরূপ-বিবেক) [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৫।১৪৪, ৬।১৮৯
„ দ্বিতীয় প্রবন্ধ (ভক্ত্যাভাস-বিবেক)	৭।২২৫
„ তৃতীয় প্রবন্ধ (ভক্তির স্বভাব-বিবেক	৮।২৫৯, ৯।২৯২
„ চতুর্থ প্রবন্ধ (ভক্ত্যধিকার-বিবেক)	১০।৩২৫, ১১।৩৬০
৭৪। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের পিছলদায় শুভবিজয়োপলক্ষে [কবিতা]	৭।২৩৬
৭৫। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব—শ্রীল [বিজ্ঞাপন]	৭।২৪৫
৭৬। ভক্তির প্রতি অপরাধ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৭।২৩৪
৭৭। ভাগবত—শ্রীমদ্ [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৩৫৩
৭৮। ভাগবতধর্ম্ম-যাজনকারীর বিচার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।১৮১
৭৯। ভাগবত-ধর্ম্মের ইতিহাস	১।২৪
৮০। মহারাজ শতধনু (৬) [পৌরাণিক উপাখ্যান]	৬।২১২
৮১। মুনিগণের মতিভ্রম [ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সম্পাদিত ইংরাজী-গীতা-ভাষ্যের সমালোচনা]	৩।৯৬, ৪।১১৮, ৫।১৫৪, ৮।২৮৩, ১২।৪০৯
৮২। মৃত্যু-সংবাদ [অনন্ত বাসুদেবের]	৩।১০৩
৮৩। যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন (১) ৯।৩০৬, (২) ১০।৩৩৯, (৩) ১১।৩৭২, (৪)	১২।৪০২
৮৪। রথযাত্রা—শ্রীশ্রী (শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে) [বিবরণ]	৭।২৪৫
৮৫। রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [উৎসবতালিকাসহ নিমন্ত্রণ পত্র]	৩।৯৮
৮৬। রাধা-ঠাকুরাণী—শ্রীশ্রী	২।৬৫, ৪।১২৩
৮৭। রামানন্দ-রায়-স্মরণে—শ্রী [কবিতা]	১২।৪১৬
৮৮। রামানুজাচার্য্য—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৪, ২।৪৬, ৩।৭৬, ৪।১০৮
৮৯। রূপানুগ-ভজন-সম্পৎ-গ্রন্থের ভূমিকা—শ্রী ["আমার বক্তব্য"]	৯।৩১৫
৯০। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ	১১।৩৮৫
৯১। শিষ্যক্রবের গুরুসেবা ও হরিভজন	৬।২০২, ৭।২৪১, ৮।২৭৭
৯২। শ্রীমদ্ভাগবত	১১।৩৫৩
৯৩। শ্রৌত-বিচার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৫৪
৯৪। সরস্বতী প্রভুপাদের বন্দনা—শ্রীল [কবিতা]	১।১৮
৯৫। সাত্বত-শ্রাদ্ধ [আসাম-গোলোকগঞ্জের বিদ্যানিধি দাসাধিকারীর]	৩।১০৩
৯৬। সেশ্বর ছাত্র	১।৩৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ২৯ গোবিন্দ, ৪৭১ গৌরাব্দ
বুধবার, ২১ ফাল্গুন, ১৩৬৪; ইং ৫।৩।৫৮ } ১ম সংখ্যা

শ্রীচৌরাগ্রগণ্য-পুরুষাষ্টকম্

(সংগৃহীতম্)

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং
গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্।
অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।১॥

যিনি ব্রজে (গোপীগণের) নবনীত চোর ও গোপাঙ্গনা-গণের-বসন-চোর বলিয়া প্রসিদ্ধ ও যিনি (স্বভক্তগণের) অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপসকল হরণ করেন, সেই চোরশিরোমণিকে আমি নমস্কার করি॥১॥

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদ-শ্যামল-কান্তি-চৌরম্।
পদাশ্রিতানাঞ্চ সমস্ত-চৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥২॥

যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তচোর, যিনি নবমেঘের কান্তি-চোর ও যিনি স্বচরণাশ্রিত ভক্তগণের সর্ব্বস্ব হরণ করেন, সেই চোর শিরোমণিকে আমি প্রণাম করি ॥২॥

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষণ-চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্ত্রয়েঽপি ॥৩॥

যিনি স্বচরণাশ্রিত জনগণকে (তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র-ধনাদি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া) অকিঞ্চন করিয়া তাঁহাদিগকে গৃহহীন ও পথের ভিক্ষুক করেন, তাঁহার ন্যায় ভীষণ চোর জগতে কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই ॥৩॥

যদীয়নামাপি হরত্যশেষং
গিরি-প্রাসারাণপি পাপরাশীন্।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ॥৪॥

যাঁহার নাম মাত্রই লোকের পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি নিঃশেষে হরণ করেন, এরূপ আশ্চর্য্যরূপ চোর আমি কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ॥৪॥

ধনঞ্চ মানঞ্চ তথেন্দ্রিয়াণি
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব।
পলায়সে কুত্র ধৃতোঽদ্য চৌর
ত্বং ভক্তিদাস্যাসি ময়া নিবদ্ধঃ ॥৫॥

হে চোর, তুমি আমার ধন, মান, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত হরণ

করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? আমি তোমাকে অদ্য ধরিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি তোমাকে ভক্তিরজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলাম ॥৫॥

ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্ত-বন্ধং
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতস্তু বন্ধম্ ॥৬॥

তুমি মনুষ্য মাত্রেরই ঘোর যমপাশ ছিন্ন করিতে পার, তাহার ভয়ানক সংসার-বন্ধনও ছিন্ন করিতে পার, এমন কি সকলের সর্ব্বপ্রকার বন্ধনই ছিন্ন করিতে পার বটে, কিন্তু স্বভক্তকৃত নিজবন্ধন ছিন্ন করিতে পার না ॥৬॥

যন্মানসে তামসরাশি-ঘোরে
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়
স্বচৌর্য্যদোষোচিত-দণ্ডম্ ॥৭॥

অতএব হে চোর হরে! তুমি ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুঃখময় কারাগৃহরূপ আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য নিবদ্ধ হইয়া নিজের চৌর্য্যকার্য্যের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ কর ॥৭॥

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়,
মদ্ভক্তিপাশ-দৃঢ়বন্ধন-নিশ্চলঃ সন্।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়-কোটিশতান্তরেঽপি
সর্ব্বস্বচৌর হৃদয়ান্ন হি মোচয়ামি ॥৮॥

অতঃপর তুমি আমার হৃদয়-কারাগারে আমার ভক্তিপাশ দ্বারা দৃঢ়রূপ বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। হে কৃষ্ণ! হে আমার সর্ব্বস্ব-চোর! শতকোটি প্রলয়াবসানেও কখনও হৃদয় হইতে তোমাকে মুক্ত করিব না ॥৯॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য

পাশ্চাত্য চিন্তাকুশলীগণের যুক্ত্যনুসারে কালের গতির সহিত ধর্ম্মজগতে মানবের মনোগত অনুভূতির পরিবর্ত্তন ও ব্যবহার-বৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। সুরাসুর-সংগ্রামে, ব্রহ্মাবর্ত্তে ঋষিগণের ঈশানুশীলন কালে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বর্ণ নিচয়ের স্বস্ববর্ণ-ধর্ম্ম-পালনে, বেণাদি অবৈদিক রাজন্য নিচয়ের রাজ্যে, নানাবিধ দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাবে, গৌতম বুদ্ধের প্রকাশে, প্রচ্ছন্ন মায়াবাদের প্রসারণে, ভক্তিবাদের পরমোপাদেয়তা উপলব্ধিতে ভারতবাসী সাধারণের অনুভব ও ব্যবহার-গত পার্থক্য ইতিহাস ও পুরাণাদিতে বর্ণন দেখা যায়।

একদিকে যেরূপ আধুনিক উন্নতি-বাদীগণের যুক্তিবল, পক্ষান্তরে তেমনি শাস্ত্রে সরল বিশ্বাসীগণের অপ্রতিহত ধারণা। ঋষি, দেব ও অসুরগণ সৃষ্টির প্রাক্কালে কাশ্যপ অভিমানে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন, তাঁহাদেরই অধস্তন ব্রহ্মাণ মহোদয়গণ ও সূর্য্য-চন্দ্র-বংশীয় রাজন্যগণের সময়ে ঈশোপাসনারূপ মুখ্যতম স্বাভাবিক ভাব তাৎকালিক রুচ্যনুসারে জ্ঞানপুষ্ট হইল। ক্রমান্বয়ে স্থল-বিশেষে ঈশোপাসনারূপ মুখ্যাঙ্গ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া জ্ঞানমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট কেবলজ্ঞানানুশীলন ক্রমে ক্রমে পরেশ-বর্ত্ম ত্যাগ করতঃ বিপরীত দিকে ধাবমান হইয়া কাপিলাদি মতের উদ্ভাবনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বে যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুসেবা হইত। যখন উদ্দিষ্ট বিষ্ণু হইতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপাদেয়তা অধিক ফলপ্রদ সিদ্ধান্তিত হইল, তখন জ্ঞান দ্বারা ঐ প্রকার বিকর্ম্মের দৌরাত্ম্য প্রশমিত হইয়াছিল। জ্ঞান, কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেও সেই উদ্দিষ্ট বস্তু হইতে জ্ঞানের উপাদেয়তা অধিক স্বতন্ত্র হওয়ায় উদ্দিষ্টবস্তুতে প্রীতি দ্বারা ঐ অজ্ঞানের দৌরাত্ম্য প্রশমিত হওয়ার আবশ্যক ছিল।

অনাদিকাল হইতেই জীব-হৃদয়ে প্রীতিমার্গ জাগরূক আছে। কখনও বা কর্ম্মাশ্রয় করতঃ প্রীতি উদ্দীপন, কখন বা স্বরূপ-বিজ্ঞপ্তি-জনিত প্রীতিলাভ। মূর্ত্তিমান্ পরমপ্রীতিই যে জীবের উদ্দেশ্য তাহা কোন নির্দ্দিষ্টযুগে উদ্ভাবিত হয় নাই। তবে কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিবাদাতিশয্যে দুর্ব্বল জীবগণের মঙ্গলের জন্য পরম করুণাময় ভক্তিরূপ ত্রিগুণাতীত বস্তুকেও জীবের নিকট জ্ঞান-কর্ম্মের ন্যায় মার্গ-বিশেষ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ জ্ঞান-কর্ম্মাদির ন্যায় ইহার কোন প্রকার হেয়তা নাই।

অধিকারীভেদে অনন্তকাল হইতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, ধর্ম্মরাজ্যে চলিয়া আসিতেছে। তবে কাল-মাহাত্ম্যে কোন সময়, কোন দেশে, কোন একটীর প্রাবল্য দেখা যায়। যে-কালে ভারতবর্ষে দর্শন শাস্ত্রের প্রভূত আলোচনা হইয়াছিল সেই সময়ে রুচানুযায়ী দার্শনিক মীমাংসায় গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানোপায় দ্বারা উপেয় লাভ করিতে গিয়া অনেকেই দিশাহারা হইয়াছেন। একই জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম দুইভাগে উপলব্ধ হইয়াছেন।

নিষ্কপট নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্মের চরম-সীমা কপিলের অব্যক্তে আবদ্ধ। এই অবস্থার পরিচয় দিতে গিয়াই কাপট্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া নির্ব্বিশেষ 'ব্রহ্ম'-শব্দ ব্যবহার করিয়াও বিশেষবাদীর চরণরেণু অজ্ঞাতসারে নিজ-সম্পত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল, নির্গুণ, সাক্ষী ও চেতা প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তদ্বস্তুকে অতৎ হইতে পৃথক্ করিতে গিয়া কপটতা আশ্রয় করিয়াছেন।

সাংখ্যের পৌরুষভাবের কিয়দংশ প্রকৃতিতে অলক্ষিতভাবে আরোপ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদ দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ পুরুষের পরিচয়ের অনেকগুলিই অবিদ্যা, মায়া প্রভৃতি শব্দমাত্রের অন্তরালে রাখিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। বস্তুতঃ বেদানুগ বেদান্তমত কপট নির্ব্বিশেষীর বেদান্তমত হইতে ভিন্ন। বিশেষবাদী ব্রহ্মে সর্ব্ব-প্রকার বিশেষ স্বীকার করেন। বিশেষগুলি ব্রহ্ম-বস্তুর ন্যায় নিত্য, উহা কাল্পনিক বা রূপক নহে। ব্রহ্মবাদীগণ বস্তুতঃ সবিশেষবাদী; তবে স্ববলে কেহ কেহ আপনাদিগকে নির্ব্বিশেষী বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়া কাপিল শূন্যবাদ বা বৌদ্ধবাদের সহিত সামঞ্জস্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে কাপিলগণ নির্ব্বিশেষী ব্রহ্ম-বাদীর ন্যায় ব্রহ্মে হেয়তা আশঙ্কা করিয়া বিশুদ্ধ বিশেষকেও মলময় মনে করেন। বিশেষ-ধর্ম্মই তাঁহাদের মতে 'মল'-নির্ম্মিত। **কাপিল- মতের অঙ্কুর হইতেই বৈদান্তিক নির্ব্বিশেষবাদীর জন্ম। জ্ঞান ও কর্ম্মের অন্তরালে পাতঞ্জল দর্শনের উৎপত্তি।** জ্ঞানবাদী বিপরীত-গতিতে কর্ম্মাশ্রয় করিতে গেলে এইপ্রকার ভাব আসিয়া পড়ে।

বৈশেষিক ও ন্যায়মতে দেহী ও ঈশ্বর স্বীকৃত; কিন্তু বৈশেষিকের দেহী নিষ্কপট-নির্ব্বিশেষীর ব্রহ্ম ও সাংখ্যের প্রকৃতির তুল্য। গৌতমের ঈশ্বর, কপট-নির্ব্বিশেষীর ব্রহ্ম যেরূপ চারিটী ভূষণে ভূষিত, সেই প্রকার অপর কয়েকটী সামর্থ্য-সম্পন্ন। **জৈমিনীর দর্শন,** জ্ঞানানুশীলনের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান। বস্তুর-ফলদাতৃত্বই প্রধান কার্য্যকারিতা; এজন্য সৎকর্ম্মানুশীলন ও তদ্ভোগের প্রয়াসই জৈব-জগতের ক্রিয়া। জৈমিনীয় দর্শনের কর্ম্মফলবাদ অপর দার্শনিকগণও

স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু ঐ ফলপ্রাপ্তির বিরামের ব্যবস্থাও আছে।

জ্ঞানের সাহায্য-অবলম্বনে স্ব-স্ব-প্রকৃতির অনুকম্পায় এই প্রকার নানা চিন্তা ভারতে এক সময়ে প্রভূতভাবে তরঙ্গায়িত হওয়ায় উদ্দেশ্য দূরে পড়িয়া কেবল পাণ্ডিত্যে ও অহঙ্কারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যের ফলে জীবগণ ঈশ-বৈমুখ্য অনুশীলন করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই দুঃসময়ে মায়াবাদিগণ ভারতে কোন স্থলে বৌদ্ধবাদ, কোথাওবা শাঙ্করবাদ, কোথাওবা যোগানুশীলন, কোথাওবা কুমারিলের কর্ম্মবাদ, কোথাওবা পাশুপতগণের বিচিত্র উপাসনা, কোথাওবা পঞ্চোপাসনা, কেথাওবা উপাসকের হিতার্থ কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা, কোথাওবা কদর্য্য তন্ত্রাদির সাধনা, এবং কোথাওবা ভগবল্লীলাকে রূপক করিবার প্রয়াস হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঐ কালে ভক্তি-মাহাত্ম্য এতদূর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল যে, জ্ঞান-পরিচ্ছদাবৃতা মায়া ভক্তিদেবীকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। ভক্তি-বিরুদ্ধবাদীগণ ন্যূনাধিক সকলেই মায়াবাদী। এই মূঢ় মায়াবাদীগণকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় পরমমঙ্গলময় ভগবান) স্বীয় সঙ্কর্ষণ-শক্তিকে মায়াবাদাচ্ছন্ন দেশে পঠাইয়াদিলেন। সেই ভগবৎকৃপা-প্রেরিত মহাত্মাই **শ্রীরামানুজাচার্য্য**।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ঐশ-শক্তি বলেই আজ ভারতবর্ষে ভগবানের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। মায়াধীশ ভগবানকেও মায়াবাদীগণ মায়িক বলিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যাঁহার অসীম শক্তিতে মায়াবাদ-তিমির স্বীয় সামর্থ্য প্রচারে ভগ্নমনোরথ হইয়াছে, যাঁহার অনির্ব্বচনীয় শাস্ত্র-মীমাংসায় কাল্পনিক মায়াবাদীর গজদন্ত উৎপাটিত হইয়াছে এবং যাঁহার শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব বিচার অবগত হইয়া মায়াবাদীগণের প্রধান আচার্য্যগণ স্বস্ব দুর্ভাগ্য অপনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই রামানুজ হইতেই এই দুর্ব্বিসহ কলিকালে শ্রীবৈষ্ণবগণ যে কত উপকৃত হইয়াছেন, তাহা লেখনীর বর্ণনাতীত। ভারত-গগনকে মায়াবাদ কুজ্ঝটিকা হইতে বিমুক্ত করিতে রামানুজ-সদৃশ পরমবন্ধু বৈষ্ণবগণের আর নাই বলিলেও চলে। **শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি এই মহাত্মাকে শিষ্টগণাগ্রগণ্য ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।** ভগবানের সঙ্কর্ষণ ব্যতীত পরব্রহ্মের শক্তির ধারণা করিতে ও মূঢ় মায়াবাদীকে বুঝাইয়া দিতে কে আর সমর্থ হইয়াছিল? শ্রীরামানুজের আবির্ভাবে আজ ভারতে জীবের পারমার্থিক ধর্ম্মের বিকৃতির প্রতিবন্ধপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবদ্ভজন বা ভক্তি মায়াবাদীগণের দৌরাত্ম্যে যেরূপ শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, রামানুজ-মেঘের শীতল

বারিতে স্নিগ্ধ না হইলে, আজ কেবল কপটী মায়াবাদীর মুখেই কপট ভক্তি মাহাত্ম্য শ্রবণে শ্রীবৈষ্ণবগণ কিরূপ ব্যথিত হইতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর চরিত্র শ্রীবৈষ্ণবের পরমোপাদেয় এবং অনুক্ষণ স্মরণীয়।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দুইভাগে বিন্ধ্যগিরি দ্বারা বিভক্ত। উত্তর ভাগ আর্য্যাবর্ত্ত ও বিন্ধ্যের দক্ষিণ প্রদেশ দাক্ষিণাত্য নামে প্রথিত। বৌদ্ধ-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আর্য্যাবর্ত্ত সাধারণতঃ পঞ্চগৌড়ে বিভক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যও তদ্রূপ পঞ্চদ্রবিড়ে পরিচিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের পাঁচটী প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ স্ব-স্ব প্রদেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সামাজিক ব্যবহারে বদ্ধ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যেও ঐ প্রকার পাঁচটী প্রাদেশিক ব্রাহ্মণ সমাজ দেখা যায়। প্রাদেশিক সামাজগুলি তাহাদের উৎপত্তিকাল হইতে অদ্যাবধি স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। মহাত্মা রামানুজ বিন্ধ্যের দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী দ্বিজগণ যেরূপ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন, দাক্ষিণাত্য-বাসী ব্রাহ্মণগণ তদ্রূপ আপনাদিগকে দ্রাবিড়ীয় আখ্যায় অভিহিত করেন। রামানুজের পূর্ব্ব পুরুষগণ দ্রাবিড়ীয় শাখার ব্রাহ্মণ। **গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, আন্ধ্র, ও তৈলঙ্গ** বা **দ্রবিড়** এই পঞ্চ প্রদেশই পঞ্চ-দ্রবিড়। রামানুজ দাক্ষিণাত্যের যে অংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তৈলঙ্গ প্রদেশান্তর্গত। **তৈলঙ্গেরই অপর নাম মূল-দ্রবিড়।** অন্ধ্রপ্রদেশ ইহারই অব্যবহিত দক্ষিণে। চোল ও পাণ্ড্য রাজগণ পুরাণে ভবিষ্যভূপালগণের মধ্যে অন্ধ্রভৃত্য বলিয়া বর্ণিত আছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা হারীতের বংশে কেশবাচার্য্য নামক একজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ তৌণ্ডীর মণ্ডলস্থ পূর্ব্ব সমুদ্রের দ্বাদশক্রোশ পশ্চিমে ভূতপুরী নামক গ্রামে শকাব্দীর দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাস করিতেন। কেশব ও তদীয় পত্নী কান্তিমতী উভয়েই সদাচার সম্পন্ন ও নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। পুত্রকামনায় সমুদ্র স্নান-পূর্ব্বক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করায় ভগবান্ পার্থ-সারথি তাঁহাদিগের মনোভীষ্ট পূর্ণ করেন। **কেশবের ঔরসে কান্তিমতীর গর্ভে যথাকালে ভূতপুরী গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দায় বৃহস্পতিবারে চৈত্র শুক্লপঞ্চমীতিথিতে আর্দ্রা নক্ষত্রে দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্রীরামানুজ জন্মগ্রহণ করেন।** কহারও মতে মাদ্রাজের ২৬ মাইল পশ্চিমে শ্রীপরমবস্তুর নামক গ্রামে খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীরামানুজের জন্মকালের বর্ণন সরল ভাষায় এইরূপ লিখিতে আছে।—

যস্মিন্ ক্ষণে ভুবি পদং ব্যদধাৎ স বাল
স্তস্মিন্ ক্ষণে কলিসিংহঃ সহসাবিলিল্যে।
পাপঃ পলায়নপরঃ সহসা পৃথিব্যাং
ধর্ম্মো বভূব ভগবান্ স্বপদৈশ্চতুর্ভিঃ॥

বলা বাহুল্য যে, কেশব রামানুজের জন্মে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যথাবিধি জাত-সংস্কার মহোৎসবে কেশবের আত্মীয় বন্ধু সকলেই সম্যক্ সন্তর্পিত হইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত বালকটীকে অন্নপ্রাশন, চৌল ও মৌঞ্জী-বন্ধনাদি ও পরিশেষে অষ্টমাব্দে যজ্ঞসূত্রাদি দ্বারা যথাবিহিত সংস্কৃত করেন। ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা ও অধ্যায়নাদি কার্য্যে রামানুজের পিতৃদেবের কোনপ্রকার শৈথিল্য ছিল না।

কেশব-তনয় বাল্যে বালোচিত ক্রীড়া ও কৈশোরে বিদ্যারম্ভ ব্যাপারে সময় অতিবাহিত করেন। কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার কালে মাতা ও পিতার যত্নে এই দ্রাবিড়-কুল-তিলক দার-পরিগ্রহ করেন। রামানুজকে দ্বিতীয়াশ্রমে অবস্থিত দেখিয়া কেশব যাজ্ঞিক লৌকিকী তনু ত্যাগ করেন। শ্রীমান্ রামানুজও পিতার পারলৌকিক বৈদিক ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠান করতঃ আশ্রমসম্মান রক্ষা করিলেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর কিছুকাল বিধবা জননীর সন্নিধানে সপত্নীক বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা রামানুজের শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবলা ইচ্ছা হয়। শ্রীকাঞ্চিপুরীতে শ্রীযাদবাচার্য্য নামক জনৈক অধ্যাপকের বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা অবগত হইয়া তাঁহার সকাশে গমনপূর্ব্বক বেদান্তপাঠ আরম্ভ করিলেন। ভূতপুরী কাঞ্চিপুরের নাতিদূরে অবস্থিত। কাঞ্চিপুরী মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর মধ্যে একটী। কাঞ্চীর বর্ত্তমান নাম কঞ্জিভিরাম। এই নগর মাদ্রাজের পশ্চিমে দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। চোল-রাজগণের রাজ্যকালে কাঞ্চিপল্লী বিদ্যা-শিক্ষার কেন্দ্র, সরস্বতী সমার্চ্চনার পীঠ ও দাক্ষিণাত্যের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ঐ কালে বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্রাহ্মণগণ কাঞ্চীতে যাইতেন। আধুনিক সংস্কৃত ভাষা ও আচার্য্যাচার ন্যূনাধিক কাঞ্চিবাসীগণের নিকট বহুল আদরের বস্তু ছিল।

যাদবাচার্য্যের নিকট বেদান্ত পাঠানুরোধে রামানুজ স্বীয় জন্মভূমিতে বাস ত্যাগ করিয়া কাঞ্চিতে আগমন করিলেন। তথায় যাদবাচার্য্যের নিকট তিনি

যথারীতি বেদান্ত অধ্যয়ন ও গুরু-শুশ্রূষা করিলেন। এইকালে একদিবস যাদব কাঞ্চীরাজের দ্বারা আহূত হইয়া তদীয় গৃহে শিষ্যাদি পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হন। কাঞ্চীরাজের কন্যা ব্রহ্ম-রাক্ষসগ্রস্তা হইয়া কোন প্রকারে প্রকৃতিস্থা হইতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার পিতা লৌকিকী চিকিৎসায় সফল মনোরথ না হইয়া মন্ত্র-বিদ্ যাদবাচার্য্যের অনুগ্রহপ্রার্থী হন। যাদব মন্ত্র দ্বারা রাজকন্যার প্রেতা-পনোদনের চেষ্টা করিলে ব্রহ্ম-রাক্ষস নানাপ্রকারে যাদবকে তিস্করার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। নানা চেষ্টার পর যাদব ভয় বিহ্বলিত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রহ্ম-রাক্ষস যাদবের পূর্ব্বজন্ম বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল এবং অবশেষে আত্মাপগতি বর্ণন করিয়া তাঁহার শিষ্য রামানুজের পাদোদক প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইল। ব্রহ্ম-রাক্ষসের অভিপ্রায়-মত শ্রীরামানুজ রাজকন্যার কলেবরাশ্রিত অধম-যোনিলব্ধ ব্রহ্ম-রাক্ষসকে কৃপা করিলেন।

এই ঘটনায় যাদবাচার্য্য ক্ষুণ্ণ হৃদয় হইয়া স্বীয় শিষ্য রামানুজের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাব ক্রমে এতই প্রবল হইল যে, যাদবাচার্য্য রামানুজকে অন্তেবাসী জ্ঞান করিয়া স্নেহ করার পরিবর্ত্তে ঈর্ষা প্রজ্জ্বলিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ নানা প্রকারে অনিষ্ট করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ

দশমূল-নির্য্যাস

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতাং স্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি হরৌ গৌরচন্দ্রং ভজে তম্॥

সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই-প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আম্নায় অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দেন।

প্রথম বিষয়ঃ—শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব। নব-জলদ-কান্তি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্গণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্বিগ্রহের প্রভা-মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নন্। যোগিগণ

যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, যাঁহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টি-পাত-মাত্রে প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্রহ্মাদি সকলেই তাঁহার দাস।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। হরি হইতে অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গারূপে চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা-রূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থা-রূপে জীবশক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠাদি-তত্ত্ব, মায়া-শক্তিদ্বারা অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ড এবং জীব-শক্তিদ্বারা অনন্ত-কোটী জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ তিনটি প্রভাব।

তৃতীয় বিষয়ঃ—সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিলরস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রস। সকল রসের মধ্যে মধুর-রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃষষ্টি-গুণে শ্রীকৃষ্ণ দেদীপ্যমান; যথা—(১) সুরম্যাঙ্গ, (২) সর্ব্ব-সল্লক্ষণযুক্ত, (৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্, (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত, (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্ঞ, (৮) সত্যবাক্, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, (১০) বাক্‌পটু, (১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান্, (১৩) প্রতিভাযুক্ত, (১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ, (১৮) সুদৃঢ়-ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শাস্ত্র-দৃষ্টিযুক্ত, (২১) শুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, (২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান্, (২৮) সম, সৌম্যচরিত, (২৯) বদান্য, (৩০) ধার্ম্মিক, (৩১) শূর, (৩২) করুণ, (৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বসুখকারী, (৪২) প্রতাপী, (৪৩) কীর্ত্তিমান্, (৪৪) লোকানুরক্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রয়, (৪৬) নারী-মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্, (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান। এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটি মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। (১) সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্য নূতন, (৪) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত-স্বরূপ, (৫) অখিল-সিদ্ধি-বশকারী অতএব সর্ব্ব-সিদ্ধি-নিষেবিত। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি-দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিত্ব, (২) কোটীব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, (৩) সকল-

অবতার-বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতি-দায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান। এই ষাট গুণের অতিরিক্ত আর চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী-লীলাকল্লোল-সমুদ্র, (২) শৃঙ্গার-রসের অতুল্য-প্রেমশোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠ-মণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত-গান, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবম্বিধ রূপ-সৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। এই চতুঃষষ্টিগুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-রসামৃত-সমুদ্র-স্বরূপ।

চতুর্থ বিষয়ঃ—পূর্ব্ব তিনটি বিষয়ে ভগবত্তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। **চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ত্ব কথিত হইতেছে।** চতুর্থে জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরাশক্তির তটস্থ-বিক্রমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির ন্যায় বিভিন্নাংশরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিৎ-স্বরূপ ও চিদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন। পরাধীন-স্বভাব-বশতঃ কৃষ্ণ-বিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন্ন হয়। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ এই যে,—'উভয়ই চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ যিনি বিভু, মায়ার প্রভু এবং মায়া যাঁহার নিত্য-দাসী, তিনি ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশযোগ্য ও অণু তিনি জীব।' কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহ-বিশিষ্ট, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে আছে। গুণ-সকল চিন্ময়। শুদ্ধজীবে মায়িক ধর্ম্ম বা গুণ নাই।

পঞ্চম বিষয়ঃ—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি ক্ষুদ্রতা-বশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরতন্ত্র থাকিলে তাঁহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হয়। নিজ ভোগবাঞ্ছা-ক্রমে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া মায়ার দুর্নিবার কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মায়িক সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ-নীচ অবস্থাজনক। তদ্দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখন নরকাদি-ভোগ—চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়।

ষষ্ঠ বিষয়ঃ—মায়ার-চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ চিৎস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য; কোন মায়িক কার্য্যের দ্বারা (জীব) মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং পুণ্যজনক কোন শুভকর্ম্মদ্বারা মায়া-মোচন সম্ভব হয় না। আমি জীব—চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়, এরূপ জ্ঞানমাত্র হইলেও জ্ঞান-বৈরাগ্যদ্বারা মায়া হইতে মুক্তি হয় না। নিজের গুপ্ত এবং লুপ্তপ্রায় কৃষ্ণ-

দাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরূপ অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ-স্বভাব উদয়েই মায়া-পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয়। নিজ-স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত-প্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না; সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটি ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব-ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে কিয়ৎ-পরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা * শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটি ঘটনা। সেই সুকৃতিবলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা। তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধু-সঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়; ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ংআনুষঙ্গিক-ফলরূপে উপস্থিত হয়।

সপ্তম বিষয় :—প্রথম হইতে ষষ্ঠ বিষয় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাসু জীব এই প্রশ্ন করেন,— (১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটি বিষয়ের সুন্দররূপে আলোচনা করিয়া দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুচৈতন্য ও কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ। বিবর্ত্ত-বাদাদি-তর্ক নিরর্থক ও অবৈদিক। কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে জীবসমূহ ও অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। এই জড়ব্রহ্মাণ্ডে

---

* "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন ইহা নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার আমার কারাগৃহ,—সুতরাং হেয়, এবং কর্ম্মকাণ্ড, নির্ব্বেদ-জ্ঞানকাণ্ড ও ঐশ্বর্য্য বা কৈবল্য-জনক যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চন-ভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন, বিশুদ্ধা শ্রদ্ধার এই লক্ষণ।

আমার নিত্য অবস্থান নয়; ইহা কারা-গৃহমাত্র। এই জ্ঞান হইতে অনন্য-কৃষ্ণ-ভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

অষ্টম বিষয়ঃ—সম্বন্ধ-জ্ঞান হইয়াছে, অনন্য-ভক্তিতে সৎসঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা হইল; এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন—এই চিন্তা করিয়া সদ্‌গুরুর নিকট সদুপায় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়া সদ্‌গুরু তাঁহাকে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাহার লক্ষণ এই,—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

আনুকূল্যের সহিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলারস অনুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তি। জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকূল করিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই কর্ত্তব্য। সুতরাং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাব বর্জ্জন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ভজন করাই আনুকূল্য-ভাব। ইহাতে ভজন-ক্রিয়ায় একটু নির্ব্বন্ধিনী মতির প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নির্ম্মল হইবে—এই উদ্দেশে তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের প্রয়োজন। জীবন-নির্ব্বাহে জ্ঞান-চেষ্টা ও কর্ম্ম-চেষ্টা অবশ্য হইবে; কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ, যাহাতে শুদ্ধভক্তি-বৃত্তিকে আবরণ করে, তাহা সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি-লক্ষণ-শূন্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকা উচিত।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনভেদে **ভক্তির অঙ্গ নয় প্রকার**। আবার, ঐ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া **ভক্তির অঙ্গ চতুঃষষ্টি-বিধ** বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি-লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ। বিধি-লক্ষণের মধ্যে হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-সেবা ও হরিভক্তিশাস্ত্র-চর্চ্চা—এই পাঁচটি মুখ্য। অপরাধ * বর্জ্জন, যত্নের সহিত অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, আপনার গুর্ব্বভিমান

* অপরাধ দুইপ্রকার, অর্থাৎ সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় সেবাপরাধগুলি বিচার্য্য। নামাপরাধ সাধারণ ভক্তমাত্রের পরিত্যাজ্য। (১) নাম-পরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা এবং ভগবান্ হইতে শিবাদি অন্য

বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন, পার্থিব হানি-লাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোকমোহাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেব ও শাস্ত্র নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ না করা, প্রাতিকূল্য-ভাবে গ্রাম্যবার্ত্তার অনুশীলন না করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া—এই দশটি নিষেধ পালন করা নিতান্ত আবশ্যক। **কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তনাদি অন্য সকল ভক্ত্যঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।** এই প্রকার সাধন-ভক্তিকে শাস্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধী ভক্তি বলা যায়। দৃঢ়-শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাধিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। সাধন-ভক্তি আর এক প্রকার আছে, তাহা অসাধারণ, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাগময়ী ভক্তি স্বতঃসিদ্ধা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি তাহার অনুকরণে লোভ-দ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধন-ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবা-লাভই তাহার কারণ। এই দুই প্রকার সাধন-ভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব।

নবম বিষয়ঃ—প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণ-প্রেমই নবম বিষয়। শ্রদ্ধা-সহকারে অনন্য-ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অথবা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতি-পূর্ব্বক সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণ-বিষয়ে ভাবোদয় হয়। তখন বৈধ-সাধনের চেষ্টাময় অনুশীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয়। সেই ভাব অধিকারি-ভেদক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। '**শান্ত**'-রস ব্রজ হইতে দূরে থাকে, ব্রজে '**দাস্য**'-প্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় ভাব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনন্য-মমতা সংযুক্ত হইলে তাহা প্রেম

কেহ পৃথক্ ঈশ্বর আছেন, এরূপ মনে করা, (৩) নাম-শিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা-বাচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) নামের মহিমা কেবল স্তবমাত্র, এরূপ মনে করা, (৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নামবলে পাপ করা, (৮) চিন্তামণি চৈতন্যরসরূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা—এই দশটি নামাপরাধ। নামাপরাধ বড়ই কঠিন; কিছুতেই যায় না, কেবল নিরন্তর নাম করিতে করিতে যায়। **শিষ্য নাম-গ্রহণ মাত্রেই নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত্ন পাইবেন।**

হয় ; এই রসের নাম **'দাস্য'**-রস। দাস্য-রসে সম্ভ্রম প্রচুররূপে থাকে। সেই মমতাতে সম্ভ্রমশূন্য বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাসের উদয় হইলে তাহা 'প্রণয়'-নাম প্রাপ্ত হয় ; ইহার নাম **'সখ্য'**-রস। এই রসে যদি অতিরিক্ত স্নেহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে **'বাৎসল্য'**-রস বলা যায়। বাৎসল্য-রসের সমস্ত গুণ অভিলাষময় হইলে তাহাই 'শৃঙ্গার'-রসের রূপ ধারণ করে। শৃঙ্গার-রস সর্ব্বোপরি রস-বিশেষ। ব্রজে অবস্থিত হইয়া রাধা-কৃষ্ণের কোন সখী-জনের অনুগত পাল্য-ভাবে সেবা করাই এই রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ সচ্চিৎ-স্বরূপ এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন তত্ত্ব আনন্দই—শ্রীমতী রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাঁহার ভাব-বিশেষ ; সুতরাং কায়-ব্যূহ। সেই সখীগণ পরাশক্তির কায়-ব্যূহ হওয়াতে তাঁহারা স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ-করত জীব নির্ম্মল হইলেই, সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত হন এবং রাধাকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সুখ নিত্য সম্ভোগ (অনুভব) করেন, ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। ইহাই চিত্তত্ত্বের পরম-বিচিত্র-ভাব। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মলয়-রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রদত্ত ক্রম যথা,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০)
স্যাদ্দৃঢ়েঽয়ং রতিঃ প্রেম্না প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব স।
সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥

(উজ্জ্বলনীলমণি, স্থায়িভাব প্রঃ ৪৪)

প্রথমে শ্রদ্ধা, হইতে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজন-ক্রিয়া, ভজন-ক্রিয়া হইতে সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তি, অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও ক্রমে ভাবোদয় হয় ; ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম—রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম ; প্রেম বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু হয়, প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা

দিয়াছিলেন, তাহাই দশমূল। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সেই দশমূলের নির্যাস। **যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই দশমূল-নির্যাস সেবন করিবেন।** শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই নির্যাসের মধ্যে সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে দেখাইয়া দিবেন। শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়; গুরুচরণ হইতে ভজনশিক্ষা; ভজনদ্বারা সকল অনর্থ-নিবৃত্তি; তবে নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবের উদয় হয়। **ভজনের প্রথমাঙ্গই—দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ-সংস্কার * করিবেন।** দশমূল-পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না। **অনর্থ চারি প্রকার অর্থাৎ 'স্বরূপ-ভ্রম', 'অসত্তৃষ্ণা,' 'অপরাধ' ও 'হৃদয়-দৌর্ব্বল্য'।** জীব নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া অন্যরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং **স্বরূপ-ভ্রম** প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক। স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব **কৃষ্ণানুশীলনের** সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু-কৃপায়

---

* "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমা হি পঞ্চ-সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥" ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎ পরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্‌গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য শ্রীগুরুর চরণে আসিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎ পরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীন-তারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মের ধূলি-সদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর কেহ দীক্ষা-লাভের অধিকারী ন'ন্, ইহা স্থির রাখিবার জন্য গুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। পরম-কারুণিক কলি-পাবন জগদাচার্য্য-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্যদেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরি-মন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূল-জ্ঞানদ্বারা অনুতাপকেই স্থায়ী করা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হইল। সুতরাং তাঁহাকে ভক্তিসূচক একটি নাম দেওয়া উচিত। নামের সঙ্গে-সঙ্গে স্বরূপ-সিদ্ধি করাই প্রয়োজন। স্বরূপ-

স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম-অনর্থ দূর হইবে না। প্রথম-অনর্থ যত পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসত্তৃষ্ণা-রূপ দ্বিতীয় অনর্থও তাহার সঙ্গে তত পরিমাণে দূর হইবে। জড়-দেহের বিষয়-পিপাসাই **অসত্তৃষ্ণা**। স্বর্গ-সুখ, ইন্দ্রিয়-সুখ, ধন-জন-সুখ—সকলই অসত্তৃষ্ণা। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্য সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ-পরিহারের বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। 'নামাপরাধ' পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অতি শীঘ্রই লাভ হয়। আলস্য, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদির দ্বারা চিত্ত-বিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনী-শক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন-রূপ-বলের অভিমানে দৈন্য-স্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশ দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কুসংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতা-জনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথা বৈষ্ণবাভিমান, কনক-কামিনী ও ইন্দ্রিয়-সুখা-ভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এই প্রকার কার্য্যসকলই হৃদয়-দৌর্ব্বল্য

সিদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-বাচক মন্ত্র দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ-সিদ্ধ করিবেন। সংসার-সম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম-সংস্কার। পঞ্চম-সংস্কার দ্বিবিধ—প্রাথমিক ও চরম। প্রেমপ্রাপ্ত-ব্যক্তির পক্ষে মানস-সেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর-ব্যবহারের উপদেশ। শেষ দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ ; অমানি-মানদ-ভাবে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই ভজনের বাহ্য প্রকাশ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবাই পরম-গুহ্য। এই সেবা অষ্টকালীন। শ্রীগুরুদেব তত্তচ্ছাস্ত্র-দৃষ্টে উপদেশ দিবেন।

হইতে উদিত হয়। **দশমূলকে** সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ কঠিন বিষয়) * বলিয়া যিনি হেলা করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না। **শ্রীগুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চ-সংস্কার দিবার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক।** ইহা হইলে আর অনুপযুক্ত লোক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের বন্দনা

(১)

গৌর-প্রিয় তুমি আচার্য্য প্রবর, প্রণমি হে প্রভো! চরণে তোমার।
তব কৃপা বিনা তোমার মহিমা, গাহিতে শকতি নাহিক আমার॥
তাই তব পদ-রেণু শিরে ধরি', কাতরে চাহি গো করুণা তোমার।
করুণা করিয়া দেহ গো শকতি, মায়াতে দুর্ব্বল হৃদয় আমার॥

(২)

যে-দিন তোমার চরণ পরশে, ধন্যা হইল ধরণী-বক্ষ।
সে-দিন হইতে আজ অবধি, পাপী-তাপী কত লক্ষ লক্ষ॥
পূজিছে তোমার যুগল চরণ, সেবা শতদলে গভীর হর্ষে।
গাহিছে তোমার-করুণার গাথা, ছায়া-নটে যাহে অমিয় বর্ষে॥

(৩)

তব প্রচারিত "গোলোকের বাণী", ছুটিছে চৌদিকে নবীন গর্ব্বে।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের স্নিগ্ধপ্রবাহিণী, ভাসাল জগৎ-মানব সর্ব্বে॥

---

* এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র কয়েকটী পদ আলোচ্য ও তাহার 'অমৃতপ্রবাহ'-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।—

"সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ২।১১৬-১১৭)

মায়া-নিদ্রা-গ্রস্ত জীবেরা জাগিল, ঘুচিল মনের যতেক ভ্রান্তি।
উদিল হৃদয়ে তুষার-শঙ্খ, জোছনা-শুভ্র ভকতি-কান্তি॥
নাচিয়া উঠিল নিখিল বিশ্ব, শুনিয়া নামের অপূর্ব ছন্দ।
গাহিল সকলে, ঘুচিল কুণ্ঠা, টুটিল জীবের মায়ার বন্ধ॥

(৪)

হরিনামামৃত-সায়রে সকলে, ত্যজিয়া লাজ-মান-ভয়।
ভুলিল সংসার, আত্মীয়-স্বজন, মায়াপিশাচীরে করিল জয়॥
ধরণী ভরিয়া উঠিল আকাশে, "জয় সরস্বতী প্রভুপাদ জয়"।
হাসে, নাচে, গায় পুলকে প্রেমেতে, মাতিল তোমার সেবক চয়॥
শুনি' হরিনাম, নাচে সুরধুনী, বিটপী-পত্র নাচে আনন্দে।
নগর-পল্লী, পশু-পাখী আদি পুলকে তোমার চরণ বন্দে॥

(৫)

(আজি তব জন্মতিথি করিয়া স্মরণ)—
দম্ভ, অহংকার, কাপট্য-কলহ, আলস্য-জড়তা হিংসা-দ্বেষ ভুলি'।
সবে মোর ভাই, নিত্যধামবাসী, ভাবি' সবে হর্ষে করে কোলাকুলি॥
বিমানে নাচিছে অম্বর-চারী, নাচে দেবাঙ্গনে দেবতার বালা।
নিম্নে জলধি নাচিছে পুলকে, বুকে দোলে তা'র লহরীর মালা॥
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে, অপর প্রান্ত অবধি তোমার।
গাহে গুণ-গাথা, হৃদয় ভরিয়া পশু-পাখী-কীট-পাষাণ-পাথার॥

(৬)

করমের দোষে হায় প্রভু মোর, (তব) চরণ-সেবার নাহি অবসর।
স্বজনাখ্য দস্যু-সেবারত সদা, (তাই) কম্পিত ত্রাসে হৃদয় আমার॥
তোমার চরণ করিয়া আশ্রয়, এ দীন সেবক শ্রীগোপাল রায়।
তব-সেবানন্দ-অমিয় পাথারে, (যেন) দিবস যামিনী ডুবিয়া রয়॥

—দীনসেবক

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণ-রত্ন, (নারমা)

উপনিষদ্-বাণী

কঠ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৩৮৯ পৃষ্ঠার পর)

এই মনুষ্য শরীররূপ পুরী ২টী চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভি, গুহ্যদেশ ও শিশ্ন—একাদশ দ্বারযুক্ত। ইহা সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের নগরী। যে-ব্যক্তি এই রহস্য জানিয়া মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হইয়া সেই অজ ব্রহ্মের অরাধনায় নিযুক্ত হন এবং নগরের স্বামী মহান্ পরমেশ্বরের চিন্তায় নিরত থাকেন, তিনি শোকে অভিভূত হন না, পরন্তু সংসার-বন্ধন-মুক্ত হইয়া থাকেন। সেই পরব্রহ্ম বিশুদ্ধ পরম ধামে বিরাজিত পুরুষোত্তম। তিনিই অন্তরীক্ষে ভ্রমণশীল বায়ু দেবতা, তিনিই অতিথিরূপে গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হন, তিনিই যজ্ঞবেদীতে অধিষ্ঠিত অগ্নি এবং যজ্ঞে আহুতি প্রদানকারী হোতা। তিনিই মনুষ্য, দেবতা ও পিতৃরূপে অবস্থিত, আকাশে স্থিত এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই জলে মৎস্য, শঙ্খ, শুক্ত্যাদিরূপে অবতীর্ণ হন—পৃথিবী, বৃক্ষ, অঙ্কুর, অন্ন, ওষধি-আদিরূপে, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মে নানাপ্রকার যজ্ঞাদি-ফলরূপে এবং পর্ব্বতে, নদনদী-প্রভৃতি-রূপে প্রকটিত হ'ন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববস্তু হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ; তাঁহা হইতে পৃথক্, শ্রেষ্ঠ অথবা মহান্ কোন বস্তুই নাই—তিনিই পরম সত্য-তত্ত্ব। শরীরে প্রাণ অপাণাদির যে-সমস্ত ক্রিয়া, তাহা তাঁহারই প্রেরণায় চলিতেছে। তিনিই প্রাণকে ঊর্দ্ধে উন্নয়ন ও অপনাকে অধোগামী করেন—শরীরের সমস্ত কর্ম্ম-সুচারু-রূপে সম্পাদন তিনিই করিয়া থাকেন। সর্ব্বব্যাপী পরম পূজনীয় সেই পরমেশ্বরের উপাসনা সকল দেবতাই করিয়া থাকেন। শরীরস্থ সমস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহারই প্রেরণায় সমস্ত কার্য্য যথাযোগ্য সম্পাদন করেন। এই অনিত্য শরীর ধ্বংস হইলে শরীরের কিছুই বর্ত্তমান থাকে না; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত থাকেন। প্রাণীসকল প্রাণ, অপাণাদি, বায়ুদ্বারা একদিনও জীবিত থাকিতে পারে না; কিন্তু সেই চেতনময় বস্তুই ইহার জীবন। সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মা সর্ব্বদা বর্ত্তমান।

এক্ষণে তোমাকে বলিতেছি যে, মনুষ্যাদির মৃত্যু হইলে পর জীবাত্মার কি অবস্থা হয়। বদ্ধজীব নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বাসনাবশে বিভিন্ন যোনিতে প্রবিষ্ট হয়। সকলেই শাস্ত্র, গুরু, শিক্ষা-আদি দ্বারা দেখিয়া শুনিয়া শুভ-

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদিতে অথবা বিবেকের অভাবে অসদ্ যোনি—পশু, পক্ষী, প্রস্তরাদিতে জন্ম গ্রহণ করে। জীবাত্মার কর্ম্মানুসারে তাহাকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া কর্ম্ম-ফলভোগ প্রদানকারী পরমপুরুষ সমস্ত জীবের প্রলয় হইলেও নিজ মহিমাতে মহিমান্বিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান থাকেন। তিনি পরম-বিশুদ্ধ অমৃত-স্বরূপ। কেহ তাঁহার মহিমার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার অধীনে তাঁহারই শাসনে বর্ত্তমান। সেই পরব্রহ্মই তোমার জিজ্ঞাসিত পুরুষ। একই অগ্নি পৃথিবীতে যেরূপ ইন্ধনের আকার-স্বরূপ নিজ-রূপ প্রকাশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়, তদ্রূপ একই পরমেশ্বর সর্ব্বশরীরে সমভাবে বিরাজিত থাকেন; কিন্তু বিভিন্ন শরীরধারীর শরীরে ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। বস্তুতঃ তিনি এক এবং সর্ব্বগ হইলেও তাঁহার একত্বের হানি হয় না। এক বায়ু অব্যক্তরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও ব্যক্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকার ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে এক পরমাত্মা সমভাবে বিরাজিত থাকিয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হন। সূর্য্যদেব যেরূপ সর্ব্বলোকের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়াও সকলের দৃষ্টি-শক্তির প্রকাশ করেন, কিন্তু ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্নরূপে বস্তুর দর্শন ও কর্ম্ম করিলেও সূর্য্যদেব তাহাদের চাক্ষুষ দোষে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ পরমাত্মা সকলের অন্তর্যামী এক পরমেশ্বর শুভশুভানুষ্ঠানকারী প্রাণী-সকলের কৃত-কর্ম্মে শুভাশুভ-ফলে লিপ্ত হন না—প্রাণিগণের কৃত কর্ম্মের-ফল সুখ-দুঃখাদি-ভোগের ন্যায় পরমাত্মা ঐ সকল সুখ-দুঃখাদিতে লিপ্ত হন না; কিন্তু সর্ব্বদা অসঙ্গ ও পৃথক্ বর্ত্তমান।(যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দেব-মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণীকে নিজ-বশীভূত রাখেন, তিনিই লীলাবশে একরূপকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে যাঁহারা আত্মস্থ দর্শন করিতে পারেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ লাভ হয়—অপরের হয় না। নিত্য চেতন-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সকল জীবের ভোগাদি কর্ম্মের যথা-যোগ্যফল বিধান করেন, ও আত্মস্থ তাঁহাকে দর্শন করিলে তাঁহারাই সনাতনী শান্তি লাভ করেন, অপরে করে না। সেই পরম শান্তি প্রাপ্ত মহাপুরুষগণ ধারণা করেন যে, সেই পরমেশ্বরই অলৌকিক আনন্দের অবধি। তিনি বাক্য- মনের অনির্দ্দেশ্য। সুতরাং সেই পরব্রহ্মের ধারণা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কি প্রকারে সম্ভব? সেই স্বপ্রকাশ চিৎ-সূর্য্য পরমেশ্বরের পরমধামে নিত্য বিরাজিত। সেখানে জাগতিক-সূর্য্যের প্রকাশ হয় না। চন্দ্র, তারা, বিদ্যুতাদিও সেখানে প্রকাশ

পায় না, অগ্নির ত' কথাই নাই। কিন্তু প্রাকৃত-জগতে প্রয়াসশীল সমস্ত বস্তুরই-প্রকাশ-শক্তি তাঁহা হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং প্রকাশকের নিকট নিজ প্রকাশ কেহ দেখাইতে পারে না। সারার্থ এই যে, সমস্ত জগৎ সেই প্রকাশশীল পরমাত্মার এক অংশেমাত্র প্রকাশিত আছে।

এক্ষণে সংসার-বৃক্ষের বর্ণন করিতেছেন—এই সনাতন সংসার-বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখা-বিশিষ্ট। পরমেশ্বরই ইহার মূল-স্বরূপ। তাঁহা হইতেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং লয়। তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। তিনিই অমৃত-স্বরূপ। সমস্ত লোক তাঁহারই আশ্রিত। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন, শ্রবণাদি যাহা-কিছু করা যায়, সমস্তই পরম কারণ পরমেশ্বরের প্রেরণা, নিয়মন ও আধার হইতে হইয়া থাকে। তিনি পরম দয়ালু হইয়া মহৎ ভয়-স্বরূপ। বজ্রহস্ত-প্রভুকে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত দেবতা যথানিয়মে সর্ব্বদা প্রভুর আজ্ঞাপালনে তৎপর। যিনি, তাঁহাকে জানিতে পারেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অমর হইয়া থাকেন—জন্মমৃত্যু হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হন। তাঁহার ভয়ে অগ্নি দাহনকার্য্য করেন, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন; ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যুদেব তাঁহারই ভয়ে ধাবিত হইয়া বারি বর্ষণ, প্রাণীদের জীবনী-শক্তি প্রদান এবং নাশ-কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। সমস্ত দেবতার দেবতা পরমেশ্বর সকলকে নিজ শাসনে ও নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া জগতের পালনাদি কার্য্য করাইতেছেন। তিনি সকলের শাসক এবং নিয়ন্তা। যদি সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভুকে দুর্লভ মনুষ্য জন্মের অবস্থিতিকালে মনুষ্যগণ জানিতে পারে, তাহা হইলেই জীবন সফল হয়। অনাদিকাল ধরিয়া সৃষ্টি-প্রবাহের প্রবহিত-অবস্থা হইতে মুক্ত হয়; নতুবা পুনরায় বিভিন্ন যোনিতে গমন ও নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হয়, এজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বেই ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবদ্-ভজনকরা বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মল-রহিত দর্পণে যেরূপ বস্তুসকল স্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষের নিকট পরমাত্মার দর্শন স্পষ্ট প্রতীত হয়। যেরূপ স্বপ্নে বস্তু যথার্থ দৃষ্টি-গোচর না হইয়া স্বপ্ন-দ্রষ্টার বাসনা ও সংস্কার অনুসারে বিশৃঙ্খলরূপে অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পিতৃলোকের পুরুষগণের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ও জ্ঞান থাকায় তাহারা পূর্ব্ববৎ বাসনাবদ্ধ থাকে। গন্ধর্ব্বলোক পিতৃলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথায় পরমাত্মার প্রতীতি 'জলের অভ্যন্তরে প্রতিবিম্ব-দর্শনবৎ'। প্রতিবিম্ব যেরূপ পবন-হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, তদ্রূপ গন্ধর্ব্বলোক-বাসিগণের চিত্ত ভোগ-

প্রবাহে প্রবহমান থাকে বলিয়া তাহাদের পরমাত্মার স্পষ্ট প্রতীতি হয় না। কিন্তু ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আতপ সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক্ তত্ত্ব। জীবাত্মা ছায়া সদৃশ ও পরমাত্মা আতপ সদৃশ, জ্যোতির্ম্ময় চিৎ-সূর্য্য-বিশেষ। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মা কখনই এক তত্ত্ব হইতে পারেন না—সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়সকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাব এবং জাগ্রত-অবস্থাতে কার্য্যকরণ-ক্ষমতা ও 'সুষুপ্তিতে লয় হইয়া যাওয়ায়'-অবস্থাদির পরিবর্ত্তন আত্মার নহে, উহা শরীরের কার্য্য; কিন্তু আত্মা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, বিশুদ্ধ এবং সদা এক-রস—এই তত্ত্ব যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনি দুঃখ-শোক রহিত হন। ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা উত্তম। জীবাত্মা হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। কেন না, প্রকৃতি জীবাত্মাকে বন্ধন করে। (গীতাতে প্রকৃতি অপেক্ষা জীবকে শ্রেষ্ঠ বলা হইলেও প্রকৃতিস্থ হইয়া জীব নিজেকে আবদ্ধ করে বলিয়া প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা এখানে উক্ত হইয়াছে।) অব্যক্ত হইতে পরমপুরুষ সর্ব্বব্যাপক ও অলিঙ্গ অর্থাৎ জীববৎ ইন্দ্রিয়াদি-রহিত বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে জানিয়া জীব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতের অধিকারী হয়। সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত আকার-রহিত বলিয়া তাঁহার রূপ সকলের চর্ম্ম-চক্ষুর প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু নিরন্তর শ্রবণ-মনসাদি দ্বারা নির্ম্মল হৃদয়ে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। যখন মনের সহিত পঞ্চেন্দ্রিয় স্বস্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় এবং বুদ্ধিও তাহাদের পরিচালনা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে স্থিত হয়, তাহাকেই জীবের পরমা গতি বলে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্থির ধারণার নামই যোগ। তখন সাধক বিষয়-দর্শনাদি হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হয়। তাহা যতক্ষণ পরমাত্মাতে স্থির না হয়, ততক্ষণ উহার পরিবর্ত্তন সম্ভব। এজন্য ইন্দ্রিয়সহ মন-বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে স্থির রাখাই প্রয়োজন। তিনি বাক্য, মন বা চক্ষুর গোচরীভূত বস্তু হন না। কিন্তু তিনি আছেন, এবং প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন—তীব্র বাসনাযুক্ত সাধকের অন্য প্রতীতি-রহিত হওয়ার জন্য সর্ব্বদা তৎপর হওয়া প্রয়োজন। আস্তিক্য-বুদ্ধির সহিত তত্ত্বভাবে সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তন হইলে পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সাধকের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকট করেন। যখন হৃদয়ের কামসকল সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, তখনই জীব অমৃতের অধিকারী হয় এবং পরমাত্মার অনুভূতি-সুখ লাভ করে। কাম-সকল চিত্তকে বিভিন্ন বস্তুতে ভ্রমণ

করাইয়া পরমাত্মার ধারণাতে ব্যাঘাত ঘটায়, যখন জীবের হৃদয়ের অহংতা-মমতা-রূপ অজ্ঞান-গ্রন্থি ছিন্ন হয়—সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া যায়, তখন জীব মৃত্যু-ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। ইহাই সনাতন উপদেশ।

হৃদয়ের মধ্যে একশত-একনাড়ী আছে, তাহারা শরীরের সর্ব্বত্র গমন করিয়াছে। তন্মধ্যে 'সুষুম্না'-নাড়ী মস্তকের প্রতি গতিশীল। পরম-ধামে গমনের অধিকারী জীব সেই 'সুষুম্না'-নাড়ীর পথে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধলোকে গমন করে। বহির্ম্মুখ জীব অন্য নাড়ী-সকলের-দ্বারা বিভিন্ন যোনিতে কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত গমন করে।

সকলের অন্তর্যামী পুরুষ জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ে সর্ব্বদা নিবাস করেন। মুঞ্জা মধ্যে অবস্থিত ঈষিকা যেমন মুঞ্জা হইতে পৃথক্, তদ্রূপ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরও জীবাত্মা হইতে বিলক্ষণ। তিনি বিশুদ্ধ ও অমৃত স্বরূপ। নচিকেতা যমরাজের এই উপদেশ ও যোগবিধি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ ও মৃত্যু-রহিত হইয়া পরম-ধামে গমন করিয়াছিলেন। যিনি এই অধ্যাত্ম-বিদ্যা জানিতে পারিবেন, তিনিও তদ্রূপ গতি প্রাপ্ত হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতীমহারাজ

ভাগবত-ধর্ম্মের ইতিহাস

ভাগবত ধর্ম্ম নিত্য ও শাশ্বত এবং নিখিল জীবগণের একমাত্র স্বরূপগত ধর্ম্ম। ভাগবত ধর্ম্মের ইতিহাস মহাভারতে, কতকগুলি মহাপুরাণে 'বিশেষতঃ সাত্ত্বিক পুরাণ-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত কি ভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রমাণসমূহ একত্রে পাঠবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা পাইব। সেই সঙ্গে কতকগুলি আধ্যক্ষিক বিচার-পরায়ণ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তৎশিষ্যাভিমানী কতিপয় প্রাচ্য-পণ্ডিতগণের পৌরাণিক সাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা আলোচনা করিয়া তাহার অসারতা প্রমাণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করিব।

বৈদিক-যুগে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের প্রথমেই টীকায় লিখিয়াছেন— "দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-

প্রবৃত্তিঃ— একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্ম-নারদাদি-দ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ"। ভাগবত সম্প্রদায়ের-প্রবৃত্তি দুই প্রকারে হইয়াছে — শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, নারদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া, এবং শেষ অর্থাৎ সংকর্ষণপ্রভু হইতে সনৎকুমার, সাংখ্যায়ন প্রভৃতির মধ্য দিয়া। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে পিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের মৌলিকত্ব প্রাপ্ত হন, যাহা চতুঃ শ্লোকী নামে কথিত। সেই সুপ্রাচীন যুগে প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, দেবহূতি, প্রসূতি, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচকুন্দ, জনক, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, ভীষ্ম, দিলীপ, সৌভরি, পিপ্পলাদ, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, শুকদেব, অর্জ্জুন, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যাজন ও প্রচার করিয়াছেন।

এখন পাঠকগণ! একজন বর্ত্তমান পণ্ডিতাভিমানী পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের বিচার আলোচনা করিতেছি—যিনি বৈষ্ণরাজ্যের কোন সংবাদ রাখেন না; কিন্তু সেই রাজ্যের একজন গবেষকের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করিতেছেন— "যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে কতকগুলি সিরিয়ান্ খ্রীষ্টান্ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিল। তাহাদের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টের কথা শুনিয়া তদনুকরণে এই দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচারিত হইয়াছে"। পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণ নিশ্চয়ই যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে— এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। বেদ-পুরাণাদি সমগ্র শাস্ত্রই অতীব সুপ্রাচীন; তন্মধ্যে বেদ-সকল শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস স্বরূপ—"সর্ব্বাণি শাস্ত্রানি তস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতানি"। তাঁহাদের কাল নির্ণয় করিতে পারা যায় না—এমন কি ঐতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্বে। এবং ইয়োরোপীয় সভ্যতা সৃষ্টি হইবারও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। সুতরাং কেহ যদি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আধুনিক খ্রীষ্ট-জন্মের পরে বা ঐ ধর্ম্ম হইতে তাহার উৎপত্তি বলিতে চেষ্টা করেন—তাহাকে পাগল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন। পরন্তু খ্রীষ্ট-ধর্ম্মই ভারতীয় চিন্তা-স্রোতে প্রভাবান্বিত হইয়াছে—ইহা যীশুখ্রীষ্টের (৩০) ত্রিশ বৎসর ভারতে অজ্ঞাত-বাসের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

বৈদিক সাহিত্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

বেদ বলিতে বেদের ৪টি অংশ সহিত, যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ সমূহকেও বুঝায়। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যেই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদিগের কথা বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যায়। ঋক্ সংহিতায়— (১) "তদস্যপ্রিয়মভি পাথো

অস্যাং নয়ো দেব-যবো মদন্তি। উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বা উতে। তাবাং বাস্তূন্যশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গ অযাসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি"। উক্ত মন্ত্র হইতে সেই যুগে বিষ্ণু আরাধনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈদিক ঋষিগণ সেই পরম মাধুর্য্যময় গোলোক-বৃন্দাবনের দ্রুতগতিশীল গাভী সন্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উক্ত মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় গোলোকবৃন্দাবনের কথা এবং তৎপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা ও ব্যগ্রতা প্রকাশিত হইয়াছে। (২) ইদম্ বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্..... (৩) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ.....। (৩) ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। (৫) বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যতঃ যতো.....। (৬) বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ প্রভৃতি ঋক্ মন্ত্র গুলিতে বিষ্ণুই যে পরমেশ্বর (পরম পদ) এবং সূরিগণ যে নিত্য তাঁহার পদ আরাধনা করেন সে কথাও জানা যায়। ঋক্ সংহিতার ২২ সূক্তের ১৬ হইতে ২১ ঋক্ ১ মণ্ডল ১৫৪ সূক্তের ৫—৬ ঋকে বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই পাদ সঞ্চারণের স্থান তাঁহার ধাম মাধুর্য্যময় ও আনন্দময়; এবং বিষ্ণুকে "উরুক্রম" ও "উরুগায়" প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত করা হইয়াছে। ঋক্সংহিতার ১।৩৫ সূক্তে "ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ," "আকৃষ্ণেন রজসা ত্যামৃনোতি সবিতা, কৃষ্ণা রজাংসি দধান" প্রভৃতি সূক্তে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের কথা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিষ্ণু সূক্তে, পুরুষ সূক্তেও বিষ্ণুর কথা আছে। ঋক্বেদের ১।২২।১৬৪।৩১ সূক্তে—"অপশ্যম্ গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা পথিভিশ্চরন্তম্" ইত্যাদি মন্ত্রে কৃষ্ণ লীলার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "মন্ত্রভাগবত" নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ লীলার বেদমন্ত্রে প্রামাণিকতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভজনে নামাশ্রয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। সে সম্বন্ধে ঋগ্বেদ—

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।" অর্থাৎ হে বিষ্ণো! তোমার নামের মাহাত্ম্য সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও যদি সেই নামাক্ষরগুলি অভ্যাস করি, তাহা হইলেও আমরা সুমতি লাভ করিব।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দীন শাখায় ধামের নিত্যত্বের কথা এইরূপ ভাবে আছে—"যা তে ধামন্যুশ্মসি ইত্যাদৌ বিষ্ণোঃ পরম পদমবভাতি"। পিপ্পলাদ শাখায়—

যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং নিত্যং পদম্ বৈষ্ণবং হি আমনন্তি"। ঋক্ পরিশিষ্টে—"রাধয়া মাধবোদেব মাধবেনৈব রাধিকা"—প্রভৃতির দ্বারা "রাধাকৃষ্ণের" যুগল-ভজন সঙ্গে সঙ্গে নামাশ্রয়ই যে উক্ত ঋক্ মন্ত্রের অভিপ্রেত তাহা জানা যায়।

ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা যেরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৫—অগ্নিশ্চ হ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবাননাং দীক্ষাপালৌ।" অর্থাৎ অগ্নি সকল দেবতার মুখ-স্বরূপ এবং বিষ্ণুই সকল দেবতা হইতে উত্তম। শত পথ ব্রাহ্মণ—"তৎ বিষ্ণু প্রথমং প্রাপ স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুঃ বিষ্ণু দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ ইতি।"

ইহা ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে দশাবতারের অন্যতম অবতার **শ্রীমৎস্যাবতারের কাহিনী** লিপিবদ্ধ আছে। সে কাহিনী উল্লেখ করিলে প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় সংক্ষেপে বলিতেছি—"মনবে হ বৈ প্রাতঃ। তস্য অবনেনিজানস্য মৎস্যঃ পানী আপেদে .....সা হি জ্যেষ্টং বর্দ্ধতে। অথেতিথাং সমাং তদা ঔঘ আগন্তা.....তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুনোচ".....ইত্যাদি।

শতপথ ব্রাহ্মণের ৭।৫।১।৫ সূক্তে **কূর্ম্মাবতারের কথা** আছে—"স যৎ কূর্ম্ম নাম, এদবৈরূপম্.....যৎ অসৃতাকরোৎ.....তস্মাৎকূর্ম্মঃ"। ইত্যাদি শ্লোকে কূর্ম্মাবতারের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

এই সকল অবতারের কাহিনী ছাড়াও "নারায়ণ", "বিষ্ণু", প্রভৃতি শব্দ বহুলভাবে পাওয়া যায়। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে ১।৩।৪ খণ্ডে বিষ্ণুকেই সাক্ষাৎ যজ্ঞ-মূর্ত্তি এবং যাজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। যথা—"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবেনং তৎ দেবতায়া স্নেনছন্দসা সমর্দ্ধয়তি বিষ্ণুদেবতা যস্য স বৈষ্ণবঃ।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে দেখা যায়—"**নারায়ণায়** বিদ্মহে **বাসুদেবায়** ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।"

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।১।৩৫ সূক্তে ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে **বরাহ অবতারের** প্রসঙ্গ আছে। পূর্ব্বোক্ত শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪।১।২।১১ অনুবাকে বরাহ অবতারের কথা এবং ১।২।৫।১ হইতে ১।২।৫।৭ পর্য্যন্ত শ্লোকে **বামন অবতারের** কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

অবতারবাদ বৈষ্ণবধর্ম্মের মেরুদণ্ড সে-কথা বেদের সু-প্রাচীন অংশগুলিতে বিশেষরূপে উদ্ভাসিত দেখা যায়। ইহা ছাড়াও পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ, মন্ত্র ও আরণ্যক হইতে জানা যাইতেছে যে, সে যুগে একশ্রেণীর লোক বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাধারণতঃ প্রধান ও সু-প্রাচীন উপনিষদ্ হিসাবে ধরা যায়—ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষিতকী, শ্বেতাশ্বতর,- এই দ্বাদশখানি। ইহা ছাড়াও এখনও বহু প্রাচীনতম উপনিষদ্ আছে, যেগুলির প্রামাণিকতাও স্বীকার্য্য। কারণ পাণিনি ১।৪।৭৯ সূত্রে "জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে"এ বলেন যে সে যুগে একশ্রেণীর পণ্ডিত উপনিষদ্ রচনা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে "ভিক্ষুসূত্রের" উল্লেখ করিয়াছেন। ভিক্ষুসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্র উপনিষদের সারসঙ্কলন। অতএব উক্ত উপনিষদ্গুলি পাণিনির বহু পূর্ব্বে। ঐ উপনিষদ্গুলিও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কথায় পরিপূর্ণ।

অথর্ব্বশির উপনিষদে দেবকী পুত্র মধুসূদন নাম পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যের ৮।১৩।১ এবং ৮।১।১২ শ্লোকে সেই পরমপুরুষের ধামের কথা বিস্তৃতভাবে আছে। ব্রহ্মসংহিতায়—"সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ তৎ কর্ণিকারম্ তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্"।

গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—"সৎপুণ্ডরীক-নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।" "তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্" ইত্যাদি বাক্যে সেই পুরুষকে লীলা পরায়ণ বলা হইয়াছে।

নারায়ণ উপনিষদে—"নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে।"

গোপালতাপনীতে—"গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব" ইত্যাদি শ্লোকে বিষ্ণুর কথা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে। নিম্নলিখিত উপনিষদ্গুলি বৈষ্ণবগণের মতপোষক বলিয়া খ্যাত—গোপালতাপনী, রামতাপনী, কৃষ্ণোপনিষদ্, গারুড়োপনিষৎ।

শত পথ ব্রাহ্মণে যথাক্রমে মৎস্য ও কূর্ম্ম, বরাহ ও বামন অবতারের কথা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কূর্ম্মাবতারের কথা, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে বরাহ অবতারের কথা এবং নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে নৃসিংহাবতের কথা প্রভৃতি দ্বারা বৈষ্ণবীয় অবতারবাদের প্রামাণিকতা বেদেই দেখা যাইতেছে। পুরাণে যে-সব অবতারের কথা আছে, সেই সমস্ত প্রসঙ্গ বেদে বীজরূপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে

বর্ত্তমান। পুরাণ বেদানুগ ও বেদের পূরণকারী ও তাহাদের সরল অর্থজ্ঞাপক। এই জন্য পুরাণও বেদ বলিয়া কথিত।

বেদ-বেদান্তে বৈষ্ণবীয় অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদানুগ এবং বৈদিক সিদ্ধান্তেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবীয় দার্শনিক বাদ ও বেদের সুদৃঢ় অভিধাবৃত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বেদে দ্বৈতবাদাত্মক বহু শ্রুতি এবং অদ্বৈতবাদাত্মক শ্রুতিও লক্ষ্য হয়। একদেশিক অদ্বৈতবাদাত্মক শ্রুতির উপর প্রাধান্য দিয়া শঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বেদের সমস্ত শ্রুতির সমান মর্য্যাদা দান করিয়া সুদৃঢ় বৈদান্তিক ভিত্তির উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। বেদ পরব্রহ্মকে কেবল নির্গুণ নিরাকার, নির্ব্বিশেষে, নিঃশক্তিক তুরীয় প্রভৃতি বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু, তাঁহাকে আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রভৃতিও বলিয়াছেন। বেদের কোন জায়গায় বলা হইয়াছে—তাঁহাকে জানা যায় না, 'ছোঁয়া, শোনা যায় না'; আবার কোন জায়গায় বলা হইতেছে—'তাঁহাকে জানিলে সমস্ত জানা যায়', 'তাঁহাকে জানিয়া জীব আনন্দী হইতে পারে'। পরব্রহ্মে বিবিধ অনপায়িনী স্বাভাবিকী শক্তিও আছে—এ কথাও বেদে বলা হইয়াছে। তিনি ভক্তের ভক্তি-গ্রাহ্য। 'কৃপা ছাড়া তাঁহার স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না'—প্রভৃতি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বেদ-সম্মত।

বেদে অদ্বৈতবাদীগণ কষ্ট-কল্পনা করিয়া তাহাদের মত-পোষক যে শ্লোক সমূহ গ্রহণ করেন, তাহা এই—নতু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি (বৃহঃ), সর্ব্বংখলু ইদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য), ব্রহ্মৈবেদম্ সর্ব্বম্ ইদং বিশ্বং বরিষ্ঠং (মুণ্ডক), ইদম্ সর্ব্বম্ যদয়মাত্মা ও একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য), অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম প্রভৃতি। তেমনি অপর পক্ষে নিম্নলিখিত শ্রুতিগুলি অদ্বৈতমতের অত্যন্ত বিরোধী—ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ (তৈত্তিরীয়), মহান্তম্ বিভুমাত্মানম্ মত্বা ধীরো ন শোচতি (কঠ), যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কর্ম্মান্ সহ বিপশ্চিতা (তৈত্তিরীয়), যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি, প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি র্গুণেশঃ (শ্বেতা), তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ (কঠ), নিত্যো নিত্যানাং (কঠ), রসো বৈ সঃ (তৈত্তি) প্রভৃতি বহু শ্রুতি দ্বৈতবাদমূলক। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে জগৎ মিথ্যা নয়, মায়া নয়, সত্যই বটে—তবে নশ্বর। তন্মূলক শ্রুতিবাক্য "যদ্ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্" (তৈত্তি)

সত্যস্য সত্যম্ (বৃহ) "যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"। প্রভৃতি বহু শ্রুতি দ্বারা বৈষ্ণবীয় যাবতীয় ভাব ধারার প্রামাণিকতা দেখান যাইতে পারে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আধুনিক নহে, বেদানুগ এবং সুপ্রাচীন বরং অন্যান্য ধর্ম্মেরই অর্ব্বাচীনতা লক্ষ্য করা যায়।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঠাকুর
(সিউড়ী) বীরভূম

নামতত্ত্ব

শিষ্য-'বিজয়ে'র মন ব্যাকুল হইল।
নামতত্ত্ব শিখিবারে আগ্রহ জন্মিল ॥
শ্রীমঠ-অঙ্গনে গেলা ব্রজনাথ সঙ্গে।
হেরে ন্যাসী গাহে নাম পুলকিত অঙ্গে ॥
শিষ্যদ্বয় নামতত্ত্ব ন্যাসীরে পুছিলা।
ন্যাসী তাই নাম তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥
জীবের প্রকৃত বন্ধু 'হরে কৃষ্ণ' নাম।
সকল ভকতি মাঝে শ্রীনামই প্রধান ॥
নাম বিনা জীব-গতি নাহি অন্য আর।
শ্রীনাম কীর্ত্তনে মুক্তি হয় সবাকার ॥
নামের মহিমা পুরাণ কহেন কেবল।
চিত্ত শুদ্ধ হয় তার নামে যে পাগল ॥
নাম ও নামীতে ভেদ নাহি কভু জেনো।
কৃষ্ণ এবং রাম নামে সাধ্যবস্তু মেনো ॥
শ্রীনামই স্বয়ং হরি, সর্ব্ব রস রূপ।
প্রার্থনা পুরিতে নাম চিন্তামণি স্বরূপ ॥
অতএব নাম চিন্ত, নাম গাহ আর।
নামের সহিত কৃষ্ণ রহেন অনিবার ॥
নামের প্রতাপে হ'বে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়।
জাগিবে হরিতে প্রেম, যাবে ভবের ভয় ॥

'বিজয়' পুছিল নাম-সাধন-পদ্ধতি ।
উত্তরিলা ন্যাসীবর হয়ে শুদ্ধ মতি ॥
তুলসী মালায় নাম সংখ্যা যে রাখিবে ।
নাম ক্রমে বাড়িছে কি তবে তো বুঝিবে ॥
দেশ কাল পাত্র ভেদে নাম সদা লবে ।
নিরন্তর নাম নিলে তবে ত তরিবে ॥
নিরপরাধে হরিনাম করিবে সতত ।
নামরূপ-আগুনেতে পাপ ভস্মীভূত ॥
নাম ও নামীতে রহে হেন পরিচয় ।
স্বরূপের চেয়ে নাম বড় কৃপাময় ॥
অপরাধ হয় যদি স্বরূপের প্রতি ।
নামী যে করিবে ক্ষমা নাহি হেন রীতি ॥
স্বরূপের প্রতি ও নিজের প্রতি দোষ ।
সকলি ক্ষমিবে নাম না করিয়া রোষ ॥
নামের মহিমা রাশি কে পারে বুঝিতে ।
শত অপরাধ খণ্ডে বারেক নাম নিতে ॥
নিরপরাধে নাম ল'বে যতন করিয়া ।
নামাভাসে মুক্তি হ'বে অনর্থ ত্যজিয়া ॥
দশ অপরাধ হয় কহিবারে পারি ।
বুঝিয়া লহ গো দোঁহে ব্যাখ্যা যাহা করি ॥
সাধুনিন্দা, অন্যদেবে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
নাম-গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, নিন্দনে শ্রুতির ॥
হরিনামে অর্থবাদ ও কল্পিত স্মরণে ।
নাম-বলে পাপাচরণ অপরাধ গণে ॥
সৎকর্ম্মে ও নামে করিলে তুল্যজ্ঞান ।
শ্রদ্ধাহীন পাষণ্ডে নামোপদেশ দান ॥
নামের মাহাত্ম্য শুনি' জড় বুদ্ধি ভারে ।
শ্রীনাম-গ্রহণে যদি আগ্রহ না বাড়ে ॥

—হয় তাহে অপরাধ শুদ্ধ-ভক্তি লাভে।
এই দশ অপরাধ কহিনু সংক্ষেপে ॥

সঙ্কেতে পরিহাসে স্তোভে ও হেলায়।
কভু নামাভাস হয় নামালোচনায় ॥

সাধু-সঙ্গে দিবারাত্র কর কৃষ্ণ নাম।
নামে রুচি এলে তবে হবে শুদ্ধ নাম ॥

নামাপরাধেরে সদা তেয়গিয়া দূরে।
তোলহ নামের রোল চিত্তাকাশ জুড়ে ॥

শুদ্ধ ভক্ত হইবারে সদা চেষ্টা কর।
মোক্ষলাভ, সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥

অন্যাভিলাষিতা আর জ্ঞান-কর্ম্ম ত্যজি'।
অনুকূল-ভাবে সবে নাম লহ আজি ॥

আসক্তি ত্যজিয়া যদি বিষয় ভুঞ্জিবে।
তবে তো প্রভুর কৃপা অচিরে পাইবে ॥

ত্যজি' লাজ ঘৃণা আর রাগ অপমান!
জীবে দয়া করি' সদা লহ হরিনাম ॥

একমাত্র হরিনামে সর্ব্বপাপ হরে।
নব বিধা ভক্তি লভি' তরিবে অচিরে ॥

নামের এই মহিমা কহেন ন্যাসীজী।
নাম বিনা মনুষ্যের নাহি আন গতি ॥

শুনি' এই নাম তত্ত্ব এবে শিষ্যদ্বয়।
নাম নিয়ে গৃহে ফেরে উল্লাস হৃদয় ॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমা

যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

সেশ্বর-ছাত্র

জগতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং নিজেকে ভগবানের সেবায়-নিযুক্তও করেন। এই শ্রেণীর লোক 'আস্তিক'-নামে অভিহিত হন। অপর শ্রেণীর লোক ভগবানের সেবা করা ত দূরের কথা, তাঁহার-অস্তিত্বও স্বীকার করে না, স্বেচ্ছাচারী হইয়া জীবন যাপন করে। ইহারা 'নাস্তিক' নামে কথিত হয়।

ভগবদ্বিশ্বাসী ছাত্রকেই সাধারণতঃ 'সেশ্বর-ছাত্র' বলা হয়, তবে যে-ছাত্রের ভগবানে বিশ্বাস আছে, ভগবানের সেবা করাই যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, ভগবৎ-সেবার জন্যই যাহার বিদ্যা-শিক্ষা, গুরু-গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে সেবাময় জীবন-যাপনই যাহার একমাত্র লক্ষ্য ও সংকল্প সেই ছাত্রই প্রকৃত সেশ্বর-ছাত্র নামের যোগ্য। 'সেশ্বর' অর্থে—আস্তিক—ভগবদস্তিত্বে বিশ্বাস, ঈশ্বরের সহিত বর্ত্তমান, যুক্ত, কিংবা যিনি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ঈশ্বরের চিন্তা করেন, সেই ব্যক্তিই সেশ্বর। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ সেশ্বর ছাত্রের সংখ্যা অতীব বিরল। শতকরা কেন, সহস্র সহস্র ছাত্রের মধ্যেও এইরূপ একটি সৎ-ছাত্র পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এই বিবদমান অধর্ম্ম-প্রবল কলিযুগে বিনয়ী, নম্র, অনুগত, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র সেশ্বর ছাত্র পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর, কারণ জগতের অধিকাংশ লোকই আপন আপন ভোগ-সুখে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ত। ভগবানের সেবা করা যে জীব-মাত্রেরই বিশেষতঃ মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, সে-চিন্তাস্রোতকে তাহারা জগতের কোন অজ্ঞাত স্থানে জলাঞ্জলি দিয়া আজ নিজেরাই ভোক্তা সাজিয়া জগতের যাবতীয় বস্তুকে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মানুষের অবনতি আর কি হইতে পারে? এই সম্বন্ধে শাস্ত্রে একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

অন্যান্য ইতর পশুও মনুষ্যের ন্যায়ই আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু ভগবদনুসন্ধান বা ভগবৎ সেবারূপ ধর্ম্মই কেবলমাত্র মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে পৃথক রাখিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের

মধ্যে যাহারা হরি, গুরু বৈষ্ণবের সেবা ব্যতীত অন্যায় কার্য্যে সময় ব্যয় করিতেছে, তাহারা মানুষ হইয়াও পশুতুল্য। সেই জন্য শাস্ত্র তাহাদিগকে মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত দ্বিপদ পশু বা নরপশু আখ্যা দিয়াছেন।

শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে আমাদের চলিতে হইবে, নচেৎ অন্যায় হইবে। আজকাল বিজ্ঞানের কাল; তাই অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষিত হইয়া জাগতিক পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা মনুষ্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইতেছে। কিন্তু সেশ্বর-ছাত্র আদৌ দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বকালে ছাত্রগণ বাল্যাবস্থায়—গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন, গুরুসেবা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের যাবতীয় ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেন। পরে যাঁহাদের ইচ্ছা হইত, তাঁহারা পুনরায় গৃহে গিয়া সংসারাদি করিতেন। এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্যাশ্রম। পরে বানপ্রস্থ ও ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ-পূর্ব্বক শেষ জীবন ঈশ্বর চিন্তায় কাটাইতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বকালের লোক শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সে সমস্ত বিধি-নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে এখন অধিকাংশ লোকই আশ্রমের ধার ধারে না, যথেচ্ছাচারী হইয়া জীবন-যাপন করে। ইহা যে আমাদের অবনতির একটী প্রধান কারণ এ' কথাটী সুধী-সমাজ তাহাদের মস্তিষ্কে আদৌ স্থান দিতেছেন না; তাই আজ কাল ছাত্রগণ পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্যাদির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া 'ধরাকে সরার' ন্যায় জ্ঞান করিতেছে। তজ্জন্য ভগবানের কথা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা তাহাদের বোধ হইতেছে না।

সেশ্বরের পরিবর্ত্তে নিরীশ্বর বা নাস্তিক ছাত্রের সংখ্যাই বর্ত্তমানে বেশী। তাহারা পুণ্য বা নৈতিক জীবনের 'ধার ধারে' না, বরং নৈতিক হওয়ার পরিবর্ত্তে নানা পাপ-চিন্তা বা পাপ-কার্য্য দ্বারা জীবনটাকে কলুষিত করিয়া ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ নরকের দ্বার প্রশস্ত করিতেছে। কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যে কি প্রকার অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হইতেছে, এ বিষয় চিন্তা তাহাদের নাই। বাল্যকাল হইতে যদি নৈতিক ও সেশ্বর না হওয়া যায়, তবে কি প্রৌঢ়ে বা বৃদ্ধকালে সেশ্বর হইতে পারিবে?

জগতে নিরীশ্বর ও অনৈতিকের সংখ্যাই অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ নৈতিক হইলেও নিরীশ্বর-নৈতিকেরই সংখ্যাধিক্য দেখ যায়। সুতরাং সেশ্বর ছাত্রের সংখ্যা যে অত্যল্প তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃত সেশ্বর ছাত্রের মধ্যে অনৈতিকতা থাকা অসম্ভব।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কাঁচা মাটির হাঁড়িতে দাগ দিলে তাহা সহজে বসিয়া যায়, কিন্তু পোড়া হাঁড়িতে দাগ দিতে গেলে দাগ ত' বসেই না, উপরন্তু উহা ভাঙ্গিয়াও যাইতে পারে। আমাদের বাল্যজীবনের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপই। বাল্যকালে মানুষের অন্তঃকরণ কোমল থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। সুতরাং বাল্যকালে একটি বিষয় যত সহজে আয়ত্ত করা যায়, প্রৌঢ়ে বা বৃদ্ধবয়সে তাহা সহসা হইয়া উঠে না। এমন কি অনেক সময় অনেক কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক-চিন্তাস্রোত মানুষের উপর আধিপত্য করে। সুতরাং বাল্যকাল হইতে চিত্তবৃত্তিকে জগতের কোন চিন্তাস্রোতের মধ্যে আটক না রাখিয়া, যিনি যথার্থ মনুষ্য-নামের সার্থকতা করেন, তিনিই সেশ্বর বা সৌভাগ্যবান্। প্রত্যেকরই সেশ্বর হওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ মঙ্গলের আশা খুবই কম ; প্রত্যেক ছাত্রেরই সচ্চরিত্র, বিনয়ী এবং নম্র হওয়া পবিত্রমনে গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সাধু-গুরুসেবা করাই কর্ত্তব্য। তবেই সেশ্বর নামের যোগ্য হওয়া যাইবে।

শাস্ত্রে জানা যায়,—প্রহ্লাদ মহারাজ একজন সেশ্বর ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু একজন নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। হিরণ্যকশিপু আপন পুত্র প্রহ্লাদকে নিজগুরু শুক্রাচার্য্যের আলয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহার 'ষণ্ডামর্ক'-নামক পুত্রদ্বয়ের উপর প্রহ্লাদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত একসঙ্গে পড়িতেন। একই স্থানে একই গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া প্রহ্লাদ সেশ্বর ছাত্র হইলেন, আর অপর ছাত্রগণ আসুরিক ভাবাপন্ন হইল। তিনি 'ক' এই অক্ষরটি পড়িয়াই বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে মনে করিলেন। কারণ, 'ক' উচ্চারণে যখন কৃষ্ণচিন্তা উদিত হয়, তখন আর কিছুরই দরকার হয় না। পিতার প্রতি পুত্রের যে কর্ত্তব্য তাহা তিনি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতে সেশ্বর ছিলেন বলিয়া নিরীশ্বরবাদী পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় উপযুক্ত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কঠোর শাস্তিই প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি একমাত্র কৃষ্ণকেই নিজের মনে করিতে পারিয়াছেন, শত বাধা-বিঘ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও কিছু করিতে পারে না। হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রতি, পিতার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া, অনেক প্রকারেই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ কিন্তু সর্ব্বদাই পিতার প্রতি

পুত্রের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, তিনি বালক হইলেও ভগবানের পরমভক্ত ছিলেন। গুরুগৃহে পাঠের সময় অন্যান্য ছাত্রের সহিত একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করিলেও তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণকথা স্মরণ করিয়াছেন এবং সেই অসুর-বালকগণকে বাল্যকাল হইতেই একমাত্র ভগবানের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য, ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণভক্ত যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, কৃষ্ণকথা কখনও বিস্মৃত হন না।

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

—এই শিক্ষা প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর-বালকগণকে দিয়াছেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃথা কাল হরণ না করিয়া সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কৌমার বয়স হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে ভগবদারাধনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ হেন মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া জীবনটাকে অপব্যয় করা কোন-ক্রমেই উচিত নয়। অন্যান্য অসুরবালকগণের মধ্যে যাহারা ভাগ্যবান্, তাহারা প্রহ্লাদ মহারাজের এইরূপ চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু-বিদ্বেষী ছিলেন। কারণ তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুর প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ ছিল। তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদও সেই বিষ্ণুরই একজন পরম ভক্ত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হন। অবশেষে নিজেও বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

এইরূপ সেশ্বর ছাত্র অতীব বিরল। তিনি হিরণ্যকশিপুর ন্যায় হরি-বিদ্বেষীর গৃহে আবির্ভূত হইয়া জগজ্জীবকে ভক্তি-সদাচার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

তিনি আমাদিগকে প্রতি বাক্যে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি নবধা ভক্তির বিষয় জানাইয়াছেন। প্রতি অক্ষর পাঠেই তাঁহার কৃষ্ণের স্মৃতি হইত। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কথা তিনি বলিতেন না। তিনি

ভগবৎ-কৃপায় জগতের সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিত্যকাল ভগবানের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এইরূপ একটী প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, আমাদের সেশ্বর হইবার দরকার কি? এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-কবি শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

আমরা যতদিন নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া না জানিব, ততদিন পুণ্যফলে কখনও স্বর্গে এবং পুনরায় পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যে আসিব এবং পাপফলে কখনও নরকেও যাইতে বাধ্য হইব। সুতরাং জীবনে কখনও ভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিরীশ্বর হওয়া উচিত নহে। নিরীশ্বর হইলে জাগতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ-ত্রয়ের নির্ম্মম কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে হইবে। জন্ম-মরণের সময় দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে এবং মৃত্যুর পরেও নরকের লোমহর্ষণ ব্যাপার হইতেও নিষ্কৃতি পাইব না।

সেশ্বর-ছাত্রের জীবনে কোন ভয় থাকে না। কারণ, ভয়ও যাঁহাকে ভয় করেন সেই ভগবানকে আশ্রয় করিলে আবার ভয় কিসের? তিনিই নির্ভয়, যিনি বাল্য হইতে সেশ্বর নামের যোগ্য হইয়াছেন। স্বয়ং যমও তাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে সাহসী হন না; বরং ভগবদ্ভক্তকে তিনি নানাভাবে সম্মান করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেবতারাও ভক্তের নিকট কৃপাকাঙ্ক্ষা করেন। সেশ্বর হওয়া সামান্য কথা নয়। প্রহ্লাদের মত ধ্রুবও একজন সেশ্বর ছিলেন। তাঁহারা নিত্যকাল ভগবানের পার্ষদ হইয়া আছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই এরূপ সেশ্বরের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেইরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের কৃপায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আমরাও ভগবানের দাসত্ব করিবার সৌভাগ্য পাইব—ভবসাগর পার হইতে সমর্থ হইব।

ভগবদ্দাস্য জীবমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য। ভগবদ্দাস্যে সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত হইতে পারিলেই জীবের জীবন কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাতেই সর্ব্বশুভোদয় ও পরাশান্তি লাভ হয়।

দশমে দশম লক্ষণ

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি ত্বং ॥
(ভাঃ ১০।১।১-স্বামি-টীকা)

আমরা ৯ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ১০ম পরিক্রমের আয়োজন করিয়াছি। দশমের অন্তর্গতই নয়টী লক্ষণ বা নব লক্ষণ। শাস্ত্রকারগণ দশমের বিশেষ আদর করিয়াছেন। তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে গিয়া আচার্য্যবর্গের মধ্যে অনেকেই দশমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা সেই আচার্য্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার দশম বর্ষ পরিচালন করিব। আচার্য্য-সমাজের মূল পুরুষ শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস স্বয়ংই দশমের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যাবতীয় প্রথম হইতে নবম তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্তই দশমের অন্তর্গত—বিচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভাগবতের ২য় স্কন্ধ ১০ম অধ্যায়ে ইহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥১॥
দশমস্য বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥২॥

এই শ্লোকদ্বয় অবলম্বন করিয়া জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—এই ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, উতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশমতত্ত্ব যে আশ্রয় তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টী লক্ষণ মহাত্মগণ কোন স্থলে স্তুতি ও আখ্যানছলে ও কোন স্থানে সাক্ষাদ্ বিচারের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। দশম স্কন্ধে আশ্রিতগণের "আশ্রয়"—বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাক্ষ পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি। তাৎপর্য্য এই যে,—জগতে দুইটী তত্ত্ব আছে। অর্থাৎ, আশ্রয় ও আশ্রিত। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব বর্ত্তমান, সেই মূলতত্ত্বই আশ্রয়। সেই তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া যে সকল তত্ত্ব আছেন, তাঁহারা সকলেই আশ্রিত তত্ত্ব। 'সর্গ' হইতে 'মুক্তি' পর্য্যন্ত সমস্ত আশ্রিত তত্ত্ব। সুতরাং পুরুষাবতার ও তদনুগত

সমস্ত অবতার, সমস্ত শক্তি, তদনুগত জৈব ও জড় জগৎ সকলেই সেই কৃষ্ণরূপ আশ্রয়ের আশ্রিত। ভাগবতে স্তব ও আখ্যান ছলে কিঞ্চিৎ গৌণরূপে এবং সাক্ষাদ্ উপদেশ ছলে সাক্ষাদ্ আশ্রয় তত্ত্বেরই বিচার করিয়য়াছেন। অতএব কৃষ্ণের স্বরূপ ও শক্তিত্রয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।৯৬)

সুতরাং 'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং' অর্থাৎ দশমতত্ত্বের বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব 'নবানামিহলক্ষণম্'।

আমরা এই দশম বর্ষকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষসমূহের আশ্রয়-স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিব। এই দশম বর্ষে নবধা ভক্তির পূর্ণ উদ্দেশ্য-মূলক পর-তত্ত্বের আলোচনা করিব। পরতত্ত্বই অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব। উক্ত অচিন্ত্যভেদ ও অভেদ-তত্ত্ব বলায় বস্তু বা তত্ত্বটী অদ্বয় বা অভেদ নহে। যাহারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদকে 'অভেদবাদে' পরিণত করিতে চেষ্টা করেন, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। আমরা শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের গ্রন্থে দেখিয়াছি—'বৈষ্ণবমাত্রেই অদ্বৈতবাদী বা অভেদবাদী'। বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি অত্যন্ত হাস্যাস্পদ এবং দার্শনিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবমূলা। তিনি শ্রীল জীব গোস্বামীকেও স্পষ্টভাবে 'অভেদবাদী' রূপে অঙ্কিত করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই, ভীতও হন নাই। আমরা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি ও করিব। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৈষ্ণব তোষণীর প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"নাভেদবাদ ইত্যেষ নালেখি ক্ষম্যতামিদম্।"

এক আশ্রয়-তত্ত্বের অন্তরালে নয়টি তত্ত্ব ক্রোড়ীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং দশম এক বচনাত্মক শব্দ হইলেও তাহাতে আরও নয়টি তত্ত্ব আশ্রিতরূপে নিত্য বর্ত্তমান। এই বিচার পরিত্যাগ করিলে মায়াবাদীর ন্যায় অভেদবাদী হইতে হয়। বেদের পূরণকারী পুরাণ সমূহ দশলক্ষণে পরিপূর্ণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনির বিচার ধারাও দশলক্ষনে লক্ষিত। 'মধ্ব প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং'—ইত্যাদি শ্লোকেই তাহার প্রমাণ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজনমূলক তত্ত্ব-সমূহ

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ' শ্লোকে নবতত্ত্বান্বিত দশমের কথাই বিচারিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দশমূল রচনা করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীকে দশমের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত হইয়া সারস্বত ধারায় অবস্থিত থাকিব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দশমূল, আম্নায়-দশমূল, ভগবদ্গীতা-দশমূল, ভাগবত-দশমূল, চরিতামৃত-দশমূল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া বর্ত্তমান বিশ্বের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সমগ্র দশমূল গ্রন্থ সমূহের নির্য্যাস-স্বরূপ পৃথক্ আরও একটী 'দশমূল-নির্য্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমরা দশম বর্ষের আদর্শ স্বরূপে বর্ত্তমান সংখ্যার (৯) নবম পৃষ্ঠা হইতে (১৮) অষ্টাদশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত তাহা মুদ্রিত করিয়াছি। দশমূল-নির্য্যাস ভক্তগণ সুষ্ঠু ভাবে যাহাতে অস্বাদন করিতে পারেন তজ্জন্য আমরা এই বর্ষে বিশেষ চেষ্টা করিব। তিনি এই 'নির্য্যাস' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—দশমূলকে 'যিনি হেলা করিবেন তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্তি কখনই সুষ্ঠু হইবে না'। সুতরাং নবধা ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ দশমূল-নির্য্যাস আলোচনা করা। তজ্জন্য দশম বর্ষের প্রধান উদ্দেশ্যই এই নির্য্যাসের বিস্তার করা।

যাহারা অদ্বয় বা অদ্বৈতবাদী অথবা অভেদবাদী তাঁহারা সর্ব্বত্রই ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের স্বীকার করিতে নারাজ। একত্বই তাহাদের মূল স্বরূপ। এক বই দুই এর কোন কথা তাহাদের চিন্তার ভিতরে গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমরা তাহাদের অক্ষমতায় বিশেষ লজ্জিত হইতেছি। 'এক' শব্দ বহুত্বের পরিপোষক অথবা বহুত্বের সেবক, গোলাম বা দাস। বহুত্ব স্বীকৃত না হইলে একত্বের কোন মূল্য নাই। বিশেষতঃ এক বলিয়া কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান দশ-প্রমাণের দ্বারা লক্ষিত হয় না। প্রমাণ দশকের বহির্ভূত কোন তত্ত্ব যাহারা স্বীকার করিতে চেষ্টা করেন তাহারা ভ্রান্ত, নাস্তিক ও অসুর শ্রেণীভুক্ত। তাহারা এক বলিতে কি ধারণা করিয়া থাকেন? আমরা বলিতে চাই—এক 'আশ্রয়'-তত্ত্বই যাবতীয় আশ্রিত-তত্ত্বের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। এই শ্রেণীর একের অন্তর্গত দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সুতরাং দশম শুধু দশম নহে—ইহার অন্তর্গত বহু লক্ষিত হইতেছে ও হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৯৫৬ সালের ২২শে জুন তাং-এ প্রকাশিত ভারত সরকারের "The Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956" আইনের অষ্টম রুল অনুযায়ী জানাইতেছি যে,—

(১) শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকাখানি শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী) পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়। (২) পত্রিকাখানি প্রতি বাংলা মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ প্রতি-মাসে একবার প্রকাশিত হয়। (৩) উক্ত পত্রিকার মুদ্রণকারীর নাম —শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ওরফে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। জাতি—হিন্দু, গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণ। ঠিকানা—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী) পশ্চিম বঙ্গ। (৪) প্রকাশক —ঐ। সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ। জাতি—হিন্দু, সারস্বত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। ঠিকানা—ঐ। (৬) শ্রীপত্রিকার স্বত্বাধিকারী—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিপক্ষে উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। এই সমিতি এখনও রেজিষ্ট্রী হয় নাই।

আমি শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে, উপরি-লিখিত বিষয়গুলি আমার যথাসম্ভব জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। ইতি—২১শে ফাল্গুন, ১৩৬৪। ইং—৫।৩।৫৮।

স্বাঃ—শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন,
প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ | বাসুদেব, ৯ মধুসূদন, ৪৭২ গৌরাব্দ | রবিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৬৪; ইং ১৩।৪।৫৮ | ২য় সংখ্যা

ব্রহ্ম-শিবাদি-দেববৃন্দ-কৃতং সানুবাদং

দেবকী-গর্ভস্থিত-'বাসুদেব-স্তোত্র'-পঞ্চদশকম্

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ে—২৬-৪০)

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত-সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ১॥

হে ভগবন্, আপনি সত্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি সত্যব্রত। সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—এই ত্রিবিধকালে আপনি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আপনি

ত্রিসত্য, আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তি-কারণ, আবার পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি ঋত অর্থাৎ সুসত্যবচন এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন—এই উভয়েরই প্রবর্ত্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥ ২ ॥

এই সমষ্টি-ব্যষ্টি-দেহাত্মক প্রপঞ্চ আদি-বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি ইহার আশ্রয় এবং সুখ-দুঃখ ইহার দুইটী ফল; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী ইহার মূল; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী ইহার রস; পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার পাঁচটী জ্ঞানাগম প্রকার; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছয়টী ইহার স্বভাব। ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটী ইহার ত্বক্-স্বরূপ এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী ইহার শাখা; নবদ্বার ইহার ছিদ্র এবং দশপ্রাণ ইহার পত্র, ইহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটী পক্ষী বিরাজমান ॥ ২ ॥

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃত-চেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্, এই সংসাররূপ আদি-বৃক্ষের আপনি একমাত্র উপাদান-কারণ, আপনি উহার একমাত্র লয়স্থান এবং আপনি উহার একমাত্র পালক; কিন্তু আপনার মায়াদ্বারা আবৃতচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে বহুরূপে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ তাহা করেন না ॥ ৩ ॥

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥ ৪ ॥

জ্ঞানৈক-স্বরূপ আপনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহের পালনার্থ ধার্ম্মিক-

গণের সুখপ্রদ দুষ্টদিগের বিনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বময় মৎস্যাদি-রূপসকল পুনঃ পুনঃ প্রকট করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল-সত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিত-চেতসৈকে।
ত্বৎপাদ-পোতেন মহৎ-কৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎস-পদং ভবাব্ধিম্ ॥ ৫ ॥

হে কমলনয়ন! মুখ্য বিবেকি-পুরুষগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয় আপনাতে সমাধি-দ্বারা চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা মহৎদিগের আদরণীয় ভবদীয় পদ-তরণী অবলম্বনপূর্ব্বক ভবসাগরকে গোবৎস-পদজ্ঞান করেন ॥ ৫ ॥

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্র-সৌহৃদাঃ।
ভবৎ-পদাম্ভোরুহ-নাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ৬ ॥

হে স্বপ্রকাশ! আপনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, আপনার চরণ-আশ্রিত মহাজন-গণ এই ভীষণ সুদুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া ভবদীয় পাদ-পদ্ম-তরণী ইহলোকে (গুরুপরম্পরায় বা শ্রৌতপন্থায়) রাখিয়া গিয়াছেন; কেননা, তাঁহারা সর্ব্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত ॥ ৬ ॥

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥

যদি কেহ বলেন যে, ভগবৎ-পাদাশ্রয়ের প্রয়োজন কি? শুষ্কজ্ঞানের দ্বারাই ত' ভব-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়! তদুত্তরে বলিতেছেন—হে পদ্মলোচন! অপর যে-সকল ব্যক্তি নিজদিগকে "মুক্ত" বলিয়া অভিমান করেন, আপনাতে তাহাদের প্রীতি না থাকায় তাহারা মলিন-চিত্ত। সেই সকল ব্যক্তি অতিশয় কষ্টে মোক্ষ-সন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হন ॥ ৭ ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ৮ ॥

হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদন-কারিগণের পালক-সমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদান-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়-উপায়নং বপুঃ।
দেবক্রিয়া-যোগ-তপঃ-সমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্, আপনি স্থিতিকালে দেহিগণের মঙ্গল-সাধক বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়-ব প্রকট করেন, যেহেতু ঐ বপুদ্বারা লোকসকল বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা ও সমাধি-যোগে আপনার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ
বিজ্ঞানমজ্ঞান-ভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণ-প্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥ ১০ ॥

হে বিধাতঃ! যদি আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ-নিবর্ত্তক অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না। গুণপ্রকাশের দ্বারা আপনি,—গুণসমূহ যাঁহার সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়, অথবা যিনি গুণসকলের প্রকাশক, তিনি জড়বুদ্ধ্যাদি-গুণের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ ঈশ্বর—এইরূপে অনুমিত হন মাত্র, (সাক্ষাৎকার হন না, কিন্তু যাঁহারা আপনার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় বিগ্রহের উপাসক, তাঁহারা আপনার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন—ইহাই তাৎপর্য্য) ॥ ১০ ॥

ন নাম-রূপে গুণ-জন্ম-কর্ম্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়-বর্ত্মনা
দেব-ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥ ১১ ॥

(দেবতাগণ বহুরূপে প্রকাশমান ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—) হে দেব! গুণ, জন্ম ও ক্রিয়াদ্বারা আপনার নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না। কেন না, আপনি অনুমিতি-পন্থাবলম্বি-সাধকের মনোবাক্যের অগোচর, সাক্ষী-স্বরূপ। কিন্তু ভক্তগণ উপাসনা অর্থাৎ সেবা-দ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥ ১২ ॥

হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্ম-যুগলে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যিনি সর্ব্বকার্য্যে আপনার পরম মঙ্গলময় নাম ও রূপ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিতে করিতে অপরকে স্মরণ ও চিন্তন করাইয়া থাকেন, তাঁহার আর সংসার থাকে না ॥ ১২ ॥

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতা ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্ ॥ ১৩ ॥

হে হরে! আপনার পাদপদ্মোদ্ভূতা এই ধরণীর ভার আপনার আবির্ভাব মাত্রেই অপনীত হইল, ইহাই আমাদের পরম ভাগ্য। পরন্তু আরও আমাদের ভাগ্য যে, আপনার সুশোভন ধ্বজ-বজ্র ও অঙ্কুশাদি শুভলক্ষণদ্বারা পৃথিবীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে আপনার অনুকম্পিত দেখিতে পাইব ॥ ১৩ ॥

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ১৪ ॥

হে ঈশ! অসংসারী আপনার জন্মকারণ—ক্রীড়ামাত্র, তদ্ব্যতীত আমরা

আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। (আপনার জন্মাদির কর্ম্মফলবাধ্য-জীবের ন্যায় কোন কারণ নাই) কেননা, হে নিত্যমুক্ত! জীবাত্মারও যে জন্মাদি, তাহা আপনাতে অপাশ্রিতা অবিদ্যার দ্বারাই হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ১৫ ॥

হে ঈশ! আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতাগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করুন্, অর্থাৎ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আশ্রিত আমাদিগকে পালন করুন্। হে যদূত্তম! আপনাকে আমরা বন্দনা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৯ম পৃষ্ঠার পর)

রামানুজ যাদবের এই প্রকার হিংসা-বহ্নির ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া গুরু-সকাশে অবস্থান অশুভ-শংসী-জ্ঞানে নিজগৃহেই বেদান্তালোচনা করত পরম বৈদান্তিক হইলেন। মায়াবাদী যাদব রামানুজের অন্তঃকরণে আঘাত করিবার বাসনায় শ্রুত্যর্থসকল কদর্থ্য করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। এইসকল ব্যবহারে রামানুজ যাদবের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াও স্থির হইতে পারিলেন না। যাদব স্বীয় শিষ্যগণের সহিত রামানুজ-জিঘাংসায় নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, ষড়যন্ত্র করিয়া রামানুজকে প্রয়াগে ত্রিবেণী-স্নান-উপলক্ষে শিষ্য-সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া পূতসলিলা নদীগর্ভে নিমজ্জিত করাইলে, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপভাগী হইতে হইবে না, এবং রামানুজ-বিনাশরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবারও কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

'শৈলপূর্ণ' রামানুজের মাতুল। রামানুজের মাতা 'কান্তিমতী'। কান্তিমতীর কনিষ্ঠা ভগিনী 'দ্যুতিমতী'কে ভরদ্বাজান্বয়-জাত 'পদ্মলোচন ভট্ট' বিবাহ করেন।

'কেশব' ও কান্তিমতীর পুত্র রামানুজ ও কন্যা 'লক্ষ্মী'। এই লক্ষ্মীর সহিত 'অনন্তদীক্ষিতে'র বিবাহ হয়। অনন্তদীক্ষিতের জ্যেষ্ঠাপত্নী 'মহাদেবী', 'লক্ষ্মী' কনিষ্ঠা। পদ্মলোচনের পুত্র গোবিন্দ, অতএব গোবিন্দ রামানুজের মাতৃস্বসার পুত্র। রামানুজের বিদ্যাবিলাস শ্রবণে ও রাজ-কন্যার ব্রহ্ম-রাক্ষস হইতে মোক্ষণাদি অলৌকিক প্রভাব দর্শনে গোবিন্দ রামানুজকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। গোবিন্দ-জননী দ্যুতিমতীর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কাঞ্চীতে আগমন করত যাদবের নিকট বেদান্ত্যাভ্যাসে রত হইলেন। রামানুজ যাদবের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পরও গোবিন্দ তাঁহার নিকট বেদান্তাধ্যয়ন করিতেন। রামানুজকে ষড়যন্ত্র করিয়া বিনাশ করিবার পরামর্শ গোবিন্দ ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন এবং উপযুক্তকালে স্বীয় ভ্রাতা রামানুজকে জানাইয়া দিবেন মনে করিলেন।

মায়াবী যাদব স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়-বচনে বলিলেন—"বৎস রামানুজ! কি-কারণে তুমি আমার নিকট অধ্যয়নার্থ গমন কর না? তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান সৎ-শিষ্য আমার নাই। তোমার অভাবে আমার হৃদয় শোকান্বিত হয়। সকল ছাত্র অপেক্ষা আমি তোমাকে অধিক প্রীতি করি। আমাকে উপেক্ষা করাই কি তাহার প্রতিফল-স্বরূপ? যাদবের নিকট হইতে এইপ্রকার স্নেহ-বাক্য লাভ করিয়া রামানুজ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সকাশে পুনঃ অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন।

দুর্বৃত্ত যাদব নৃশংসতা চরিতার্থ করিবার উপায়-স্বরূপ ত্রিবেণী-স্নানের প্রস্তাব করিয়া রামানুজকে সম্মত করাইলেন। যাদবের প্রস্তাবানুসারে রামানুজ জননীর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া জাহ্নবী-স্নানার্থ যাদবের সহিত যাত্রা করিলেন। কাঞ্চি হইতে প্রয়াগ আগমনের পথে বিন্ধ্যগিরির সন্নিকটে গোবিন্দ সুযোগ বুঝিয়া রামানুজকে যাদবের অভিসন্ধি অভিব্যক্ত করিলেন। রামানুজ অধ্যাপকের কৈতব হইতে উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশে গন্তব্য-পথ ত্যাগ করত এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ কালে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া যাদব ও সহযাত্রীগণ বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। অবশেষে গোবিন্দকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামানুজের অনুসন্ধান করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, রামানুজ অগ্রে চলিয়া আসিয়াছেন, জানিয়া আমি এখানে আসিলাম। যাদবের শিষ্যগণ রামানুজের অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিফল-হৃদয় হইলেন। অবশেষে যাদব রামানুজের অপমৃত্যু নিশ্চয় করত নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে রামানুজ বৃক্ষমূলে বসিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি দেখিলেন যে, এক ব্যাধ তদীয় পত্নীর সহিত ভীষণ অরণ্যাভ্যন্তরে যাইতেছেন। সপত্নীক ব্যাধ ও রামানুজের কথোপকথনের পর তাঁহারা সকলেই চলিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্য অস্তাচলারোহণ করিলে তমসাগমে তাঁহারা বৃক্ষমূলে অশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাধপত্নী ব্যাধের নিকট তোয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া জলানয়নের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, রামানুজ সূর্য্যোদয়ে সলিল প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র ব্যাধ রামানুজ-সকাশে প্রতিজ্ঞা পূরণ করাইয়া কূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক জল চাহিলেন। রামানুজও কূপ হইতে অঞ্জলি দ্বারা জল উঠাইয়া তাঁহাদিগকে তিনবার বারি-দানে পরিতৃপ্ত করিলেন। চতুর্থবারে কূপ হইতে জল লইয়া উঠিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু ভীষণ অরণ্যের পরিবর্ত্তে সন্নিকটে লোকালয় ও পথ দেখিতে পাইলেন। পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট সত্যব্রতক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। সত্বরেই মাতৃ-চরণারবিন্দ দর্শন করত আমূল বৃত্তান্ত তদীয় চরণান্তিকে জানাইলেন। বুদ্ধিমতী জননী দেবী তাঁহাকে কাঞ্চীপুর-নিবাসী পরম ভক্ত শূদ্র শবর-জাতীয় 'কাঞ্চীপূর্ণে'র নিকট সবিশেষ বর্ণনপূর্ব্বক পরামর্শ গ্রহণের অনুজ্ঞা করিলেন। মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে কাঞ্চীপূর্ণকে আত্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করায় তিনি নাগা-চল-নিবাস হস্তিগিরি-নায়ক 'বরদ-রাজ'কে প্রত্যহ ঐ কূপ হইতে বারিদানের পরামর্শ দিলেন। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশমত করিশৈল-নাথের তোয়দান-সেবায় ব্যাপৃত রহিলেন।

বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করত শিষ্যগণ-সহ যাদব প্রয়াগে মাসাবধি গঙ্গাস্নান করিলেন। ইত্যবসরে স্নানকালে একটী জলগর্ভ-স্থিত শিবলিঙ্গ গোবিন্দের হস্তে সংস্পৃষ্ট হইল। গোবিন্দ যাদবকে শিবলিঙ্গ দেখাইলেন ও প্রত্যাবৃত্ত-সময়ে সঙ্গে আনিলেন। গৃহে আসিয়া স্বীয় গ্রামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তদীয় সেবা করিতে লাগিলেন। যাদব কৌশলক্রমে পুনরায় রামানুজের সহিত প্রণয় করিতে সক্ষম হইলেন।

যামুনাচার্য্য এইকালে শ্রীরঙ্গনগরে বাস করিতেন। জীবিতোত্তর-কালে তাঁহার আসনের উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিবার মানসে যামুন-মুনি নানা স্থানে শিষ্যাদি প্রেরণ করিতেন। এই অন্বেষণ-ফলে তিনি রামানুজের গুণগ্রামে মোহিত হইয়া অপ্রকাশ্যভাবে স্বচক্ষে রামানুজকে দেখিবার জন্য কাঞ্চীপুরী

আগমন করেন। যামুনের শিষ্য কাঞ্চীপূর্ণ তৎকালে শ্রীবরদ-রাজের সেবাধিকারী ছিলেন। গুর্ব্বাগমন শ্রবণ করিয়া যথাবিহিত সমাদর করত যামুনাচার্য্যকে শ্রীভগবন্মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময়ে পথে যামুনাচার্য্য যাদবকে যাইতে দেখিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজ ও যাদবকে দেখাইয়া দিলেন। রামানুজকে দেখিয়া যামুনের হৃদয় করুণার্দ্র হইল। তিনি বরদ-রাজের নিকট রামানুজের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিলেন। সে-যাত্রায় যামুনাচার্য্য রামানুজকে প্রকাশ্যরূপে কৃপা করিতে বিরত হইলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই যামুন-মুনি কাঞ্চীপুরী হইতে শ্রীরঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। শ্রীরঙ্গম্-মন্দির বর্ত্তমান ত্রিচিনপল্লী জেলায় কোলিরণ নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। কোলিরণ নদী স্থান-বিশেষে 'কাবেরী' বলিয়া পরিচিত। কাঞ্চপুরী হইতে শ্রীরঙ্গ-নগর প্রায় বিংশতি যোজন দক্ষিণে। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় শিষ্য পূর্ণাচার্য্যকে কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। পূর্ণাচার্য্য গুরুর নির্দ্দেশমত কাঞ্চীতে উপনীত হইয়া বরদরাজ-সমীপে আচার্য্য যামুন-বিরচিত হৃদয়াকর্ষক স্তোত্ররত্ন সুললিত-স্বরে পাঠ করিতে ব্রতী হইলেন। শ্রীরামানুজ সেই অপূর্ব্ব স্তোত্র পাঠ শ্রবণ করিয়া শ্রীযামুনের সদ্‌গুণের পক্ষপাতী হইলেন। তিনি শ্রীযামুনের সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর শ্রবণ করিয়া যামুনাচার্য্যের দর্শন-মানসে মহাপূর্ণের সহিত যাইবার অভিলাষ করিলেন।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীরঙ্গনাথ মনে মনে বিচার করিলেন যে, শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজের একত্র সমাবেশ হইলে লীলা-বিভূতির ক্ষতি হইবে। অতএব ইহাদের একত্র প্রকট হওয়া ভগবদভিপ্রায়ের অনুকূল হইল না। শ্রীরঙ্গনাথ স্বীয় অর্চ্চকের দ্বারা শ্রীযামুনাচার্য্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে যতিশ্রেষ্ঠ! তোমাকে আমি অদ্য পরম-পদ প্রদান করিতেছি, তুমি অদ্যই ভূ-প্রকট-লীলা সমাপনপূর্ব্বক শুভ প্রয়াণ কর।

পূর্ণাচার্য্যের সহিত রামানুজ এইকালে কাবেরীর তীরে পৌঁছিলেন। তথায় বহু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহার চরণ দর্শন-লোলুপ হইয়া এই পথশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারই প্রকট-লীলার অবসান হইয়াছে। এই হৃদয়-বিদারক শোক কোন-প্রকারে সংযত করিয়া পূর্ণাচার্য্য রামানুজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—মহাপ্রাণ রামানুজ!

ব্রাহ্মণগণ শ্রীগুরুদেবের পবিত্র কলেবরের কৃত্য সম্পাদন করিতেছে, আমাদের তৎপূর্ব্বেই তথায় যাওয়া আবশ্যক। এইরূপ কথিত হইলে, তাঁহারা উভয়েই শ্রীযামুন-কলেবরের সমীপে গমন করিলে শ্রীরামানুজ বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,—আমার ন্যায় সঙ্কীর্ণ-ভাগ্য-ব্যক্তির পক্ষে মহানুভব ব্যক্তির দর্শন দুর্ঘট। এজন্যই শ্রীযামুন-মুনি পূর্ব্বেই লৌকিকী বপু ত্যাগ করিয়াছেন। হে যামুনের কৃপাপাত্র মহোদয়গণ! আচার্য্যের অঙ্গুলীত্রয় জন্মাবধি এই প্রকার আকুঞ্চিত অথবা এইক্ষণেই এইরূপ কুঞ্চিত হইয়াছে?—এসম্বন্ধে আপনারা অবশ্যই বলিতে পারেন। শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীরামানুজের প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—সম্প্রতি আমরা আচার্য্যের কুঞ্চিতাঙ্গুলি দেখিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে কখনও এরূপ দেখি নাই। আমাদের বিশ্বাস, মহাশয় নিশ্চয়ই এই অঙ্গুলি-সঙ্কোচের কারণ অবগত হইয়াছেন।

তদুত্তরে রামানুজ সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন,—(ক) আমি শ্রীবৈষ্ণব-মতে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান-মোহিত জীবদিগকে পঞ্চ-সংস্কার-সম্পন্ন করাইব, দ্রাবিড়-আম্নায়-পারদর্শী করাইব ও সর্ব্বদা প্রপত্তি-ধর্ম্ম-নিরত করাইব। এইরূপ বলিবার পর, শ্রীযামুনাচার্য্যের কুঞ্চিত অঙ্গুলীত্রয়ের একটী সরল হইল। ধর্ম্মবীর রামানুজ দ্বিতীয়বার বলিলেন,—(খ) জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য আমি অখিল কল্যাণদ নিখিল অর্থ ও পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্রের শ্রীভাষ্য-নামক সন্দর্ভ রচনা করিব। এই বাক্যে যামুনের দ্বিতীয় অঙ্গুলী প্রসারিত হইল। রামানুজ তৃতীয়বারে বলিলেন,—(গ) কৃপা-নিধি পরাশর-ঋষি জীব ও ঈশ্বরাদি লোকদিগের প্রতি করুণা করত তাহাদিগের স্বভাব, উপায় প্রভৃতি প্রকাশপূর্ব্বক পুরাণ-রত্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্ম্মাণ করিব। এই কথা উচ্চারিত হইলে যামুনের অবশিষ্ট অঙ্গুলী ঋজুতা লাভ করিল। দর্শকবৃন্দ রামানুজের এই অলৌকিকী শক্তি সন্দর্শনে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রামানুজ তত্রস্থ বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে স্বদেশ প্রতিগমনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাদানুবাদের পর তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কাবেরী পার হইলেন। যথাকালে কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিয়া কাঞ্চীপূর্ণকে যামুনের প্রয়াণ বর্ণন করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ যথাবিধি স্বীয় গুরুর উদ্দেশে মহোৎসবাদি সম্পন্ন করিলেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

প্রথম অধ্যায়

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ?

উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য আমাদিগকে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত যে নয়টি তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্নসহকারে প্রতিপালন করিব।

প্র। গুরু-পরম্পরা কাহাকে বলে ?

উ। গুরুদিগের আদিগুরু—ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদিকবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরুশিষ্য-ক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম—গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্র। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি ?

উ। তাহাদের নাম, যথা—(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব, (২) তিনি অখিল বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) ভেদ— সত্য, (৫) জীব—শ্রীহরিদাস, (৬) জীবসকলের অবস্থাভেদে তারতম্য, (৭) ভগচ্চরণ-প্রাপ্তির নাম মোক্ষ, (৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু, (৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', ও 'শব্দ'—এই তিনটি প্রমাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রশ্ন। ভগবান্ কে ?

উত্তর। যিনি স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ পরশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের ভক্তি-বৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম—ভগবান্।

প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার ?

উ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু, সেই শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট ; তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে পরা শক্তি বলা

যায়। যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরা শক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম সেই শক্তির দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্র। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন?

উ। ভগবান্ একটি বস্তু এবং শক্তি একটি বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অপৃথক্।

প্র। ভগবান্ যদি একমাত্র পরমতত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন?

উ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি ভগবানের নিত্য গুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের স্বল্প প্রকাশ অনুসারে ভগবৎস্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্য্য প্রধান-প্রকাশ, সেখানে পর-ব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবন-চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ।

প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার?

উ। স্বরূপ—একই প্রকার চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্ব্বাকর্ষক, লীলাময় ও বিশুদ্ধপ্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয়-ভেদসকলকে নানাপ্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই নিত্যানন্দ-স্বরূপ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি?

উ। চিজ্জগতের মধ্যে পরম-রমণীয় বিভাগের নাম—শ্রীবৃন্দাবন; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-স্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দ-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য-শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকার লাভ হয়। সেই লীলায় শোক, ভয় বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অজস্র চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি?

উ। প্রতিবন্ধক দুইটি—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধি।

প্র। জড়বুদ্ধি কি?

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কর্ম্ম যে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া

রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবন-ধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে; কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন ভাগে বিভাগ করে; নশ্বর দ্রব্যকেই দ্রব্য বলিয়া জানে; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর কর্ম্মকে 'কর্ত্তব্য' মনে করে।

প্র। নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধি কি?

উ। যে ধর্ম্মদ্বারা জড় জগতে দ্রব্যসকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাহাকে 'বিশেষ' বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবামাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়ে; তিনি আর বস্তুভেদ দেখিতে পান না; অগত্যা আপনাকে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয়াবস্থায় নীত করেন। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না; চিৎসুখ-রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিন্ময়বিশেষ-সম্পন্ন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্ত্য-প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল?

উ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড়-ধর্ম্মাধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা—শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত, শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীব-হৃদয়ে উদয়—কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপার কৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাতে জড়যুক্তিদ্বারা দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হয়, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে জীবের রস লাভ হয় না।

প্র। বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি-দিগের কি হইবে?

উ। অন্যান্য ধর্ম্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অবশেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। খণ্ডধর্ম্ম-সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্য-বুদ্ধিই জীবের চরম জ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়
তিনি অখিলবেদ-বেদ্য

প্রশ্ন। ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে জানা যায় ?

উত্তর। জীবের স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্র। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান কি ?

উ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব ; তাহা চিদ্‌বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য ; তাহাকেই 'বেদ' বা 'আম্নায়' বলে। বদ্ধজীবের সহিত সেই সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাহাই স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়-জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র।

প্র। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় কি না ?

উ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অতীত ; তজ্জন্যই তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্ব্বদাই ভগবত্তত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্র। যদি স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হন, তবে আমাতেও যে স্বতঃ-সিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি ?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্ব্বজীবের শুদ্ধসত্তায় আছে। বদ্ধসত্তার তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উদ্বোধকস্বরূপে লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্র। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্—ভক্তিগ্রাহ্য ; তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব ?

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম 'ভক্তি' ; পরতত্ত্বের সম্বেদনকে কেহ 'জ্ঞান' বলেন, কেহ 'ভক্তি' বলেন।

প্র। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন ?

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন ; তাহা ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জ্ঞান ও তদ্ব্যতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্র। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ?

উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ বই আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্ম্মসকলও চরমে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ অবস্থায় বিষয় ও নির্ব্বিষয় উভয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে; অতএব তিনি অখিল-বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব—সত্য

প্রশ্ন। কেহ বলেন—এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়া-নির্ম্মিত। ইহাতে বাস্তব কথা কি?

উত্তর। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। 'সত্য', ও 'নিত্য' এই দুইটী বিশেষণের অর্থ—পৃথক্; বিশ্ব নিত্য নয় অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন সময় নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরতা বুঝাইবে।

প্র। মায়া কি?

উ। ভগবানের যে একমাত্র পরশক্তি আছে, তাঁহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় আছে। সেই তিনটী বিক্রম—(১) চিদ্‌বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্‌বিক্রম হইতে ভগবত্তত্ত্বের স্বীয় স্ফূর্ত্তি ও প্রকাশ। জীববিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াছে; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ—সত্য

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্য-পদবাচ্য, তখন তাঁহাদের ভেদ কি কাল্পনিক?

উত্তর। না। ভগবান্—বিভুচৈতন্য এবং জীব—অণুচৈতন্য; তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক। ভগবান্—স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্র। ভেদ কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্র। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার ?

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই, এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্র। তাত্ত্বিক-ভেদ কি প্রকার ?

উ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে 'তাত্ত্বিক' ভেদ বলে।

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ তাহা 'ব্যবহারিক', না 'তাত্ত্বিক' ?

উ। তাত্ত্বিক।

প্র। কেন ?

উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্র। তবে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায় ?

উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, 'তুমি জীব, জড়-জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, তুমি বিভুচৈতন্য।'

প্র। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা হইবে না ?

উ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়; ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্র। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায় ?

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ-তত্ত্বসকলই সামঞ্জস্য লাভ করে; ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্র। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয় ?

উ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় অচিন্ত্য-'ভেদাভেদ-মত'ই যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্র। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত ?

উ। নির্ব্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না।

প্র। সবিশেষবাদ কাহার মত ?

উ। সবিশেষবাদ—সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত।

প্র। বৈষ্ণবদিগের কয়টী সম্প্রদায় ?

উ। চারিটী সম্প্রদায়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত।

প্র। ইহাঁদের মতে কি কি বিষয়ের ভেদ ?

উ। ইহাঁদের মতের বাস্তব ভেদ নাই; ইহাঁরা সকলে সবিশেষবাদী। ইহাঁরা কেবল-অভেদবাদ মানেন না। ইহাঁরা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবচ্ছক্তি স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ—নিতান্ত অন্ধমত, তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের এই মত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ্য বস্তু—বিশেষণান্বিত, অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন। দ্বৈতাদ্বৈত মতটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে কেবল-অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন। শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতকে তিরস্কারপূর্ব্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্র। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন ?

উ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, কেবল-অদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দুর্ব্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অন্য তিন মতের কোনপ্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে মতে, যে-কোন প্রকারে থাকুক, অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৸০বার আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
চতুরশীতিতম শুভ-বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে

দীনের নিবেদন

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

জয় জয় প্রভু শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
জয় জয় প্রভুপাদ অগতির গতি ॥
জয় জয় দীনহীন পতিতের বন্ধু।
জয় জয় গুরুদেব করুণার সিন্ধু ॥
জয় জয় প্রভু মোর কৃষ্ণভক্তিদাতা।
জয় জয় প্রভুপাদ পাপীজন-ত্রাতা ॥
জয় জয় বলদেব, বল দেহ মোরে।
অপরাধশূন্য হইয়া কৃষ্ণ ভজিবারে ॥

তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ ছাড়া গতি নাহি আর ॥
বহু জন্ম কেটে গেছে মায়ার সেবায়।
কৃপা করি' তুমি তাহা জানালে আমায় ॥
দুর্ভাগ্য আমার অতি জানিহ নিশ্চয়।
অযোগ্য অধম মুঞি নীচ দুরাশয় ॥

দুষ্ট কর্ম্ম যত, আর আছে অপরাধ।
কিছুই ত বাকী নাই পূরাইতে সাধ ॥
নীচজাতি, নীচসঙ্গী, অসতে মগনা।
বহু জন্মের পাপরাশি আছে আবর্জ্জনা ॥

বর্ণিতে অক্ষম মুঞি মোর যত দোষ।
কঠিন-পাষাণ-চিত্ত সতত নীরস ॥
এহেন অধম মুঞি ক্ষম অপরাধ।
চিত্তে বল দিয়ে ঘুচাও সকল প্রমাদ ॥
পতিত তারিতে তুমি এসেছিলে ভবে।
অধম, পামর তবে কেন প'ড়ে র'বে ??
অহৈতুকী কৃপা তব—এই মোর আশা।
কেটে দাও প্রভো মোর সংসারের দশা ॥
শরণ লইনু তব রাতুল চরণে।
উপেক্ষা ক'রো না প্রভো বিষয়ী দুর্জ্জনে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পদে লইনু শরণ।
মোর চিত্ত শোধি এবে করহ গ্রহণ ॥

দীনহীন—
শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ (দাসাধিকারী)
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

উপনিষদ্-বাণী

প্রশ্ন (১)

শান্তি পাঠঃ—ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

গুরুগৃহে অধ্যয়নকারী শিষ্য সহপাঠীগণ-সহ নিজ ও মানবমাত্রের কল্যাণ কামনা করিয়া দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছে,—হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে শুভ, অর্থাৎ কল্যাণজনক বাক্য শুনি। কাহারও নিন্দাবাদাদি বা পাপ-কথা যেন কর্ণে প্রবেশ না করে। আমাদের জীবন যেন যজন-পরায়ণ হয়—যেন সর্ব্বদা ভগবদারাধনা-তৎপর থাকে। নেত্রদ্বারা যেন কল্যাণজনক দর্শন হয়, কোন অমঙ্গলজনক বস্তুর দৃশ্য যেন দৃষ্টিপথে না আসে। আমাদের

শরীর ও প্রত্যেক অবয়ব যেন সুদৃঢ় ও সুপুষ্ট থাকে। আমাদের আয়ু যেন ভোগবিলাসে গত না হয়—যেন আয়ু দ্বারা ভগবৎ-স্তুতি ও ভগবৎ-সেবা করিতে পারি।

প্রশ্নোপনিষৎ অথর্ব্ববেদের পিপ্পলাদ-শাখীয় ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত। ইহাতে পিপ্পলাদ-ঋষি সুকেশা আদি ছয় জন ঋষির ছয়টী প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন; এজন্য ইহার নাম প্রশ্নোপনিষৎ।

ভরদ্বাজের পুত্র 'সুকেশা', শিবি-তনয় 'সত্যকাম', গর্গ-গোত্রীয় 'শৌর্য্যায়ণী', কোশল-নিবাসী 'আশ্বালায়ন', বিদর্ভ-দেশীয় 'ভার্গব' এবং কত্যের প্রপৌত্র 'কবন্ধী'—এই ছয়জন ঋষি বেদাভ্যাস-পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা একসময়ে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার নিমিত্ত পিপ্পলাদ ঋষির নিকট সমিৎ-পাণি হইয়া গমন-পূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন করিতে উদ্যত হন। পিপ্পলাদ সেই ঋষিগণকে বলিলেন—তোমরা তপস্বী এবং ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছ। তথাপি আমার আশ্রমে থাকিয়া একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক তপস্যা কর। তৎপরে তোমরা যাহা প্রশ্ন করিবে। সে-বিষয়ে যদি আমার অভিজ্ঞতা থাকে, তাহা হইলে তোমাদিগকে যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিব।

ঋষির বাক্যানুসারে বর্ষাবধি তপঃ ও ব্রহ্মচর্য্য পালনানন্তর 'কবন্ধী' সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাসহকারে বিনীতভাবে **প্রথম প্রশ্ন** করিলেন—হে ভগবন্! যাঁহা হইতে এই চরাচর জীব নানাপ্রকারে উৎপন্ন হয়, সেই পরম কারণ কে?

পিপ্পলাদ বলিলেন—বেদে ইহা প্রসিদ্ধি আছে যে, সমস্ত জগতের স্বামী পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় তপ করিয়াছিলেন। তপস্যান্তে সর্ব্বাগ্রে 'রয়ি' ও 'প্রাণ'-নামক এক মিথুন (জোড়া) উৎপন্ন করেন। এবং ইহারা উভয়ে মিলিয়া মিথুন-ধর্ম্মের দ্বারা নানাপ্রকার প্রজাসৃষ্টি করিবে। সমস্ত প্রাণীর জীবনী-শক্তির নাম 'প্রাণ'। আর স্থূল ভূত-সমুদয়ের নাম 'রয়ি'। ইহাদের অপর নাম 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি'। দৃশ্য জগৎ সমস্তই রয়ি ও প্রাণের সংযোগে উৎপন্ন। যে-সূর্য্যদেব আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছেন, তিনিই প্রাণ। কারণ ইহাঁতে আমাদের চেতনা-শক্তির প্রাধান্য ও আধিক্য বর্ত্তমান। আর চন্দ্রই রয়ি। কারণ স্থূল-তত্ত্বকে পুষ্ট করা চন্দ্রেরই কার্য্য। আমাদের শরীরে এই দুই শক্তি প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বর্ত্তমান। সূর্য্যের সহিত জীবনী-শক্তির এবং চন্দ্রের সহিত মাংস-মেদাদি স্থূলতত্ত্বের সম্বন্ধ। রাত্রি অন্তে সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে আলোক বিস্তার করেন, তখন সমস্ত প্রাণীর প্রাণকে নিজ কিরণের

দ্বারা ধারণ করেন। সূর্য্য-কিরণ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রাণীর শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তি জাগরিত হয়। এজন্য সূর্য্যই সমস্ত প্রাণীর প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণিগণের শরীরে যে 'বৈশ্বানর'-নামক জঠরাগ্নি আছে, তাহা সূর্য্যেরই অংশ। আবার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত প্রাণও সূর্য্যেরই অংশ। এজন্য সূর্য্যই প্রাণ-স্বরূপ। কিরণজাল-মণ্ডিত প্রকাশময় সূর্য্য সমস্ত রূপের কেন্দ্র। সমস্ত রং সূর্য্য হইতে প্রকাশিত। সূর্য্যই সকলের উৎপত্তি-স্থল এবং জীবন-জ্যোতির মূলাধার। এই সূর্য্য আমাদের শত-শত প্রকার কার্য্য সিদ্ধ করেন। জগতে উষ্ণতা প্রদান ও প্রকাশ কার্য্য, সকলের জীবন দান কার্য্য, ঋতু-সকলের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বহু আবশ্যকীয় কার্য্য পূরণ করায় সূর্য্যকে জীবন-দাতা, প্রাণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

বার মাসের সমষ্টি সংবৎসরকে কাল-স্বরূপ বিচার করিয়া উহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বা প্রজাপতি বলা হয়। ইহার দুইটী অয়ন—উত্তর ও দক্ষিণ। দক্ষিণায়নের ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ঘুরিতে থাকেন। ইহাকে দক্ষিণাঙ্গ বলে। আর উত্তরায়ণের ছয় মাস উত্তরাভিমুখে ভ্রমণকারী সূর্য্যের উত্তরায়ণকে উত্তরাঙ্গ বলে। তন্মধ্যে উত্তরাঙ্গ 'প্রাণ', আর দক্ষিণাঙ্গ 'রয়ি'। এই সংসারে ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদিদ্বারা দেবগণের যজন, ধনাদি প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সৎকার, দুঃখী প্রাণীর উপকার এবং কূপ খনন, পুষ্করিণী খনন, ধর্ম্মশালা, বিদ্যালয়, ঔষধালয়াদি স্থাপন-কার্য্যকে উৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য মনে করিয়া পরলোকে ভোগ-প্রাপ্তির আশায় দক্ষিণ অঙ্গের উপাসনা করে। ঈশাবাস্য উপনিষদে ইহার নাম অসম্ভূতির উপাসনা বলা হইয়াছে। এই কর্ম্মের ফলে তাহারা চন্দ্র-লোকে গমন করে এবং তথায় কিছুকাল ভোগের পর পুনর্জন্ম-লাভ করে; ইহার নাম 'পিতৃ-যান' বা 'ধূম্র-যান'।

পূর্ব্বোক্ত সকাম উপাসক ব্যতীত যাঁহারা বাস্তবিক কাল্যাণকামী, তাঁহারা সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা ও পরিণাম দুঃখ-স্বরূপ বুঝিয়া ভোগে বিরক্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় অনুকূল সাধনের দ্বারা নিষ্কাম উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা সংবৎসরের উত্তর অঙ্গ-স্বরূপ। ইহাই ঈশাবাস্যোপনিষৎ-কথিত সম্ভূতির উপাসনা (অবিনাশী পরমেশ্বরের উপাসনা)। এই নিষ্কাম উপাসকগণ উত্তরায়ণ মার্গে সূর্য্যলোকে গমন করিয়া পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। ইহারই নাম 'দেবযান'। ইহাই পরমা গতি। সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না।

এই সূর্য্যের বিষয়ে অনেকে বলেন যে, ইহাঁর পঞ্চ চরণ (ছয় ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ও শীতকে একত্রে ধরিয়া পঞ্চ সমষ্টি), আর বার মাস ইহাঁর বার আকৃতি। ইহাঁর স্থান স্বর্গলোকের উর্দ্ধে। কারণ সূর্য্য স্বর্গলোককেও আলোকিত করেন। যে-বৃষ্টি পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা সূর্য্য হইতেই আসিয়া থাকে। অতএব সূর্য্য সকলের জীবনদাতা বলিয়া সকলের পিতা (জলের অপর নাম জীবন)। জ্ঞানী পুরুষগণের মতে সাত রংএর কিরণ-যুক্ত সূর্য্য সাত চক্রবিশিষ্ট, স্বপরূ এবং ছয় ঋতু ছয় অরযুক্ত রথে সূর্য্যদেব অবস্থিত। এই সূর্য্যের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সূর্য্যের উপাস্যরূপে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন। শ্রীমন্নারায়ণের ধ্যান মন্ত্রেও দেখা যায়—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি। দ্বাদশ মাসকে প্রজাপতি এবং কৃষ্ণপক্ষকে দক্ষিণ অঙ্গ, আর শুক্লপক্ষকে উত্তর অঙ্গ বলা হয়। কৃষ্ণপক্ষ 'রয়ি' এবং শুক্লপক্ষ প্রাণ-স্বরূপ। এজন্য কল্যাণকামী পুরুষ রয়ি-স্থানীয় ভোগ্য পদার্থে বিরক্ত হইয়া প্রাণ-স্বরূপ শুক্লপক্ষে সমস্ত শুভ-কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভোগকামী ব্যক্তিগণ স্থূল ভোগ্য পদার্থ-প্রাপ্তির জন্য কৃষ্ণপক্ষে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করে। অহোরাত্রকে প্রজাপতি কল্পনা করিয়া দিনকে প্রাণ ও রাত্রিকে 'রয়ি' বলা হইয়াছে। যাহারা দিবাভাগে স্ত্রী-সম্ভোগে রত হয়, তাহাদের অমূল্য জীবন ব্যর্থ হয়; কিন্তু রাত্রিতে অভিগমনশীল গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী-তুল্য বলা হয়। রাত্রিতে শাস্ত্রানুসারে সন্তান-কামনায় স্ত্রী-সম্ভোগের উপদেশ আছে। অন্ন দ্বারা সমস্ত প্রাণীর জীবন রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। অন্নের দ্বারা বীর্য্য উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয় বলিয়া অন্নকেও প্রজাপতি বলা হয়। যাহারা সন্তানোৎপত্তি-কামনায় প্রজাপতি-ব্রত করে অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত স্ত্রী-গমনাদি করে, তাহারা পুত্র-কন্যারূপ মিথুন উৎপাদন করিয়া প্রজা বৃদ্ধি করে। যাঁহারা ইহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য তপঃ আদি কার্য্যে সুনিষ্ঠিত, তাঁহারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতার লেশ মাত্র নাই—যাঁহারা স্বপ্নেও মিথ্যা কথা বলেন না—অসত্য আচরণ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করেন এবং রাগদ্বেষাদি-রহিত, তাঁহারাই বিকার-রহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোকের অধিকারী।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও অনুরূপ শ্লোক দেখা যায়—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।

তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে ॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

অর্থাৎ সেই অনন্ত ভগবানই (তদ্ব্যতীত অন্য দেবতা নহে) যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বাঞ্ছা রহিত) হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা দৈবী মায়ার পারে গমন করিতে পারেন এবং মায়ার বৈভবও জানিতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তগণের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি নাই।

২য় প্রশ্ন—ভার্গব-ঋষি পিপ্পলাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন—প্রাণিগণের শরীর ধারণকারী দেবতা কতজন? তাঁহাদের মধ্যে কে কে ইহাকে প্রকাশ করে এবং তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

পিপ্পলাদ কহিতেছেন—সকলের আধার স্বরূপ আকাশ, তাহা হইতে উৎপন্ন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত হইতে স্থূল শরীর উৎপন্ন। সুতরাং ইহারাই শরীরের ধারণকারী দেবতা। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি অন্তঃকরণ,—একুনে চতুর্দ্দশ দেবতা শরীরের প্রকাশক। ইহারা শরীরকে ধারণ ও প্রকাশ করে। ইহারা এক সময় পরস্পর ঝগড়া করিতেছিল। সকলেই বলিতেছিল—আমি এই শরীরকে আশ্রয় দানপূর্ব্বক ধারণ করিয়া থাকি। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ সকলকে বলিয়াছিল—তোমরা অজ্ঞান-বশে বিবাদ করিতেছ কেন? তোমাদের মধ্যে কাহারও শক্তি নাই যে, এই শরীরকে ধারণ অথবা রক্ষণ করিতে পারে। আমিই নিজকে পঞ্চভাগে (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) বিভক্ত করিয়া শরীরকে আশ্রয় প্রদান ও ধারণ করি। প্রাণের কথা শুনিয়াও তাহাদের বিশ্বাস হইল না। তখন প্রাণ নিজ-প্রভাব প্রদর্শনের জন্য শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিল। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিবশ হইয়া বহির্নির্গত হইবার উপক্রম করিল। তখন প্রাণ নিজ যথাস্থানে গিয়া বসিতে অন্য ইন্দ্রিয়সকলও স্থির হইল। মধুমক্ষিকাগণের রাজা যখন নিজস্থান হইতে উড়িয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে সকল মধুমক্ষিকাই উড়িয়া যায় এবং রাজা যেস্থানে বসে, তাহারাও সেইখানে বসিয়া পড়ে। এই বাকাদি ইন্দ্রিয়-

গণেরও সেই দশা হইল। অতঃপর অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের ইহা বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রাণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এজন্য সকলে প্রসন্ন হইয়া সেই প্রাণের এইরূপে স্তুতি করিতে লাগিল—এই প্রাণই অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া দাহন ও সূর্য্যরূপে উত্তাপ প্রদান করেন। ইনিই মেঘ, ইন্দ্র ও বায়ু। ইনিই পৃথ্বী ও রয়ি, সৎ ও অসৎ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা পরমেশ্বর। যেরূপ অরাসকল রথের নাভির আশ্রয়ে থাকে, তদ্রূপ ঋক্, যজুঃ, সামাদি সমস্ত বেদ, তদ্দ্বারা সিদ্ধ যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত প্রাণী প্রাণেরই আশ্রয়ে অবস্থিত। অতএব প্রাণই সকলের আশ্রয়। হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি, তুমিই গর্ভে বিচরণকারী সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ কর। সমস্ত প্রাণী তোমাকেই উপচার দিয়া পূজা করে। তুমি অপানাদির সহিত শরীরে অবস্থিত। তুমি দেবগণের মধ্যে হবি-বহনকারী অগ্নিদেব, পিতৃগণের তুমি স্বধা। তুমি অথর্ব্বাঙ্গিরসাদি ঋষিগণের অচারণীয় সত্য। তুমি সর্ব্বপ্রকার তেজঃসম্পন্ন ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র, তুমি সর্ব্বসংহারক রুদ্র, আবার তুমি সকলের রক্ষক। তুমিই অন্তরীক্ষে বিচরণকারী মরুৎ, তুমিই অগ্নি, চন্দ্র, তারা ও সমস্ত জ্যোতিষ্পতি সূর্য্য। তুমি মেঘরূপে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করিলে আমাদের জীবন নির্ব্বাহযোগ্য অন্ন উৎপন্ন হয়—এই আশায় আমরা আনন্দে মগ্ন থাকি। তুমি সংস্কার-রহিত হইয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি। কারণ তুমি স্বভাবতঃ শুদ্ধ। তুমি সকলকে পবিত্র করিয়া থাক। আমরা তোমাকে নানাপ্রকার ভোজন-সামগ্রী অর্পণ করিলে তুমি তাহা ভোজন করিয়া থাক। তুমি বিশ্বের স্বামী ও পিতা। তোমা হইতেই আমাদের জন্ম। হে প্রাণ! তোমার যে স্বরূপ বাকাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত ও ব্যাপ্ত আছে, তাহাকে কল্যাণজনক করিয়া লও অর্থাৎ আমাদিগকে সতর্ক করার জন্য যে শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহাকে শান্ত কর—শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইও না—এই আমাদের প্রার্থনা। দৃশ্যমান পদার্থ ইহলোকে ও স্বর্গে যাহা কিছু অবস্থিত, সবই প্রাণের অধীন। ইহা বুঝিয়া দেবগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে প্রাণ! যে-প্রকার মাতা পুত্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ তুমি আমাদিকে রক্ষা কর—আমাদিগকে কার্য্য করিবার শক্তি ও জ্ঞান প্রদান কর। দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত জগতের ধারণ ও পোষণ-কর্ত্তা প্রাণরূপী পরমেশ্বর। তাঁহার অভাবে শরীর কার্য্যক্ষম হয় না অথবা বাঁচিতেও পারে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণী

রাধয়তি আরাধয়তি যা সা রাধা। যিনি স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা, যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কান্তাশিরোমণি—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা পত্নী যিনি, শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নমূর্ত্তি যিনি, তিনিই আমাদের নিত্যোপাস্যা শ্রীশ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। শ্রীশ্রীরাধার নিজজন মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"শ্রীবৃষভানুনন্দিনী আশ্রয়-জাতীয় কৃষ্ণ বস্তু। শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ংরূপ ভগবানের স্বয়ংরূপিণী। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী। অংশী অবতারী:স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীরাধিকা হইতে লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণ প্রকাশিত হন।

"শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা। যে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্‌বিলাস চমৎকারিতা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাস অধিকার করিয়া বর্ত্তমানা—শ্রীরাধিকা। জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যাঁহার অনুগত, সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যাবতীয় নারীকুলের মূল আকর।

"শ্রীকৃষ্ণই জগৎপতি বা সর্ব্বপতি। তাঁহার নিত্যকাল সেবাধিকারিণী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী। সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। শ্রীরাধা নিত্যা কৃষ্ণপত্নী—কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। তিনি কৃষ্ণময়ী।

"শ্রীবার্ষভানবী জগন্মাতা। তিনি যাবতীয় দেবদেবীরও জননী। তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতিরও আকর। তিনি স্বয়ংরূপ বস্তুর প্রধানা শক্তি। তিনি বলদেবাদিরও পূজ্যা।

"শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত সজ্জনগণ পরম-ধন্য। শ্রীবার্ষভানবীর আশ্রিত জনগণের আশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

"যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত হন, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনকেও যিনি মোহিত করেন, সেই মদনমোহন-মোহিনী শ্রীরাধা যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা দ্বারা অপরকে বুঝান যায় না।

"যদিও কৃষ্ণ বিষয়-তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই বিষয়। জড় জগতে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে যে-প্রকার পার্থক্য আছে, উচ্চাবচ-ভাব আছে, পরস্পর ভেদ আছে,

শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই প্রকার ভেদ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদক ও আস্বাদিতরূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন।

"শ্রীমতী রাধিকা ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী, কৃষ্ণাকর্ষিণী, কৃষ্ণকান্তাগণের অংশিনী।"

"বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী অপেক্ষা শ্রীরাধার পাতিব্রত্য অধিক। শ্রীবার্ষভানবী হইতেই সমগ্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। উহা যাবতীয় নীতির মূলবস্তু শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পাদপদ্মে অবস্থিত। 'যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী'।"

(চৈঃ চঃ ম ৮)

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্ আর শ্রীরাধা-কৃষ্ণ একই স্বরূপ—কেবল লীলারস আস্বাদন করিবার জন্য দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, আর শ্রীরাধা আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-ভগবান্ আর শ্রীরাধা আশ্রয়-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্ আর শ্রীরাধা সেবক-ভগবান্। বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্, আর আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধা স্বয়ংরূপা ভগবতী। শ্রীকৃষ্ণ মহাভগবান্ বা মহা-নারায়ণ, আর শ্রীরাধা মহা-ভগবতী বা মহালক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, আর শ্রীরাধা ঈশ্বরী-গণেরও ঈশ্বরী—পরমেশ্বরী। দ্বারকার মহিষীগণ, শ্রীসীতাদেবী, বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি সকলেই শ্রীরাধার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যসদৃশ আর শ্রীরাধা আলো-স্বরূপিণী। পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী হইলেন—শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। আলোর সাহায্যে যেরূপ সূর্য্যদর্শন সম্ভব, পূর্ণিমাতেই যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেইরূপ শ্রীরাধাদেবীর কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার সম্ভব। শ্রীরাধা গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দসর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥

রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কৃষ্ণকান্তাগণের বিস্তার॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥ (বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র)
দেবী কহি দ্যোতমানা পরমা সুন্দরী।
কিংবা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতিনগরী॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ॥ (ভাঃ ১০।৩০।২৪)
অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥
'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান॥
কিংবা সর্ব্বলক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিংবা কান্তি শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
সর্ব্বকান্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ)
যাঁর সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁর সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমন জীব ছার॥ (চৈঃ চঃ ম ৮)

শ্রীকৃষ্ণ পরম-ভগবান্, আর কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা পরমলক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণ Enjoyer Absolute—Predominating Absolute—ভোক্তা ভগবান্, আর শ্রীরাধা Enjoyed Absolute Predominated Absolute—সম্ভোগ্য ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ, আর শ্রীরাধা পরমা প্রকৃতি বা মূল শক্তি। শ্রীরাধা সাক্ষাৎ ভগবান্ বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ বিষয়বিগ্রহ, আর শ্রীরাধা আশ্রয়-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ রাধারমণ, আর শ্রীরাধা কৃষ্ণরমণী বা কৃষ্ণকান্তা; শ্রীরাধা কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—ভক্তরাজ, ইহাই বৈশিষ্ট্য। চণকের দ্বিদলের ন্যায় আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক, আর বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেক। এই দুইটী লইয়া পূর্ণ-ভগবান্ বা Full Intiger. এই জন্যই আমরা যুগলমূর্ত্তির উপাসক—শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনাকারী।

শ্রীরাধাঠাকুরাণী স্বয়ংরূপ আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীরাধা মধুররসাচার্য্য-শিরোমণি—কৃষ্ণকান্তা-মুকুটমণি। শ্রীরাধা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লাদিনীশক্তি। হ্লাদিনী-নাম্নী মহাশক্তি সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী। তাহারই সাররূপা শ্রীরাধা। সেই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাই সুষ্ঠু কান্তাস্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধার গুণ-সকলও অনন্ত। তিনি সর্ব্বগুণখনি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী। শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। চন্দ্রানন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-কৌমুদী শ্রীরাধার প্রেমে বশীভূত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রিয়ার সহায়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ)
প্রেমের স্বরূপ-দেহ—প্রেমের ভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮)
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ)

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যাঁর হয় শত শত গুণ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পঃ)

প্রেমমূর্ত্তি শ্রীরাধা যেরূপ কৃষ্ণময়ী।
প্রেমবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ রাধাময়॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

রাধা পুরঃ স্ফুরতি মে পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥ (বিদগ্ধমাধব ৫ অঙ্ক ২৭)

আমার সম্মুখে রাধা, পশ্চাতে রাধা, বামে রাধা, দক্ষিণে রাধা, পৃথ্বীতলে রাধা, গগনে রাধা বিরাজ করিতেছেন। আমি ত্রিভুবন রাধাময় দেখিতেছি কেন?

যেমন পূর্ণিমাকে বাদ দিয়া পূর্ণচন্দ্র দর্শন অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীরাধাদেবীর সেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণভজন অসম্ভব ও দাম্ভিকতা মাত্র। তাই শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর প্রিয়জন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম্।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীরচিত্তান্
কুতঃ শ্যামাসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥ (স্তবাবলী)

এই শ্লোকের অর্থে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—

রাধিকা-চরণ-পদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধা-পদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল॥
রাধিকা-ভাব গম্ভীর, চিত্ত যেবা মহাধীর,
গণ-সঙ্গ না কৈল যতনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ এক মনে॥

রাধিকা উজ্জ্বল-রসের আচার্য্য।
রাধা-মাধব শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য॥

যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে ॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে ॥
ছোড়ত ধন জন কলত্র সুত মিত
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধাপদপঙ্কজ মধুরত সেবন
ভক্তিবিনোদ পরমাণ ॥ (গীতাবলী)

পরমহংসবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গীতাবলীতে আরও বলিয়াছেন—

রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা ॥
আতপরহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী ॥
রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥
কবহিঁ নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরসরঙ্গ ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শিঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে আম্নায়-বাণী ॥
হেন রাধা পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভক্তি-বিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥ (ক্রমশঃ)

অভাব ও স্বভাব

'অভাবে' স্বভাব যায়, 'স্বভাবে' আনন্দ হয়,
নাহি জানি মায়ার কারণে।
লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরি, বদ্ধদশা ভোগ করি,
ঘুরিতেছি মরত ভুবনে ॥ ১ ॥
জড়েতে আনন্দ চাই, কিন্তু তাহা বৃথা, ভাই,
তথাপি তাহাতে মন মজে।

সদাই হইল ভ্রম,　　ত্রিগুণ বাড়িল ক্রম,
সর্ব্বকাল মায়াদেবী ভজে ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ-দাস্য গেল ভুলি,'　　বিষয়েতে সদা কেলি,
ভোক্তা অভিমানে হয় হত।
জীব কভু ভোক্তা নয়,　　কৃষ্ণদাস্য সত্য হয়,
তাহা ভুলি বদ্ধ অবিরত ॥ ৩ ॥
এভব সিন্ধুর জলে,　　কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
বাসনার নাহি পায় অন্ত।
কর্ম্মফাসে বদ্ধ রয়,　　মরণেতে সদা ভয়,
আশাপাশে মন মোর হত ॥ ৪ ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ দ্বারে,　　ত্রিবিধ তাপেতে জারে,
রিপু সবে করয়ে পীড়ন।
রিপুর পীড়ন ছাড়ি,　　ভোগবাঞ্ছা কিসে এড়ি,
মনে জাগে মুক্তির চিন্তন ॥ ৫ ॥
মায়া মোরে নাহি ছাড়ে,　　মিথ্যা সুখ দিয়া ফিরে,
ভুক্তি মুক্তি যাচে অবিরত।
মায়াদত্ত ভোগ পাঞা　　দাস্য-ভাব ছাড়ে হিয়া,
প্রতিষ্ঠা-পিশাচী করে হত ॥ ৬ ॥
ভুক্তি মুক্তি যোগ ছাড়ি,'　　শুদ্ধ ভক্তিপথ ধরি,
স্বভাবের করয়ে সাধন।
সাধিতে সাধিতে তার,　　ঘুচে মায়া-অন্ধকার,
হৃদে হয় ভক্তির আসন ॥ ৭ ॥
সাধনের ক্রম ধরি,'　　ভজে পাদপদ্ম হরি,
আত্মভাব হয় উদ্বোধন।
উপাধি-রহিত হ'লে,　　চিত্ত শুদ্ধি তার মিলে,
ক্রমে পায় ভক্তি মহাধন ॥ ৮ ॥
আনন্দে সে অনুক্ষণ,　　থাকে তার তনু মন,
সেবামগ্ন তাহার জীবন।
হরি-গুরু-বৈষ্ণবেতে,　　শুদ্ধারতি হয় তাতে,
সদা করে আত্মনিবেদন ॥ ৯ ॥

সকল অভাব যায়, স্বভাবে আনন্দ পায়,
অসদ্ ভাব নাহি পায় স্থান।
সর্ব্বকাল নামানন্দে, সেবা করে ভক্তবৃন্দে,
নিত্যানন্দ পায় অনুক্ষণ ॥ ১০ ॥

—শ্রীপ্রবুদ্ধকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় স্থানাভাববশতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার-বার্ত্তা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রচার-বার্ত্তার দ্বারা অনেক পত্রিকাই আত্মম্ভরিতা দেখাইয়া থাকে। সুতরাং আমরা এই শ্রেণীর আত্মম্ভরিতা পত্রিকা-গ্রাহকগণের নিকট প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক নহি। তথাপি অনেকেই প্রচার-সংবাদ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকেন। তজ্জন্য ২।১টী বিশেষ বিশেষ সংবাদ গ্রাহকগণের অভিলাষার্থ প্রকাশ করিব।

খড়গপুরে ব্যাসপূজা

গত বৎসর আসাম গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে এবং তৎপূর্ব্ববৎসর মেদিনীপুরের অন্তর্গত পূর্ব্বচক বেগুণাবাড়ী গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায় বিপুল আয়োজনের সহিত ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিগত ২৫শে মাঘ ১৩৬৪, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ শনিবার, জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের অদম্য উৎসাহে বিরাট্-ভাবে ব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য পরমহংস-স্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ সগোষ্ঠী উপস্থিত থাকিয়া ব্যাসপূজায় পৌরোহিত্য করেন। এবং ব্যাসপূজার পরদিবস পাঁচ সহস্রাধিক লোককে অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজের অনুষ্ঠিত ব্যাসপূজার আদর্শ প্রত্যেক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীরই গ্রহণীয়। যাহারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত ও শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত ব্যাসপূজা-পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র নিজ নিজ চরণযুগলে পুষ্পাঞ্জলি ও অর্ঘাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াই ব্যাসপূজা সম্পন্ন করিতেছেন, তাহারা ব্যাসপূজার আনুসরণিক না হইয়া আনুকরণিক হইয়া পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা-পদ্ধতি প্রচলনের উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার মনোভীষ্ট প্রচারে পরাঙ্মুখ হইতেছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪০৮ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৬৫ পৃষ্ঠা হইতে ৬৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ৬৬ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

করেন নাই—ইহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের স্বীকার; সুতরাং সে-বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? তবে এক্ষণে ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়কে স্বীয় সম্প্রদায়ের মূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিনা। অন্য তিনটী সম্প্রদায় অর্থাৎ রামানুজ, শ্রীধর ও নিম্বার্ক, ইহা ছাড়া শঙ্কর-সম্প্রদায় ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উক্তি অনুসারেই বাদ যাইতেছে।* সুতরাং কোনও সম্প্রদায়ই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করেন নাই—ইহাই তাঁহার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। তবে আমরাও তাঁহার সহিত এবিষয়ে বার-আনা (৸৹) একমত হইয়া জানাইয়াছি যে—শ্রী, রুদ্র, সনক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনই নহেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার নিজ সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়াই অঙ্গীকার করিয়াছেন—ইহা ধ্রুব সত্য। এই মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তি প্রসঙ্গে বিদ্যাবিনোদের যাবতীয় বিরুদ্ধ যুক্তিই আমরা খণ্ডন করিয়া আমাদের উক্ত বক্তব্য স্থাপন করিব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চারিটী সিদ্ধান্তে ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখানো হইয়াছে এবং এই অধ্যায়েও অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা তাহা আরও দৃঢ়ীকৃত হইবে।

শ্রীল জীবপাদের তত্ত্বসন্দর্ভের অষ্টাবিংশতিতম অনুচ্ছেদ, এই অধ্যায়ের ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং তন্নিম্নে ইহার তাৎপর্য্যানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। এই অনুবাদ হইতেই সংক্ষেপতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্বানুভুক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তথাপি ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইলে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে এবং বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভ্রান্তিও ধরা পড়িবে।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থে "শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব

---

* (ক) ইহা (শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়) শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত একটী **স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-বিশেষ**।—(অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, ২৪০ পৃঃ, ৩-৪ পঙ্‌ক্তি)

(খ) উক্ত বাক্যের অনুমোদন ও প্রতিধ্বনি করিয়া ডাঃ শ্রীহৃষীকেশ গোস্বামী বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাবিনোদের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—এ' সম্প্রদায় (শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়) মাধ্ব বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিষ্ট নহে, **উহা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়**।

(গৌড়ীয়-মিশন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বিবিধ গ্রন্থাবলী'র সম্বন্ধে "মনীষিবৃন্দ ও সংবাদপত্রের কয়েকটী অভিমত", ১৫ পৃঃ, ৫-৭ পঙ্‌ক্তি)

সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তির **বিপক্ষে প্রধান প্রধান যুক্তি**" * যাহা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটী প্রধান যুক্তি এই যে—"**শ্রীশ্রীজীব-পাদ তত্ত্ব-সন্দর্ভে 'তত্ত্ববাদগুরু' শ্রীশ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের মতকে 'অনাধুনিক', 'প্রচুর প্রচারিত বৈষ্ণব-মত বিশেষ',** 'দক্ষিণাদি-দেশ-বিখ্যাত' প্রভৃতি বলিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্যোপশিষ্যের নাম-প্রসঙ্গে বিজয়-ধ্বজ, ব্যাসতীর্থাদি বেদবেদার্থবিদ্ বিদ্বদ্বরগণের নাম করিয়াছেন। এখানে **শ্রীমধ্বাচার্য্যকে 'তত্ত্ববাদগুরু'** এবং **তাঁহার মত 'বহুল-প্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ'—এইরূপ বলায় নিজ-সম্প্রদায়ের মত নহে, ইহাই বুঝায়।**" †

উক্তস্থলে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে—(ক) **'বহুল-প্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ,'** (খ) **'দক্ষিণাদি-দেশ-বিখ্যাত'** এবং (গ) **'তত্ত্ববাদগুরু'**—এই বাক্যত্রয় লইয়া। আমরা বর্ত্তমানে 'বহুল-প্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ' বাক্যের সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।—

(ক) প্রচুরপ্রচারিত-বৈষ্ণবমত-বিশেষ

এস্থলে শ্রীল জীবপাদ **'বৈষ্ণবমত-বিশেষ'** বলায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহাকে হেয় বা ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কারণ বহু মতের মধ্যে তাহাদের সমান' অন্য কোন একটী মতকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে গেলে তাহাকে 'মত-বিশেষ' বলা হয়। অর্থাৎ এই মত-বিশেষের কোন গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। 'বাদ'-গ্রন্থ-লেখক এইরূপ হেয় জ্ঞান করিয়াই অথবা অন্যান্য বৈষ্ণব-মতের সমান বা তুল্য আর একটি মত-বিশেষ মনে করিয়াই লিখিয়াছেন—**'এইরূপ বলায় নিজ-সম্প্রদায়ের মত নহে, ইহাই বুঝায়।'** কারণ নিজের মতের উপর সকলেই গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। আমাদের এস্থলে বক্তব্য এই যে, শ্রীল জীবপাদের যদি মধ্বাচার্য্যের মতবাদকে সাধারণ একটী বৈষ্ণব-মত-বিশেষ বলিবারই উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে **'অনাধুনিক (?) প্রচুর-প্রচারিত'** বৈষ্ণব-মত বিশেষ—এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়া কখনই প্রকাশ করিতেন না। ইহা যদি অন্যান্য মতের ন্যায় সামান্য বৈষ্ণব-মত-বিশেষই হইয়া থাকে, তবে **'প্রচুর-প্রচারিত'** বাক্যের সার্থকতা কি? সুতরাং 'অনাধুনিক

* অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ, ২৩৯ পৃঃ, ৯-১০ পঙ্‌ক্তি।

† অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ, ২৪৩ পৃঃ, ১-৭ পঙ্‌ক্তি।

প্রচুর-প্রচারিত'-বাক্য বৈষ্ণব-মতবাদ-বিশেষের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা সাধারণ বৈষ্ণব-মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। শুধু 'প্রচারিত' বলেন নাই, 'প্রচুর' প্রচারিত বলিয়াছেন।

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতকে শ্রীল জীবপাদ অত্যন্ত গৌরবের চক্ষে দৃষ্টি করিয়াই 'প্রচুর-প্রচারিত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই মত-বিশেষই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মত-বিশেষ—ইহাই শ্রীল জীবপাদের বক্তব্য।

মধ্বাচার্য্যের বৈষ্ণব-মত-বিশেষের সহিত শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের যদি কোন প্রকার সম্বন্ধই না থাকিত অথবা বিরোধ থাকিত, তবে 'প্রচুর-প্রচারিত' বাক্য কখনই তিনি ব্যবহার করিতেন না—যদিও বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিদ্বেষ-মূলে মধ্বাচার্য্যের প্রচুর-প্রচারিত তথাকথিত শুদ্ধদ্বৈত বা বিশুদ্ধ ভেদবাদের সহিত শ্রীল জীবপাদের অযথা **বিরোধ দেখাইবার জন্য** প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার অপচেষ্টার দুই-একটী উদাহরণ নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

(১) **অদ্বয়তত্ত্বই** শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। **শ্রীমদ্ভাগবত দ্বৈত বা ভেদবাদ-প্রতিপাদক শাস্ত্র নহে।** *

(২) শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিচরণ সর্ব্বত্রই **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই তত্ত্ব** প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার **তত্ত্ব এক ব্যতীত দুই নহে।** †

(৩) **জীব ও প্রকৃতিকে তত্ত্ব বলিলে অদ্বয়তার হানি হয়।** ‡

(৪) **শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ জীবের সহিত ঈশ্বরের অত্যন্ত ভেদ কখনই স্বীকার করেন নাই।** +

(৫) **শ্রীজীবপাদ স্পষ্টভাষায় শ্রীমধ্বের ভেদবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।** ÷

(৬) **শ্রীজীব গোস্বামিপাদ জীব ও ব্রহ্মকে দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব বা বস্তু বলেন নাই।** ×

---

* অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, "কয়েকটী প্রারম্ভিক কথা"-শীর্ষক ভূমিকার ।০ আনা পৃঃ, ১-২ পঙ্‌ক্তি।

† অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ, উপসংহার—২৭১ পৃঃ, ১-২ পঙ্‌ক্তি।

‡ ঐ—১২-১৩ পঙ্‌ক্তি।　　+ ঐ—২৭৩ পৃঃ, ২-৪ পঙ্‌ক্তি।

÷ ঐ—২৭৩ পৃঃ, ১৩-১৫ পঙ্‌ক্তি।　　× ঐ—২৭৩ পৃঃ, ১৮-১৯ পঙ্‌ক্তি।

(৭) শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুচরণ শ্রীমধ্বের ন্যায় জীব ও ঈশ্বরকে দুইটী নিত্যসিদ্ধ পৃথক্ তত্ত্ব বলেন নাই ; সুতরাং শ্রীমধ্ব যেরূপ ঈশ্বর হইতে জীবের তত্ত্বতঃ অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সেইভাবে অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করেন নাই। *

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীল জীবগোস্বামি-কর্ত্তৃক মধ্ববিরোধী মত কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উক্ত মত-সপ্তক শ্রীল জীবগোস্বামীর আদৌ মত নহে, ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। উক্ত সাত প্রকার বিরোধ-প্রসঙ্গ ছাড়াও তিনি নির্ল্লজ্জের ন্যায় শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদকে মধ্ব-বিরোধী **অদ্বৈতবাদী** সাব্যস্ত করিবার জন্য দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অদ্বৈতবাদী, সুতরাং মধ্ব ব্যতীত **বৈষ্ণবমাত্রই অদ্বৈতবাদী** বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অদ্বয়বাদী বা অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য নিজের স্বকপোল-কল্পিত মিথ্যা ধারণার পুষ্টিসাধনের জন্য নিজগুরুকেও **'অনবগত মূর্খ'** বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। † অদ্বৈতবাদীমাত্রই তাহাদের নিজ শিক্ষা-অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে ভ্রান্ত বলিয়া ধারণা করেন। **সুন্দরানন্দও অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐপ্রকার গুর্ব্বাবজ্ঞা অঙ্গীকার করিয়াছেন**—ইহা তাঁহার ন্যায় ভ্রান্তের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে।

---

* অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, ১৪শ প্রসঙ্গ, উপসংহার—২৭৪ পৃঃ, ১৮-২২ পঙ্‌ক্তি।

† তস্মাদেবাচার্য্যাদ্ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাব্যাপ্তিঃ কথমাচার্য্যোঽজ্ঞো বা স্যাৎ। যদ্যজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি। ততঃ অজ্ঞানং তাৎকার্য্যদেহদ্বয়নিবৃত্তেঃ। তদা দেহাদিসংবন্ধাভাবাৎ তু ন শিষ্যাদিশানং হ্যুপপদ্যতে। 'অথানবগত-ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ'। তস্মাদ্দেহাদি-সংবন্ধোঽঙ্গীকর্ত্তব্যোঽভ্যুপেতব্যঃ।

(২১ নং, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত শঙ্কর-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত **অজ্ঞানবোধিনী**, ৯ অনুচ্ছেদ, ১৪৯ পৃঃ)

আচার্য্য শঙ্করের সহিত তাঁহার শিষ্যগণের কথোপকথন প্রসঙ্গে যাহা শঙ্কর স্বয়ং "অজ্ঞান-বোধিনী"-গ্রন্থে উক্ত অনুবাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই,—(ব্রহ্মজ্ঞান বা শ্রেয়ঃপথ লাভ করাই একান্ত আবশ্যক)। সুতরাং **আচার্য্যের** নিকট হইতে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য। এখন কথা এই যে, আচার্য্য কি 'অজ্ঞ' হইবেন অথবা 'বিজ্ঞ' হইবেন ? যদি অজ্ঞ হন তাহা হইলে ত ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান উপদেশ করিতে অক্ষম, আর যদি বিজ্ঞ হন,

তিনি যেহেতু অদ্বৈতবাদী সেহেতু "কামুকাঃ কামিনীময়ং পশ্যন্তি"-ন্যায়ানুসারে সকলকেই অদ্বৈতবাদী মনে করেন। আমরা তাঁহার কৃত ত্রিশূলের * অন্যতম 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর'-গ্রন্থ হইতে ইহার আরও কিছু উদাহরণ দিতেছি—

(১) **শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রমুখ প্রত্যেক আচার্য্যই (একমাত্র শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্যতীত)—অদ্বৈতবাদী** বা **অদ্বয়-তত্ত্ববাদী।**

(২) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচর **শ্রীগোস্বামিপাদগণও অচিন্ত্য-দ্বৈত + অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়া অদ্বৈত-সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।**

(৩) একমাত্র শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই **উপরিউক্ত অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে † বা সমস্ত সম্প্রদায়কে দ্বৈতবাদী বলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-ধারণা-প্রসূত** বা অভিসন্ধিমূলক মনে হয়।

(৪) শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বের ন্যায় জীব ও জগৎকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে প্রতিপাদন করেন নাই। ‡

তবে ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা তিনি ব্রহ্মকল্প হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানের কার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের অনুভূতিও নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ত শরীর-সম্বন্ধ নাই? অতএব তিনি শিষ্যকে অজ্ঞানাবৃত, অবিদ্যাচ্ছন্ন, বদ্ধ মনে করিয়া তাহাকে উপদেশ-দানে সমর্থ নহেন। অর্থাৎ একজন গুরু, অপর দ্বিতীয় জন শিষ্য, তিনি আবার অবিদ্যাগ্রস্ত--এইরূপ দ্বৈতবোধ অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব উত্তর হইতেছে এই যে,--**গুরু বা আচার্য্য ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানহীন 'অনবগত' হইবেন, এইরূপ অনবগত অজ্ঞই শিষ্যকে উপদেশ দিতে সমর্থ।** যেহেতু ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানহীন আচার্য্যের পক্ষেই শরীরাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি শিষ্যকে উপদেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং **শঙ্করের মতে গুরু অজ্ঞ বা মূর্খ না হইলে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করা সম্ভবপর নহে।**

* সুন্দরানন্দ 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর', 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' ও 'গৌড়ীয়-দর্শনের ইতিহাস' নামক তিন খানা গ্রন্থ লিখিয়া জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ তিন-খানা গ্রন্থদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল রূপগোস্বামীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থত্রয়ই শূল বা **ত্রিশূল**। ইহার দ্বারা বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-চিন্তাস্রোতকে হত্যা করা হইয়াছে। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-হত্যার বিষাক্ত বীজ লইয়া **উক্ত ত্রিশূলের** সৃষ্টি। —(শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

† শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভাচার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণানুচর শ্রীগোস্বামিপাদগণ।—(গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর, ৪৪৩ পৃঃ)

‡ ১৩৬০ বঙ্গাব্দে গৌড়ীয়-মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-কৃত 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর', ৯ম মাধুরী, ৪৪৩ পৃঃ, (১) ৮-৯; (২) ১২-১৩; (৩) ১৮-২০, (৪) ২৩-২৪।

সুতরাং আমরা বিশেষ জোরের সহিত বলিতেছি,—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণানুচর শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের, বিশেষতঃ শ্রীল জীবপাদের পাদপদ্মে গভীরতম অপরাধ করিয়াই বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সমস্ত বৈষ্ণব-আচার্য্যবর্গকে এবং তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়সমূহকে 'অদ্বৈতবাদী' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা গুরুদ্রোহিতারই ফলবিশেষ। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করিলেই অদ্বৈতবাদে প্রবেশপূর্ব্বক আসুরিক গতিলাভ করিতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা অন্যকথা আলোচনা করিলেও উহা বিশেষ জ্ঞাতব্য। যাহা হউক, শ্রীল জীবপাদকৃত তত্ত্ব-সন্দর্ভের উক্ত অষ্টাবিংশতিতম (২৮) অনুচ্ছেদ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীল মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই তাঁহার নিজ-প্রদর্শিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদমূলক শ্রীমদ্ভাগবতের **অর্থবিশেষ** প্রমাণ করিয়াছেন।

"**প্রচুর-প্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষাণাং**" —এই মূলবাক্যে '**বিশেষাণাং**' পদটী বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। সত্যানন্দ গোস্বামী, রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কেহই এই পদে বহুবচন থাকা সত্ত্বেও বহু বচনাত্মক 'বহুমত-বিশেষ'—অর্থ করেন নাই। এস্থলে মতবিশেষের উপর শ্রীল জীবপাদের 'গৌরব' স্থাপিত হওয়ায় মধ্ব-সিদ্ধান্তের প্রতি প্রচুর সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। 'প্রচুর-প্রচারিত' শব্দ যেরূপ গৌরব প্রকাশ করিতেছে, তাহা বহুবচনান্ত 'বিশেষাণাং' পদে আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

'বিশেষ'-শব্দের ব্যবহার

'বিশেষ'-শব্দটী শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামিপাদ 'গৌরব'-অর্থেই শব্দের পরে ব্যবহার করিয়াছেন; যাঁহারা শ্রীল জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ, সর্ব্ব-সম্বাদিনী * প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত এবং তাঁহার হৃদয়ের সহিত অনুপ্রাণিত হইয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বহু-শাস্ত্র-কলাভ্যাসের' দ্বারা চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়াছে। নচেৎ শ্রীল জীবপাদের ভাষার এইরূপ বৈশিষ্ট্য তাঁহার নিশ্চয়ই লক্ষ্যের বিষয় হইত। আমরা এই প্রসঙ্গে

---

* শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যা-বতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতপদ্যসংবাদেন স্তৌতি।

(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে ১৩২৭ সালে প্রকাশিত, সর্ব্ব-সম্বাদিনী, ১ম পৃষ্ঠা)

তত্ত্বসন্দর্ভের ২৮ অনুচ্ছেদের প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যথা—'অত্র চ স্ব-দর্শিতার্থ-বিশেষ-প্রামাণ্যায়ৈব।' এস্থলেও শ্রীল জীব গোস্বামী 'স্বদর্শিতার্থ-বিশেষ' এইরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। সুন্দরানন্দের মতে জীব গোস্বামী 'নিজের দর্শিত অর্থ-বিশেষের প্রমাণের জন্য'—এইরূপ উক্তি করায়, তাঁহার সিদ্ধান্তও একটী সামান্য হেয় অর্থ-বিশেষমাত্র বুঝাইবে কি?—ইহা তিনি কখনই স্বীকার করিবেন না। আমরা বলি—এস্থলে তাঁহার নিজের প্রদর্শিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশিষ্ট অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই 'অর্থ-বিশেষ' বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তাহার প্রামাণ্য স্থাপনের জন্যই মধ্বাচার্য্যের বিশিষ্ট বৈষ্ণব-মতের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অনুচ্ছেদে প্রচুর প্রচারিত 'বৈষ্ণবমত-বিশেষ' এবং 'স্ব-দর্শিত-অর্থবিশেষ' বক্যেদ্বয়ের তাৎপর্য্য একই। এইরূপ তাৎপর্য্য সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন না করিয়া নিজের স্ব-কপোল-কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রকৃত সিদ্ধান্ত আচ্ছাদিত হইয়া পড়িবে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যদি এই প্রসঙ্গে তত্ত্বসন্দর্ভের এই অনুচ্ছেদটী তাঁহার গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়া বিশ্লেষণ করিতেন, অথবা বিশ্লেষণ না করিয়াও কেবলমাত্র উদ্ধার করিয়াই নিরপেক্ষতা দেখাইতেন, তাহা হইলেও দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বপিপাসু পাঠকবর্গ শ্রীজীবপাদের প্রকৃত মত বুঝিয়া লইতে পারিতেন, এবং তাঁহার বাক্‌-চাতুরীতে কখনই বঞ্চিত হইতেন না। আমরা তাঁহার অসৎ-উদ্দেশ্যমূলক এইপ্রকার জ্ঞান-খলতার বিষয় পূর্ব্বেও নিবেদন করিয়াছি।

শ্রীল জীবপাদ স্ব-দর্শিত অর্থ-বিশেষের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য মধ্বাচার্য্যের এবং তৎসম্প্রদায়ের শিষ্য-উপশিষ্য-প্রশিষ্য প্রভৃতি সকলেরই মত-বৈশিষ্ট্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। "দক্ষিণাদি-দেশবিখ্যাত-শিষ্যোপশিষ্যভূত" বাক্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি শ্রীমন্‌-মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ের একান্ত অনুগত প্রধান প্রধান আচার্য্যগণেরও আনুগত্য স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া 'স্ব-দর্শিত-অর্থবিশেষ' স্থাপন করিয়াছেন। "'বিজয়ধ্বজ'-'ব্রহ্মতীর্থ'-'ব্যাস-তীর্থাদি" মহাজনগণের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিজমত মধ্ব-সম্প্রদায় হইতেই গৃহীত হইয়াছে, ইহা সগৌরবে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বাক্যের শেষে অর্থাৎ 'ব্যাসতীর্থাদি' এই পদের অন্তে 'আদি' শব্দ থাকায় মাধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাগত সকল আচার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তদুপরি

'শিষ্যোপশিষ্যভূত' বাক্যের দ্বারা ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত যে, শ্রীল জীবপাদ মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-পারম্পর্য্য ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের গুরু-পারম্পর্য্য বা শিষ্য-পারম্পর্য্যের মত গ্রহণ করিয়া নিজমতের পুষ্টিসাধন করেন নাই।

সাম্প্রদায়িক আচার্য্যবর্গ যে-প্রকার স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই বিশেষভাবে স্ব-স্বমত স্থাপন করেন ; সেই প্রকার শ্রীল জীবপাদও প্রকাশ্যভাবে তত্ত্ব-সন্দর্ভের দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া মধ্ব-সম্প্রদায়কে নিজ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু স্বীকার করিয়া তাঁহাদের গুরু-পরম্পরা-সমাগত অথবা শিষ্য-প্রশিষ্যাগত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত স্থাপন ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই সাম্প্রদায়িক রীতি। মাধ্বগণ যে প্রকার অন্যান্য শাস্ত্র-প্রমাণাদিও স্বমত-স্থাপনে বা স্বমত-প্রদর্শনে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীল জীবপাদও তাঁহাদের আনুগত্যে মাধ্ব-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত স্থাপনে বা স্বমত-প্রদর্শনে একই ধারা অবলম্বন করিয়া অন্যান্য শাস্ত্রাদি-প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমাধ্ব-ধারা বা শ্রীগৌড়ীয়-ধারা একই—ইহা প্রদর্শনকল্পে শ্রীল জীবপাদের তত্ত্ব-সন্দর্ভের এই অষ্টাবিংশতিতম অনুচ্ছেদের অবতারণা। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইহা সুস্পষ্ট বুঝিয়াও অনন্তবাসুদেবাদি সহজিয়াগণের দুঃসঙ্গ-প্রভাবে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে বৃথা বদ্ধপরিকর।

শ্রীল জীব গোস্বামী 'স্ব-দর্শিত-অর্থ-বিশেষ' বলিলেও তাহার দ্বারা তিনি স্ব-কপোল-কল্পিত মত প্রকাশ করেন নাই বরং 'স্ব-মত' বলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অথবা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন আচার্য্যবর্গের মতকেই স্বমত বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার সাক্ষাৎ গুরুবর্গ শ্রীল রূপ-সনাতন-অদ্বৈতাদি মহানুভবগণের মতকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। 'স্ব-মত' বা 'স্ব-দর্শিতার্থ' পদদ্বয়ের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত। সুতরাং উক্ত পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতকে স্বমত বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাহাতে প্রচুর পরিমাণে গৌরব ভাবই ব্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীল জীবপাদ-কথিত 'অর্থবিশেষ' এই বাক্যের দ্বারা কোনপ্রকার হেয়তা বা ন্যূনতা প্রকাশ পাইবে না বা পায় নাই। ইহা বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। শ্রীল জীবপাদ তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তের প্রতি অযথা তাঁহার গুরুবর্গের অর্থাৎ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ব। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১১ ত্রিবিক্রম, ৪৭২ গৌরাব্দ | ৩য় সংখ্যা
বুধবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬৫; ইং ১৪।৫।৫৮

সানুবাদং

শ্রীশ্রীদেবকীদেবী-কৃতং 'বাসুদেব-স্তোত্রাষ্টকম্'

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
তৃতীয়োঽধ্যায়ে—২৪-৩১)

শ্রীদেবক্যুবাচ—

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তা-মাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্ম-দীপঃ ॥ ১ ॥

হে দেব, বেদসকল যে অব্যক্ত-বস্তুকে আদ্য অর্থাৎ জগত-কারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতির্ম্ময়, মায়া-রহিত, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, কেবল-স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন, আপনি সাক্ষাৎ সেই বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক বিষ্ণু। অর্থাৎ

নিরাকার নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহেন—পরন্তু তাঁহারই অঙ্গ-কান্তি মাত্র ॥ ১ ॥

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু ।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কাল-বেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষ-সংজ্ঞঃ ॥ ২ ॥

মহাপ্রলয়ে কালশক্তি-বশতঃ চরাচর বিলীন হইলে, ক্ষিতি প্রভৃতি স্থূল-ভূতসকল সূক্ষ্ম-তন্মাত্র প্রাপ্ত হইলে, এবং ব্যক্ত-পদার্থসকল অব্যক্তে লীন হইলে, অনন্ত-সংজ্ঞক এক আপনিই বর্ত্তমান থাকেন ॥ ২ ॥

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্ত-বন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্ ।
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়াং-
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে নিমেষ হইতে বৎসর পর্য্যন্ত সেই সর্ব্বসংহারক মহান্ কালকে বেদ-সকল বিষ্ণুস্বরূপ তোমার লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। আপনি সমস্তের ঈশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গল-কারণ । আমি আপনাতে প্রপন্ন হইতেছি ॥ ৩ ॥

মর্ত্ত্যো মৃত্যু-ব্যাল-ভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ৪ ॥

এই মর্ত্ত্যলোক মৃত্যুরূপ সর্প-ভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয় লাভের জন্য ধাবমান্ হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছা-ক্রমে মহৎ-কৃপালব্ধ ভক্তিবলে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়া সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে এবং এই মর্ত্ত্যলোক হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিতেছে ॥ ৪ ॥

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্য-বিত্রাস-হাসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যান-ধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংস-দৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ৫ ॥

যেহেতু আপনি ভৃত্যজনের ভয়হারী, সেইজন্য ভীষণ-প্রকৃতি কংসের ভয়ে ভীত আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং ধ্যানগম্য ভবদীয় বিষ্ণুরূপ অপ্রাকৃতরূপ দর্শনের অযোগ্য অজ্ঞানময়-চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত করিবেন না ॥ ৫ ॥

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মাবিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ৬ ॥

হে মধুসূদন, চঞ্চলমতি আমি আপনার জন্য কংস হইতে উদ্বিগ্ন হইতেছি। অতএব আমার গর্ভে আপনার জন্মগ্রহণ-বার্ত্তা যাহাতে পাপী কংস জানিতে না পারে তাহার উপায় করুন ॥ ৬ ॥

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৭ ॥

হে বিশ্বময়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সুশোভিত, চতুর্ভুজ-যুক্ত এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥ ৮ ॥

আপনার এতাদৃশ অলৌকিক-রূপ সম্বরণ করিতে বলিতেছি কেন, শ্রবণ করুন,—আপনি পরমপুরুষ, প্রলয়কালে চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে নিজদেহে অসঙ্কীর্ণভাবে ধারণ করেন, সেই (ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ) বিষ্ণুরূপী আপনি আজ গর্ভগত হইয়াছেন। অহো, ইহা মনুষ্যজনের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা-বিশেষ ॥ ৮ ॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫০ পৃষ্ঠার পর)

রামানুজের সহিত কাঞ্চীপূর্ণের ক্রমশঃ প্রীতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে স্বীয় আচার্য্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। কমলাপতির পুত্র শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য শ্রীরামানুজকে তিনিও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। কাঞ্চীপূর্ণের উচ্ছিষ্ট প্রাপ্তির উদ্দেশে রামানুজ তাঁহাকে স্বীয় আবাসে আহ্বান করত নিজ মনোভাব অব্যক্ত রাখিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের কৌশল জানিতে পারিয়া তাহা বিফল করিবার জন্য প্রতিকৌশল সৃজন করিলেন। রামানুজ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে, তিনি উহাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নে যথাকালে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিলেন। সময় অতিবাহিত হইতেছে দেখিয়া রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। কাঞ্চীপূর্ণও সুযোগ বুঝিয়া রামানুজের গৃহে গিয়া তদীয় পত্নীর নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—মাতঃ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, আপনি যত শীঘ্র পারেন আমাকে কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রদান করত আমার ক্ষুন্নিবারণ করুন্। শ্রীরামানুজের জন্য প্রতীক্ষা করিবার বিলম্ব সহ্য হইবে না। রামানুজপত্নী তদীয় প্রভুর মনোগত ভাব ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, কাঞ্চীপূর্ণের প্রার্থনা-মত তাঁহাকে যথা-বিধানে সন্তর্পিত করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ অতিশীঘ্র স্বীয় ভোজন সমাপনপূর্ব্বক, উচ্ছিষ্ট-পত্র অতিদূরে নিক্ষেপ করত ভগবন্মন্দিরে প্রত্যাগত হইলেন। রামানুজ-পত্নীও অবশিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য দাস-দাসীদিগকে প্রদান করিয়া গৃহাদি সম্যক্ ধৌত করাইয়া পুনর্ব্বার স্নান করত পুনরায় রন্ধনের আয়োজন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। রামানুজ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে পুনঃ স্নাত দর্শন করত স্নানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তদীয় পত্নী কাঞ্চীপূর্ণের আগমনাদি সমুদয় বৃত্তান্তই পতির সমক্ষে নিবেদন করিলেন। আরও বলিলেন যে—কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র, তাহার উচ্ছিষ্ট ও তদুদ্দেশ্যে ভোজ্যদ্রব্য-সকল রাখিবার কোন প্রয়োজন না থাকায়, তৎক্ষণাৎ উহা পরিষ্কার করাইয়াছি। আপনি এতাবৎ অভুক্ত আছেন, বিচার করিয়া অবিলম্বেই সমুদয় নিষ্পন্ন করিয়া পুনরায় পাক করিতে আরম্ভ করিয়াছি। পত্নীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিফল-মনোরথ হইয়া আহারাদি সমাপন করত

কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—প্রভো, অদ্যই আপনি আমাকে কৃপা করিয়া পঞ্চ-সংস্কার সম্পন্ন করুন্। এই সংসারে আপনি ব্যতীত অপর কেহ আমার রক্ষাকর্ত্তা নাই। আমি আপনার একান্ত দাস, আমাকে কৃপা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। রামানুজের করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন—আপনি মহাত্মা, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। আমি শূদ্র, কি-প্রকারে আমার দ্বারা এই প্রকার লোক-বিগর্হিত ক্রিয়া হইতে পারে? কাঞ্চীপূর্ণের দ্বারা এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহার নিকট উপযুক্ত গুরুলাভের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বরদ-রাজের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া তাঁহাকে ভগবদাজ্ঞা জ্ঞাপন করিবেন—প্রতিশ্রুত হইলেন। নিদ্রাকালে কাঞ্চীপূর্ণ শ্রীবরদরাজের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন এবং শ্রীরামানুজের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পূর্ণাচার্য্যই রামানুজের আচার্য্যের পরম যোগ্য পাত্র। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে স্বপ্ন-ঘটিত ভগবদাজ্ঞা জানাইলেন। কিয়দ্দিনের মধ্যে রামানুজ মহাপূর্ণের সম্মিলন-মানসে দ্বিতীয়বার শ্রীরঙ্গ নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

শ্রীযামুনাচার্য্যের পরমপদ-প্রাপ্তির পর শ্রীরঙ্গস্থ বৈষ্ণববৃন্দ নেতৃ-বিহীন হইয়া কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। কেহ শ্রীযামুনাচার্য্যের শক্তি-সমুদয় বর্ণন করিয়া বিলাপ করিতেন—কেহ-বা যামুনাচার্য্যের স্থান কখনই পূর্ণ হইবে না, নিশ্চয় করিয়া দুঃখিত ছিলেন এবং কেহ-বা মায়াবাদীগণের প্রবলোত্থান দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কোন কোন বৈষ্ণব যামুনাচার্য্যের অভাব পূরণের জন্য পূর্ণাচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—আপনি সপরিবারে কাঞ্চীতে গমনপূর্ব্বক শ্রীরামানুজকে বিষ্ণুচিত্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব-রচিত 'দ্রাবিড়-আম্নায়' গ্রন্থ দেখাইয়া আকর্ষণ করুন্। সুবিধা হইলে তাঁহাকে 'পঞ্চ-সংস্কার'সম্পন্ন করাইয়া শ্রীরঙ্গ-নগরে শ্রীযামুনাচার্য্যের পদে স্থাপন করুন্। শ্রীপূর্ণাচার্য্য বৈষ্ণবগণের সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলেন ও শ্রীরামানুজের উদ্দেশে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ণাচার্য্যের সহিত দর্শন লাভের জন্য শ্রীরামানুজ পূর্ব্বেই কাঞ্চী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পথিমধ্যে মথুরার নিকট 'অগ্রহার' গ্রামে উভয়েরই মিলন হওয়ায় পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশ্য বুঝিলেন। রামানুজ শ্রীপূর্ণাচার্য্যের নিকট সেই খানেই পঞ্চ-সংস্কারসম্পন্ন হইবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, পূর্ণাচার্য্য কাঞ্চী-পুরীতে গমন করিয়া তদীয় বাসনা পূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে

রামানুজ বিনীতভাবে শ্রীপূর্ণের নিকট বলিলেন—প্রভো! আমার ভাগ্য নিতান্ত অপ্রসন্ন, মদীয় দুর্ভাগ্যের দোষে শ্রীযামুনাচার্য্য প্রকট-লীলার অবসান করিলেন; জানি না, আপনার মনে কি আছে। যেরূপেই হউক, আমাকে এই খানেই পঞ্চ-সংস্কার প্রদানপূর্ব্বক আমার দুরদৃষ্ট অপনোদন করুন্। নিদ্রিত অবস্থায়, ভোজন কালে, পথ-ভ্রমণসময়ে, যুবাকালে বা বাল্যে যে-কোন অবস্থায় হউক না কেন, কালের বশযোগ্য হইবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; এজন্য শুভকার্য্য যতশীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই মঙ্গল। এইসকল যুক্তিযুক্ত করুণোক্তি শ্রবণ করিয়া মহাপূর্ণ অগত্যা রামানুজের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে বিপ্র-কুলতিলক! এই পবিত্র সরসীতে স্নান করিয়া এস। এইখানে অদ্যই আমি তোমাকে চক্রাঙ্কিত করিব। শ্রীপূর্ণাচার্য্য যথাবিধি রামানুজকে পঞ্চ-সংস্কার প্রদান করিয়া বলিলেন,—হে বৈষ্ণবপ্রবর! শ্রীযামুনাচার্য্যের প্রয়াণের পর পৃথিবীতে সৎসম্প্রদায়ের রক্ষকাভাব হইয়াছিল; তোমার পঞ্চ-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর হইতে তুমিই শ্রীবৈষ্ণবগণের রক্ষক-পদ লাভ করিলে। তুমি প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদীগণকে সমূলে উৎসাদিত করিয়া জগতের পরম-মঙ্গল বিধান করিবে। তোমাতেই এই অনির্ব্বচনীয়া শক্তি বিরাজ করিতেছে। রামানুজের সংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সকলে মিলিয়া কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন। অচিরেই কাঞ্চীপূর্ণ এই মঙ্গলবহ সুসন্দেশ অবগত হইলেন। পূর্ণাচার্য্য ছয় মাস কাল কাঞ্চীপুরীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন শ্রীরামানুজ জনৈক ক্ষুধিত শ্রম-ক্লিষ্ট বৈষ্ণবকে নিজগৃহে ভোজন করাইবেন মনে করিয়া তদীয় পত্নীকে পূর্ব্বদিনের পর্য্যুষিত ভোজ্য প্রদান করিতে বলিলেন। তদুত্তরে রামানুজের ভার্য্যা 'গৃহে কিছুই নাই'—বলিয়া পতির ইচ্ছায় অনুকূলা হইতে পারিলেন না। রামানুজ তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া পত্নীকে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিয়া পাক-শালায় স্বয়ং গিয়া খাদ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। গৃহান্তরে বহুল খাদ্য দর্শন-পূর্ব্বক সরোষ-বচনে পত্নীকে বলিলেন—"পাষাণ-হৃদয়ে, তোমার হৃদয় নিতান্ত কঠিন, অভাবগ্রস্ত ক্ষুৎ-পিপাসা-পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ খাদ্য দিলে তোমার কিছুই অভাব হইত না। পণ্ডিতগণ এজন্যই বলিয়া থাকেন যে, নারীজাতিই জগতে যাবতীয় পাপের আকর। অতিথি-সৎকার গৃহস্থের একমাত্র ধর্ম্ম। পতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া গৃহস্থের অতি-কর্ত্তব্য-ক্রিয়ায় তোমার

অবহেলা সংসারোৎপাটনের মূল বলিয়া জানিবে।" এবম্প্রকার নানাবিধ উপদেশ-বাক্যদ্বারা পত্নীকে শোধন করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার ভার্য্যা কিছুতেই বৈষ্ণবোচিত কোমল স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। পত্নীর এবম্বিধ নানা প্রকার ব্যাহার দেখিয়া রামানুজ ক্রমশঃই ব্যথিত হইলেন।

আর একদিন, রামানুজ-পত্নী কূপ হইতে জল আনয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মহাপূর্ণের পত্নী জল সংগ্রহের জন্য কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়েরই ব্যস্ততাক্রমে এককালেই রজ্জুদ্বারা জলপাত্রদ্বয় কূপমধ্যে পাতিত করিয়া উপরে তুলিবার সময় পূর্ণাচার্য্যের ভার্য্যার রজ্জু হইতে একবিন্দু জল রামানুজ-বনিতার কুম্ভে পতিত হইল। জলবিন্দু সংস্পর্শ হওয়ায় রামানুজ-জায়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর গুরুপত্নীকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক বলিলেন—"রে দুরাচারে! তুই নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সদাচার শিক্ষা করিস্ নাই? তোর সংস্পৃষ্ট জলদ্বারা আমার পবিত্র তোয় কলুষিত হইল, ইহা বুঝিতে পারিতেছিস্ না? তোরা কি জাতি, কিরূপ সম্ভ্রান্ত, তাহা বিচার না করিয়া আমার জল দূষিত করিতে উদ্যতা হইয়াছিস্!" এই প্রকার নানা রূঢ়-বাক্য-দ্বারা পূর্ণাচার্য্য-পত্নীর সহ বিবাদে প্রবৃত্তা হইলেন। শ্রীরামানুজ এই ঘটনা কিছুই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার পত্নী পরুষবাক্য বলিবার পূর্ব্বে মনে করিলেন না যে, পূর্ণাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী তাঁহার প্রভুর গুরুপত্নী। তাঁহার স্পৃষ্টজল সংস্পর্শে দূষিত হইবার পরিবর্ত্তে অধিক পবিত্রতা লাভ করিল কি না। 'গুরূচ্ছিষ্ট'—শিষ্যের পরম উপাদেয়'—এই সদাচার তাঁহার হৃদয়ে একবারও উদিত হইল না। তিনি সামাজিক কৌলীন্য, বংশ-মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্যে বিমূঢ়া হইয়া সামাজিক গর্ব্বকেই সদাচার-মূলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। মহাপূর্ণ এই বিবাদ শ্রবণ করিয়া তদীয় পত্নীকে বহু ভৎর্সনা দ্বারা বিনয় ও সদাচার শিক্ষা দিলেন। যাহাতে আর এই প্রকার অসামঞ্জস্য ব্যবহারের অনুদয় হয়, তজ্জন্য শ্রীরামানুজের সহিত পরামর্শ না করিয়াই নিস্তব্ধভাবে রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের উদ্দেশে তদীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, শ্রীপূর্ণাচার্য্য ইতঃপূর্ব্বেই সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধান করত শ্রীরামানুজ সমগ্র বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন। এই অন্যায় আচরণে তিনি কলত্রের প্রতি অনুরাগ-হীন হইয়া পড়িলেন। পত্নীর আচরণ নিজ

ব্যবহারের সহিত সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া, মনে মনে প্রতিকারের কল্পনা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যতঃ ভার্য্যাকে বলিলেন—"সহধর্ম্মিণীর পবিত্র বিধি ভার্য্যার উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। তুমি এই সর্ব্বজন-সমাদৃত ব্যবহারের বিরুদ্ধ আচরণপূর্ব্বক সংসার-সুখ বিনষ্ট করিলে। যে-পত্নী স্বামীর ধর্ম্মের অনুগমন করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে পিত্রালয়ে বাস করাই বিধেয়। তুমি গুরুপত্নীর প্রতি নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছ। ইহার প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।"—এই সকল উপদেশে পতিব্রতা সাধ্বীর জ্ঞানোদয় হইল না। শ্রীরামানুজ, পত্নীকে চিরকালের মত বিসর্জ্জন করিবার উপায় মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই তিনি একদিন শ্রীবরদরাজের সেবায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একটী ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট ভোজনের প্রার্থনা জানাইল। রামানুজও নিজ স্বভাবোচিত বদান্যতা-সহকারে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া আমার পত্নীর নিকট হইতে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করত সেবা-সমাপনান্তে এখানে আসুন্। আমি আপনাকে পাঠাইয়াছি—একথা আমার পত্নীর নিকট বলিবেন। ব্রাহ্মণী অবশ্যই আপনাকে সবিশেষ আদরপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন। ভগবানের সেবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, এজন্য আমি স্বয়ং আপনাকে বাটী লইয়া গিয়া সমাদর করিতে পারিলাম না, যেহেতু অতিথিসেবা অপেক্ষা শ্রীভগবানের সেবা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।" ব্রাহ্মণ তদ্দণ্ডেই রামানুজের গৃহে গিয়া পত্নীর নিকট পতির মনোগত ভাব অভিব্যক্ত করিলেন। দেবী ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া সরোষবচনে বলিলেন,—"অদ্য আমাদের গৃহে অন্ন অথবা তণ্ডুল কিছু মাত্র নাই, তজ্জন্য এখানে তোমার অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই—অন্যত্র চেষ্টা কর। তাহাতে কষ্ট বোধ হয়, তবে তোমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকট গিয়া পুনরায় প্রার্থনা কর।" ভিক্ষুবিপ্র যথাকালে রামানুজের নিকট আসিয়া সমুদয় বর্ণন করিলেন। রামানুজ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণকে পুনরায় তদীয় পত্নীর নিকট পাঠাইলেন। এবারে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষুক বেশে পাঠাইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার হস্তে একখানি পত্র, হরিদ্রা ও একখণ্ড নববস্ত্র দিয়া বলিলেন,—"আপনি বাটীতে গিয়া প্রকাশ করিবেন যে, আমার শ্বশুরালয় হইতে আপনি আমার পত্নীকে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে লইবার জন্য আসিয়াছেন। আপনি হরিদ্রা, নব-বস্ত্রখণ্ড ও পত্রখানি আমার পত্নীকে

প্রদান করত পিত্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব করিবেন।" রামানুজের অভিপ্রায় অনুসারে বিপ্রটী পুনরায় তাঁহার পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া পত্রাদি দিলেন ও পিত্রালয়ে লইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। রামানুজ-জায়া বহু সমাদরে আগন্তুক বিপ্রকে ভোজনাদি করাইলেন। কিছুক্ষণ পরে রামানুজ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অনবগত ভাবে পত্নীর নিকট হইতে পিতৃ-প্রেরিত ব্যক্তির আগমন-বার্ত্তা শুনিলেন ও তাঁহাকে তদীয় পিত্রালয়ে প্রেরণ করিবার সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিলেন। পত্নীও প্রোৎফুল্ল-হৃদয়ে পিত্রালয়ের উদ্দেশে বিপ্রের সহিত যাত্রা করিলেন।

এদিকে শ্রীরামানুজ পত্নীর সহ চিরদিনের জন্য মনে মনে বিদায় গ্রহণ করত গৃহত্যাগের মানসে যত্নবান হইলেন। সন্ন্যাসের উপকরণাদি সংগৃহীত হইলে দেবরাজের ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া **অনন্ত সরোবরের তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন।**

দেবরাজ স্বীয় সেবাধিকারী শ্রীকাঞ্চীপূর্ণকে তাঁহার সমক্ষে শ্রীরামানুজকে সমারোহের সহিত আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের ইচ্ছামত শ্রীরামানুজকে শিবিকারোহণ করাইয়া ধ্বজ-চত্রাদি, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদি সমভিব্যাহারে ভগবন্মন্দিরে লইয়া আসিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিপাঠ ও বাদকগণ নানা প্রকার বাদ্য করত শ্রীশঠকোপ মূর্ত্তিকে সম্মুখীন-পূর্ব্বক শ্রীরামানুজকে কাঞ্চীপূর্ণের সহিত লইয়া বরদরাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরামানুজ বরদরাজকে যথাবিধি প্রণাম করত তদীয় কৃপাকর্ষণে সমর্থ হইলেন। অর্চ্চকগণের দ্বারা ভগবান্ রামানুজকে সবিশেষ সমাদর ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে 'যতীন্দ্র'-আখ্যা প্রদান করত মঠে প্রবেশ করিবার অধিকার দিলেন। যতিরাজ রামানুজ তুর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া শ্রীকাঞ্চীতে বাস করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীকেদার-বদ্রী-পরিক্রমা

যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৭ পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব—শ্রীহরিদাস

প্রশ্ন। জীবের নিত্যধর্ম্ম কি ?

উত্তর। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্র। জীবের বৈধর্ম্ম্য কি ?

উ। অভেদবাদ স্বীকারপূর্ব্বক স্বীয় নির্ব্বাণ অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। সে সমস্ত কার্য্যকে কেন বৈধর্ম্ম্য বলি ?

উ। জীব—চিন্ময়; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম—আনন্দ বা প্রীতি। নির্ব্বিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ-বাদে জীবের চিদ্ধর্ম্মের বিশেষ হানি। নির্ব্বিশেষ-বাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্ম্য।

প্র। জড়গত সুখ কাহারা অন্বেষণ করেন ?

উ। কর্ম্মজড় পুরুষগণই কর্ম্মমার্গে স্বর্গাদি জড়সুখ অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাহারা অন্বেষণ করেন ?

উ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদিগের মধ্যে যাহারা সিদ্ধ, তাহারা এবং ষড়ঙ্গ-যোগিগণ বিভূতিফলে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়জগতের সুখ বা নির্ব্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল ?

উ। জীবের নিজসুখ রহিল। প্রাগুক্ত দুই প্রকার সুখই সোপাধিক; নিজসুখানুভূতিই নিরুপাধিক।

প্র। নিজসুখানুভূতি কি ?

উ। জড়সম্বন্ধরহিত জীবের যে শুদ্ধচৈতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ, তাহাই নিজসুখ।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের তারতম্য

প্রশ্ন। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে ?

উত্তর। তারতম্য আছে।

প্র। কতপ্রকার তারতম্য আছে ?

উ। দুইপ্রকার তারতম্য—স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত তারতম্য।

প্র। জীবের উপাধি কি ?

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি।

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল ?

উ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহাদের কৃষ্ণসাম্মুখ্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে স্বার্থ মনে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্ম্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবদ্ধ হইলেন।

প্র। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; কেন তাহা না করিলেন ?

উ। এবিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত, তাহা হইলে জীবের স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত; তাহাতে চিদ্‌বস্তুর যে স্বতন্ত্রানন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্র। জীবের স্বরূপ কি ?

উ। জীব চিদ্‌বস্তু; আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। পঞ্চপ্রকার। চিজ্জগতে যে পাঁচটী নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্র। পাঁচ প্রকার রস কি কি ?

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্র। ঐ পাঁচটী শব্দের অর্থ বলুন।

উ। (১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণানুরক্তির নাম—শান্তরতি; (২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—দাস্যরতি; (৩) সম্বন্ধযুক্ত, সম্ভ্রমহীন, অথচ বিশ্রম্ভযুক্ত কৃষ্ণানুরক্তির নাম—সখ্যরতি; (৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম—বাৎসল্যরতি এবং (৫) সৌন্দর্য্যযুক্ত রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম—শৃঙ্গার-রতি।

প্র। রতি ও রসে ভেদ কি ?

উ। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-যোগে রতি পুষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার ?

উ। তিন প্রকার; যথা—(১) আচ্ছাদিত-চেতন জীব, যেমন বৃক্ষাদি; (২) সঙ্কোচিত-চেতন জীব, যেমন পশু-পক্ষী; ৩) মুকুলিত-চেতন জীব, যেমন ভক্তিশূন্য নর।

প্র। মুক্ত ও বদ্ধবিচারে জীব কত প্রকার ?

উ। তিন প্রকার; যথা—(১) নিত্যমুক্ত অর্থাৎ জড়াতীত, (২) বদ্ধ-মুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে, কিন্তু আবদ্ধ নয়; (৩) নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ।

প্র। ইহার মধ্যে কাহারা নিত্যবদ্ধ ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ।

প্র। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার ?

উ। দুই প্রকার—(১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধনভক্ত; (২) পূর্ণ-বিকচিত-চেতন অর্থাৎ ভাবভক্ত।

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকে ?

উ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকে ?

উ। চিজ্জগতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্র। মুকুলিতচেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার ?

উ। অনেক প্রকার; তত্ত্বলাঘব-প্রক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে ছয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—

(১) অসভ্য মূর্খ নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

(২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদি-সম্পন্ন নর—যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন—ম্লেচ্ছাদি।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর-নীতিপরায়ণ নর, যেমন—বৌদ্ধাদি।

(৪) কল্পিত-ঈশ্বরবাদ-যুক্ত নীতি-পরায়ণ; যেমন—কর্ম্মবাদিগণ।

(৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

(৬) নির্ব্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্র। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্য্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপযোগিতার তারতম্যানুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিত-চেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই—মোক্ষ

প্রশ্ন। মোক্ষ কত প্রকার ?

উত্তর। লোকে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে সাযুজ্যনির্ব্বাণ ও একত্বনামলব্ধ যে মোক্ষ-চিন্তা, তাহা নির্ব্বিশেষবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ; জীবের তাহা চিন্তনীয় নয়; ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা একপ্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদাভেদই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি ?

উ। বিশুদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকেই মোক্ষ বলি।

প্র। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভকে কেন মোক্ষ বলিব ?

উ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সম্বন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচন-কার্য্যটী ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া ফলদান করত পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণচরণামৃত-পানানন্দই নিত্যফলরূপে অবস্থিত; অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব ?

প্র। একটী উদাহরণ দিয়া বলুন।

উ। দীপ প্রজ্বলিত হওয়া ও অন্ধকার-নাশ যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকার-নাশ—মোক্ষস্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃত-স্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য, আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, কোন সময় হইয়া থাকে; আলোক-প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কি হবে উপায় ?

(১)

জয় গুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীনিত্যানন্দ জয়।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
অদ্বৈত প্রেমের কন্দ,
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২)

পতিত পাষণ্ড-প্রতি পরম সদয়।
কলিজীব উদ্ধারিতে,
অবতীর্ণ অবনীতে,
মহাবদান্য মহাপ্রভু শ্রীশচীতনয়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৩)

অজ-শেষ-লক্ষ্মী আদি যে প্রেম মাগয়।
হেন ধন আচণ্ডালে,
প্রদানিল অবহেলে,
গৌরহরি বিনা কেবা হেন দয়াময়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সর্ব্বসমাশ্রয়।
ব্রহ্মা যাঁর অঙ্গভাতি,
পরমাত্মার যিঁহ নিত্য-পতি,
পলকে প্রলয় হয় যাঁহার ইচ্ছায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৫)

জগতের জন্ম-স্থিতি যাহাতে প্রলয়।
ব্রহ্মা-বরুণ-রুদ্রগণ,
সদা করে সাম গান,
সুরাসুর যোগী যাঁর অন্ত নাহি পায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৬)

অনাদির আদি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাশ্রয়।
সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর হরি,
অজ-ভব-আজ্ঞাকারী,
সর্ব্ব কারণ-কারণ বেদে শাস্ত্রে গায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৭)

যাঁর সম বা অধিক আর কেহ নয়।
চতুর্ব্যূহ যাঁর স্বাংশ,
জীব যাঁর বিভিন্নাংশ,
মৃত্যুর মৃত্যু হরি, ভয়—ভয় পায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৮)

নিখিল শ্রুতিমৌলি উপনিষদ্ হয়।
রত্নমালা দ্যুতি দিয়া,
পদ-নখ নিরাজিয়া,
মুক্তসেব্য হরিনামের মহিমা জানায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৯)

মহাবিষ্ণু যাঁর কলা-বিশেষ হয়।
ব্রহ্মাণ্ড সহ ব্রহ্মাগণ,
লোমকূপে অগণন,
প্রকট-অপ্রকট শ্বাসে-প্রশ্বাসে হায়!
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১০)

কৃষ্ণ বিনা আর কেবা দিবে হে অভয়!
হও তুমি উগ্রতপা,
যাগে-যজ্ঞে অনুরূপা,
মৃত্যু হতে মুক্ত করে কেবল তোমায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১১)

বলদেবের শেষাংশ মহাবলী হয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-চয়,
সর্ষপের প্রায় রয়,
শেষের শিরোপরি অতি অবহেলায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১২)

লক্ষ লক্ষ জন্ম আমি কাটাইনু হায়!
না ভজিয়া নিজ ইষ্ট,
ত্রিতাপে হইনু ক্লিষ্ট,
জনম-মরণমালা সহ্য নাহি হয়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১৩)

অজাতঅশ্রু প্রভু মহাদয়াময়।
যে পূতনা প্রাণঘাতী,
তারে দিলা মাতৃগতি,
এ হেন দয়ালু ত্যজি ভজিব কাহায় ?
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১৪)

(নিজ) ভক্তবাক্য কভু ব্যভিচারী নয়।
সেই সত্য প্রকাশিতে,
প্রকটিল স্তম্ভ হৈতে,
শ্রীনৃসিংহরূপে হরি হিরণ্য-সভায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১৫)

ভক্তের মহিমা প্রভু সতত বাড়ায়।
আপন প্রতিজ্ঞা-ত্যাগী,
ভক্ত-সত্যরক্ষা লাগি,
রথচক্র ধরি প্রভু ভীষ্ম-প্রতি ধায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১৬)

সেবক-দ্বারেতে হরিদাস-সম হায়!
পাণ্ডবের গৃহেতে,
পরিচর্য্যা বহুমতে,
বলির দ্বারেতে প্রভু দ্বারী হয়ে রয়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১৭)

'ভক্ত-ভক্তিমান্ কৃষ্ণ' ভাগবতে গায়।
তাই সেবকের সেবা,
করে প্রভু রাত্র-দিবা,
ভক্ত মোর প্রাণের প্রাণ বলে উভরায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১৮)

বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে কৃষ্ণ ক্ষমা না করয়।
দুর্ব্বার দুর্ব্বাসা-ক্রোধ,
অম্বরীষ-স্থানে রোধ,
সুদর্শন সুশাসন কৈল দুর্ব্বাসায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(১৯)

নিজ-ভক্ত-ভার হরি সদা শিরে বয়।
যাহা কিছু প্রয়োজন,
করে তাহা আয়োজন,
'যোগ-ক্ষেম বহি আমি' কহেন গীতায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২০)

ভক্তদত্ত দ্রব্য হরি সদানন্দে খায়।
পত্র-পুষ্প ফল-জল,
প্রীতিময় নিরমল,
সেবন করেন প্রভু সুখে অতিশয়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২১)

সেবক-বৎসল প্রভু ক্ষমা মূর্ত্তিময়।
যদি সেবক মায়াবশে,
অপরাধ করে' বসে,
প্রায়শ্চিত্ত নাহি, নিজে শোধেন হৃদয়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২২)

প্রাকৃত দোষে দুষ্ট ভক্ত কভু নয়।
অনন্যভজন যাঁর,
কোথা তাঁর দুরাচার,
সাধু-স্বীকৃতি কৃষ্ণ করিয়াছেন গীতায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২৩)

দুর্ল্লভ জনম কেন কাটাইছ হেলায়।
প্রতি মুহূর্ত্তে ভাই,
খসিয়া পড়িছে আই,
ভজ শীঘ্র কৃষ্ণপদ অশোক অভয়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২৪)

আচার্য্যের অহঙ্কারে স্ফীত সর্ব্বদায়।
চৌদিকে স্তাবক সব,
করে মিছা তব স্তব,
রোমহর্ষণ সূত যথা ব্যাস-বেদিকায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২৫)

অমানী-মানদ সদা আচার্য্য যে হয়।
তুমি মন! মানকামী,
সাজিলে সন্ন্যাসী তুমি,
পাসরিলে প্রভুপাদে জড় প্রতিষ্ঠায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২৬)

বিপ্রলম্ভে বিভাবিত ব্রজবাসী হায়!
সেইসব ব্রজজন,
সকল্যাণ নিকেতন,
বিলাইতে প্রেমধন আসেন ধরায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২৭)

সদা শোকাকুল-হৃদে প্রতিষ্ঠা কোথায় ?
মহাখেদে প্রাণেশ্বরে,
ডাকে অতি প্লুতস্বরে,
সেই স্বরে আকুল করে সজ্জন-হৃদয়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২৮)

ওহে কলিযুগ! আমি প্রণমি তোমায়।
যদিও তুমি দোষাগার,
তবুও সর্ব্বযুগ-সার,
কৃষ্ণকীর্ত্তন মাত্রে সবে মুক্তিপদ পায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(২৯)

পরম করুণ নিত্যানন্দ দয়াময়।
কৃতপাপী দুরাচার,
পতিত পাষণ্ডী আর,
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবারে বিলায়।
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

(৩০)

প্রচারকের প্রাণ পোড়ে বিরহ-জ্বালায়।
সেই বিরহের খনি,
গৌরকিশোর-গুণমণি,
'সরস্বতী'রূপে দীনে কৃপা বিতরয়।
সে প্রভু বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ??

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

উপনিষদ্-বাণী

প্রশ্ন (২)

তৃতীয় প্রশ্ন—অতঃপর **'আশ্বলায়ন মুনি'** জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যে প্রাণের বর্ণন করিলেন, (১) তাহা কাঁহা হইতে উৎপন্ন? (২) কি-প্রকারে মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করে? (৩) নিজকে বিভক্ত করিয়া কিরূপে শরীরে

অবস্থান করে? (৪) এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যাইবার সময় কিরূপে পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করে? (৫) এই বাহ্য জগৎকে কিরূপে ধারণ করে? এবং (৬) মন, ইন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক জগৎকে কিরূপে ধারণ করে?"—এই একটী প্রশ্নের মধ্যে ছয়টী প্রশ্ন আছে।

এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, একজনের প্রশ্নকালে অন্যান্য সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন।

মহর্ষি **পিপ্পলাদ** আশ্বলায়নের বুদ্ধিমত্তা ও তর্কশীলতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—তুমি যে ভাবে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহাতে বুঝা যায় যে, তুমি শ্রদ্ধালু এবং বেদনিষ্ণাত। তোমার প্রশ্নের উত্তর এই যে—

—(১) যে প্রকরণ বলিতেছে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন। পরমেশ্বরই ইহার উপাদান-কারণ এবং তিনিই ইহার রচয়িতা। অতএব ইহার স্থিতি ও আশ্রয়ও পরমাত্মা। যেরূপ কোন মনুষ্যের ছায়া তাহার অধীন থাকে, প্রাণের অবস্থাও তদ্রূপ।

—(২) মনদ্বারা কৃত-সঙ্কল্প অনুসারে প্রাণ শরীরে প্রবেশ করে অর্থাৎ মৃত্যু-সময়ে প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারে যেরূপ সঙ্কল্প হয়, তদ্রূপ শরীর-প্রাপ্তি ঘটে, প্রাণও তৎসঙ্গে সেই শরীরে প্রবেশ করে।

—(৩) যে-প্রকার ভূমণ্ডল-চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম, জনপদাদি ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীকে অর্পণ করেন এবং তাহাদের কার্য্যও নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তদ্রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ **প্রাণও** নিজ অঙ্গ-স্বরূপ **অপান, উদান, ব্যান, সমান** আদিকে শরীরের পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করে। **প্রাণ** স্বয়ং মুখ ও নাসিকাপথে, চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করে। গুহ্য ও উপস্থে **অপান**কে স্থাপন করে। তাহার কার্য্য—মলমূত্রকে শরীর হইতে বাহির করা এবং রজঃ, বীর্য্য ও গর্ভকে বহির্গত করাও তাহারই কাজ। শরীরের মধ্যভাগে নাভিতে সমানকে রক্ষা করে। তাহার কার্য্য—প্রাণরূপ অগ্নিতে হুত অর্থাৎ ভুক্ত অন্নাদিকে সমস্ত শরীরে যথাযোগ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া। অন্নের সারভূত রস দ্বারা সপ্ত অর্চ্চিঃ (দুই নেত্র, দুই কান, দুই নাসিকা এবং মুখ) সমস্ত বিষয়কে প্রকাশ করে। সেই রসে পুষ্ট হইয়া ইহারা আপনাপন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

শরীরের হৃদয়-প্রদেশে জীবাত্মার নিবাস-স্থল। তথায় একশত মূল নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীসকলের প্রত্যেকের এক শত করিয়া শাখা নাড়ী এবং প্রত্যেক শাখা-নাড়ীর বাহাত্তর হাজার (৭২০০০) শাখা নাড়ী আছে। একুনে

সর্ব্বশরীরে ৭২ কোটী নাড়ীর অবস্থান। **ব্যানবায়ু** ঐসকলের মধ্যে বিচরণ করে।

ঐ ৭২ কোটী নাড়ী হইতে ভিন্ন একটী নাড়ী আছে, তাহার নাম সুষুম্না। সে হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া মস্তকে গিয়াছে। তদ্দ্বারা **উদানবায়ু** শরীরের উপর দিকে বিচরণ করে। যে ব্যক্তি পুণ্যশীল, যাহার শুভকর্ম্মের ভোগকাল উদিত হয়, উদান বায়ু তাহার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-সহ বর্ত্তমান শরীর হইতে বাহির হইয়া পুণ্যলোক স্বর্গাদিতে লইয়া যায় এবং পাপকর্ম্মরত মনুষ্যকে শূকর-কুক্কুরাদি নিকৃষ্ট যোনি এবং রৌরবাদি নরকে লইয়া যায়। আর পাপ-পুণ্যের মিশ্রিত-ফল ভোগার্থ মনুষ্য-শরীরে লইয়া যায়।

সূর্য্যই সকলের বাহ্য প্রাণ। এই মুখ্য প্রাণ সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলকে পুষ্ট করে এবং নেত্র-ইন্দ্রিয়রূপ আধ্যাত্মিক শরীরের উপর অনুগ্রহ করে অর্থাৎ তাহাকে দেখিবার শক্তি প্রদান করে। পৃথিবীতে যে-দেবতা অপান বায়ুর শক্তি, তিনি মনুষ্যের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী অপান বায়ুর আশ্রয়দাতা। অপান বায়ুর শক্তি গুহ্য ও উপস্থকে সহায়তা করা এবং ইহার বাহ্য স্থূল আকারকে ধারণ করা। পৃথিবী ও স্বর্গলোকের মধ্যস্থানে **সমানবায়ুর** বাহ্য স্বরূপ আছে। সে এই শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবকাশ প্রদানপূর্ব্বক রক্ষা করে এবং শরীরের ভিতরে অবস্থিত সমান-বায়ুকে বিচরণ করিবার জন্য শরীরাভ্যন্তরে অবকাশ দেয়। ইহারই সাহায্যে কর্ণেন্দ্রিয় শব্দ শুনিতে পায়। আকাশে বিচরণকারী প্রত্যক্ষ বায়ুই ব্যান-বায়ুর বাহ্য-স্বরূপ। ইহা শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চেষ্টাশীল রাখে ও শান্তি প্রদান করে। আর অভ্যন্তরে ব্যান-বায়ুকে সঞ্চারিত করিতে এবং ত্বক্ ইন্দ্রিয়কে স্পর্শজ্ঞানের সহায়তা করে।

—(৪) সূর্য্য এবং অগ্নির বাহ্য তেজ অর্থাৎ উষ্ণত্ব—উদান-বায়ুর বাহ্য-স্বরূপ। ইহা শরীরের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ঠাণ্ডা হইতে দেয় না এবং ভিতরেও উষ্ণত্ব বজায় রাখে। যাহার শরীর হইতে উদান বায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহার শরীর গরম থাকে না এবং শরীরে অবস্থিত জীবাত্মা মনে বিলীন ইন্দ্রিয়গণ-সহ অন্য শরীরে গমন করে অর্থাৎ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়।

—(৫) মৃত্যুসময়ে জীবাত্মার যেরূপ সঙ্কল্প হয়, মন অন্তিম-সময়ে যে-প্রকার ভাবনা করে, সেই সঙ্কল্প অনুসারে মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত মুখ্য-প্রাণে স্থিত হয়। মুখ্যপ্রাণ উদান-বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়সহ জীবাত্মাকে

তাহার অন্তিম সংকল্পানুসারে যথাযোগ্য ভিন্ন লোকে বা যোনিতে লইয়া যায়। গীতা অষ্টম অধ্যায়েও এই প্রকার কথিত হইয়াছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ (গীঃ ৮।৬)

—(৬) অতএব মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য,—মনকে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত রাখা, যাহাতে অন্য সংকল্প না আসিতে পারে। জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। হটাৎ শরীরের অন্তকাল উপস্থিত হইতে পারে। যদি সে-সময়ে ভগবচ্চিন্তা না করে, তবে অন্য সঙ্কল্পানুসারে অসদ্‌গতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যদি কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি এই রহস্য বুঝিতে পারিয়া প্রাণকে সুরক্ষিত রাখিতে পারেন, অসৎ যোনিতে গমনের সঙ্কল্প না থাকে, তবে তাহার সন্তান-পরম্পরাও নষ্ট হয় না। এবং তিনি অমৃতের অধিকারী হইতে পারেন।

চতুর্থপ্রশ্ন—'গার্গ্যমুনি' জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই মনুষ্য শরীর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইলে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে এবং কাহারা নিদ্রাভিভূত হয়? স্বপ্নাবস্থাতে ইহাদের মধ্যে কে স্বপ্নজাত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে? নিদ্রাকালে নিদ্রা-সুখ অনুভব কাহার হয়? আর এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি কাহার আশ্রয়ে?

পিপ্পলাদ কহিলেন—সূর্য্যাস্তকালে যেরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যের সমস্ত তেজঃপুঞ্জ মিলিত হইয়া সূর্য্যেই অবস্থান করে, তদ্রূপ গাঢ় নিদ্রাবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় মনে বিলীন হইয়া থাকে। এজন্য সে-সময়ে জীবাত্মা দেখে না—শুনে না—ঘ্রাণ গ্রহণ করে না—আস্বাদ করে না—স্পর্শ করে না—বলে না—চলে না—গ্রহণ করে না—মল-মূত্রাদি ত্যাগ করে না—মৈথুনাদি উপভোগও করে না। তৎকালে দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। তখন লোকে বলিয়া থাকে—এ'ব্যক্তি নিদ্রিত। জাগ্রত হইলে পুনরায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব-স্ব কার্য্য করিতে থাকে—সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যের কিরণসমূহ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ার ন্যায়। নিদ্রার সময় মনুষ্য শরীর-রূপ নগরে পঞ্চপ্রাণরূপ অগ্নি জাগ্রত থাকে। নিদ্রাকে যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রাণকে অগ্নিরূপে বর্ণন করিতেছেন। প্রাণের অপানবৃত্তি—গার্হপত্য অগ্নি; ব্যান—অন্বাহার্য্য-পতন নামক দক্ষিণাগ্নি; গার্হপত্য অগ্নিরূপ অপান হইতে প্রাণ উঠিয়া থাকে, এ'কারণ মুখ্য প্রাণকেই আহবনীয় অগ্নিরূপে বলা হইয়াছে। যজ্ঞে আহবনীয় অগ্নিকে গার্হপত্য অগ্নি হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। প্রাণের শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ—দুইটী যজ্ঞের

আহুতি প্রদানরূপে কল্পিত হইয়াছে। আহুতিদ্বারা শরীরের পোষক তত্ত্ব-সকল শরীরে প্রবেশ করে। তাহাই হবিঃ-স্বরূপ। এ হবিকে আবশ্যকতানুসারে শরীরের সর্ব্বত্র পৌঁছাইয়া দেওয়া কার্য্য সমান বায়ুর। ইহাকে হোতা বা ঋত্বিক বলা হয়। মনই যজমান-স্বরূপ। উদান বায়ু তাহার অভীষ্ট ফল। কারণ, যেরূপ অগ্নিহোত্রকারী যজমানের অভীষ্ট ফল তাহাকে স্বর্গাদি লোকে ভোগ করাইবার জন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ উদান বায়ু প্রতিদিন নিদ্রার সময় মনকে কর্ম্মফলের ভোগস্বরূপ ব্রহ্মলোকে (পরমাত্মার নিবাসস্থান হৃদয়-গুহাতে) লইয়া যায়। তথায় মন দ্বারা জীবাত্মা নিদ্রাজনিত বিশ্রামসুখ অনুভব করে। জীবাত্মারও নিবাসস্থান সেইখানেই। নিদ্রাকালে ব্রহ্মলোকে (বৈকুণ্ঠে) লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না, তথায় গমন করিলে আর পুনরাবর্ত্তন (ফিরিতে) হয় না। নিদ্রাসুখ—তামস-সুখ, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সুখ—ত্রিগুণাতীত।

কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—জীবাত্মাই স্বপ্নাবস্থায় মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা নিজ বিভূতি অনুভব করে। পূর্ব্বে যেখানে যাহা বারম্বার দেখিয়াছে, শুনিয়াছে বা অনুভব করিয়াছে, সে-সকলই এসময়ে দেখে, শুনে ও অনুভব করে। কিন্তু এরূপ নিয়ম নাই যে—জাগ্রত-অবস্থায় যে-প্রকার যে-ভাবে, যে-স্থানে, যে-ঘটনা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, বা অনুভব করিয়াছে, স্বপ্নেও তদ্রূপ অনুভব হইবে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রতকালের কোন ঘটনার কোন অংশ অন্য এক ঘটনার কতকাংশের সহিত মিলিতাবস্থায় এক নূতন রূপে দৃষ্ট হয়। এজন্য বলা হয় যে, স্বপ্নে জাগ্রতাবস্থার দৃষ্ট বা অদৃষ্ট বস্তুরও অনুভব হয়। বাস্তবিক যাহা আছে বা যাহা নাই, সবই স্বপ্নে দেখা, শুনা বা অনুভব করা যায়। এই প্রকার স্বপ্নকালে বিচিত্র রঙ্গে বিচিত্র ঘটনার দর্শন করে এবং জীবাত্মাও বিচিত্ররূপ ধারণ করে। তৎকালে জীবাত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

নিদ্রাসুখ অনুভব হয় কাহার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—নিদ্রাকালে যখন মন উদান-বায়ুর অধীন হয় অর্থাৎ মনকে জীবাত্মার নিবাসস্থান হৃদয়-গুহায় লইয়া গিয়া মোহিত করিয়া রাখে, তখন জীবাত্মা মনের দ্বারা স্বপ্নের ঘটনা দেখে না। তখন নিদ্রাজনিত সুখ জীবাত্মারই হয়। জীবাত্মাই শরীরের সুখ-দুঃখ ভোগ করার কর্ত্তা। গীতাতেও বলিতেছেন—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ (১৩,২১)।

মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি কাহার আশ্রিত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ যেরূপ স্বায়ংকালে নিজ নিজ নিবাসভূত বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্রূপ পৃথ্বী হইতে প্রাণ-পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকে। তিনিই সকলের পরম আশ্রয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয়, তাহাদের বিষয়—রূপরসাদি, চারিপ্রকার অন্তঃকরণ, আর পঞ্চ ভেদ-বিশিষ্ট প্রাণবায়ু সবই পরমাত্মার আশ্রিত। স্থূল পৃথিবী ও তাহার কারণ গন্ধ তন্মাত্রা, স্থূল জগতত্ত্ব ও তাহার কারণ রস-তন্মাত্রা, স্থূল তেজস্তত্ত্ব ও তাহার কারণ রূপ-তন্মাত্রা, স্থূল বায়ুতত্ত্ব ও তৎকারণ স্পর্শ-তন্মাত্রা এবং স্থূল আকাশ ও তৎকারণ শব্দ-তন্মাত্রা, পঞ্চভূত, নেত্র-ইন্দ্রিয় ও তাহার দৃশ্যবস্তু-সকল, শ্রোত্রইন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা শ্রবণের বস্তুসকল, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তাহার আঘ্রাণের বস্তুসকল রসনা-ইন্দ্রিয় ও তাহার আস্বাদনের দ্রব্য-সমূহ, ত্বক্-ইন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা স্পর্শের বস্তুসকল, বাক্-ইন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা কমনীয় শব্দসকল, হস্তদ্বয় ও তদ্দ্বারা গ্রহণযোগ্য দ্রব্যাদি, চরণদ্বয় ও তাহাদের গমনের স্থান, উপস্থ-ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা কৃত কর্ম্মসকল, গুহ্যেন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা মলত্যাগাদি, মন ও তদ্দ্বারা মনন-কার্য্যসকল, বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা জানিবার বস্তুসমূহ, অহঙ্কার ও তাহার বিষয়, চিত্ত ও তদ্দ্বারা চিন্তনীয় বিষয়, প্রভাব ও তদ্দ্বারা প্রভাবিত বস্তু এবং পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণ ও তদ্দ্বারা ধৃত জীবন—সকলই পরমেশ্বরের আশ্রিত। দ্রষ্টা, স্পর্শকারী, শ্রোতা, ঘ্রাণগ্রহণকারী, আস্বাদনকারী, মননকারী, জ্ঞানলাভ করা ও মনের দ্বারা সমস্তকর্ম্মের কর্ত্তা বিজ্ঞান-স্বরূপ পুরুষ জীবাত্মাও সেই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরের আশ্রিত এবং তাঁহাতেই স্থিত। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীবাত্মা পরম শান্তি লাভ করে। অতএব পরমেশ্বরই জীবাত্মার পরম আশ্রয়। দৃঢ়তার সহিত ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে-কোন ব্যক্তি সেই ছায়া রহিত, প্রাকৃত শরীর-রহিত, বর্ণ-রহিত, শুভ্র (বিশুদ্ধ), অবিনাশী পরমাত্মাকে জানিতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, সে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরূপ হইয়া যায়।

পঞ্চম প্রশ্ন—'সত্যকাম' জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—যে-ব্যক্তি আজীবন উত্তমরূপে ওঁকারের উপাসনা করে, তাহার সেই উপাসনা-ফলে কোন্ লোক প্রাপ্তি হয়?

পিপ্পলাদ উত্তর করিলেন—ওঁকার 'পর' ও 'অপর' ব্রহ্ম-স্বরূপ। 'পর'—পরমেশ্বর, আর 'অপর' তাঁহার বাহ্য বিরাট রূপ। এই ওঁকার অবলম্বনে

জপ,স্মরণ ও চিন্তন করিয়া নিজ ইষ্ট অনুরূপ বস্তু প্রাপ্ত হয়। ওঁকারের এক মাত্রার চিন্তাকারী ব্যক্তি অর্থাৎ ভূলোকের ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া ওঁকারের উপাসনাকারী ব্যক্তির ভূলোকে জন্ম হয়। সেইখানে তপ, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া উত্তম আচরণপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য উপভোগ করে। মৃত্যুর পরে পুনরায় মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক নানাপ্রকার সুখভোগ করে।

যদি সাধক দ্বিমাত্রায় অর্থাৎ ভূঃ ও ভুব-লোকের ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়া উপাসনা করে, তবে সে মনোময় চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। সে স্বর্গলোকে নানা-প্রকার বিষয় উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং কর্ম্মানুসারে মনুষ্য বা অন্য যোনিতে গমন করে।

উপরিউক্ত উপাসনাদ্বয় অপর ব্রহ্মের। এতদ্ব্যতীত যদি কেহ ওঁকার দ্বারা ত্রিমাত্রাযুক্ত পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মেরই উপাসনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধন-মুক্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় এবং পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতের অধিকারী হয়। ওঁকারবাচ্য পরমেশ্বরের এই জগৎরূপ বিরাট স্বরূপ তাঁহার অবিনাশী স্বরূপ নহে, ইহা পরিবর্ত্তন-শীল। এখানে অবস্থানকারী জীব অমর হইতে পারে না। কিন্তু উচ্চযোনি প্রাপ্ত হইলেও তথা হইতে পতিত হইয়া নীচ যোনিতে গমন করে এবং জন্ম-মৃত্যু হইতে অব্যাহতি হয় না। সুতরাং জাগতিক অভিলাষী পুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ শরীরের বাহ্য, অভ্যন্তর বা শরীরের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়-দেশে সর্ব্বত্র সকল ক্রিয়াতে ওঁকারের বাচ্য-স্বরূপ পরমেশ্বরকে ব্যাপ্ত জানিয়া উপাসনা করে, এবং তাঁহাকে পাইবার আশায় সাধনা করে, সে ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় এবং তথা হইতে বিচলিত হয় না—শান্ত অজর অমর ও অভয় হইয়া নিত্যধামে নিত্যকাল অবস্থান করে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—ভরদ্বাজপুত্র **সুকেশা** জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোশল রাজ-কুমার হিরণ্যনাভ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তুমি ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষের বিষয় জান কি না? আমি তাহাকে 'জানিনা' বলিয়া উত্তর দিয়াছিলাম। সেজন্য আমি আপনার নিকট সেই ষোড়শ কলা পুরুষের কথা জানিতে ইচ্ছা করি।

পিপ্পলাদ বলিলেন—যে-পরমেশ্বর হইতে ষোড়শ কলাবিশিষ্ট সম্পূর্ণ জগদ্রূপ বিরাট্ শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, উনিই সেই পুরুষ। তাঁহাকে অনু-

সন্ধানের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না। তিনি আমাদের শরীরের ভিতরে বর্ত্তমান।

মহাসর্গের আদিতে পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিচার করিয়াছিলেন—আমি যে ব্রহ্মাণ্ড রচনার্থ ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাতে এমন কি তত্ত্ব স্থাপন করা যায়, যাহা না থাকিলে আমি স্বয়ং তথায় থাকিতে পারিব না। প্রথমে তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল, পৃথিবী, মন, ইন্দ্রিয়, অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য, তাহার পর তপ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোকসকল ও লোকসকলের নাম রচনা করেন। যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামের নদীসকল নিজ উদ্গম-স্থান সমুদ্রের প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাতে যুক্ত হইয়া যায়, নদীর নিজ নামের আর পৃথক্ পরিচয় থাকে না, অর্থাৎ নাম-রূপাদি থাকে না, তাহারাও সমুদ্রের ন্যায় হইয়া যায়, তদ্রূপ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই ষোড়শকলা ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়কালে নিজ পরমাধার পরমেশ্বরে অবস্থিত হইয়া যায়। তখন আর ইহার পৃথক্ নাম-রূপ থাকে না। তখন পরমাত্মার নামেই ইহার বর্ণন হইয়া থাকে। তিনি সমস্ত কলারহিত অমৃতস্বরূপ। এই তত্ত্বকে জানিলে মনুষ্যও পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অকল ও অমর হইয়া যায়। যে-প্রকার রথের নাভিতে সংযুক্ত 'অরা' সেই নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ প্রাণ আদি ষোল কলার যিনি আধার, এসকল যাঁহার আশ্রিত, যাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং যাঁহাতে অবস্থিত হয়, তিনিই জ্ঞাতব্য বস্তু পরমেশ্বর। তাঁহাকে জানিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যুদেবের কবলে পুনরায় গমন করিয়া জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। চির দিনের জন্য অমর হইয়া যায়।

অতঃপর পিপ্পলাদ সেই ছয় জন ঋষিকে বলিলেন,—সেই পরমেশ্বরের বিষয় আমি যাহা জানি, তাহা তোমাদের নিকট বলিলাম। ইহার অধিক আর কিছুই বক্তব্য নাই। তৎপরে ঋষিগণ পিপ্পলাদের যথাযোগ্য পূজা ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন—আপনিই আমাদের বাস্তবিক পিতা, যেহেতু আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রের পারে পৌঁছাইয়া দিলেন। আপনাকে বারংবার নমস্কার।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

মুনিগণের মতিভ্রম

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ সম্পাদিত ইংরাজী গীতা-ভাষ্যের সমালোচনা—
পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৯ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর)

মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাবে অনেক সময় দুষ্টবাদীগণ বাক্-চাতুর্য্যের দ্বারা ভগবানকে সাধারণ লোক-চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন, একথা আমরা ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে জানিতে পারি। কলির প্রভাব পণ্ডিতগণের উপর যে-ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন।—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোক-নাথানত-পাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষন্তি পাষণ্ড-বিভিন্ন-চেতসঃ॥ (ভাঃ ১২।৩।৪৩)

অর্থাৎ হে রাজন্! কলিযুগে মানবগণ প্রায়শঃ পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি-ত্রিলোকেশ্বরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত পদকমল জগতের পরমগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না। "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ"—অর্থে 'শ্রীভগবানে প্রপত্তি' না বলিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ সাধারণ পণ্ডিতের মতই "Good will for all" অর্থ করিয়াছেন।

ভক্তিরাজ্যে শ্রদ্ধা বা প্রপত্তিই প্রথম কথা। প্রপত্তির একমাত্র অর্থই হইতেছে—নিজেকে ভগবানের সেবক মানিয়া লওয়া। এই প্রপত্তি স্বীকার করিবার জন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মত মহা মহা পণ্ডিত এবং জ্ঞানীগণকেও অনেক তপস্যা করিতে হইবে। ইহাই ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। ষড়বিধা শরণাগতির কথা যাহা ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ ব্যপদেশিক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবতন্ত্রের কথা। সুতরাং ঐ ষড়বিধা শরণাগতি বিষ্ণু-আরাধনা সম্পর্কেই ব্যবহৃত। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাকারী ভক্তগণই 'বৈষ্ণব' শব্দে বিখ্যাত। 'আনুকূল্য'-অর্থে ভগবানের অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা সেবা। 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুচ্যতে'। জগতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন না। কিন্তু কেহ অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, আবার কেহ বা প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন। যাঁহারা প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীল করিতেছে, তাহারাই অভক্ত, হীন, ছার, আর যাঁহারা অনুকূলভাবে

কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত চতুর। 'যে-জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর'—'অভক্ত-হীন-ছার' দলের নেতৃবৃন্দ কংস-জরাসন্ধাদি বহু প্রাকৃত-পণ্ডিত।

ভগবদ্গীতার মূলকথাই—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি লাভ করা। একথা স্বয়ং শ্রীভগবানেরই 'মুখ-পদ্মাৎ বিনিসৃতা'; কিন্তু সেই মূল কথাটাই উল্টাইয়া দিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলিতে চাহেন—"Surrender not to the Person Krishna." ভগবদ্গীতাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবদ্গীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে মূঢ়তাবশতঃ মনুষ্য-বুদ্ধি করা 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদে'র ন্যায়। এই প্রকার 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ'-দর্শনকে সোজাসুজি প্রতিকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলন ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

এইপ্রকার 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ' প্রচারের পক্ষপাতী ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্‌এর মত পণ্ডিতগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে সম্মান করিয়াছেন, তাহা আমরা ভগবদ্গীতার ৭।১৫ শ্লোকে দেখিতে পাই। যথা—

> ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
> মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনকারী কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণ এবং প্রতিকূলভাবে ভগবদ্গীতার অনুশীলনকারী মায়িক পণ্ডিতগণ একজাতীয়। সেই প্রকার প্রতিকূল অনুশীলনকারী অসুরগণ মায়ার দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান। কংস জরাসন্ধাদি সকলেই খুব বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু তাহারা প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করায় অসুর-সংজ্ঞায় গণিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচরণ দ্বারা অনুকূলভাবে ভগবদ্গীতার অনুশীলনই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে পারি। যখন শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীরঙ্গমক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক সরল ব্রাহ্মণকে শ্রীভগবদ্গীতা পাঠে নিযুক্ত দেখিয়া-ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এই সরল ব্রাহ্মণকে স্বানুভবানন্দে ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার চক্ষে সাত্ত্বিক অশ্রু-পুলকাদি দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতিবাসীগণ জানিতেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণ নিরক্ষর; অতএব তাহাদের মতে নিরক্ষণ ব্যক্তি কিভাবে ভগবদ্গীতা পড়িতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত,
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫ ; ইং ৮।৫।৫৮

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ২রা আষাঢ় ১৩৬৫, ইং ১৭ই জুন ১৯৫৮, মঙ্গলবার হইতে ১৩ই আষাঢ় ১৩৬৫, ইং ২৮শে জুন ১৯৫৮, শনিবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **২রা আষাঢ়**, ১৭ই জুন, মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **৩রা আষাঢ়**, ১৮ই জুন, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও **গুণ্ডিচা মন্দির-মার্জ্জন**, গঙ্গা স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৪ঠা আষাঢ়**, ১৯শে জুন, বৃহস্পতিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **৫ই আষাঢ়**, ২০শে জুন, শুক্রবার হইতে ৭ই আষাঢ়, ২২শে জুন, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিক-অন্তে **৮ঠা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৪। **৮ই আষাঢ়**, ২৩শে জুন, সোমবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **৯ই আষাঢ়**, ২৪শে জুন, মঙ্গলবার হইতে **১১ই আষাঢ়**, ২৬শে জুন, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৭। **১২ই আষাঢ়**, ২৭শে জুন, শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**, পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

৮। **১৩ই আষাঢ়**, ২৮শে জুন, শনিবার—ভোর ৫টা হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন; দ্বিপ্রহরে ভোগারাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ**।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

গত ১৬ই ফাল্গুন ১৩৬৩, ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, শুক্রবার হইতে ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিপুলভাবে বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এবারের ন্যায় এত যাত্রী-সমাবেশ পূর্ব্বে কোনদিন লক্ষ্য করা যায় নাই। প্রত্যেক দ্বীপই পদব্রজে পরিক্রমা করা হয়। কয়েকজন অশক্ত ব্যক্তি যান-বাহনের সাহায্যে পরিক্রমা সমাপন করেন। এবৎসর শ্রীনৃসিংহ পল্লী ও চম্পকহট্টে শিবির স্থাপন করিয়া রাত্রি যাপন করা হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সুব্যবস্থায় যাত্রিগণের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা কালে পরিক্রমাকারী ভক্তগণের যে উল্লাস, অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, তাহা অবর্ণনীয়। বিশেষতঃ মণিপুর রাজ্যের শতাধিক ভক্ত প্রত্যহ পরিক্রমায় যোগদান করিলেও এই দিবস তাঁহারা তাঁহাদের মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যযন্ত্রসহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শোভাযাত্রার শোভাবর্দ্ধন করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিতে থাকেন। এবৎসর পরিক্রমায় ১৮০০ ভক্ত (স্ত্রী-পুরুষ) যোগদান করেন। আহারাদি ও বাসস্থান সমস্তই উক্ত সমিতি-কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হয়। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীজয়দেবের পাটে দধি-চিড়া-মহোৎসবের বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। এবৎসর আকাশের অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবং প্রত্যুষে কিঞ্চিৎ বারিপাতহেতু শ্রীধাম মায়াপুরে অন্নভোগ-রাগাদির ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। তৎপরিবর্ত্তে চিড়া-দধি-মহোৎসবে স্থানীয় অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলেই যোগদান করিয়া অতি উল্লাসভরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরিক্রমা-সঙ্ঘ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। এবার পরিক্রমায় পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ছায়া-চিত্রযোগে গৌরলীলাদি আলোচনা, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাত্রিগণ সকলেই "সাধুসঙ্গে হরিনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"—বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-দিবসে সকলেই নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পর সমিতির ব্যবস্থিত অনুকল্প গ্রহণ করিয়া যাত্রিগণ পরিতৃপ্ত হন। পরদিবস সাধারণ মহোৎসবের দিনে সহরের অগণিত লোক বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিবস অনুমান ১৫০০০ ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এবৎসর উৎসব ও পরিক্রমাসহ সর্ব্ব-মোট ৩৩।৩৪ হাজার ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এবার সকলেই একবাক্যে বলিতে থাকেন যে, অন্যান্য সকলের পরিক্রমা হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিক্রমাই বৃহৎ এবং তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাত্রী সমাবেশ হইয়াছে। বিপুল জন-সমাবেশ সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য এবং পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি সকলের শ্রুতিগোচর করাইবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক শব্দ-পরিচালন-যন্ত্রের (মাইক) সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

চন্দননগরে প্রচার

চন্দন-নগর হাটখোলাস্থিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-মিলন-মন্দির হইতে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের আহ্বানে বিগত ৫ই বৈশাখ, ১৮ই এপ্রিল, শুক্রবার হইতে ৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রসিদ্ধ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ** ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে মাইক সাহায্যে বক্তৃতা করেন। এতদুপলক্ষে উক্ত সমিতির আচার্য্যপ্রবর পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** স্বয়ং উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতার দ্বারা উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত মিলন মন্দিরের সম্মুখস্থিত বিস্তৃত ময়দানে বক্তৃতাদির আয়োজন হওয়ায় বহু লোক হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। উক্ত মন্দিরের সেবাইত-মোহন্ত শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের অমায়িক ব্যবহারে সমিতির সভ্যগণ বিশেষ পরিতোষ লাভ করেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল, মঙ্গলবার—অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি, ইহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস। এইদিন উষঃকালে, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নে পাঠ-কীর্ত্তনাদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে মহোৎসবে সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। সন্ধ্যার পর পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব অক্ষয়-তৃতীয়ার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে গৌড়ীয়-বেদান্তের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ নির্দ্দেশ প্রদান করেন। "ভাষ্যোঽহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্" শ্লোকাবলম্বনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকেই গৌড়ীয়-বেদান্ত বলিয়া স্থাপন করেন এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'গোবিন্দভাষ্য' প্রণয়ন, তাহাও উল্লেখ করেন। তুলনা-মূলক বিচারে 'গোবিন্দভাষ্য' ব্যতীত অপরাপর বেদান্ত-ভাষ্যকারগণের মধ্যে শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যের ঔৎকর্ষ প্রদর্শনমুখে শাঙ্কর-বেদান্তের অনুপাদেয়ত্ব ও অসারত্ব প্রতিপাদন করেন। আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

—প্রচার-সম্পাদক

আসামের অন্তর্গত গোলোকগঞ্জ-নিবাসিনী সুচিত্রাদেবীর গৃহে

শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব

বিগত ২৩শে বৈশাখ ১৩৬৫ সাল, ইং ৬ই মে ১৫৯৮, মঙ্গলবার, আসাম-দেশীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীশ্রীমন্ নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসব বিশেষ উৎসাহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমতী সুচিত্রাবালা দেবী তাঁহার

গুরুসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিজ ব্যয়ে এই উৎসব সম্পন্ন করেন। সকালে (১) "শুনরে হিন্দু ভাই, ধর্ম্মর পর কিছু নাই," (২) "মন, দেখ তই গুরুরে রূপ," (৩) "(সবে) আনন্দে দিয়া জয়ধ্বনি"—নিমানন্দ প্রভুর আসামী ভাষায় রচিত এই তিনটী গীতি শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে পূর্ব্বাহ্ণে সুচিত্রা দেবীর বাস গৃহের সুরম্য সুসজ্জিত বারান্দার মধ্যস্থলে নিমানন্দ প্রভুর আলেখ্য এবং তাঁহার দক্ষিণে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য, বামে শ্রীল গুরু-মহারাজের আলেখ্য কাষ্ঠাসনে স্থাপিত হয়। এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে গুরু-মহারাজ স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার পর শ্রীল নিমানন্দ প্রভুর আলেখ্যে অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে নিমানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য রমাপতি প্রভু ও সুচিত্রাদেবী তাঁহাদের গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের পর পরম-গুরুদেবকে অঞ্জলি প্রদান করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মেও অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সকলেই শাস্ত্রবিধানানুসারে যথাক্রমে গুরুদেব, পরমগুরুদেব ও বৈষ্ণব-পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর মধ্যাহ্নে সমাগত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাতি এবং কীর্ত্তনের পর শ্রীযুত রমাপতি প্রভু গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব নিমানন্দ প্রভুর শিক্ষা ও গৃহস্থ জীবনে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা আলোচনা করিয়া ১ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। অতঃপর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

—শ্রীদিব্যজ্ঞান দাসাধিকারী, গোলকগঞ্জ (আসাম)

নির্য্যাণ-সংবাদ

১। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আসাম-দেশস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বিশেষ সেবক বিদ্যানিধি দাসাধিকারী প্রভু বিগত ৭ই বৈশাখ, ২০শে এপ্রিল, রবিবার রাত্র ১॥০ ঘটিকায় পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি ৪।৫ বৎসর যাবৎ আমাশয় ও মূত্রাশয়ের পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত ছিলেন। অতি অল্প-বয়সে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে বৈষ্ণবগণ মুগ্ধ ছিলেন। তিনি ১টী মাত্র শিশুপুত্র ও ভক্তিমতী পত্নীকে রাখিয়া পরলোক-গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

২। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নামাশ্রিতা মহিলা-ভক্ত মহামায়া সাধু গত ১৩ই বৈশাখ, ২৬শে এপ্রিল, শনিবার সকাল ৬-১০ মিনিটের সময়ে নগেন্দ্রনাথ সাধু রোডস্থ স্বীয় বাস-ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগত স্বামী নগেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের ন্যায় তিনিও শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের নানাভাবে সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ পিতা-মাতার আদর্শ গ্রহণ করিলে তাঁহাদেরও পারমার্থিক মঙ্গললাভ হইবে। তদীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রমিলাবালা (রেখারাণী) একাদশাহে সাত্বত বিধানানুসারে শ্রীমঠে তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

৩। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীনামাশ্রিত নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী মহাশয় গত ১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল তারিখে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার একজন সুদক্ষ কম্পোজিটররূপে বহুদিন যাবৎ শ্রীপত্রিকার সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গল কামনা করি।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ২১শে বৈশাখ, ৪ঠা মে, রবিবার, শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পরলোকগত বিদ্যানিধি দাসাধিকারী প্রভুর শ্রাদ্ধকার্য্য তাঁহার গোলোক-গঞ্জস্থিত বাসভবনে সাত্বত বিধানানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যানিধি প্রভু সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্যদেবের পদাশ্রিত ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও বালক পুত্র যথারীতি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা করত পরলোকগত বিদ্যানিধি প্রভুর উদ্দেশ্যে ভগবৎপ্রসাদাদি অর্পণ করেন ও বৈষ্ণব-হোম কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন। বিদ্যানিধি প্রভুর পত্নী ও বালক পুত্রের বর্ত্তমান অভিভাবক শ্রীযুত দিব্যজ্ঞান দাসাধিকারী ও শ্রীমতী সুচিত্রা দেবী সবিশেষ ব্যয় ও যত্ন-সহকারে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবামূলক এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

—**নিজস্ব-সংবাদ**

মৃত্যু সংবাদ

অসুরগণের অধঃপতন ও ধ্বংসের সংবাদে দেবতাগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী গৌড়ীয়-মিশনের লোকের নিকট ভালভাবেই হউক বা মন্দভাবেই হউক সুপরিচিত। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরেই মাননীয় শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বর্ত্তমানে যিনি শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ নামে পরিচিত, উক্ত অনন্তবাসুদেবকে সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য পদে স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও গৌড়ীয়-মিশনের বিশিষ্ট সেবক-গণের নিকট পত্রাদি দ্বারা জানাইয়া দেন। পরে তিনি ইহা হইতে মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করায়, মিশনের সম্মানের হানিকারক মনে করিয়া উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে কেহ কেহ নিষেধ করেন। পরিনামে এই অনন্তবাসুদেব নানাপ্রকার দুর্নৈতিক কার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। তৎপরে মিশনের প্রধান ব্যক্তিগণের কঠোর শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। সেই অত্যাচারের ফলস্বরূপ তাহাকে যৎপরোনাস্তি হেয়, ঘৃণিত, পাপ ও অপরাধময় জীবন যাপন করিতে হয়। তাহার বদনাম মোচনের জন্য তিনি নিজে নিজেই বেষাদি পরিবর্ত্তন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করেন এবং '**শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী**' এই নামে লোকের নিকট পরিচয় দিতে থাকেন। তৎপরে সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কুমারী প্রণতি নামক তাহার এক শিষ্যাকে অবৈধ বিবাহ করেন। সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজ ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি গুরুদ্রোহিতা, বৈষ্ণব-দ্রোহিতা নানাপ্রকার পাশবিক অত্যাচার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এমন কি, ঢাকার সুবোধ সাহার

সাহায্যে গুরুদ্রোহিতামূলক বৈষ্ণব-বিরোধী বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

বৈষ্ণবগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবান্ এই পাপিষ্ঠকে জগৎ হইতে গত ইং ৮।৪।৫৮ তাং এ চিরতরে অপসারিত করেন। তাহার এই মৃত্যু সংবাদে দেবগণের ন্যায় সকল বৈষ্ণবগণই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ ভাবিলেন,—দেশের কুলাঙ্গার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাঁহারা নিরুদ্বেগে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে পারিবেন। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর সব্‌জজ আদালতে তাহার অপকার্য্যের জন্য ৯২ ধারার (C. P. C.) অভিযোগ আনীত হইয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর তাহার তথাকথিত সহধর্ম্মিণী প্রণতি দাসীকে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া গেল।

সকলের মঙ্গল কামনাই কর্ত্তব্য হইলেও, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর মঙ্গল কামনা করা কোনক্রমেই শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত নহে। নিত্যানন্দ প্রভুর উপর জগাই-মাধাইর আঘাত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু চক্র আহ্বান করিয়া তাহার ধ্বংস-সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন। যাঁহার চরণে অপরাধ, তিনি ব্যতীত অন্য কে ক্ষমা করিবে? কাহার এ অধিকার? যিনি গুরুপাদপদ্মে এত অপরাধ করিয়াছেন, যাহার সীমা নির্দ্দেশ করা অতীব কঠিন। আমরা "গুরুবিরোধি-জনের মুখ না হেরিব"—এই বিচার অবলম্বন করিয়া দূরে থাকিব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের "ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে" ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের "তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে" বাক্যই আমাদের আদর্শ। বৈষ্ণবাপরাধীর মঙ্গল কামনা করিতে গিয়া আমাদের বৈষ্ণবগণকে উদ্বেগ দিবার ইচ্ছা নাই। এই পাপিষ্ঠ নরাধম আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তাহার অপরাধ ও পাপ ক্ষালনের সুযোগ লাভ করিত। ভগবান্ তাহার এই কার্য্যের সুযোগ না দিয়া অখিল দুঃখময় নরকে নিক্ষেপ করিবার জন্যই শীঘ্রই তাহার অপসারণ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

অনন্ত-বাসুদেবের পূর্ব্বনাম—অনন্তবাস বসু। ইহার কিঞ্চিৎ জীবনী সম্বন্ধে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' -প্রবন্ধের ১২-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পরিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য সমাপন করিতেছি।—

অনন্ত-সুন্দরানন্দ-'**হরি**'-গুরু-বিরোধিনাম্।
দৈত্যানাং দলনং বন্দে গৌর-বাণী-বিনোদকম্॥

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭২ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৬৭ পৃষ্ঠা হইতে ৭৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ৭৪ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্তের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া 'অর্থবিশেষ' বা 'মতবিশেষ' বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। শ্রীশ্রীল মধ্বাচার্য্যের বাক্যাদিও তাঁহার নিজমতে প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে মধ্বের মতকে হেয় বা অন্যান্য সাধারণ মতের সহিত তুল্য জ্ঞান করিয়া স্ব-মতের পুষ্টিসাধন করার কোন যুক্তি বা সার্থকতা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-কথিত মধ্বাচার্য্যের মত একটি 'বৈষ্ণবমত-বিশেষ' বলিয়া জীব গোস্বামী হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহা কোন প্রকারেই স্থাপিত হইতেছে না বা ইহা আদৌ স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ স্ব-দর্শিত মতকে যেরূপ 'অর্থ-বিশেষ' বলিয়াছেন, সেইরূপ শ্রীল মধ্বাচার্য্যের মতকেও বৈষ্ণব-মত-বিশেষ বলিয়াছেন। সুতরাং মাধ্ব-সম্প্রদায়ের 'মত-বিশেষ' যদি মহাপ্রভুর মত না হইয়া পৃথক্ মত হয়, তাহা হইলে শ্রীল জীব-পাদের দর্শিত 'অর্থ-বিশেষ'ও মহাপ্রভুর মত হইতে পৃথক্ বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রীল জীবের 'অর্থ-বিশেষ' এবং শ্রীমধ্বেরও মত-বিশেষ'—এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে পাথক্য কি? অপর পক্ষে, বিদ্যা-বিনোদ মহাশয় এরূপ যুক্তিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্রীজীবের নিজ-মতকে 'অর্থবিশেষ' বলিয়া ব্যক্ত করায় উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বীকৃত মত হইলে, ঠিক তদনুরূপ বাক্য শ্রীমধ্বের 'মতবিশেষও' শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বীকৃত বলিয়াই ধরিতে হইবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকিতে পারে না। সুতরাং ২৮ অনুচ্ছেদে শ্রীল জীবপাদ 'প্রচুর-প্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ' বাক্য প্রয়োগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সহিত একই তুল্য ও মূল উপাদান-স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন; পরন্তু পৃথক্ জ্ঞান করেন নাই।

মতভেদই সম্প্রদায়-ভেদের কারণ নহে

তর্কের খাতিরে যদি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ব্যাখ্যাই মানিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ 'বৈষ্ণবমত-বিশেষ' বলিলে ভিন্ন আর একটী মত বুঝায়, তাহা হইলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় হইতে মূলতঃ কোনও পৃথক সম্প্রদায় বলা যাইবে না। কারণ মতভেদই সম্প্রদায়-ভেদের কারণ নহে। যদিও সুন্দরানন্দ ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য উক্ত (২৮)

অনুচ্ছেদের বলদেব-ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া * "মত-বিশেষ" বাক্যের দ্বারা পৃথক মতকেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং, 'যেহেতু পৃথক মত' 'সেইহেতু সম্প্রদায়ও পৃথক'; তথাপি বলদেবের উক্ত ব্যাখ্যা সম্প্রদায়-পার্থক্য-প্রদর্শনকল্পে নহে—বরং শ্রীল মধ্বের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত-বৈশিষ্ট্য থাকিলেও সম্প্রদায়-ভেদ নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। আমাদের যুক্তির পোষকতায় বলিতে চাহি যে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বলদেবের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে,—তিনি "গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত করিবার **অত্যাগ্রহ**" † প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তিনি শ্রীল মধ্বের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধ দেখাইতে যাইবেন কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মধ্বের সহিত কোনও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মতভেদ বা মত-বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাহা সম্প্রদায়-ভেদের কারণ নহে।

এস্থলে কয়েকটী উদাহরণ উত্থাপন করিয়া বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিতেছি—

(ক) অদ্বৈতবাদীগণ বলেন যে, শ্রীজীবপাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মতভেদ আছে। কারণ, শ্রীল জীবপাদ ঈশ্বরে ও জীবে অভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু ভেদ স্বীকার করেন না। তিনি কেবল ঈশ্বরে ঈশ্বরেই অচিন্ত্য শক্তিহেতু অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করেন। এমন কি, তিনি ঈশ্বর হইতে জীবকে পৃথক্ তত্ত্ব গণ্য না করায় অদ্বৈতবাদেরই পোষকতা করিয়াছেন। (পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও অদ্বৈতবাদিগণের এই উক্তির পোষকতায় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন)। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ ও তটস্থা-শক্তিহেতু তাঁহার সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ আছে ‡। অদ্বৈতবাদিগণ শ্রীল জীববাদের সহিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-চরণের অযথা মত-পার্থক্যের উল্লেখ করিয়াও উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য নিরূপণ করেন নাই।

---

* সুন্দরানন্দকৃত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—২৪৩ পৃষ্ঠা, ২য় অনুচ্ছেদ এবং ইহার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। † ঐ ২৪১ পৃষ্ঠা, ১৬-১৭ পঙ্‌ক্তি।

‡ 'ভারতবর্ষ'-নামক মাসিক পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে ভাদ্রমাসে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের "জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ"-শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে মন্তব্য।

(খ) অদ্বৈতবাদী ব্যতীত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী সহজিয়াগণও **শ্রীজীবপাদের** সহিত **শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর** পার্থক্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। এমন কি, শ্রীল জীবপাদের সাক্ষাৎ মন্ত্রদীক্ষাগুরু শ্রীল রূপপাদের সহিতও মত-পার্থক্য, ব্যবহার-পার্থক্য, কর্ত্তব্য-পার্থক্য, আচার-প্রার্থক্য প্রভৃতি বহুবিধ পার্থক্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদের অনুভাষ্য আলোচনা করিলে জানা যায়,—

অনুপম-বল্লভ, শ্রীরূপ-সনাতন।
এই তিন শাখা—বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥৮৪॥
তার মধ্যে রূপ-সনাতন—বড় শাখা।
অনুপম, **জীব**, রাজেন্দ্রাদি—উপশাখা ॥৮৫॥

উক্ত ৮৫ পয়ারের 'অনুভাষ্যে' বিশ্ববিখ্যাত জগদ্গুরু গোস্বামিকুল-বরেণ্য পরমহংসকুলোপাস্য অদ্বিতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর** যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে **তিনটী অপবাদ** প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্য-হেতু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধমূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

"(১) জড়প্রতিষ্ঠাভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলেন। শ্রীজীবপ্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়া গুরুর অপবাদকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদ-নখ-শোভার মর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকৃত "গুরুদেবতাত্মা" শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন। (কিন্তু) ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—**শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের' বিরোধহেতু শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন,** পরে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর ইঙ্গিতে পুনরায় শ্রীজীবপ্রভুকে গ্রহণ করেন।

"ঐ গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণ-কৃপায় যে-দিন আপনাদিগকে গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীবপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'মানদ' হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী হইবেন।

"(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,—**কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর 'চরিতামৃত'-রচনা-সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত ব্রজ-রস মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল 'চরিতামৃত'খানা কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করেন,** কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ' নামক এক ব্যক্তি পূর্ব্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন, নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

"এরূপ হেয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কল্পনা—নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সহজিয়াগণ শ্রীজীবের ষট্ সন্দর্ভাদি-গ্রন্থ হইতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেরই অধিক বহুমানন করেন।)

"(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর ব্যভিচারী বলেন—**শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরূপ-গোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপীগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া স্বকীয়-রসের অনুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।**

"প্রকটকালে **স্বীয় অনুগতগণের মধ্যে** কোন কোন ভক্তকে 'স্বকীয় রসে' রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত **তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া** এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম-চমৎকারময় পারকীয়-ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়-বাদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয়-ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা, তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগ-বর,—**সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষা-গুরুবর্গের অন্যতম।**"*

শ্রীল জীব গোস্বামীর সহিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর সহজিয়াগণের এই প্রকার অযথা বৈষম্যোক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা শ্রীজীব গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য

* শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ৪৪২ গৌরাব্দে (সুন্দরানন্দের শিক্ষাগুরু) শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও অনুভাষ্য-সম্বলিত ৪র্থ সংস্করণ, ২০৩-২০৪ পৃষ্ঠা।

বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। যুক্তির খাতিরে, এইরূপ মতবিশেষ স্বীকার করিলেও, এইরূপ মতভেদহেতু সম্প্রদায়-ভেদ কোন প্রকারেই স্বীকৃত হইতে পারে না।

(গ) **শ্রীমুরারিগুপ্ত** সম্বন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কি বলিবেন, বুঝিয়া উঠা দায়! তাঁহাকে কি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে ছাঁটিয়া বাদ দিবেন? যদি বাদ দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবেন? মুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার একনিষ্ঠ সেবা-সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনের আদর্শ-স্বরূপ। তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রচুর বিচার-যুক্তি শ্রবণ করিয়াও তাহাতে নিষ্ঠা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত উজ্জ্বল-রসে কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা গৌণ-রসের অন্যতম করুণ-রসের অধিদেবতা শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের (রঘুনাথ) সেবা-নিষ্ঠারই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং ইহা সত্ত্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুরারিগুপ্তকে আলিঙ্গন করিয়া **শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আদর্শ** সেবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কৃত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সুস্পষ্ট-ভাষায় অতীব গৌরবের সহিত ইহা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে আমি ইহাঁরে লোভাইল বার বার।
পরম মধুর, গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময়॥
সকল-সদ্গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর রসিক-শেখর॥
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলা-রস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ-বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এইমত বারবার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥
আমারে কহেন,—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥

এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ!
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ!!
এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়!!
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥
এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইহাঁরে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ॥
সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়॥
এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনূমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥
সেই মুরারি-গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইহাঁর দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন॥

(গৌড়ীয়-মঠ-সংস্করণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ১৩৭-১৫৭)

এস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের উপাস্য ও শ্রীল মুরারিগুপ্তের উপাস্য এক নহে। তাহা ছাড়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও তিনি ষোল-আনা আস্থা স্থাপন

করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান ও প্রামাণিক আচার্য্যবর্গের মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। * মুরারি-গুপ্তের কড়চা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রধান উপাদান। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মতভেদ হইলেও শ্রীল মুরারি-গুপ্তকে ভিন্ন সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করা হয় নাই।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, কেহ কেহ বলেন—মধ্বাচার্য্য মুরারি গুপ্তরূপে আবির্ভূত হন। কারণ, শ্রীল কবি কর্ণপূর-বিরচিত "গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়" শ্রীল মুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীশ্রীহনূমৎ-স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। † এবং সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও রামলীলায় সাক্ষাৎ হনূমানই ছিলেন। সুতরাং তত্ত্বতঃ শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীমুরারিগুপ্ত একই—কোন প্রকার ভেদ নাই। 'বাদ'-গ্রন্থ-লেখক সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও বায়ুপুরাণের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া মধ্বাচার্য্যকে "রামসেবায় সর্ব্বাগ্রণী হনুমান্-নামে বিখ্যাত বায়ুর প্রথম অবতার" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ‡ এমন

---

* সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকৃত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ, ১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা।

† **মুরারিগুপ্তো হনুমান্** অঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ। (আশ্বিন, ১৩২৯ সালে রামদেবমিশ্র-প্রকাশিত "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা", ৪র্থ সংস্করণ, ৯১ শ্লোক)

‡ "বায়োর্দ্দিব্যানি রূপাণি পদ্মত্রয়যুতানি চ। ত্রিকোটিমূর্ত্তিসংযুক্ত-স্ত্রেতায়াং রাক্ষসান্তকঃ॥ **হনুমানিতি বিখ্যাতো** রামকার্য্য-ধুরন্ধরঃ। স বায়ু**র্ভীমসেনো**ভূদ্দ্বাপরান্তে কুরূদ্বহঃ॥ কৃষ্ণং সংপূজয়ামাস হত্বা দুর্য্যোধনাদিকান্॥ দ্বৈপায়নস্য সেবার্থং বদর্য্যাং তু কলৌ যুগে। বায়ুশ্চ যতিরূপেণ কৃত্বা দুঃশাস্ত্রখণ্ডনম্॥ ততঃ **কলিযুগে প্রাপ্তে তৃতীয়ো মধ্ব-নামকঃ। ভুরেখাদক্ষিণে ভাগে** মণিমদ্গর্ব্বশান্তয়ে। ধিক্কুর্ব্বন্ তৎ-প্রভাং সদ্যোঽবতীর্ণোঽত্র দ্বিজান্বয়ে॥

বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—প্রধান বায়ুর পদ্মত্রয়-পরিমিত দিব্যরূপ বিরাজিত আছে। ত্রেতাযুগে ত্রিকোটিমূর্ত্তি-সংযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকোটি অনুচরগণের অধিনায়ক রাক্ষসকুলের বিনাশক, **'রাম-সেবায় সর্ব্বাগ্রণী 'হনুমান্' নামে বিখ্যাত বায়ুর প্রথম অবতার।'** সেই বায়ুদেব দ্বাপরান্তে কুরুবংশে আবির্ভূত হইয়া 'ভীমসেন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপে পূজা

কি, সুন্দরানন্দের বিদ্যাগুরু অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—"শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এইরূপ নমস্কার দেখিতে পাওয়া যায়—'শ্রীমদ্ধনুমদ্-ভীম-মধ্বান্তর্গত-রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক-লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ।' (অর্থাৎ) শ্রীহনুমানের অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীভীমসেনের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমধ্বাচার্য্যের অন্তর্যামী শ্রীবেদব্যাস। লক্ষ্মীদেবীর সহিত হয়গ্রীব-বিষ্ণুই বেদশাস্ত্রের রক্ষাকর্ত্তা ও ব্যাখ্যাতা।" †

(ঘ) শ্রীল জীবপাদের পিতৃদেব শ্রীল **অনুপম গোস্বামী** যিনি শ্রীবল্লভ বলিয়াও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত আছেন, তাঁহার কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী "তার মধ্যে রূপ-সনাতন—বড়শাখা। **অনুপম**, জীব, রাজেন্দ্রাদি—উপশাখা॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১০।৮৫) বাক্যের দ্বারা শ্রীল অনুপম-বল্লভকে শ্রীল জীবপাদের সহিত শ্রীচৈতন্য-বৃক্ষের উপশাখা-স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তিনিও ঐকান্তিক রাম-উপাসক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ

করিয়াছিলেন। অনন্তর **কলিকাল আগত হইলে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতার ভূরেখার দক্ষিণভাগে 'শিবাল্লী' ব্রাহ্মণ-বংশে অবতীর্ণ** হইয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসীরূপে বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকালে দুঃশাস্ত্র-সমূহ খণ্ডন করিয়া **কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সেবা-বিধান করিয়াছিলেন**। মণিমান্ রাক্ষসের গর্ব্বপাত ও তাহার প্রতিভা সদ্য ম্লান করিবার জন্যই কলিযুগে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতারের আবির্ভাব।"

—(সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত ও সুপতিরঞ্জন নাগ-কর্ত্তৃক ইং ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত **'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'**, ৪র্থ অধ্যায়, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

প্রকাশ থাকে যে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার স্বকৃত এই গ্রন্থখানির সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি শ্রীল বলদেব প্রভুপাদের বাক্যের প্রতিবাদকল্পে এই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রহস্যের বিষয় এই যে, তিনি তাঁহার 'বাদ'-গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার পাদটীকায় প্রমাণ-পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই স্বকৃত গ্রন্থের নামটী গোপন রাখিলেন কেন?

† অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত, ঢাকা নারিন্দা-পল্লীস্থিত শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার-কর্ত্তৃক বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ সালে প্রকাশিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত (ব্রহ্মসূত্রাণাম্) 'অনুভাষ্যম্'-গ্রন্থের 'উপোদ্ঘাত'-শীর্ষক ভূমিকার ৩য় পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ | বাসুদেব, ১৪ বামন, ৪৭২ গৌরাব্দ | রবিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫; ইং ১৫।৬।৫৮ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীনলকূবর-মণিগ্রীব-কৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমেঽধ্যায়ে—২৯-৩৮)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥১॥

হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরম-পুরুষ এবং জগতের মূলনিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" প্রভৃতি বেদ-বাক্যাবলম্বনে) এই স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক জগৎ আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া থাকেন॥১॥

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥২॥

(হে ভগবন্,) সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের

নিয়ন্তা বা ঈশ্বর একমাত্র আপনি। আপনিই বিষ্ণু, অব্যয়, ঈশ্বর ও কাল-স্বরূপ (নিমিত্ত-কারণ) ॥২॥

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥৩॥

(হে ভগবন্,) আপনিই ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্ম প্রকৃতি; আপনিই মহত্তত্ত্ব (কার্য্যস্বরূপ), আপনি অন্তর্যামী; সুতরাং সর্ব্বভূতের চিত্ত-জ্ঞাতা এবং পুরুষস্বরূপ (তাৎপর্য্য এই যে, বস্তু—ভগবান্, বস্তুশক্তি—প্রকৃতি, বস্তু-অংশ—পুরুষ, বস্তুকার্য্য—মহান্ সকলই শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে বাস্তববস্তু, সুতরাং বস্তুতত্ত্ব-বিচারে ঐগুলি অভিন্ন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচারে স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—পরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে) ॥৩॥

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥
কোন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ ॥৪॥

(যদি আমিই সর্ব্ব, তাহা হইলে ঘটাদি প্রাকৃত বস্তু-জ্ঞানে মৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হয় না কি? যদি হয়, তাহা হইলে সকলেই ত ব্রহ্মবিৎ—এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশে এই শ্লোকের অবতারণা)—দ্রষ্টৃস্বরূপ আপনি দৃশ্যরূপে বর্ত্তমান প্রকৃতিজাত বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির গ্রাহ্য নহেন। (তবে কি জীবাত্মা আপনাকে জানিতে সমর্থ? তদুত্তরে বলিতেছেন,)—গুণময়-দেহে আবদ্ধ (কোন্ জীব তদীয় কারণরূপে তদুৎ-পত্তির পূর্ব্বে স্বতঃপ্রকাশ স্বরূপে বর্ত্তমান আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে)? ৪॥

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥৫॥

(হে ভগবন্,) স্বতঃপ্রকাশ গুণের দ্বারা আপনার মহিমা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আপনি প্রাকৃত সৃষ্টির কর্ত্তা সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্, বাসুদেব (চতুর্ব্যূহের আদি) এবং সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥৫॥

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥৬॥

স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥৭॥

প্রাকৃত শরীরে যে-সকল বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহ-ধারী প্রাণীর মধ্যে সেইসকল অনুপমগুণযুক্ত বীর্য্য দর্শনে লোকসকল তাহাদের মধ্যে যে প্রাকৃত শরীররহিত মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুমান করিতে পারেন, আপনিই সেই সর্ব্ব-কল্যাণদাতা মহাপুরুষ, সম্প্রতি সমস্ত জীবের সম্পদ এবং মোক্ষ প্রদানের জন্য পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥৬-৭॥

নমঃ পরম-কল্যাণ নমঃ পরম-মঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥৮॥

হে পরমকল্যাণ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে পরমমঙ্গল, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যদুপতি বাসুদেব এবং শান্তস্বরূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৮॥

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচর-কিঙ্করৌ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥৯॥

হে বিশ্বস্বরূপ, আমরা আপনার অনুচর মহাদেবের ভৃত্য। সম্প্রতি আমাদিগকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। মহর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমাদের আপনার সাক্ষাৎকার লাভ হইল ॥৯॥

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস-জগৎ-প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥১০॥

অতঃপর আমাদের বাক্য আপনার গুণ কীর্ত্তনে, শ্রবণযুগল আপনার গুণ-শ্রবণে, হস্তদ্বয় আপনার প্রীতিজনক কার্য্যে, মন আপনার পাদপদ্ম-স্মরণে, মস্তক আপনার অধিষ্ঠিত এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে, এবং চক্ষু আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক ॥১০॥

———

শ্রীরামানুজাচার্য্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকাঞ্চিপুরীর পূর্ব্বে অগ্রহার-নামক বিদ্বজ্জন-সমাবৃত গ্রামে রামানুজের ভগিনীপতি 'অনন্ত-দীক্ষিত' বাস করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রামানুজ-স্বসা লক্ষ্মীর পুত্র 'দাশরথি' মাতুলের অলৌকিক প্রভাব জানিতে পারিয়া কাঞ্চীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীরামানুজের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন। লক্ষ্মীর সাপত্ন্য-পুত্র মহাদেবী-তনয় 'কুরনাথ'ও রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। **শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীকুরনাথকে রামাংশ ও দাশরথিকে ভরতাংশ-সম্ভূত বলিয়া সম্মান দেওয়া হয়। শ্রীরামানুজ উভয়কেই শাস্ত্রাদি উপদেশ দিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।**

কাঞ্চীতে অবস্থান কালে একদিন যাদবাচার্য্যের জননী যতিবরের ঐশ্বর্য্য দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় তনয় যাদবকে শ্রীরামানুজের প্রভাব বর্ণনপূর্ব্বক বৈরিতা পরিহার করত তাঁহার পদাশ্রয় করিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, কাঞ্চীপূর্ণাদি মহবৈষ্ণবগণ শ্রীরামানুজের অলোক-সামান্য গুণগণ দেখিয়া ভগবৎ-পার্ষদ-জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের নিখিল সদাচার ও বিদ্যা-মাহাত্ম্য শ্রীবিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্যে প্রযুক্ত না হইলে সমস্তই অখিল ক্লেশ সৃজন করে ও শ্রম-পণ্ডতা লাভ করে। ভগবান্ বিষ্ণুই সমগ্র জগতের এক-মাত্র স্রষ্টা ও পাতা। তাঁহা হইতে রুদ্রাদি-দেব প্রলয়-শক্তিবিশিষ্ট।

যাদবাচার্য্য মাতার এইপ্রকার উপদেশ ও সিদ্ধান্ত শ্রবণে বলিলেন—"মাতঃ, আপনার বাক্য শুভদ বটে, কিন্তু আমাকে একবার ভূ-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আপনার বাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার শরীর এক্ষণে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও অসমর্থ। এসময়ে ভূ-পর্য্যটন সুবিধা-জনক নহে।" মাতা যাদবের বাক্য শুনিয়া বলিলেন—"বৎস, যুক্তিজাল সঙ্কোচ করিয়া একবার মহাত্মা রামানুজকে প্রদক্ষিণ করিলেই তুমি নিরাময় হইতে পারিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। সমগ্র ভূ-পর্য্যবেষ্টনে যে ফল লাভ হয়, তৎফল-সমুদায়ই ইহাঁকে প্রদক্ষিণ করিলেই হইতে পারে। মাতার এবম্বিধ বাক্যে যাদবের প্রাগাগত দৃঢ় কুসিদ্ধান্তসকল সঞ্চালিত হইল। তিনি মাতৃবাক্যগুলি যতই আলোড়ন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তসকলের দার্ঢ্য হ্রাস হইতে লাগিল। সন্দিগ্ধ-হৃদয় হইয়া যাদবাচার্য্য পরিষেশে শ্রীরামানুজের সহিত বিচার

করিবার জন্য বদ্ধ-হৃদয় হইলেন, এবং বরদ-রাজের মঠে শ্রীরামানুজের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। যতীন্দ্রকে পাইয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন—"রামানুজ, তুমি নিজদেহে শঙ্খ-চক্র-ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করিয়াছ কেন? ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁহাকে সগুণত্ব প্রতিপন্ন করিবার কেন যত্ন কর? এসকল শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অসদাচার শাস্ত্রে কোথায় পাইলে?" শ্রীরামানুজ শিষ্য কুরেশকে যাদবের পূর্ব্বপক্ষের সন্মীমাংসা করিতে অনুমতি করিলেন। আচার্য্যাদিষ্ট হইয়া কুরনাথ যাদবকে প্রমাণ দেখাইতে লাগিলেন ;—শ্রুতি-প্রমাণ যথা—

প্রতপ্তে বিষ্ণোরঙ্গচক্রে পবিত্রে জন্মাম্ভোধিবর্ত্তবেচষণীন্দ্রাঃ।
মূলে বাহ্বোর্দধতেস্মে পুরাণাঃ লিঙ্গান্যঙ্গেতাবকান্যর্পয়ন্তি॥

সাগ্নি পবিত্রমিত্যাগ্নিঃ। অগ্নির্বৈসহস্রারোঃ। সহস্রারো নেমিঃ। নেমিনা তপ্ততনুর্ব্রাহ্মণঃ। সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোতি দেবাসো যে বিধৃতেন বাহুনা সুদর্শনেন প্রযতমানবো লোকস্বষ্টিং বিতন্বন্তি ব্রাহ্মণাস্তদ্বদন্তি অগ্নিনা বৈ তপ্তং দ্বিভুজেধার্য্যং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমালিখেৎ। তস্মাদ্বিরেখং ভবতি ন পুনরাগমনমেতি ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোকতামাপ্নোতি। চক্রং বিভর্ত্তি বপুষা প্রতপ্তং বলং দেবানামমিতস্য বিষ্ণোঃ। স এতি নাকং দুরিতা বিধূয় প্রযান্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ॥ অথর্ব্বণে। এভির্বয়মুরুক্রমস্যচিহ্নৈরক্ষিতা লোকে সুভগাভবামঃ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যেধিগচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ॥

পরাশর সংহিতায়াং।—

উপবীতাদিবদ্ধার্য্যাঃ শঙ্খচক্রাদয়স্তথা।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি।—

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।
অর্চ্চনীয়শ্চ বন্দ্যশ্চ নিত্যযুক্তৈঃ স্বকর্ম্মসু॥

হারীতে।—তাপাদি পঞ্চ সংস্কারী মহাভাগবতোত্তমঃ।
অন্যেত্ববৈষ্ণবা জ্ঞেয়া হীনাস্তাপাদিভির্জ্জনাঃ॥
বিনা যজ্ঞোপবীতেন বিনা চক্রস্য ধারণাৎ।
বিনাদ্বয়েনবৈ বিপ্রশ্চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ॥

বামনে।—শ্বপাকমিব বীক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

লৈঙ্গে।—অষ্টাক্ষরবিদঃ সর্ব্বে তপ্তচক্রাঙ্কিতাস্তদা।
সেবকা বাসুদেবস্য তথৈব নট-নর্ত্তক॥
অন্যে চ বৈষ্ণবাস্তত্র সর্ব্বে চক্রেণ লঞ্ছিতাঃ।
অগ্নিনৈব তু সন্তপ্তং চক্রমাদায় বৈষ্ণবঃ॥
দাহয়েৎ সর্ব্ববর্ণানাং বিষ্ণু-সালোক্য-সিদ্ধয়ে।

কঠবল্ল্যাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিধি।—

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থং পরাৎপরং যমনৃতো মহান্তম্॥

স্কান্দে।—যেষাং চক্রাঙ্কিতং গাত্রং শূদ্রেষ্বপি চ দৃশ্যতে।
তে বৈ স্বর্গস্য নেতারো ব্রাহ্মণা ভুবিদুর্ল্লভাঃ॥

অথর্বণোপনিষদি।—

হরেঃ পাদাকৃতিমাত্মনো হিতায় মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি।
স পরস্য শ্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্ ভবতি স মুক্তিবান্ ভবতি॥

মহোপনিষদি।—

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ পরমেশিতারং নারায়ণং সাংখ্যযোগাভিগম্যং।
জ্ঞাত্বা বিমুচ্যেত নরঃ সমস্তৈঃ সংসারসাপাশৈরিহচৈতি বিষ্ণুম্॥

আগ্নেয়ে।—ত্রিপুণ্ড-ধারণং বিপ্রো লীলয়াপি ন কারয়েৎ।
ধারয়েদ্বিধিনা সম্যগূর্দ্ধপুণ্ড্রং প্রযত্নতঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডে।—ব্রাহ্মণস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু ক্ষত্রিয়স্যার্দ্ধচন্দ্রকং।
বৈশ্যস্য বর্ত্তুলাকারং শূদ্রস্যৈব ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
ব্রাহ্মণেন ন কর্ত্তব্যং তির্য্যক্ পুণ্ড্রস্য ধারণং।
স শূদ্র এব মন্তব্যস্তির্য্যক্ পুণ্ড্রস্য ধারণাৎ॥

ব্রহ্মরাত্রে।—প্রণবেনৈব মন্ত্রেণ মৃদা বৈ মামনুস্মরন্।
ললাটে ধারয়েন্নিত্যং মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

বাশিষ্ঠে।—নাসিকামূলমারভ্য আকেশান্তং প্রকল্পয়েৎ।
অঙ্গুলং পার্শ্বমেকন্তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য লক্ষণম্॥ স্মৃতৌ।

সনৎকুমার-সংহিতায়াং।—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদাধার্য্যং সচ্ছিদ্র সৌম্যমেব চ।
তদলঙ্করণার্থায় হরিদ্রাং ধারয়েচ্ছ্রিয়ম্॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু অন্যদ্দ্রব্যং ন ধারয়েৎ।
হরিদ্রাং ধারয়েচ্চূর্ণং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রস্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শ্বান পাদো ন সংশয়ঃ॥

পাদ্মে।—যে কণ্ঠলগ্ন তুলসীত্যাদি—

ঈশ্বর-সংহিতায়াং।—বিষ্ণুদেহ-পরামৃষ্টং যচ্চূর্ণং শিরসাবহেৎ।
সোশ্বমেধফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
সান্তরালোর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যে শ্রীশস্য ধামনি।
হরিদ্রাসারসংভূত রজসা ধারয়েচ্ছ্রিয়ম্॥

পরাশরে।—একোপবীতং ধার্য্যং স্যাৎ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং।
গৃহস্থানাং বনস্থানামুপবীতোভয়ং স্মৃতম্॥

পঞ্চরাত্রে।—কাষায় বস্ত্রযুগ্মং চ বেণু-যষ্টিং চ ধারয়েৎ।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ছত্রং তাম্র-কমণ্ডলুম্॥
ছিদ্রোর্দ্ধপুণ্ড্রমেকং বা তথা দ্বাদশমেব বা।
তুলসী নলিনাক্ষাণাং মালিকাধারণং তথা।
ভুজয়োর্গুরুণাসম্যক্ শঙ্খচক্রঞ্চ ধারয়েৎ॥

যাদবাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোদ্ধৃত বচনসকল অবগত হইয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। শঙ্খ-চক্রাদি ধারণ করিবার পক্ষে শাস্ত্রসমূহে এরূপ নিঃসন্দেহ আজ্ঞা থাকিতে পারে, যাদবের ইতঃপূর্ব্বে ধারণা ছিল না। তিনি শাঙ্করী বেদান্তে তাৎকালিক পণ্ডিতগণের নেতা হইয়া স্বীয় ব্রহ্মের নৈর্গুণ্যভাবের যুক্তিতেই অন্ধ ছিলেন। ঈশোপাসনা তাঁহার ন্যায় মায়াবাদীর নিকট বালোচিত ক্রীড়াবিশেষ। তিনি জানিতেন যে, শ্রীবৈষ্ণবগণের সকল ব্যবহারই মায়িক, মিথ্যাকল্পিত ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কুরনাথের অপার শাস্ত্রদর্শন দেখিয়া তিনি আর আপনার মূর্খতাব্যঞ্জক পূর্ব্বপক্ষ দ্বারা লোকহাস্য বৃদ্ধি করিতে যত্ন পাইলেন না। তাঁহার মনে এক্ষণেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণাদি ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রমাণের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মের সগুণাত্মক অপর প্রশ্নটী হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। তিনি কূরেশকে বেদান্ত শাস্ত্রের কদর্থে লইয়া যাইবার মানসে শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কূরেশাচার্য্য সর্ব্ববেদ-শিরোমণি উপনিষদ্ হইতে "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ", "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব", "সবীর্য্য শক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ", "অপহত পাপ্মা বিজ্বরো বিমৃত্যুঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ", "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং", "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজা-বীশিনীশৌ", "নিত্যো, নিত্যানাং" "নারায়ণ পরব্রহ্ম", "একো হ বৈ নারায়ণ

আসীৎ” প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ দ্বারা শ্রীমান্ যাদবাচার্য্যকে মায়াবাদ-গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিবার সুযোগ পাইলেন। মহাভারত, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি বেদশাস্ত্রানুগ গ্রন্থসমূহে সবিশেষ ব্রহ্মের ভূরি প্রমাণ ও মায়াবাদীর অসত্তর্ক নিরসন দ্বারা সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদীগণ যেরূপ স্বীয় সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিবলে ব্রহ্ম-সাঙ্কোচ্য করিতে সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন মনে করেন, যাদবের তাদৃশ বিশ্বাস শ্রীবৈষ্ণবের সুশীতল বাক্যে রসিত হইল। তাঁহার এতাবৎকার্য্যে পরাবিদ্যানুশীলন অবিদ্যানুশীলন বলিয়া ক্রমে মনে ধারণা হইতে লাগিল। সে দিবস অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া যাদবাচার্য্য গৃহে গেলেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত ব্যবহার ও ব্রহ্মের বিশেষত্ব তাঁহার হৃদয়দেশ অধিকার করিল। যাদবাচার্য্য ঔপাধিক পরামাত্মা, মায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অসৎসিদ্ধান্ত-সকলের মায়িক যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিতে করিতে নিদ্রায় সুষুপ্ত্যাত্মক কৈবল্যের আশ্রয় লাভ করিলেন। তৎকালে ভগবান্ স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিকাশপূর্ব্বক শ্রীযাদবকে স্বীয় নিত্য চিদ্বৈচিত্র্য দেখাইয়া শ্রীরামানুজের চরণাশ্রয়ের উপদেশ দিলেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-মালা

নবপ্রমেয়-সিদ্ধান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৫ পৃষ্ঠার পর)

নবম অধ্যায়

অমল কৃষ্ণভজনই—মোক্ষজনক

প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত-লাভরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায়?

উত্তর। অমল কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণামৃত লাভ হয়।

প্র। অমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে?

উ। জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভের জন্য যে সাধ্যমত মলশূন্য ভজন করেন, তাহারই নাম অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। কৃষ্ণ-ভজনের মল কি কি?

উ। ভোগবাঞ্ছা, নির্ব্বিশেষগতি-বাসনা ও সিদ্ধিকামনা—এ' তিনটী ভজন-মল।

প্র। ভোগবাঞ্ছা কাহাকে বলে?

উ। ঐহিক ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ও শুষ্কবৈরাগ্যগত শান্তিসুখ, এই তিনপ্রকার ভোগবাঞ্ছা।

প্র। ইন্দ্রিয়-বিষয়-ত্যাগ, পরকালে সুখজনক ধর্ম্মত্যাগ ও বৈরাগ্য বিসর্জ্জন করিলে কিরূপে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং বিষয়াগ্রহ-জনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে?

উ। ইন্দ্রিয়-বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গল-জনক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে না এবং শান্তিজনক বৈরাগ্যকে অনাদর করিতে হইবে না। তত্তদ্বিষয়ে যে ভোগবাঞ্ছা ও আগ্রহ তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

প্র। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়?

উ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পর্য্যন্ত সমস্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কার্য্য কর। ঐসকল কার্য্য এইরূপে কর, যেন তদ্দ্বারা তোমার কৃষ্ণ-ভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের সুন্দর সাহায্য হয়; কোন প্রকারেই যেন তদ্দ্বারা ঐ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা না হয়। যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্য্যের দ্বারা ভক্তিবৃত্তির পুষ্টি কর; তাহা হইলে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোন্নতির সাধক হইবে।

প্র। জড়ীয় কর্ম্মসমূহই চিত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা করিতে গেলে কিরূপে চিৎস্বভাবের পুষ্টি হইবে?

উ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তি-জনিত ভাববিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত কর; কৃষ্ণ-প্রসাদ-সেবন, কৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তন, কৃষ্ণচরণ-স্পৃষ্ট তুলসীচন্দন আঘ্রাণ, কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণসম্বন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর স্পর্শন ও কৃষ্ণদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াসকলদ্বারা তোমার কৃষ্ণানুরক্তি উদ্দীপিত কর। ক্রমশঃ সকল কর্ম্মই কৃষ্ণার্পিত হইলে তাহারা ভাবোদয়ের বাধক না হইয়া সাধক হইয়া পড়িবে।

প্র। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম্ম স্বীকার করি এবং অভ্যাসদ্বারা বাসনা নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে জ্ঞান-সমাধিক্রমে কৃষ্ণ-ভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে কি না?

উ। না। চিত্তগতরাগ ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আছে, যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট; যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটী সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে-পর্য্যন্ত রাগ পূর্ব্ববিষয় ত্যাগ

করিবে না। রাগের স্রোতোমুখে যদি উৎকৃষ্ট বিষয় রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদ্গত হইয়া পড়িলে পূর্ব্ব-বিষয় সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্ব্বে যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাই অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। তবে সমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলি?

উ। কর্ম্মাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-মুক্তিবাঞ্ছার সহিত যে কৃষ্ণ-ভজন তাহা 'সমল'; তদ্দ্বারা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-লাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না।

প্র। অমল কৃষ্ণভজনের সংক্ষেপে ব্যবস্থা বলুন।

উ। নিষ্পাপভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্য্যে যাহা কিছু ন্যায়পর হইয়া করা যায়, তাহাকে কৃষ্ণভক্তির সহকারি-রূপে 'গৌণী ভক্তি' বলিয়া অবলম্বন কর, যে কিছু অবসর পাও তাহাতে কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কর।

প্র। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি?

উ। নয় প্রকার; যথা—(১) শ্রবণ; (২) কীর্ত্তন; (৩) কৃষ্ণস্মরণ; (৪) পাদসেবন; (৫) অর্চ্চন; (৬) বন্দন; (৭) দাস্য; (৮) সখ্য; (৯) আত্মনিবেদন।

প্র। এ সকল অনুশীলনদ্বারা কি হইবে?

উ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে।

প্র। প্রেম কি?

উ। বাক্যের দ্বারা বলা যায় না; তাহা রস; অতএব আস্বাদনদ্বারা অবগত হও।

প্র। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য?

উ। বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম, কর্ম্মজড়তা, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্ক-জ্ঞান ও অপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হয়।

প্র। বিকর্ম্ম কতগুলি ও কি কি?

উ। বিকর্ম্ম অনেক প্রকার; নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবল পাপ, যথা—(১) দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, (৩) ক্রূরতা, (৪) জীবহিংসা, (৫) পরস্ত্রী-লোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরদ্রব্য-লোভ, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব্ব, (১২) চিত্তবিভ্রম, (১৩) অপবিত্রতা, (১৪) জগন্নাশকার্য্য ও (১৫) পরের অপকার।

প্র। অকর্ম্ম কি কি?

উ। নাস্তিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব।

প্র। কর্ম্ম কি ?

উ। পুণ্যকর্ম্ম-সকলকে কর্ম্ম বলে; পুণ্যকর্ম্ম অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান—(১) পরোপকার, (২) গুরুজনের সেবা, (৩) দান, (৪) জগদ্‌বুদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রতা, (৭) সরলতা, (৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্য্য করা, (১১) যুক্তবৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার।

প্র। কর্ম্মজড়তা কি ?

উ। পুণ্যকর্ম্মদ্বারা যে জড়ীয় লাভ হয়, তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া চিদুন্নতির যত্ন হইতে পরাঙ্মুখ হওয়ার নাম কর্ম্ম-জড়তা।

প্র। শুষ্ক বৈরাগ্য কি ?

উ। চেষ্টা করিয়া যে বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু-বৈরাগ্য; ভক্তি বৃদ্ধি হইলে যে বৈরাগ্য স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরক্তি—'যুক্তবৈরাগ্য'।

প্র। শুষ্কজ্ঞান কি ?

উ। যে জ্ঞান চিত্তত্ত্বের বিশেষকে দেখিতে না পায়, তাহার নামই শুষ্কজ্ঞান।

প্র। অপরাধ কত প্রকার ?

উ। অপরাধ দুইপ্রকার—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

প্র। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি প্রকার ?

উ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করত শুদ্ধজ্ঞান-লাভপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে অমল ভজন হয়।

দশম অধ্যায়

শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান—তিনটী প্রমাণ

প্রশ্ন। প্রমাণ কি ?

উত্তর। যাহাদ্বারা সত্য নিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে।

প্র। প্রমাণ কয় প্রকার ?

উ। তিন প্রকার।

প্র। কি কি ?

উ। শব্দ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্র। শব্দপ্রমাণ কাহাকে বলি ?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানাবতার-স্বরূপ অখিল-বেদই শব্দ-প্রমাণ,—ইহাই সর্ব্ব-প্রমাণশ্রেষ্ঠ; যেহেতু ঐ প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

প্র। কেন প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা 'ঈশ্বর ও পরলোক' লক্ষিত হয় না?

উ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; অনুমান কেবল তদ্দৃষ্টে কোন প্রকার ব্যাপ্তি-বোধ। ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান করিতে পারে।

প্র। তবে পরমার্থ-তত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি?

উ। শব্দপ্রমাণ-দ্বারা যাহা লব্ধ হয় তাহার পারিপাট্য-সিদ্ধিকার্য্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্য্যকারক হইয়া থাকে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠাধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসব উপলক্ষে তদীয় শ্রীচরণে

পতিতের প্রার্থনা

ভগবান্! এই কৃপা কর মোরে দান।
হৃদয়ে ফুটায়ে দাও ভকতি-কুসুম,
জাগ্রত কর মোরে টুটি' মায়া-ঘুম;
দেহ' শক্তি গাহিবারে তব গুণ-গান॥ ১॥

তোমার চরণ-তলে দেহ মোরে স্থান।
অধিকার দাও তব সেবিতে চরণ,
কর মোরে সবা হ'তে অতি হীন জন;
চূর্ণ কর মোর যত মান অভিমান॥ ২॥

চাহি না চাহি না প্রভু বিষয়-বৈভব।
চাহি না অসার বস্তু কাঞ্চন-কামিনী,
করিবারে চাহি "নাম" দিবস-যামিনী;
চাহি না সংসার-সুখ যাহাতে কৈতব॥ ৩॥

ভগবান্ ! তব ভোগ লাগি' আনি' তণ্ডুল বাসিত,
যতনে রাঁধিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শত,
সাজাইয়া থরে থরে, সে' অন্ন-ব্যঞ্জন 'পরে,
সঘৃত-তুলসী-পত্র করিয়া প্রদান—॥ ৪ ॥

পায়সাদি লুচি-পুরী মিছরির পানা,
সুরসাল মিহিদানা-দধি-ক্ষীর-ছানা,
চিনি দিয়ে সর ভাজা,
মিষ্টদ্রব্য তাজা তাজা ,
সাজাইয়া নৈবেদ্যাদি পর্ব্বত-প্রমাণ—॥ ৫ ॥

এই সব উপচার নিবেদি' তোমারে,
সে' প্রসাদ মহারাজ নিয়ে নিজ করে,
অগণিত ভক্তগণে,
ভুঞ্জাইবে হর্ষমনে,
ভক্তগণ অবশেষ দিবে দীনে দান ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ বস্তু সেই প্রসাদান্ন।
যাহা সেবি' বদ্ধজীব হয় ধন্য ধন্য ॥
সে প্রসাদ দিয়ে মোরে,
জগন্নাথ ! কৃপা ক'রে,
দাও শক্তি গাহিবারে তব গুণ-গান ॥৭ ॥

জয় জয় জগন্নাথ ! করুণা-পাথার।
জয় শ্রীসুভদ্রা-দেবী জয় বলরাম,
রথের উপরে শোভা নয়নাভিরাম ;
মায়ার শৃঙ্খল মুক্ত করহ আমার ॥ ৮ ॥

বন্দি তোমার চরণ-যুগল বলরাম-সহ রথে জগন্নাথ।
উদ্ধারণ মঠে বিরাজিছ প্রভু ! আলোকি' মন্দির সুভদ্রা-সাথ ॥
তোমার রূপের প্রভায় মলিন, সূরয-তারকা-মিহির চন্দ।
তোমার কৃপায় যেন গো আমার দূরে চ'লে যায় যা কিছু মন্দ ॥৯॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র কবিভূষণ, পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

মুনিগণের মতিভ্রম

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্-সম্পাদিত ইংরাজী গীতা-ভাষ্যের সমালোচনা—
পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন যে, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম নিরক্ষরও বুঝিতে পারে, যদি তাঁহার শরণাগতি বা প্রপত্তি পূর্ণভাবে থাকে। অন্যথায় ভগবদ্গীতা বুঝিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। সেইভাবে ভগবদ্গীতা পাঠ করিলেই জীব 'স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ' হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে সাশ্রুনেত্রে ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কোন্ অংশ পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ-লোচন হইয়াছেন? ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সহকারে বলিলেন যে, তিনি ভগবদ্-গীতার পাঠ অভিনয় করিতেছেন মাত্র, আসলে তিনি নিরক্ষর। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার গুরুর আজ্ঞায় তিনি অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নিরক্ষর হইলেও পাঠ করিয়া থাকেন। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া যেন-তেন-প্রকারে তাঁহার আদেশ পালন একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিয়া পাঠ করিবার ছলনা করিতেছেন মাত্র। মহাপ্রভু তাঁহার অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, যখনই তিনি ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে বসেন তখনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'পার্থ-সারথী-রূপ' তাঁহার হৃদয়ে উদিত হন। সেই ছবিখানি দেখিলেই তাঁহার ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের কথা স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণ-প্রভাবেই তাঁহার চক্ষে অশ্রু বহিতে থাকে। মায়াবাদী মহাপণ্ডিতগণ 'অদ্বয়জ্ঞান' ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ভগবান্ হইবার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু এই ধৃষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ ভক্তের আজ্ঞাবাহী সারথী কিভাবে হইতে পারেন, তাহা তাঁহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সমাধান হয় না। বাস্তবিকই ভগবানের সহিত জীবের নিত্যসিদ্ধ যে সম্বন্ধ, তাহাতে আরও অনেককিছু সম্ভব হয়—একথা মায়াবাদীকে বুঝাইলেও বুঝে না। শ্রুতিবাক্যের যে মন্ত্র (শ্বেঃ) "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—এই বিচারে ভগবান্ এবং গুরুতে যাঁহার পরাভক্তি আছে, তাঁহার নিকটই শ্রুতিমন্ত্র প্রকাশিত হয়, অন্যত্র নহে। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের গীতা পাঠের অনুভূতি দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহারই যে গীতা পাঠ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর স্বীকৃতি জাগতিক বড় বড়

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি Doctorate উপাধি উপেক্ষা যে বড় 'স্বীকৃতি', একথা কোন্ অর্ব্বাচীন স্বীকার না করিবে? এই স্বীকৃতি দ্বারাই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইল যে, প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা ভগবদ্ গীতা পাঠ্য নহে; পরন্তু অপ্রাকৃত অনুভূতিতে যাহা ভক্ত আচার্য্য-পরম্পরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একমাত্র গীতার অনুভূতি, অন্যত্র 'শ্রম এব হি কেবলম্'। ভগবান্ অপ্রাকৃত; তাঁহার বাণী অপ্রাকৃত এবং সেই অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত আচার্য্য-পরম্পরাতেই প্রাপ্য;—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

জড়-ভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত না হইলে, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নাম, ধাম, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। সেবোন্মুখ ভক্তেরই জিহ্বাদি দ্বারা ভগবানের নাম, চক্ষের দ্বারা ভগবানের রূপ বা কর্ণের দ্বারা ভগবানের গুণ-লীলা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রঃ সং)

যাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমনিবন্ধন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত শ্যামসুন্দররূপ সদাসর্ব্বদাই হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন। সে-বিষয়ে ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মত বড় বড় কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীরের কোন প্রবেশ-অধিকার নাই, ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবার অধিকার ভক্তেরই আছে, অন্যের সে অধিকার আদৌ নাই। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"। (গীঃ ১৮।৫৫)

অতএব ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মত পণ্ডিত ব্যক্তির জানা আবশ্যক যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ নাই। তাঁহার দেহ দেহী ভেদ নাই। 'অদ্বয়-জ্ঞান' শ্রীকৃষ্ণই Absolute পরতত্ত্ব—ইহাই গীতার তাৎপর্য্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে আর একটি তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ নিজেই দ্বৈতবাদী (?) হইয়া পড়িয়াছেন। যে-তত্ত্ব প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহার প্রমাণ;—ভগবদ্-গীতায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ ॥ (গীঃ ১০।৮)
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদ-বিদেব চাহম্ ॥ (গীঃ)

সুতরাং যাহারা বুধ বা যাহারা বাস্তবিক লেখাপড়া শিখিয়া বুদ্ধিমান হইয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, সমস্ত জিনিষের মূলজন্মদাতা স্বরাট্-পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । তিনিই একমাত্র Beginningless আদি-পুরুষ—'পুরুষং শাশ্বতং আদি'। যাহারা ভাব সমন্বিত অর্থাৎ যাহাদের জড়ভাব বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণকে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রের মূলসূত্র বলিয়া জানেন । ভাবশুদ্ধি না হইলে শতসহস্র সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনিগণও মতিভ্রমে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না।

"যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ (গীঃ ৭।১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য সবগুলিই একটি তত্ত্ব। তাঁহার সম্পর্কে কোনটীই পৃথক তত্ত্ব নহে ।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে চিন্তামণি এবং তাঁহার সমস্ত পরিবারই চিন্তামণি ; তাঁহার ভিতর-বাহিরে সবটাই পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও তাঁহা হইতে অভিন্ন। ইহা বুধগণই বুঝিতে সমর্থ, যাহারা মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান, তাহারা বুঝিতে অসমর্থ।

অদ্বৈতবাদিগণ অদ্বয়-জ্ঞানের কথা বুঝিতে পারে না, সেইজন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ স্বকপোল-কল্পিত অদ্বয়জ্ঞানে দ্বৈতজ্ঞান স্থাপন করিয়াছেন। যদি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ এই কথাই বলিতে চাহেন যে, নিরাকার ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণের অন্তর হইতে প্রপত্তির কথা বলিতেছেন, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্মও কথা বলিতে পারেন—একথাও স্বীকার করিতে হয় ।

যদি নিরাকার ব্রহ্ম কথা বলিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার কথা বলিবার যন্ত্র—জিহ্বাদি আছে, স্বীকার করিতে হয়। অতএব তাঁহার নিরাকার-বাদ স্বতঃই ধ্বংস হইয়া যায়। যে-ব্যক্তি কথা বলিতে পারে, সে চলিতেও পারে—ইহাও শাস্ত্র-প্রমাণ। যিনি চলিতে পারেন, কথা বলিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত। অতএব তাঁহার ভোজন, শয়ন আদি সবকার্য্যই

যমুনা-তটবর্ত্তী কুঞ্জমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ যোগীন্দ্রের ন্যায় যাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে যাহা জপ করেন, সেই অত্যদ্ভুত "রাধা"—এই নাম আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্ফুরিত হউক।

দেবানামথ ভক্তমুক্তসুহৃদামত্যন্তদূরং চ যৎ
প্রেমানন্দরসং মহাসুখকরং চোচ্চারিতং প্রেমতঃ।
প্রেম্না কর্ণয়তে জপত্যথ মুদা গায়ত্যথালিম্বয়ং
জল্পত্যশ্রুমুখো হরিস্তদমৃতং রাধেতি মে জীবনম্॥ (ঐ ৯৭)

যাহা দেবতা, প্রহ্লাদ-অম্বরীষাদি ভক্ত, সনকাদি মুক্ত এবং অর্জ্জুনাদি সুহৃদ্‌গণেরও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, যাহা পরম-অমৃতস্বরূপ এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা প্রেমভরে শ্রবণ করেন, জপ করেন, কখন বা সখীগণের মধ্যে পরমানন্দে গান করেন, কখন বা প্রেমাশ্রুসিক্ত হইয়া চিন্তা করেন, সেই রাধানামামৃতই আমার জীবন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদেবীর নামে মুগ্ধ হইয়া বলেন—

সখি! রাধা নাম কে কহিল।
শুনি মম প্রাণ জুড়াইল॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে॥
ঐ নামে আছে কি মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥
চিত্তে নিতি মূরতি বিকাশ।
অমিয়-সাগরে যেন ভাস॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।
এ যদুনন্দন-মন কাঁদ॥

বৈকুণ্ঠে দেহ-দেহী ও নাম-নামীতে ভেদ নাই। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। রাধানাম সাক্ষাৎ রাধাই। রাধা-কৃষ্ণ নামই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। এইজন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামই আমাদের নিত্য উপাস্য। শাস্ত্র বলেন—

উপাস্য মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৫)

শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলেন—

রাধা-রাধেতি যো ব্রূয়াৎ স্মরণং কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বতীর্থেষু সংস্কারাৎ সর্ব্ববিদ্যাপ্রযত্নবান্॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

যে ব্যক্তি 'রাধা'—এই নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণের ফল লাভ হয় এবং যাবতীয় বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে।

'রা'-শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।
'ধা'-শব্দোচ্চারণাৎ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ॥ (ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

'রাধা'—এই নামের 'রা'-শব্দ উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণ উৎফুল্ল হন এবং 'ধা'-শব্দ উচ্চারণে ব্যগ্রতার সহিত উচ্চারণকারীর পশ্চাৎ অনুসরণ করেন।

'রা'-শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্লভাম্।
'ধা'-শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদম্॥ (ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

হে দুর্গে, 'রা'-শব্দ উচ্চারণ মাত্র ভক্ত সুদুর্লভা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং 'ধা'-শব্দ উচ্চারণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রধাবিত হন।

'রে'ফো হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
'আ'-কারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ॥
'ধ'-কার আয়ুষো হানিম্ 'আ'-কারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণ-স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥ (ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

রাধা নামের আদি অক্ষর 'র'-উচ্চারণে জীবের কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ ও শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয়। 'আ'-কার উচ্চারণে জীব গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যু ও ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর 'ধ' উচ্চারণে জীবের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং 'আ'কার উচ্চারণে লোক ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। অতএব 'শ্রীরাধা'-নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে জীবের অশেষ অকল্যাণ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ সামবেদে নিরূপিত 'শ্রীরাধা'-নামের আরও একটি সুন্দর ব্যুৎপত্তিগত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'রেফো' হি নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্॥
'ধ'-কারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টি-সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্॥
'আ'-কারস্তেজসাং রাশিং দানশক্তিং হরৌ যথা।
যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকাল-হরিস্মৃতিম্॥ (ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

জীব রাধা-নামের 'র'-কার উচ্চারণে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়া সেই সর্ব্ববাঞ্ছিত, সদানন্দময় সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা ভগবানের

শ্রীচরণে প্রীতি প্রাপ্ত হয় এবং 'ধ'-কার উচ্চারণে শ্রীহরির সমান ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিয়া নিত্যকাল তাঁহার সহিত একত্র বাস করেন। আর 'আ'-কার উচ্চারণে জীবের তেজোরাশি বৃদ্ধি হয় এবং যাবতীয় শক্তি ও নিরন্তর হরিস্মৃতি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ নিজেও বলিতেছেন—

'রা'-শব্দং কুর্ব্বতস্তস্তো দদামি ভক্তিমুত্তমাম্।
'ধা'-শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ্ যামি শ্রবণ-লোভতঃ॥ (ব্রঃ বৈঃ পুরাণ)

'রাধা'-নামের 'রা'-শব্দ উচ্চারণে আমি উত্তমাভক্তি দান করি, আর 'ধা'-শব্দ উচ্চারণে সেই অপূর্ব্ব নাম শ্রবণ লোভে উচ্চারণকারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি।

মম নাম-শতেনৈব রাধানাম সদুত্তমম্।
যঃ স্মরেত্তু সদা রাধাং ন জানে তস্য কিং ফলম্॥
(ক্রমদীপিকায় চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

আমার শত নাম অপেক্ষাও রাধা-নাম শ্রেষ্ঠ। অতএব এতাদৃশ মঙ্গলময়ী শ্রীরাধাকে যে স্মরণ করে তাহার যে কি ফল হয়, তাহা আমি বলিতে সমর্থ নহি।

শাস্ত্র আরও বলেন—

রাধা-রাধেতি কুর্য্যাত্তু রাধা-রাধেতি পূজয়েৎ।
রাধা-রাধেতি যন্নিষ্ঠা রাধা-রাধেতি জল্পতি।
বৃন্দারণ্যে মহাভাগো রাধা-সহচরী ভবেৎ॥

যাঁহার রাধা-রাধাই কথন, রাধা-রাধাই পূজা, রাধা-রাধাই নিষ্ঠা এবং রাধা-রাধাই স্মরণ, সেই মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহচরীত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

যঃ পুমান্ অথবা নারী রাধাভক্তি-পরায়ণঃ।
ভূত্বা বৃন্দাবনে বাসঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সঙ্গিনী॥
ব্রজবাসী ভবেৎ সোঽপি রাধাভক্তি-পরায়ণঃ।
তস্যালাপপ্রয়োগাচ্চ মুক্তবন্ধো ভবেন্নরঃ॥

কি পুরুষ, কি নারী, যে কেহ রাধাভক্তিপরায়ণ হইলে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সঙ্গিনী হইবার সৌভাগ্য পান। এমন কি, এই ব্রজবাসী ভক্তজনের সঙ্গালাপেও মানব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করেন।

পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিবজীও বলিতেছেন—

ব্রহ্মাদীনাং মহারাধ্যাং দূরতঃ সেবতে সুরঃ।
তাং রাধিকাং যো ভজতে দেবর্ষে তং ভজাম্যহম্ ॥
তদালাপং কুরুস্বেব জপস্ব মন্ত্রমুত্তমম্।
অহর্নিশং মহাভাগ কুরু রাধেতি কীর্ত্তনম্ ॥
রাধেতি কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেন সহ যো নরঃ।
তন্মাহাত্ম্যং ন শক্যোঽহং বক্তুং শেষোঽত্র নৈব চ ॥

হে নারদ! যিনি ব্রহ্মাদিরও মহারাধ্যা, দেবতাগণ দূর হইতে যাঁহার আরাধনা করেন, সেই সর্ব্বপূজ্যা শ্রীরাধার উপাসনা যিনি করেন আমি তাঁহাকে ভজনা করি। হে মহাভাগ! তুমি 'রাধা'—এই সর্ব্বোত্তম মন্ত্র জপ ও অহর্নিশ কীর্ত্তন কর। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নামের সহিত শ্রীরাধানাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার মহিমা আমি বলিতে সমর্থ নহি; এমন কি, অনন্তদেবও বলিতে সমর্থ নহেন।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজজন জগদ্গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—

রাধিকা-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি ॥
জয় জয় 'রাধা-নাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁর ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেমকথা,
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তার নাম ॥
কৃষ্ণ নামগানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্যকথা দ্বন্দ্ব ॥ (শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

সিদ্ধ। সুতরাং সেই Beginningless, Eternal বস্তু যে নিরাকার নহেন, একথা ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ কিভাবে অস্বীকার করিবেন ?

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার মুখবন্ধের (Introductory essay) ৬২ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"When we are emptied of our self (?) God takes possession of us. The obstacles to this God-possessions are own virtues, pride, knowledge, our subtle demands, our unconscious assumptionss and prejudices."

অতএব তাঁহারই যুক্তিদ্বারা আমরা তাঁহাকে বলিতে পারি যে, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ নিজের অনবধানতার জন্য এবং পূর্ব্ব-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে দেহ-দেহী-ভেদরূপে দর্শন করিয়াছেন। তিনি এখনও পর্য্যন্ত জড়াহঙ্কার-বর্জ্জিত নহেন (emptied of self)। সুতরাং স্বোপার্জ্জিত virtues, pride, knowledge এবং subtle demands এবং unconscious assumptions and prejudices সবই যেমনটি তেমনই আছে। তিনি নিশ্চয় মায়াবাদ সংস্কারের দ্বারাই চালিত হইয়াছেন—প্যারম্পর্য্য তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। আর একদিকে বিচার করিলে আমরা একথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারি যে, মায়াবাদের আদি-পিতা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য 'জগৎ মিথ্যা' প্রমাণ করিয়া সন্ন্যাস, বৈরাগ্য আদির বৈশিষ্ট্যের উপরই অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি মিথ্যাভূত জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যদি তাঁহার মায়াবাদ-দর্শনের আধুনিক বিপর্য্যয় দর্শন করেন, তাহা হইলে হয় ত' নিজেই লজ্জিত হইয়া যাইবেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন যে তাঁহার সংস্কার দ্বারা চালিত হইয়াছেন, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। কারণ তিনি নিজেই তাঁর introductory essay (page 25) তে এইরূপ লিখিয়াছেন যথা :— "The emphasis of the Gita is on the Supreme as the PERSONAL GOD who creates the perceptible world by His Nature (Prakriti). He resides within the heart of every being. He is the enjoyer and lord of sacrifices. He stirs our heart to devotion and grants our prayers. He is the source and restrainer of values. **He enters into personal relations with us in worship and prayer.**"

ভগবদ্‌গীতার তাৎপর্য্য এইভাবে স্বীকার করিবার পরও যে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী ভেদ করিয়াছেন ইহা পূর্ব্ব সংস্কার এবং জড়বিদ্যার ফল ছাড়া আর কি হইতে পারে? Supreme Absolute অদ্বয়জ্ঞানের দেহ-দেহী ভেদ করা, ইহা কান্ দেশীয় অদ্বৈতবাদ?—তাহা আমরা ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের নিকট হইতে জানিতে পারি কি? ইচ্ছা-দ্বেষদ্বারাই প্রভাবান্বিত হইয়া স্বর্গে আসিতে হয়; সুতরাং সেই ইচ্ছা-দ্বেষ দ্বারপথে যে cult of pride and prejudice তৈয়ারী হয়, তাহারই নাম মায়া। "কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥" ভগবান্ যখন স্বয়ং সর্ব্বদেহে বর্ত্তমান ক্ষেত্রজ্ঞ, তখন তাঁহার দেহে আবার কে বসিবে? ভগবদ্‌গীতায় ভগবানের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ভগবান্ নিজেই যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা ডাঃ নিজের জড়বিদ্যার দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। এই প্রকার অপচেষ্টার দ্বারা জগতে বিদ্যা বিতরণের অভিনয়ে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ অবিদ্যার প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মত মহান্ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উচিত হয় নাই।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই তিনই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব—একাত্মা ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ জানেন না, বলিলে আমরাই হাস্যাস্পদ হইব। সুতরাং সেই ভগবান্ যখন আসেন তখন কিভাবে তিনি মায়িক হন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গীতায় স্পষ্টই লিখা আছে যে, তিনি আত্মমায়াদ্বারা আবির্ভূত হন এবং নিজ প্রকৃতি বা স্বরূপেই অবতীর্ণ হন। এবং যেহেতু তিনি নিজে যেমনটি তেমনটিই (আকৃতি প্রকৃতি এক পর্য্যায়) আসেন, সেহেতু তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই, ইহাই স্পষ্ট লিখা আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম যে দিব্য বা প্রাকৃত বা জড়াতীত, একথাও স্পষ্ট লিখা আছে। এবং তিনি শাশ্বত, আদিপুরুষ, পরমব্রহ্ম, পরম পবিত্র—একথাও লিখা আছে। জীব-'ব্রহ্ম' মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়—একথা স্বীকার করি; কিন্তু পরমব্রহ্ম যদি মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন, তাহা হইলে মায়াই ত' ব্রহ্ম অপেক্ষা পরতত্ত্ব হইয়া যায়? (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

———

শ্রীশ্রীরাধা-ঠাকুরাণী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭০ পৃষ্ঠার পর)

অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্॥

(শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকৃত স্বনিয়মদশকম্ ৬)

এই শ্লোকের অর্থে শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর গাহিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ডাদি মধ্যে রাধা নাম মনোহর।
স্ফূর্ত্তি হইয়াছে তাহা সদা নিরন্তর॥
আগমে নিগমে যেই রাধার গুণগণ।
নারদাদি মুনি করে যে নাম কীর্ত্তন॥
হেন রাধা-পাদপদ্ম করি অনাদর।
গোবিন্দ ভজনে যার বাঞ্ছা নিরন্তর॥
হেন রাধা নাহি ভজে কৃষ্ণে করে রতি।
সেই ত কপটী দম্ভী অতি মূঢ়মতি॥ (কর্ণামৃত)

পদ্মপুরাণও বলেন—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

যে ব্যক্তি গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় ভক্তগণকে অর্চ্চনা না করে, তাহাকে বৈষ্ণব মনে না করিয়া কেবল দাম্ভিক বলিয়া জানিবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদও স্বকৃত 'শ্রীরাধারসসুধানিধি'-গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাদেবীর অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যো ব্রহ্ম-রুদ্র-শুক-নারদ-ভীষ্মমুখৈ-
রালক্ষিতো ন সহসা পুরুষস্য তস্য।
সদ্যো বশীকরণ চূর্ণমনন্তশক্তিং
তং রাধিকা-চরণরেণুমনুস্মরামি॥ (শ্রীরাধারস-সুধানিধি-৪)

ব্রহ্মা, শিব, শুকদেব, নারদ ও ভীষ্ম প্রভৃতি ভাগবতগণও সহসা যাঁহার

দর্শন লাভ করিতে পারেন না, সেই পরম-পুরুষের বশীকরণকারী অনন্তশক্তি-সম্পন্ন চূর্ণৌষধির ন্যায় শ্রীরাধিকার চরণরেণুকে আমি অনুস্মরণ করি।

রাধানামৈব কার্য্যমনুদিনমিলিতং সাধনাধীশ-কোটি-
স্ত্যাজ্যো নীরাজ্য রাধাপদকমলসুধাং সৎপুমার্থাগ্রকোটিঃ।
রাধাপাদাব্জ-লীলাভুবি জয়তি সদামন্দমন্দারকোটিঃ
শ্রীরাধাকিঙ্করীণাং লুঠতি চরণয়োরদ্ভুতা সিদ্ধিকোটিঃ॥ (ঐ ১৪৬)

অনুদিন শ্রীরাধার নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার সৌভাগ্য হইলে কোটি শ্রেষ্ঠ-সাধনও পরিত্যাজ্য হইয়া যায় এবং রাধা-পদকমল-সুধা নিরাজন করিয়া কোটি সৎপুরুষার্থসমূহও পরিত্যাজ্য হয়। যেহেতু, রাধাপাদাব্জ-লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে অমন্দ কোটি কল্পতরু সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং শ্রীরাধাকিঙ্করীগণের চরণে অদ্ভুত সিদ্ধিকোটি সদা বিলুণ্ঠিত।

অনুল্লিখ্যানন্তানপি সদপরাধান্ মধুপতি-
র্মহাপ্রেমাবিষ্টস্তব পরমদেয়ং বিমৃশতি।
তবৈকং শ্রীরাধে গৃণত ইহ নামামৃতরসং
মহিম্ন কঃ সীমাং স্পৃশতি তব দাস্যৈকমনসাম্॥ (ঐ ১৫৫)

হে শ্রীরাধে! যে ব্যক্তি তোমার নামামৃত একবার গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসংখ্য অপরাধকেও গণনা না করিয়া তাহাকে কি অমূল্য বস্তু দেওয়া যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। অতএব রাধে, তোমার দাস্যেই যাঁহারা একান্ত-চিত্ত হইয়াছেন, তাহাদের মহিমার কথা কে বলিতে সমর্থ হইবে?

যজ্জাপঃ সকৃদেব গোকুলপতেরাকর্ষকস্তৎক্ষণাৎ
যত্র প্রেমবতাং সমস্তপুরুষার্থেষু স্ফুরেত্তুচ্ছতা।
যন্নামাঙ্কিত-মন্ত্রজাপনপরঃ প্রীত্যা স্বয়ং মাধবঃ
শ্রীকৃষ্ণোঽপি তদদ্ভুতং স্ফুরতু মে রাধেতি বর্ণদ্বয়ম্॥ (ঐ ৯৫)

যাহা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণও তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, যাহাতে প্রীতি-সম্পন্ন হইলে সমস্ত পুরুষার্থে তুচ্ছতা বোধ হয়, স্বয়ং মাধব শ্রীকৃষ্ণও যাঁহার নামাঙ্কিত মন্ত্র প্রীতি-পূর্ব্বক জপ করিয়া থাকেন, সেই অত্যদ্ভুত "রাধা" এই বর্ণদ্বয় আমার জিহ্বায় স্ফুরিত হউক।

কালিন্দীতট-কুঞ্জ-মন্দিরগতো যোগীন্দ্রবৎ যৎপদ-
জ্যোতির্ধ্যানপরঃ সদা জপতি যাং প্রেমাশ্রুপূর্ণো হরিঃ।
কেনাপ্যদ্ভুতমুল্লসদ্রতিরসানন্দেন সম্মোহিতা
সা রাধেতি সদা হৃদি স্ফুরতু মে বিদ্যা পরাদ্ব্যক্ষরা॥ (ঐ ৯৬)

বন্দে গুরু-পাদদ্বন্দ্বং ভক্তবৃন্দ-সমন্বিতম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ-সহোদিতম্॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে রাধিকা-চরণদ্বয়ম্।
গোপীজন-সমাযুক্তং বৃন্দাবন-মনোহরম্॥ (শ্রীল শ্রীরূপপ্রভু)
বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদি-সুরবন্দিতম্।
যৎকীর্ত্তিকীর্ত্তনেনৈব পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

"দেবর্ষি-কৃপায় ব্যাধ ভক্তি পায়"

স্নানার্থে প্রয়াগে, যা'ন বন-পথে, একদা দেবর্ষি নারদ।
হেরেন সহসা, ধড়ফড়ে' তথা, মৃগ এক বাণবিদ্ধ॥
কিছুদূরে তা'র, একটি শূকর, তেমতি ধড়ফড় করে।
আরো দূরে এক, নিরীহ শশক, ভগ্ন-পদে রহে পড়ে'॥
হেন জীবগণে, ব্যথা পায় মনে, দেখি' তা' দয়ালু ঋষি।
চাহিতেই দূরে, হেরি' বৃক্ষ-'পরে, ব্যাধে কহেন সম্ভাষি'—॥
"জাগিল সংশয়, খণ্ডা'তে যে তায়, এনু আমি তব পাশে।
আধ-মরা কেন, কর জীবে হেন, যদি ইচ্ছা প্রাণী-নাশে॥
হেরি' দেবর্ষিরে, মৃগ গেছে সরে, ব্যাধের লক্ষ্য ছিল যা'।
তাই ক্রুদ্ধ ব্যাধ কহে,—"ঐছে কাজ, পিতার কাছে মোর শেখা॥
অর্দ্ধমরা জীব, কৈলে ধড়ফড়, যেতে দেরী লাগে প্রাণ।
তা' দেখি অন্তরে, আনন্দ যে বাড়ে, 'মৃগারি' আমার নাম॥"
কহেন দেবর্ষি, "তব পাশে মাগি, এক বস্তু মাত্র দান।"
ব্যাধ কহে'—"যদি লইবে মৃগাদি, লহ, যাহা চাহে প্রাণ॥
মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বর, যাহা চাহ আর, তাও দিতে আমি পারি।"
কহিলেন ঋষি,— "ইহা নাহি চাহি, অন্য দান দেহ তারি'॥
কালি হৈতে এবে, যে মৃগ বধিবে, অর্দ্ধমরা নাহি কর।
ব্যথা পায় জীবে, বধিলে এমতে, কেন এ কুকর্ম্ম কর??

কদর্থ না দিয়া, প্রাণীরে বধিয়া, যে পাপ যাইছ করি'।
তা'রাও এভাবে, তোমারে মারিবে, জন্ম-জন্মান্তর ধরি' ॥"
শুনি হেন বাণী, সে ব্যাধ তখনি, কহিল,—"কেমনে তরি ?
এ পাপ অপার, করহ নিস্তার, তব দু'টি পা'য় পড়ি।"
ক'ন ঋষি তবে,— "যদি নিস্তারিবে, রাখ তবে মোর বচন।
মোর কাছে আগে, ভাঙ্গ সে ধনুকে, তবে উপায় নির্দ্ধারণ ॥"
ব্যাধ কহে তবে,— "ভাঙ্গিলে ধনুকে, বাঁচিব কেমনে স্বামি ?"
কহেন নারদ,— "ভাবনা কি তব, নিত্য অন্ন দিব আমি।"
ভক্ত-ব্যাধ তবে, সেই ঋষি-পাশে, ধনুক ভাঙ্গিল তার।
ঋষি-উপদেশে, ধনাদি নিঃশেষে, দানিল ব্রাহ্মণে আর ॥
এক খণ্ড করি,' বস্ত্র দোঁহে পরি,' বাহির হইলা ধীরে।
হরিনাম নিতে, রয় স্ত্রী-পুরুষে, কুঞ্জ বাঁধি' নদী-তীরে ॥
তুলসী সেবিতে, কীর্ত্তন গাহিতে, দিন যে ফুরায়ে যায়।
'বৈষ্ণব' নামেতে, খ্যাতি হৈলা এবে, গ্রামী সবে অন্ন দেয়।
দেবর্ষি এদিকে, তিন মৃগাদিকে, সুস্থ করি' ছাড়ি' দিয়া।
যা'ন নিজস্থানে, আনন্দিত-মনে, ব্যাধেরে নির্দ্দেশ দিয়া ॥
নারদ একদা, পর্ব্বতে কহেন, "শিষ্য এক আছে জানি।
চল, আসি দেখে, সে মোর ভক্তে, ভক্তি তার কতখানি ॥"
আসিতে দু'জনে, সেই ব্যাধ-স্থানে, হৈল ব্যাধ পুলকিত।
গুরু প্রণমিতে, আসিতে সে-পথে, পিপীলিকা রহে কত।
তবে ব্যাধ তার, বস্ত্রখণ্ড দিয়া, স্থান ঝাড়ি' নিল তাই।
হৈলা দণ্ডবৎ, দেখি' তা' নারদ, ক'ন— ভক্ত-লক্ষণ এই ॥
অঙ্গেনেতে আনি', কুশাসন দানি', তাঁ'দেরে বসাইল ব্যাধ।
স্ত্রী-পুরুষে মিলে, জল আনি ঢালে, ধৌত করে দোঁহার পদ ॥
সেই জল পিয়া, শিরেতে লইয়া, গাহে কৃষ্ণনাম উভে।
দু'বাহু তুলিয়া, বিভোর হইয়া, প্রেমে নাচে ভক্তি-ভাবে ॥
ব্যাধের ভক্তিতে, প্রীত হৈয়া তবে, ক'ন পর্ব্বত-মহামুনি,—
"হে ঋষি নারদ, ধন্য ভক্ত তব, যৈছে তুমি স্পর্শমণি ॥"

শুধান নারদ, ব্যাধের খোরাক, কেমনে জুটিছে এবে ?
কহে ব্যাধ তাঁয়, "সেই অন্ন দেয়, পাঠাও তুমি যা'রে যবে।
দোঁহার যোগ্য, পাইলে ভক্ষ্য, আর কিছু নাহি চাই।"
কহেন দেবর্ষি,— "হৈনু বড় খুশী, তব সম ভক্ত নাই॥"
কহি' এত বাণী, দু'জনে অমনি, হৈলা অন্তর্দ্ধান তবে।
ভাগ্যবান্ ব্যাধ, হেরিল সাক্ষাৎ, শ্রেষ্ঠ ঋষিদ্বয়ে এবে॥
দেবর্ষি-কৃপায়, ব্যাধ ভক্তি পায়, হৈল নিঃস্ব অকিঞ্চন।
শ্রীনাম-কীর্ত্তনে, পেল জ্ঞান মনে,—"ভক্ত-পালক ভগবান্॥"

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

উপনিষদ্-বাণী

মুণ্ডক (১)

এই উপনিষৎ অথর্ব্ববেদের শৌনকী শাখান্তর্গত। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মাকে প্রকট করেন। ব্রহ্মা হইতে দেব, ঋষি, প্রজাপতি আদির উৎপত্তি। তিনি ভগবানের নিকট হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অথর্ব্বা-ঋষি সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গী-ঋষিকে এবং অঙ্গী তাহা ভরদ্বাজ-বংশীয় সত্যবহকে প্রদান করেন। ঐ ব্রহ্মবিদ্যা পরম্পরাক্রমে অঙ্গিরা ঋষি প্রাপ্ত হন।

শৌনক নামক এক বিশেষ বিদ্বান্ ঋষি ছিলেন। তাঁহার ঋষিকুলে ৮৮ হাজার ঋষি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইবার উদ্দেশে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সমিৎপাণি হইয়া অঙ্গিরার শরণাপন্ন হন। তিনি বিনীতভাবে অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করেন,—ভগবন্! কোন্ বস্তুর জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত আদি সমস্ত বস্তুর জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটে; তাহা কৃপা-পূর্ব্বক উপদেশ করুন।

অঙ্গিরা শৌনককে কহিলেন—ব্রহ্মবিদ্‌গণ দুই প্রকার বিদ্যার কথা বলিয়া থাকেন—পরা ও অপরা বিদ্যা। তন্মধ্যে যাহা হইতে ইহ ও পরলোক সম্বন্ধী ভোগ এবং তৎপ্রাপ্তি-সাধনের উপদেশ আছে, যাহাতে ভোগের স্থিতি, ভোগের উপভোগ করিবার বিধি, ভোগ-সামগ্রীর রচনা বিধি এবং তাহা উপলব্ধির

নানাপ্রকার সাধন আছে, তাহাকে অপরা-বিদ্যা বলে। ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্বাদি চারি বেদ এবং ছয় বেদাঙ্গ সবই অপরা বিদ্যা। বেদে যজ্ঞের বিধি ও তাহার ফল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। জাগতিক সমস্ত পদার্থেরই বেদে বর্ণনা আছে। বেদের যথার্থ উচ্চারণ করিবার বিধি যাহাতে আছে, তাহার নাম **'শিক্ষা'**। যাহাতে যাগ-যজ্ঞাদির বিধি আছে তাহার নাম **'কল্প'**। লৌকিক ও বৈদিক শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগপূর্ব্বক শব্দ-সকল সাধনের প্রক্রিয়া, শব্দার্থবোধ এবং শব্দ-প্রয়োগাদির নিয়ম যাহাতে আছে তাহাকে **'ব্যাকরণ'** বলে। বৈদিক শব্দকোষের নাম **'নিরুক্ত'**। বৈদিক ছন্দের জাতি ও ভেদ বর্ণনকারীর-গ্রন্থকে **'ছন্দ'** বলে। গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্থিতি, গতি ইত্যাদি এবং আমাদের সহিত ঐসকলের সম্বন্ধ বর্ণনকারী বেদাঙ্গ **'জ্যোতিষ'** শাস্ত্র নামে খ্যাত। এই প্রকারে চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ সমস্তই **অপরা বিদ্যা**, আর যাহার দ্বারা পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহার নাম **পরা বিদ্যা**। তাহাও বেদেরই অন্তর্গত। একমাত্র বেদ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র নাই; যদি কিছু থাকে, তাহা জীব মোহনার্থ জানিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উক্তি—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্রগুরু অন্তর্যামী রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা,—জীবের হয় জ্ঞান॥

ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া থাকে। তাহা বেদ ব্যতীত অন্যকিছু নহে। তথাপি ঐসমস্ত বেদের মধ্যে জীবের ভোগার্থ-সাধিকা বিদ্যার উপদেশসকল অপরা বিদ্যা, আর যে উপদেশগুলি কেবলমাত্র পরমার্থ বিষয় লইয়া বর্ণিত তাহাই পরা বিদ্যা।

সেই অবিনাশী ব্রহ্মের স্বরূপ কি-প্রকার, তদুত্তরে বলিতেছেন,—যাহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃ-শ্রোত্র, অপাণিপাদ, নিত্য বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয় ও ভূতযোনি, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে জ্ঞানিজন দর্শন করেন। সাধারণের দৃষ্টি গোচর হন না বলিয়া তিনি অদৃশ্য। জাগতিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না বলিয়া অগ্রাহ্য। জাগতিক বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) হইতে অতীত বলিয়া অবর্ণ, প্রাকৃত চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদিরহিত বলিয়া অচক্ষুঃ-শ্রোত্র, কিন্তু তাঁহার চিন্ময় ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান। প্রাকৃত পাণি-পাদরহিত

বলিয়া অপাণিপাদ, কিন্তু অন্যত্র "অপাণিপাদো জবনো গ্রহিতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণ্যোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" মন্ত্রে তাঁহার পাণি-পাদাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আছে জানা যায় বলিয়া তিনি প্রাকৃত হস্তপদাদিশূন্য, কিন্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্তিত। কেননা জ্ঞানিগণের দৃশ্য হইলে তাঁহাকে অদৃশ্য বলা যায় কিরূপে ? আকাররহিত বস্তুর দর্শন কি-প্রকারে সম্ভব ? সেই পুরুষোত্তম হইতে জগৎ কি-প্রকারে উৎপন্ন হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই পরমেশ্বর জড়-চেতনাত্মক সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। যেমন মাকড়সা উদর হইতে জাল বিস্তার করে আবার তাহা নিজ উদরে প্রবেশ করাইয়া লয়, তদ্রূপ পরমেশ্বর নিজ স্বরূপে সূক্ষ্মভাবে লীন জগৎকে সৃষ্টিকালে প্রকাশ করেন, আবার প্রলয় সময়ে নিজ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। অন্য দৃষ্টান্ত—যেরূপ পৃথিবী হইতে তৃণ-লতা-বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, পুনশ্চ তাহাদের বীজ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার উহাদের জন্মের হেতু হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। সেখানে ভগবানের কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব অথবা নির্দ্দয়তা নাই। তৃতীয় উদাহরণ—যেরূপ মনুষ্যাদির শরীর হইতে কেশ-রোম-নখাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, উহার অন্য কোন কার্য্য নাই, তদ্রূপ এই জগৎ স্ব-স্বভাববশে পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়। জগতের উৎপত্তি কাল উপস্থিত হইলে পরমেশ্বর উহার ঈক্ষণার্থ সংকল্প করেন, তাহাকে 'তপ' বলা হয়। সেই তপঃ প্রভাবেই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও বৃত্তির হেতুভূত অন্ন উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে প্রাণ,মন আকাশাদি পঞ্চভূত, সমস্ত প্রাণী, তাহাদের বাসস্থান, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগফল সমস্তই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সেই পরমেশ্বর সকল বস্তুকে বিশেষরূপে জানেন। তাঁহার একমাত্র স্বাভাবিক জ্ঞানই 'তপ'। জাগতিক ব্যক্তিগণের মত কঠোর তপস্যা করার প্রয়োজন হয় না। এজন্য তাঁহার সঙ্কল্পকেই 'তপ' বলা হইয়াছে। তাঁহার সেই সঙ্কল্পরূপ 'তপ' হইতেই স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়।

এক্ষণে অপরা বিদ্যার বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে—যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সাধনের উপদেশ সাধারণতঃ ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদে বর্ণিত আছে, এজন্য উহা 'ত্রয়ী' নামে খ্যাত। জাগতিক উন্নতিকামী ব্যক্তি এই বেদবিধি উত্তমরূপে জানিয়া কর্ম্মের সাধন করিবে। আলস্য ও প্রমাদবশে পশুবৎ

জীবনযাপন করা কর্ত্তব্য নহে। বেদোক্ত অন্যান্য কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র। অধিকারী মনুষ্য প্রত্যহ নিয়মিতরূপে অগ্নিহোত্র করিবে। যখন দেবগণকে হবিঃ প্রদানার্থ উত্তমরূপে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তখন আজ্যভাগ ছাড়িয়া মধ্যভাগে আহুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। (যজুর্বেদানুসারে প্রজাপতির জন্য মৌনভাবে এক আহুতি এবং ইন্দ্রের জন্য 'আধার' নামক দুই আহুতি প্রদানের পর অগ্নি ও সোমদেবতার জন্য দেয় দুই আহুতির নাম আজ্যভাগ। ঐ আহুতিদ্বয় উত্তর পূর্ব্বার্দ্ধ ও দক্ষিণ পূর্ব্বার্দ্ধে দিবার নিয়ম।) অর্থাৎ মধ্যভাগে যথেষ্ট আহুতি দিয়া সেই অগ্নিকে উত্তমরূপে প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোম করা কর্ত্তব্য। তাহা শান্ত বা নির্ব্বাপিত হইলে হোমকার্য্য সাধিত হইবে না।

নিত্য অগ্নিহোত্রকারী মনুষ্য যদি দর্শ, পৌর্ণমাস যজ্ঞ, চাতুর্মাস্য যাগ, এবং শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে কৃত আগ্রয়ণ যজ্ঞ না করে, যদি যজ্ঞশালাতে উপস্থিত অতিথির বিধিপূর্ব্বক সৎকার না করে, নিত্য যথাসময়ে বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সপ্তলোক প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহা হইতে সপ্তশিখা প্রকাশিত হয়। সেই শিখা-সকলের নাম—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধুম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূচী। এই সপ্তশিখা অগ্নির সপ্ত জিহ্বা বলিয়া খ্যাত। যে-সকল সাধক এই সপ্তজিহ্ব অগ্নিতে সময়মত বিধিপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করে, মৃত্যুকালে ঐ আহুতিসকল সূর্য্যকিরণ-রূপ ধারণ করিয়া সাধককে ইন্দ্রলোকে পৌঁছাইয়া দেয়। অর্থাৎ ঐ অগ্নিহোত্র স্বর্গসুখের সাধক। ঐ আহুতিসকল সাধককে এই বলিয়া আহ্বান করে,—এস, এস, এই তোমার শুভকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গলোক বর্ত্তমান। এই বলিয়া সাদরে উহাকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গধামে উপস্থিত হয়।

এক্ষণে ঐসকল স্বর্গভোগকে তুচ্ছ জানাইয়া সাধকের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ বলিতেছেন—এই সকল অষ্টাদশ প্রকার যজ্ঞরূপী নৌকা অদৃঢ়। এসকলের দ্বারা ভবসাগর পার হওয়া যায় না, কিন্তু ইহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দনকারী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জরামৃত্যুর বশীভূত হয়। যে-প্রকার অন্ধব্যক্তির দ্বারা চালিত অপর অন্ধ নিজ অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু গর্ত্ত, বৃক্ষ, দেওয়াল প্রভৃতিতে পতিত বা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পায়, সেইরূপ অপরা-বিদ্যা বা অবিদ্যাগ্রস্ত জীব স্বর্গসুখকে বহুমানন করিয়া স্বর্গভোগাবসানে পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি বিবিধ দুঃখপূর্ণ যোনিতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয় এবং

অনেক জন্ম ধরিয়া সেই সকল যোনিতে দুঃখ পায়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা বারম্বার দুঃখ পাইতে থাকিলেও তাহাদের চেতন হয় না; কেন না, তাহারা ইহলোক ও পরলোকের সাধনরূপ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানতৎপর থাকিয়া তাহাতেই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। তাহারা ভোগে অত্যন্ত আসক্ত থাকে, এজন্য সাংসারিক উন্নতি ব্যতীত অন্য কোন শ্রেয়ঃ জানে না। পরমাত্মাকে অবগত হইলে পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারা যায়, এসকল বোধ তাহাদের নাই। এসকল লোককে শ্রীমদ্‌ভাগবত 'গৃহব্রত' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০)

অর্থাৎ—শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন, যে সকল গৃহ-ব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়-সমূহদ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্ব্বিত সুখ-দুঃখ বারংবার চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ অসৎ গুরুক্রবের উপদেশে, কিংবা নিজ-চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে, কোন রূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩১)

অর্থাৎ—যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগদুষ্ট হইয়াছে ও বহির্বিষয়াসক্ত কামিগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছে, তাহারা পরমপুরুষার্থ-লিপ্সু জনগণের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জ্ঞাত নহে। সুতরাং অন্ধ-চালিত অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ঐসকল ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদরূপ দীর্ঘরজ্জুর সংহিতা-ব্রাহ্মণাদিরূপ মহাসূত্রে কাম্যকর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

অতিশয় ভোগী জীব ইষ্টাপূর্ত্তকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন মনে করিয়া থাকে। যজ্ঞকে ইষ্ট এবং কূপ-পুষ্করিণী খনন, নলকূপ তৈরী করা, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণাদিকে 'পূর্ত্ত' বলে। জগতের জীব কিরূপে জাগতিক ভোগ প্রাপ্ত

হইবে তাহারই চেষ্টা, তাহারই সাধনে তৎপর থাকে এবং ঐসকলের উপদেশ প্রদানকারী বা সহায়তাকারী—ভোগে ইন্ধন প্রদানকারী ব্যক্তিগণকেই প্রকৃত সাধুর আসনে বসাইয়া থাকে; কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্তকে বহুমাননকারী ব্যক্তি স্বর্গপৃষ্ঠে বিবিধ ভোগ উপভোগান্তে মনুষ্যলোক অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট পশুপক্ষী আদি যোনিতে গমন করিতে বাধ্য হয়।

উপরিউক্ত ভোগের অতিরিক্ত অন্য সাধন আছে। তাহা মনুষ্য-জীবনের মহত্ত্ব-অনুভবী মহাত্মগণেরই বেদ্য। তাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বনে গমন করেন অথবা উত্তম স্বভাবযুক্ত গৃহস্থ হইয়া কিম্বা ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী বা যতিধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর তপ ও শ্রদ্ধার সেবা করেন অর্থাৎ শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে শম-দমাদি সাধনে সম্পন্ন হইয়া শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরের প্রাপ্তির জন্য তপঃ অর্থাৎ কঠোর সাধনে তৎপর থাকেন। তাঁহারা রজ-তমোগুণশূন্য হইয়া সূর্য্যদ্বারে—অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে নীত হন। যথায় পরমেশ্বর অবস্থান করেন সেই-স্থানে তাঁহাদের নিত্যস্থিতি লাভ ঘটে।

নিজ কল্যাণকামী ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোকের সুখকে তুচ্ছ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য যে ঐহিক, পারত্রিক লোকসকলে প্রাপ্য সুখ অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ। তাহা অবগত হইয়া তাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপসন্ন হইয়া ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানলাভার্থ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তখন সেই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা শান্ত শরণাগত ভক্তকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। তদ্দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবের চরম কল্যাণ লাভ হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৪ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ৮২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ৮২ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

ভ্রাতৃদ্বয় রূপ-সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণ-সেবায় আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন। শ্রীল জীবপাদের পিতা অনুপম কোন যুক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীল জীবপাদের সমপর্য্যায়ে উপশাখারূপে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন,—ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীল মুরারি-গুপ্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, যাহা এই প্রবন্ধের ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, অনুপমের সহিত শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনেরও ঠিক অনুরূপ আলোচনাই কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৩০-৪৩ সংখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থ বিস্তার-ভয়ে এবং পুনরুক্তির জন্য এস্থলে তাহা মুদ্রিত হইল না।

(৬) গৌড়ীয়গণের উপাস্য **পঞ্চতত্ত্বের** অন্যতম **শ্রীবাস পণ্ডিতের** কথাও এস্থলে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের এই প্রবন্ধের ৬৯ পৃষ্ঠায় সুন্দরানন্দের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশের মধ্যে (২) ও (৩) অনুচ্ছেদের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীজীবপাদের তত্ত্ব এক ব্যতীত দুই নহে। এবং জীব ও প্রকৃতিকে তত্ত্ব বলিলে অদ্বয়তার হানি হয়।" অথচ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গৌড়ীয়ের একমাত্র মালিক ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর কড়চা হইতে—"**পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্।**

ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥—শ্লোকটী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা, ১ম ও ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধার করিয়া তত্ত্বের একত্বের পরিবর্ত্তে পঞ্চতত্ত্বের কথাই সুস্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু পাঁচটী তত্ত্বের কথা বলিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি সগৌরবে বলিয়াছেন,—

'রস আস্বাদিতে **তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ**।'*

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি ॥
চতুর্থ যে ভক্ত-তত্ত্ব,—'আরাধক' করি' জানি ॥

* শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদি ৭।৫

শ্রীবাসাদি যত কোটী কোটী ভক্তগণ ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্ব-মধ্যে তা'সবার গণন ॥ *

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই বাক্যগুলি হইতে তত্ত্বের একত্ব কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না। বিদ্যাবিনোদের কথা মানিয়া লইতে হইলে, কবিরাজ গোস্বামীর সহিত শ্রীল জীব গোস্বামীর তত্ত্ব-বিচারে কোনপ্রকার সামঞ্জস্য নাই—সাব্যস্ত হয়। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উভয়ের মতবিশেষের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করিবেন কি? সহজিয়াগণ প্রত্যক্ষভাবেই শ্রীজীবের সহিত কবিরাজ গোস্বামীর মতের ভেদ বর্ত্তমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহি। বস্তুতঃপক্ষে **সুন্দরানন্দের কথিত শ্রীল জীবপাদের নামে আরোপিত তত্ত্বের একত্ব প্রমাপক বাক্যসকল সর্ব্বৈব ভ্রান্তিমূলক**। আমরা তত্ত্ব ও তত্ত্ববাদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত শ্রীবাস-পণ্ডিতকে শ্রীল কবি কর্ণপূর **ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—"শ্রীবাসঃ পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ।†** রথযাত্রা-প্রসঙ্গে হেরা-পঞ্চমী-দিবসে শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথোপকথন এস্থলে বিশেষ আলোচনার বিষয়।—

শ্রীবাস হাসিয়া কহে,—শুন, **দামোদর** ।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ,—পুষ্প-কিসলয় ।
গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ—গুঞ্জাফল-ময় ॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ।
শুনি' লক্ষ্মী-দেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি' কেনে গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥
"তোমার ঠাকুর, দেখ, এত সম্পত্তি ছাড়ি'।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥

* অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ৪৪২ গৌরাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত', আদি, ৭ম পরিচ্ছেদ, ১৪-১৬।

† শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ-কর্ত্তৃক অম্বিকা-কালনা হইতে ৪৫৬ চৈতন্যাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা,' ২য় সংস্করণ, ৯০ শ্লোক, ২৭ পৃষ্ঠা।

এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ-শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ' আনি' ॥
এত বলি' লক্ষ্মীর সব দাসীগণে ।
কটি-বস্ত্রে বান্ধি' আনে প্রভুর নিজগণে ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি' করায় প্রণতি ।
ধন-দণ্ড লয়, আর করায় মিনতি ॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ।
চোর-প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥
সব ভৃত্যগণ কহে,—যোড় করি' হাত ।
'কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ' ॥
তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ-ঘর ।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্—বাক্য-অগোচর ॥
দুগ্ধ আউটি' দধি মথে তোমার গোপীগণে ।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্ন-সিংহাসনে !!
নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ।
শুনি' হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ-দাস ॥
প্রভু কহে,—শ্রীবাস, তোমাতে নারদ-স্বভাব ।
ঐশ্বর্য্যভাবে তোমাতে, ঈশ্বর-প্রভাব ॥
ইহোঁ দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধ-ব্রজবাসী ।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধ-প্রেমে ভাসি' ॥*

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, শ্রীবাস-পণ্ডিত প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরই উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়াও তিনি কি-প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উন্নত উজ্জ্বল-রস-প্রচারের বিরুদ্ধভাব প্রদর্শন করিলেন ? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (আঃ ৪।১৭) শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—**"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥" এই** বিচারই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শ্রীবাস-পণ্ডিত হেরাপঞ্চমী-দিবসে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া এবং তদ্ভাবে বিভাবিত-হৃদয়ে উন্নত-উজ্জ্বল-রসাশ্রিতা গোপীগণের উপর অত্যাচার দর্শন করিয়া আনন্দ

---

* গৌড়ীয় মঠ ৪র্থ সংস্করণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ, ২০৩-২১৭ সংখ্যা।

অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা শুধু তিনি অন্তরেই পোষণ করিয়াছিলেন এইরূপ নহে, তাঁহার হৃদয়ের সেই উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস অন্তরে আবদ্ধ রাখিতে অশক্ত হইয়া প্রকাশ্যভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গদাধরাদির নিকট আনন্দভরে উহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে স্পষ্টই ইহা প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং মতভেদ হইলেই তাঁহাকে সম্প্রদায় হইতে 'খারিজ' করিয়া দিতে হইবে—এরূপ বিচার সুসঙ্গত নহে। **বিশেষতঃ মূল তত্ত্ব-বিষয়ক ভেদ উপস্থিত না হইলে সম্প্রদায়-ভেদ বলা যাইতে পারে না। পরতত্ত্বের বিচার-ভেদ লইয়াই সম্প্রদায়-ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে।**

(চ) এতদ্ব্যতীত অদ্বয়বাদী বা অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা হইলেও তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অথবা শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিশ্বের যাবতীয় দার্শনিক সাম্প্রদায়িক-গণের নিকট সুপরিচিত। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। সূক্ষ্ম দার্শনিকগণ তাঁহাকে কেবলাদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী, মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মবাদী, শূন্যবাদী প্রভৃতি বিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর নিজে বৌদ্ধ গৌড়পাদের প্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহার শূন্যবাদের সহিত ব্রহ্ম-বাদের মিল রাখিয়াই স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। শঙ্করের পরমগুরুর সহিত বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কিছু মতভেদ স্থাপিত হইলেও উভয়েই এক সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া বিদ্বৎ-সমাজে পরিচিত। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলা হয়।

(ছ) আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার প্রতিভাবলে বহু শিষ্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক এবং তোটকই সর্ব্বপ্রধান। এই চারি জনের মধ্যে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর অদ্বৈতবাদ-চিন্তাস্রোতে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সুরেশ্বরের পূর্ব্বনাম মণ্ডন-মিশ্র। হস্তামলকের ও তোটকা-চার্য্যের পাণ্ডিত্যের পরিচয় সেরূপ নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরই শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের প্রধান উত্তরাধিকারী হইলেও উভয়ের মত-সাম্য ছিল না। "আচার্য্য শঙ্করের (উক্ত) শিষ্যদ্বয় হইতে দুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছে; যথা—পদ্মপাদাচার্য্যের শাখা ও সুরেশ্বরাচার্য্যের শাখা। **পদ্মপাদাচার্য্যের** ও **সুরেশ্বরাচার্য্যের** ব্যাখ্যা পৃথক্। যথা—শঙ্কর অধ্যাসের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।' ইহার

ব্যাখ্যায় পদ্মপাদাচার্য্য ও ভামতীকার **বাচস্পতি** মিশ্রের নানারূপ বিভিন্নতা আছে।"*

(জ) এস্থলে পদ্মপাদ, বাচস্পতি-মিশ্র, সুরেশ্বর প্রভৃতির পরস্পর মতভেদ অদ্বৈতবাদিগণই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার মতভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত—ইহাতে কাহারও কোনওরূপ আপত্তি নাই। নিম্নে আরও কয়েকটী মতভেদ উদাহৃত হইতেছে—

শঙ্করের **'অধ্যাস' বা 'অবভাস'** লইয়া **প্রকাশাত্মযতি ও অমলানন্দেরও** মতভেদ হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর অধ্যাসের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ'। কিন্তু 'অমলানন্দ' উক্ত সংজ্ঞায় আপত্তি স্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—'স্মৃতিরূপত্ববিশিষ্ট অবভাসত্ব'। পদ্মপাদ শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য হইয়াও তাঁহার গুরুদেবের সহিত তিনি মতভেদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার 'পঞ্চপাদিকার' ৭ম পৃষ্ঠায় অধ্যাসের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"স্মৃতে রূপমিব রূপমস্য, ন পুনঃ স্মৃতিরেব পূর্ব্বপ্রমাণবিষয়বিশেষস্য তথা অনবভাসকত্বাৎ।" সুতরাং শঙ্করের সংজ্ঞা ও পদ্মপাদের সংজ্ঞা এক নহে।

(ঝ) ইহা ছাড়া **মিথ্যাত্বের লক্ষণ** লইয়াও উক্ত আচার্য্যবর্গের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। পদ্মপাদ বলেন,—'সদসদ্ ভিন্নত্বং মিথ্যাত্বম্'। কিন্তু প্রকাশাত্মযতি বলেন,—'জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্ মিথ্যাত্বম্'। অর্থাৎ যাহা জ্ঞানে নিবর্ত্তিত হয়, তাহাই মিথ্যা। মধুসূদন সরস্বতীপাদ মিথ্যাত্বের পাঁচটী লক্ষণ 'অদ্বৈতসিদ্ধি'তে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রধান প্রধান অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান। তথাপি তাঁহারা কেহ শঙ্কর-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হইয়া পড়েন নাই।

(ঞ) প্রকৃতপ্রস্তাবে অদ্বৈতাচার্য্যগণের মধ্যে যে মতভেদ-মাত্রই বর্ত্তমান তাহা নহে, পরস্পর পরস্পরের **মতখণ্ডন** পর্য্যন্ত পরিস্ফুটভাবে দেখা যায়। প্রকাশাত্মযতি বাচস্পতি-মিশ্রের **'অবচ্ছিন্নবাদ'** খণ্ডন করিয়াছেন। বাচস্পতি বলেন,—জীব ও ঈশ্বর উভয়ই ব্রহ্মের **প্রতিবিম্ব**। প্রকাশাত্ম তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন,—অরূপ বস্তুর প্রতিবিম্ব অসম্ভব। আকাশের প্রতিবিম্বের উদাহরণ অযৌক্তিক। সুতরাং সাবয়ব ঈশ্বর বিম্ব-

---

* স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-কৃত "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস", ১ম ভাগ, ২৩৬ পৃঃ, ৬-১২ পঙ্‌ক্তি।

স্থানীয়, জীব তাহার প্রতিবিম্ব। বাচস্পতির মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই প্রতিবিম্ব। প্রকাশাত্ম বলেন, জীবই প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর প্রতিবিম্ব নহেন—বিম্ব।

শ্রীল জীব গোস্বামী অদ্বৈতবাদিগণের এই প্রকার বাদানুবাদ সমস্ত নিরস্ত করিয়া জীব ব্রহ্মের তটস্থ-শক্তি-স্বরূপ বিভিন্নাংশ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

(ট) **ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব** লইয়াও মায়াবাদিগণের মধ্যে প্রচুর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। উপনিষদের 'তদৈক্ষত সোঽকাময়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ইতি'—এই শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার কি-প্রকারে হইল? ব্রহ্ম দেখিতেছেন, কামনা করিতেছেন, স্বয়ং করিতেছেন ইত্যাদি উপনিষদের বাক্যগুলিকে উড়াইয়া দিতে না পারিয়া উহাকে পূর্ব্বপক্ষ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া অদ্বৈতবাদিগণ পরস্পর পরস্পরের মত প্রবলভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর **অমলানন্দই** ইহার মধ্যে অগ্রণী, যদিও ইহার মতের সহিত অনেকেই পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন।

কেহ বা **কর্ম্মের ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনত্ব** নিরূপণ করিয়াছেন, কেহ বা তাহা খণ্ডন—নিত্যকর্ম্মের জ্ঞানাঙ্গত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। ইত্যাদি বহুবিধ মতভেদ পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহারা সকলে একই শাঙ্কর-সম্প্রদায়ী আচার্য্য বলিয়া নির্ব্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। ইহা 'বাদ'-লেখকও স্বীকার করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর'-গ্রন্থের অষ্টম মাধুরীর ২৩৩ পৃষ্ঠায় শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"মণ্ডন-মিশ্র জীব সম্বন্ধে প্রতি-বিম্ববাদী ছিলেন, বাচস্পতিমিশ্র ছিলেন—অবচ্ছেদবাদী। আর সুরেশ্বরাচার্য্য —আভাসবাদী।" * সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মতভেদই হইল। তথাপি তাঁহারা সকলেই শঙ্কর-সম্প্রদায়ী মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদী।

এই প্রবন্ধের এই পঞ্চমসিদ্ধান্তে অদ্বৈতবাদের বা মায়াবাদের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক বিধায় আমি তাঁহাদের মতভেদ মাত্রই উল্লেখ করিলাম। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

---

* সুরেশ্বরেরই পূর্ব্ব নাম—মণ্ডন মিশ্র। এস্থলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মণ্ডনমিশ্রের ও সুরেশ্বরের দুই প্রকার মত উল্লেখ করায় তিনি কোন্ সুরেশ্বরকে আভাসবাদী বলিয়া নিরূপণ করিলেন, বুঝিতে পারা গেল না।

পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যই মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বিধ্বংস করিয়াছেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তিসমূহই শ্রীল জীবপাদ গ্রহণ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহাও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্বানুভুক্তির একটী প্রধান কারণ।

সুন্দরানন্দের মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন ও উত্তর

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'বাদ'-গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় (ঙ) প্রসঙ্গে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের নিকট একটী প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নোদয়ের কারণ সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই,—শ্রীল বলদেব প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে পূর্ব্বোল্লিখিত ২৮ অনুচ্ছেদে শ্রীমধ্বের 'মতবিশেষের' বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্ম্যা জীবকোটিত্বমিত্যেবং মতবিশেষঃ।" (তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ২৮ অনুচ্ছেদ-বলদেব-টীকা)। আমি এস্থলে তাঁহার প্রশ্ন-ভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিভাষাটী নিম্নে উদ্ধার করিয়া আলোচনা করিতেছি—

"শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্ববাদগুরু মধ্বাচার্য্যের যে মত-বিশেষের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ভক্তগণের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণগণেরই মোক্ষলাভ, ভক্তগণের মধ্যে দেবতাগণই প্রধান, ব্রহ্মারই একমাত্র বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য এবং **লক্ষ্মীও জীবকোটির অন্তর্গত,** ইহাই 'মত-বিশেষ'। **এইরূপ মতবাদ-বিশেষ থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেন মাধ্ব-সম্প্রদায় অঙ্গীকার করিলেন?** শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর লেখনীতে উহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ নাই।" *

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলিতে গেলে,—

"উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৫)

সুতরাং সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের ন্যায় গুরুদ্রোহী বৈষ্ণববিদ্বেষী অভক্তের চক্ষে শ্রীল বলদেবের উত্তর দৃষ্ট হইবে কেন? কিন্তু তিনি স্বয়ংই উক্ত প্রশ্নের পরেই লিখিয়াছেন—"শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কোন সাময়িক প্রয়োজন-অনুসারে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে **সুপ্রচারিত সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের** যে-কোন একটীর অন্তর্ভুক্তরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মাধ্ব-

* সুন্দরানন্দকৃত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ", ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

সম্প্রদায়ভুক্তির **ইতিহাস প্রকাশ** করিয়াছেন।"* বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইহা বলিবার উদ্দেশ্য,--গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির ইতিহাস বলদেব প্রভুরই স্বকৃত। অর্থাৎ ইহার প্রামাণিকতা কিছুই নাই, অর্থাৎ মূলহীন। কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই বলদেবের এই কীর্ত্তি। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, 'ইতিহাস' বলিলে কি স্বকপোল-কল্পিত ঘটানাকে লক্ষ্য করে? না—প্রাচীন ঐতিহ্যমূলক তথ্য বা ঘটনাবলীকে লক্ষ্য করে? শ্রীল বলদেব প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা, গোবিন্দ-ভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয়-রত্নাবলী প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের ইতিহাসমূলক ঘটনা ও সিদ্ধান্তসমূহ উদ্ধার করিয়াই সুস্পষ্টভাবে বিশ্বের সমস্ত দার্শনিকগণকে ইহা (গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্বানুভুক্তির কথা) জানাইয়াছেন। এবং এই সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণই একবাক্যে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সিদ্ধান্ত ও বিচার অবনত-মস্তকে মানিয়া লইয়াছেন। কেবলমাত্র সাহা-কুলোদ্ভূত সুবোধ বাবু 'ওরফে' সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও তাঁহার কয়েকটী দলস্থ ব্যক্তি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া ইহার প্রতিবাদমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সুন্দরানন্দের এই গ্রন্থের পূর্ব্বে বলদেবের চরণে অপরাধমূলক গ্রন্থ আর অন্যত্র কোথাও মুদ্রিত হয় নাই।]

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উল্লিখিত প্রশ্ন শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। শুধু হাসিই নহে, অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিতও হইতে হয়। তিনি স্বয়ং দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেই প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ **"বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব"**-নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানির চরমে অর্থাৎ অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে '**শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়**' শীর্ষক প্রবন্ধে ৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী (২৪১-২৭১) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তবে সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল অতীত হইয়াছে; ইতোমধ্যে উক্ত গ্রন্থের সিদ্ধান্ত বিস্মরণ হইবারই সম্ভাবনা, বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দ্বাদশ বর্ষ—একযুগ। যুগ-পরিবর্ত্তনে অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে। 'সত্যের' পর ক্রমশঃ 'কলিযুগের' আবির্ভাব হইয়া থাকে; সুতরাং যুগ-পরিবর্ত্তনে কলির

* অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ— ২৪৪ পৃষ্ঠা, ৩-৬ পঙ্‌ক্তি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৫ শ্রীধর, ৪৭২ গৌরাব্দ | ৫ম সংখ্যা
বুধবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৬৫; ইং ১৬।৭।৫৮

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য প্রথম-দশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশমেঽধ্যায়ে—১-১০)

নৌমীড্য তেঽভ্র-বপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-
লক্ষ্ম-শ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥১॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগদ্বন্দ্য, নবীন ঘন-শ্যাম বিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীত বস্ত্রধারী আপনি গোপ-রাজ নন্দের নিত্য পুত্র, আপনার শ্রীবদন-মণ্ডল গুঞ্জা-বিরচিত, কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা হস্তে দধি-মিশ্রিত অন্ন-গ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি-দ্বারা আপনার পরম শোভা হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণযুগল অতিশয় কোমল, আমি আপনার স্তব করিতেছি॥১॥

অস্যাপি দেব ! বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্ম-সুখানুভূতেঃ ॥২॥

আমার প্রতি কৃপাময় ভক্তের ইচ্ছানুসারে প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই ভবদীয় নারায়ণাখ্য বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি, কিম্বা অন্যেও সমর্থ নহে; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্ম-সুখানুভব-স্বরূপ অবতারী আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অথবা আপনার বিরাট বিগ্রহের মহিমা (যোগের দ্বারা) চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও কেহই জানিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং আমার প্রতি কৃপাময় স্বেচ্ছা-প্রকটিত তনু আত্ম-সুখানুভব-স্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ এই আপনার মহিমা যে, জানিতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ কি? ২॥

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনু-বাঙ্-মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৩॥

জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞান-দ্বারা ভগবৎ-স্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধু সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ-উচ্চারিত এবং তৎ-সান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাপর-বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি, তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন ॥৩॥

শ্রেয়ঃ-স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্ ॥৪॥

হে প্রভো ! যে-সকল জ্ঞান-মার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল-লাভের পথ-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের অন্তঃসার শূন্য স্থূল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না ॥৪॥

পুরেহ ভূমন্ ! বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজ-কর্ম্ম-লব্ধয়া ।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥৫॥

হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ! হে অচ্যুত ! পুরাকালে বহু যোগীপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহারা যোগ-মার্গে ফল লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ-নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপা ভক্তি-দেবীর প্রভাবে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামিপ্য রূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥৫॥

তথাপি ভূমন্ ! মহিমা-গুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্য-বোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥৬॥

(পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ গুণানুবাদ-শ্রবণদ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না—কথিত হওয়ায়, ভগবানের নির্গুণ ও সগুণ—উভয় স্বরূপেরই দুর্জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি কোন-প্রকারে কথঞ্চিৎ হইতে পারে, কিন্তু অচিন্ত্যগুণ-সম্পন্ন সগুণ-স্বরূপের অনুভূতি হয় না।—ইহাই বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা)

আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্ম্মল-অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে, কেন না ভগবদ্-মহিমা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বতঃ-প্রকাশ-ভাবেই অর্থাৎ তদ্বস্তুরূপেই বিষয়াকারশূন্য নির্ব্বিকার, সুতরাং ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্যপ্রকার অর্থাৎ সগুণ স্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না ॥৬॥

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥৭॥

হে দেব ! এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে ? যে-সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহু জন্মে পৃথিবীস্থ ধূলিকণা, হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণু-সমূহ গণনা করিয়াছে, তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন ॥৭॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্-বপুর্ভি-র্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৮॥

অতএব যিনি অনাসক্ত-ভাবে আত্মকৃত কর্ম্ম-ফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন, তিনিই মুক্তি-পদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকে ॥৮॥

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়ি-মায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্ম-বৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥৯॥

হে প্রভু ! আমার অন্যায় আচরণ দেখুন, কারণ আমি মায়াবাদি-গণেরও মোহজনক অনন্ত আদিপুরুষ পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি নিজ

মায়া বিস্তার করিয়া ভবদীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। অহো! অগ্নি হইতে উদ্ভূত অগ্নিজ্বালা যেরূপ অগ্নির প্রতি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, আপনা হইতে উদ্ভূত অমিও তদ্রূপ আপনার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র সমর্থ নহি ॥৯॥

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎ-পৃথগীশ-মানিনঃ।
অজা-বলেপান্ধ-তমোঽন্ধ-চক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥১০॥

হে অচ্যুত! আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং-স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধীভূত। অতএব "এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র"—এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন ॥১০॥

অধোক্ষজ-সেবোন্নতি-ক্রম ও আধ্যক্ষিক বিচার

যাঁহারা ভোগ্য বা দৃশ্য-জ্ঞানে দর্শকসূত্রে ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া ভাল-মন্দের বিচার করেন, নিজের দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রযুক্ত বাস্তব-বস্তু হইতে পৃথগ-বুদ্ধিতে স্থূল-বস্তুসমূহ ও ভাবসমূহ ধারণা করেন, এবং ভগবৎ-সম্বন্ধরহিত বিচার করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ-দর্শনের বিষয়মাত্র-বোধে আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করেন, তাহাদের কু-দর্শনের সহিত **মহাভাগবতের** সুদর্শন এক বা সমান নহে।

যাঁহাদের 'অনুকূলতা'র পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, 'প্রতিকূল'-ব্যাপারের প্রতীতির সহিত যাঁহারা **অসহযোগ-সম্পন্ন**, তাঁহারাই ক্রমশঃ পরম উন্নত হইয়া মহাভাগবতের পদবী লাভ করেন। যাঁহারা ভক্তাভক্ত-বিচার-দর্শনহীন বলিয়া ভক্ত-পূজারহিত হইয়া ভগবৎ-পূজাকালে ভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন এবং যাঁহাদের প্রাকৃত অধিকারে অধোক্ষজের পূজার মধ্যে অধোক্ষজ-সেবকের আনুগত্যের পরিমাণ অল্প, তাঁহারা অধিকারের উন্নতিক্রমে ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিতে করিতে পরোপকার-রত হইয়া সৌভাগ্যবন্ত জনগণকে সঙ্গদ্বারা মঙ্গল বিধান করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা কপট

ভগবদ্বিমুখ জনগণের দুঃসঙ্গ পরিহার কামনা করেন। তাদৃশ **মধ্যমাধিকারের** পূর্ণতাভিমুখে অভিযান-কালে উত্তমাধিকারের বিচার উপস্থিত হয়।

কনিষ্ঠাধিকারের গুরুত্ব কেবল জ্ঞাননিষ্ঠা জনগণের নিকট প্রতিভাত। কর্ম্মনিষ্ঠাধিকারের সাফল্য জ্ঞাননিষ্ঠাই ত্যক্ত-কুকর্ম্মাধিকার জীবকে সৎ-কর্ম্মাধিকারে প্রবৃত্ত করায় এবং সৎ-কর্ম্মাধিকারী জীবের কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ করায়। **জ্ঞাননিষ্ঠের ভজনোন্মুখতা তাঁহাকে কনিষ্ঠাধিকারীর চরণে প্রপত্তি করায়।**

কনিষ্ঠাধিকার উন্নত হইলে মধ্যমাধিকারের বিচার-প্রণালীর শিক্ষক তাঁহাকে স্বশ্রেণীভুক্ত করেন এবং সেই শ্রেণীতে পারদর্শিতা হইলে মহাভাগবত গুরুর সেবন-প্রভাবে সেই মহাভাগবতের বিচার তাঁহার শুদ্ধচিত্তকে ক্রমশঃ অধিকার করে। তখন তিনি পারমহংস্য মহাভাগবতাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার প্রত্যেক আচরণ, বিচরণ ও প্রচারণে একান্তভাবে কৃষ্ণানুশীলন হইয়া থাকে। তখন আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি তাঁহার নিকট হইতে নিরস্ত হয়। তখন তিনি শ্রীরূপের উপদেশ-প্রদত্ত—"শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্যনিন্দাদি-শূন্য-হৃদমীপ্সিত-সঙ্গ-লব্ধ্যা"-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহাভাগবতের এইরূপ অলৌকিকী শক্তি যে, তিনি ভক্ত-প্রসাদজ-কৃপাশক্তি-বিতরণে মধ্যমাধিকারের নিজানুগ জনগণকে উন্নত করেন এবং কনিষ্ঠাধিকারীকে মধ্যমাধিকারে যোগ্যতা প্রদান করেন। মহাভাগবত ভগবান্ ও ভক্ত-বিদ্বেষী জনগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার পরিবর্ত্তে মৌনাবলম্বন করেন এবং মধ্যমাধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারীর দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবগণের চিত্তবৃত্তি শোধন করিবার সুযোগ প্রদান করেন। যাহারা ভক্তি-রাজ্যের কনিষ্ঠাধিকারের মহিমা বুঝিতে অসমর্থ, মধ্যমাধিকারের অধিকতর কল্যাণ-জনক-ভাবের স্তাবক নহে, তাহারা উত্তমাধিকার অদৌ বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী হইয়া কংস, অঘ, বক ও পূতনাদির আনুগত্যক্রমে শ্রীহরি-কর্ত্তৃক নিহত হয়, এবং ভোগিকুল নিজ নিজ অপস্বার্থ-প্রভাবে ভগবৎ-সেবাবিমুখ থাকিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে। তাহাদের ভজনৌৎসুক্য দেখা যায় না।

উত্তম-ভাগবত অনর্থমুক্ত হইয়া স্বীয় ভোগ্যানুসন্ধান-রহিত হন; সেইকালে নির্ম্মুক্তাভিলাষ হইয়া তিনি ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রপঞ্চস্থিত মায়িক আবরণ ও বিক্ষেপ-দশা অতিক্রম করিয়া নিজ স্থায়িভাব রতির বিক্রম শুদ্ধ করিতে না পারায় চিদচিৎ সমস্ত

বস্তুতেই নিজাভীষ্ট ভগবৎ-প্রাকট্য দর্শন ও অনুভব করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার বহির্দ্দর্শনে সাধারণোচিত ভূতবুদ্ধি অপসারিত হইয়া আত্মবিকার হইতে থাকে। তাঁহার সেব্যবস্তুটী চিদুপকরণের আধারে সমাগত—এইরূপ বোধ হয়। নিত্য-বিষয়াশ্রয়ের ভাবসমূহ তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে থাকে এবং বন, লতা ও তরুতে ভোগ্যবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া তমালাদি বৃক্ষে ভগবদ্-দর্শন হয়। নিত্য সেবকের স্বীয় সিদ্ধভাবের উদ্গমে ভগবৎ-প্রেমা বহির্দ্দর্শনে দৃষ্ট চিদচিৎ বিচারকে প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আপ্লুত করায়।

মায়াবাদী স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত ব্রহ্মজ্ঞানের বিচারে আক্রান্ত হইয়া "নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য"-শ্লোকের তাৎপর্য্য 'কুররি বিলপসি ত্বম্'-শ্লোকের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া চিদ্বিলাস-বিচার হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করেন। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য-বৈচিত্র্য অবস্থান করায় কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের নৈর্ব্বিশিষ্ট্য—হেয় ও অবর-বিচারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জড়-সাকার-নিরাকারাদি পার্থিব জ্ঞান, জড়সত্তা ও জড়সত্তাদির অবকাশ অতিক্রম করিয়া অবস্থিত হওয়ায় প্রীতি-পরাকাষ্ঠার সহিত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের নিত্য-বিরোধ বিবেচনা করিতে হইবে। যাহাদের ভগবজ্-জ্ঞান নাই, তাঁহারা হৈতুকী ও ব্যবধান-যুক্তা বিদ্ধ-ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া উহার আদর করিতে পারে। উহা তাহাদের মন্দ-ভাগ্যেরই পরিচয়-মাত্র। ভগবানে প্রণয়াধিক্য-বশতঃ সর্ব্বত্র নিজাভীষ্ট-দর্শন মহাভাগবতেরই সম্ভব। কামুকসকল যেরূপ সর্ব্বত্র কামিনীর অঙ্গাদির দর্শন বিচারে তন্ময়তা লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বত্র চিন্ময়ী ভগবৎ-সেবার ধারণাতেও উত্তম ভক্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। মায়াবাদীর বিচারে প্রাকৃতবুদ্ধি ও বিবেক-বিচারে গতি লক্ষিত হয়, কিন্তু ভাগবতোত্তমের অধিকারে তদ্রূপ বিবর্ত্তের অবকাশ নাই। যেখানে সেবোপকরণ-দর্শন, সেখানে সেব্য-সেবক-বিচার হইতে বিচ্যুত-ভাবের দর্শন নাই; যেহেতু, উহাতে পূর্ণতা তিরোহিত হয় নাই। সুতরাং চিদ্বিলাসময়ী লীলার দর্শনে বিসদৃশতা আরোপিত হইতে পারে না। এইজন্য ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"যেদিন গৃহেতে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।"

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠকুর

———

ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথমপ্রবন্ধ *

ভক্তির স্বরূপবিবেক

যুগপদ্রাজতে যস্মিন্ ভেদাভেদ-বিচিত্রতা।
বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং পঞ্চতত্ত্বান্বিতং স্বতঃ॥
প্রণম্য গৌরচন্দ্রস্য সেবকান্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্।
'ভক্তিতত্ত্ববিবেকা'খ্যং শাস্ত্রং বক্ষ্যামি যত্নতঃ॥
বিশ্ববৈষ্ণব-দাসস্য ক্ষুদ্রস্যাকিঞ্চনস্য মে।
এতস্মিন্নুদ্যমে হ্যেকং বলং ভাগবতী ক্ষমা॥

হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবমহোদয়গণ! বিশুদ্ধ-হরিভক্তি অস্বাদন ও বিশুদ্ধ-হরিভক্তি-প্রচারই আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। অতএব বিশুদ্ধ-হরিভক্তি যে কি, তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রেই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই পবিত্র আলোচনার দ্বারা আমাদের দুইটী ফললাভ হইবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ-হরিভক্তি বুঝিতে পারিলে আর আমাদের কিছুই অজ্ঞান থাকিবে না; আমরা অমিশ্র-ভাবে তাহা আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইব। দ্বিতীয়তঃ জীবের দুর্ভাগ্যক্রমে নানাপ্রকার মিশ্র-মত আসিয়া আমাদের বুদ্ধিকে এতদূর দূষিত করে যে, পবিত্র-হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া আমরা মিশ্র-মতকেই আদর করিতে থাকি। শুদ্ধা ভক্তি জানিলে সেরূপ মিশ্রমত হইতে রক্ষা পাইব। **মিশ্রমত অপেক্ষা আমাদের শত্রু আর নাই।** যাঁহারা বলেন যে, ভক্তি কিছু নয়, ঈশ্বর একটী ভান-মাত্র, কল্পনাশক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আমরাই ভক্তিরূপ একটী চিত্ত-ব্যধিকে বরণ করিয়াছি, তাঁহারা আমাদের প্রতিপক্ষ হইলেও ততদূর অনিষ্ট করিতে সক্ষম হন না, যেহেতু আমরা সহসা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি এবং আমাদের সহজ রুচি দ্বারা উচ্চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, ঈশভক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অথচ শুদ্ধভক্তির বিপরীত সিদ্ধান্ত ও আচারকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর অনিষ্ট করেন। ভক্তি-চ্ছলে বিপরীত তত্ত্বে নীত করিয়া আমাদিগকে অবশেষে ঈশভক্তি হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইজন্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেক যত্নসহকারে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করত

* বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার অঙ্গরঙ্গ বিভাগে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই প্রথম-প্রবন্ধ পাঠ করেন।

আমাদিগকে মিশ্র-মত হইতে ভূয়ো-ভূয়ঃ সতর্ক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উপদেশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে থাকিব। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার উদ্দেশে তাঁহারা ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী শুদ্ধভক্তির সামান্যলক্ষণে এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্য-ময় অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলি।

উক্ত শ্লোকটীর এক একটী শব্দের বিশেষ আলোচনা না করিলে ভক্তির লক্ষণ বুঝা যাইবে না। এই শ্লোকে যে 'উত্তমা ভক্তি' বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? 'উত্তমা ভক্তি' এই শব্দের দ্বারা কি আর একটী 'অধমা ভক্তি' আছে ইহা বুঝিতে হইবে, কি আর কিছু? উত্তমা ভক্তির অর্থ এই যে, শুদ্ধা বা অমিশ্রা অবস্থায় যখন ভক্তি-লতিকা হ'ন, তখন তাঁহাকে উত্তমা ভক্তি বলি। উত্তম জল বলিলে যেরূপ নির্ম্মল জলকে বুঝিতে হয়, অর্থাৎ জলে কোন প্রকার অন্য দ্রব্য, ঘ্রাণ বা বর্ণ মিশ্রিত নাই—এরূপ বুঝিতে হয়, ; সেইরূপ 'উত্তমা ভক্তি' শব্দে নির্ম্মল, নিগুর্ণ, অমিশ্র, কেবলা ও অকিঞ্চনা ভক্তি বুঝিতে হইবে। এই সকল বিশেষণ দ্বারা ভক্তির অন্যথা বুঝিতে হইবে না; বরং ভক্তির অন্যথা ভাব-বর্জ্জিত হইলে শুদ্ধ স্বভাবই লক্ষিত হইবে। কেবল ভক্তি-শব্দটী ব্যবহার করিলে যে অর্থ হয়, ঐ সমস্ত বিশেষণ দ্বারা সেই অর্থই হইবে। তবে কি ভক্তি-রসাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী অকারণ উত্তমা বিশেষণটী ব্যবহার করিয়াছেন? উত্তর, না। যেমত অনেকস্থলে সমল জল দেখিতে পাওয়ায় জল-পানকর্ত্তা স্বভাবতঃই জিজ্ঞসা করিয়া থাকেন যে, এই পনীয় জল কি নির্ম্মল (Filtered)? সেইরূপ অনেক স্থলে মিশ্রা ভক্তি লক্ষিত হওয়ায় উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করা আচার্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ রসাচার্য্য মহাশয় কেবল-ভক্তিরই লক্ষণ করিয়াছেন। 'ছল-ভক্তি,' 'প্রতিবিম্ব-ভক্তি,' 'ছায়া-ভক্তি,' 'কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি,' 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' প্রভৃতি ভাব সকল যে ভক্তি নয়, তাহা ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ভক্তির স্বরূপলক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইল যে, আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। এই শ্লোকে অনুশীলন শব্দটীর অর্থ-বিচারে 'দুর্গম-

সঙ্গমনী'-টীকাকার শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, অনুশীলন শব্দের অর্থ দ্বিবিধ। আদৌ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-স্বরূপ কায়-বাঙ্-মানস-চেষ্টারূপ। দ্বিতীয়তঃ প্রীতি-বিষয়াত্মক মনের ভাবরূপ। দ্বিবিধ হইলেও, ভাবরূপ অনুশীলন—চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত। **অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়ই পরস্পর উপমর্দ্দন করত চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের লক্ষণ রূপে পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে কায়-বাঙ্-মানসীয় চেষ্টা আনুকূল্যাত্মিকা হইলেই ভক্তি-নাম লাভ করে। কৃষ্ণের প্রতি কংস-শিশুপালাদির ন্যায় অহরহঃ প্রতিকূল-চেষ্টা থাকিলেও সে-চেষ্টা ভক্তি-নাম প্রাপ্ত হয় না—অনুকূল-চেষ্টাই ভক্তি।** ভজ্ ধাতু হইতে 'ভক্তি' শব্দ সাধিত হয়। অতএব গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তি-সাধনে ভূয়সী ॥

এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণসেবাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। **সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ।** জীব ও কৃষ্ণের সেবক-সেব্য ভাবই নিত্য।

মূলে যে 'কৃষ্ণানুশীলন'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, 'কেবল-ভক্তি' শব্দের একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই চরম বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ ও শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি অন্যান্য রূপেও ভক্তির ক্রিয়া হয়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ভক্তির যতদূর পূর্ণ-ক্রিয়া হয়, অন্যান্য রূপে তদপেক্ষা ন্যূনতা লক্ষিত হয়। এই বিষয়টী ভক্তির বিষয়-বিচারে পরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইবে। সম্প্রতি এই পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য যে, ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত ভক্তির বিষয়ান্তর নাই। তত্ত্ব—ত্রিবিধ, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব। স্বরূপতঃ তত্ত্ব এক ও অখণ্ড হইলেও জীবের তত্ত্বালোচনার অধিকার-তারতম্যক্রমে ঐ তত্ত্ব ত্রিবিধাকারে লক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গে যাঁহারা তত্ত্ব দর্শন করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম বই আর চরমে কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা এই মায়িক জগতের গুণগণকে ব্যতিরেক ভাবে চিন্তা করিতে করিতে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে অধ্যাত্মিক চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা সমস্ত মায়ার বিপরীত গুণগণকে সজ্জীভূত করত একটী অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিরবয়ব, নিরাকার, নির্ব্বিকার ব্রহ্মতে অবস্থিত হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি—এরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ মায়িক গুণগণের অভাব হইলেই যে বস্তু-লাভ হয়—ইহার প্রমাণ কি? অধ্যাত্মিক তার্কিকগণ নির্গুণ শ্রুতি-

গণকে প্রমাণ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি অবাঙ্-মনসো-গোচর, তাঁহার শ্রোত্র নাই, তাঁহার অবয়ব নাই, এরূপ নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্য অনেক আছে বটে, কিন্তু, শ্রীকবি-কর্ণপূরকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-ধৃত শ্রীমৎ প্রভুপাদ বাক্য দৃষ্টি করিলে ঐ তর্কের সম্পূর্ণ নিরসন হয়।—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাবিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

যে যে শ্রুতিবাক্যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের জল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই সবিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ভালরূপে শ্রুতিসমূহের সমন্বয় করিতে পারিলে সবিশেষ তত্ত্বের তত্ত্বই বলবান্ হইয়া পড়ে। যথা,—কোন স্থলে শ্রুতি বলিলেন যে, তাঁহার কর, চরণ, শ্রোত্র নাই, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি হইবে যে, তিনি সকলই করেন, সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। ইহার শুদ্ধ মীমাংসা এই যে, বদ্ধজীবগণের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত কর-চরণাদি নাই, তাঁহার যে নিত্য বিগ্রহ আছে, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।

ফলতঃ কেবল জ্ঞানমার্গে আলোচনা করিতে গেলে নিরাকার ব্রহ্মকেই চরম বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম এই যে, কেবল-জ্ঞান প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ হইতে আমরা যে বোধ লাভ করি, তাহাতে যে সিদ্ধান্তই করা যাইবে, তাহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে অর্থাৎ হয় জড়ীয় সিদ্ধান্ত হইবে, নতুবা ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত দ্বারা জড়ের একটী বিপরীত তত্ত্ব গঠিত হইবে। চিন্ময় পরমতত্ত্ব তাহাতে দুর্ল্লভ। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে অধ্যাত্মিক জ্ঞান-বাদীদিগের প্রাপ্য-তত্ত্ব এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন,—

"প্রথমতঃ শ্রোতৃণামেব বিবেকস্তাবানেব যাবতা জগদতিরিক্তং চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভগবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রেপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তি-সিদ্ধাঃ ভগবত্ত্বাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তু তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে। যথা রজনী-খণ্ডিনী জ্যোতির্মাত্রত্বেপি যে মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্য-বিমানাদি-পরস্পর-পৃথগ্ভূত-রশ্মি-পরমাণুরূপা বিশেষা স্তাংশ্চর্ম্ম-চক্ষুষ স্তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহতঃ কৃপা-বিশেষেণ দিব্য-দৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ, ন চ নির্ব্বেশেষ-চিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। ইদমেব স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ইত্যনেন শ্রীগতাসূক্তং। স্বস্য শুদ্ধস্য আত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মনাধিকৃত্য বর্ত্তমানত্বাৎ অধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥"

শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, 'অভন্নিরসন'-বৃত্তি-দ্বারা যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়, তখন মায়াতিরিক্ত চিন্মাত্র বস্তুর দিগ্‌দর্শন হয় মাত্র; কিন্তু তদ্গত যে চিদ্বিশেষ আছে, তাহার দর্শন হয় না। তৎকালে যদি সবিশেষ-তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব গুরু লাভ হয় তবেই **ব্রহ্ম-লয়রূপ-অনর্থ** হইতে রক্ষা হয়।

কেবল যোগমার্গে যাঁহারা তত্ত্বানুশীলন করেন তাঁহারা অবশেষে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মতত্ত্বে বিরাম লাভ করেন, শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। পরমাত্মা, ঈশ্বর, সগুণ বিষ্ণু প্রভৃতি যে-সকল বাক্য শ্রুত হওয়া যায়, সে সমুদয়ই যোগ-মার্গের অনুসন্ধেয়। এই মার্গে কিছু কিছু ভক্তির লক্ষণ আছে, কিন্তু শুদ্ধভক্তি নাই। ভাগবত-ধর্ম্মের অন্যতম যত ধর্ম্ম জগতে আছে সে সমুদয়ই এই পরমাত্মানুসন্ধানরূপ যোগ-বিশেষ। চরম ফল যে ইঁহারা সকলেই ভাগবত-ধর্ম্মে বিশ্রাম করিবেন—এরূপ আশা করা যায় না। কেননা যোগ-মার্গের যে-সকল সোপান আছে, তাহাতে অনেক ব্যাঘাত ও অবশেষে অহংগ্রহোপাসনা দ্বারা কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গর্ত্তের মধ্যে পতনের অত্যন্ত সম্ভাবনা। এই মার্গে পরমেশ্বরের নিত্য বিগ্রহ দর্শন ও চিত্তত্ত্বের বিশেষ-ধর্ম্মের লাভ নাই। উপাসনাকালে যে-বিগ্রহ কল্পনা করা যায়, তাহা হয় বিরাট্-মূর্ত্তি অথবা হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী হিরণ্য-গর্ভ-মূর্ত্তি। বস্তুতঃ ঐ ঐ মূর্ত্তির নিত্যতা নাই। ইহাকে পরমাত্ম-দর্শন বলে। আধ্যাত্মিক-জ্ঞান অপেক্ষা এই মার্গ শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা সম্যক্ সিদ্ধমার্গ নয়। অষ্টাঙ্গযোগ, হটযোগ, কর্ম্মযোগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার যোগই ইহার অন্তর্গত। রাজযোগ বা অধ্যাত্ম-যোগ কতকটা এই মার্গে স্থিত হইলেও অনেক স্থলে জ্ঞান-মার্গের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্ম-দর্শনকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না; এই বিষয়ে 'ভক্তিসন্দর্ভে' কথিত হইয়াছে,—"অন্তর্য্যামিত্ব-ময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশ-বিশিষ্টং পরমাত্মেতি।" **অন্তর্য্যামিত্বময় মায়া-শক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশ-বিশিষ্ট তত্ত্বের নাম পরমাত্মা।**

জগৎ সৃষ্টি হইলে পর ভগবানের যে-অংশ মায়া-শক্তির অধীশ্বররূপে জগতে প্রবেশ করত এই জগতের নিয়ামকরূপে অধিষ্ঠিত, তিনিই জগদীশ্বর বা বিশ্বব্যাপী পুরুষ বিষ্ণু। এজন্য পরমনিত্য ভগবত্তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বের ন্যূনতা স্বতঃসিদ্ধ।

কেবল-ভক্তিমার্গে যে তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাঁহার নাম ভগবান্। 'ভক্তিসন্দর্ভে' ভগবত্তত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—

পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্টং ভগবানিতি।

ভগবান্ সম্পূর্ণ চিন্ময় সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট। তিনি জগৎ সৃষ্টি হইলে পরমাত্মারূপ অংশ-বিশেষক্রমে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিরাড়ান্তর্যামী-স্বরূপে এবং জীবের অন্তর্ভূত হইয়া ক্ষিরোদক-শায়ী ও গর্ভোদক-শায়ীরূপে বিরাজমান। পুনশ্চ সমস্ত মায়িক জগতের ব্যতিরেক তত্ত্বরূপ নির্ব্বিশেষ অবির্ভাব দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রকাশিত হন। অতএব ভগবান্ই মূল তত্ত্ব ও পরিপূর্ণ বস্তু-বিশেষ। তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ চিন্ময়। সমস্ত আনন্দই তাঁহাতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য, কখনই কোন জীব-জ্ঞান-গত বিধির বশীভূত নয়। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির বিবিধ প্রভাবক্রমে সমস্ত বিশ্বের ও বিশ্বস্থ জীবসমূহের বিধান হইয়াছে। জীব-শক্তি-নিঃসৃত জীবসমূহ তাঁহার একান্ত আনুগত্য-ধর্ম্ম ভজন করিয়া চরিতার্থ হয়। **সেই আনুগত্য-ধর্ম্মের নামভক্তি** ভক্তি কেবল স্বীয় চিন্ময় চক্ষে তাঁহার অসমোর্দ্ধ গৌন্দর্য্য দর্শন করে। জ্ঞান বা যোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানকে আনিয়া যদি ভগবত্তত্ত্বে যোজনা করা যায়, তবে ঐ তত্ত্ব বস্তুহীনপ্রায় বস্তুর অভাব-স্বরূপ হইয়া পড়িবে। যোগকে যদি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত করা যায়, তবে ঐ অপরিসীম পরমতত্ত্ব অতি সত্বর জড়-জগতে লুক্কায়িত পরমাত্ম-স্বরূপে প্রতীয়মান হইবে। ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু। ভক্তি কখনই ভগবানের ভগবত্তার হানি দেখিতে পায় না। যদিও কোন স্থানে দেখে, তাহা সহ্য করিতে পারে না।

পরমতত্ত্বের এবম্ভূত ত্রিবিধাবির্ভাবের মধ্যে ভগবত্তত্ত্বরূপ আবির্ভাবই ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভগবদাবির্ভাবেও একটী তাত্ত্বিক ভেদ আছে। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী পরব্যোম-নাথ দেবদেব নারায়ণ-স্বরূপে ভাস-মান হন। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণমাধুর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে ভাসমান হন। ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র বলবান হইলেও মাধুর্য্যের প্রভাবে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। জড় জগতে এই কথাটীর তুলনা নাই, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জড় জগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বলবান্। কিন্তু চিজ্জগতে ইহার বিপরীত। চিজ্জগতে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য উচ্চ ও শক্তিমান্। হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আপনারা একবার ঐশ্বর্য্য ধ্যান করত মাধুর্য্য-তত্ত্বকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত আনিয়া দেখুন, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। জড়ে যেরূপ সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোক লীন হয়, মাধুর্য্য-স্বাদ হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ আর সুখকর বোধ হইবে না। এই

কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণ-স্বরূপ সিদ্ধান্তক্রমে অভেদ হইলেও বলাধিক্যক্রমে কৃষ্ণরূপটী উৎকৃষ্ট হয়। যেহেতু রসতত্ত্বের এইরূপ অবস্থান। এই সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এইস্থলে এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষন। যাহা মূলে কথিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইল। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠকুর ভক্তিবিনোদ

আসক্তি ও অনাসক্তি

(তুলসীদাসের বৈরাগ্য)

তুলসীদাস ছিল তরুণ যখন তরুণী পত্নী তার,
মুহূর্ত্ত তুলসী সহিতে নারিত পত্নী বিরহ ভার।
তুলসীর নারী চলে শিবিকায় যাইবে পিতার ঘর,
নারী পানে চাহি' ছুটিয়া চলিলা তুলসী নারীর বর।
"ছি ছি কি লজ্জা! কহিলা সুন্দরী—'চলে যাও ঘরে ফিরে,
অথবা মোরে আদেশ করহ আমি ফিরে যাই ঘরে।"
কহিলা তুলসী—"তোমার বিরহ সহিতে নারি যে আমি,"
"কি লাভ হইবে' কহিলা সুন্দরী—'নারিতে হইলে কামী।
শ্রীরামে অর্পণ কর যদি রতি মোর প্রতি রতি যত,
জীবন মরনের দুঃখ-কলুষ চিরতরে হবে হত।"
পত্নীর কথায় তুলসী দাসের চমক জাগিল চিতে,
বিরাগী হইয়া ছুটিল রামের চরণে শরণ নিতে।
সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমি' তীর্থ বহু ফিরিল আপন দেশে,
পত্নীর পাশে প্রকট হইল জটার জটিল কেশে।
কোন এক বাড়ীতে রসুই করিতে মসলা যোগায় নারী,
"কি-বা লাগে তব' কহে নারী—এনে দেই তাড়াতাড়ি।"

হলুদ, লঙ্কা, আদা মরিচাদি যাহা আনি দিতে চায়,
সন্ন্যাসী বলে—"হইবে না দিতে আছেমোর থলিয়ায়।"
"এত অনুরক্তি মসলায় যদি আমারে ত্যজিলা কেনে,
গৃহেতে রহিয়া সেবা লও মোর কি কাজ যাইয়া বনে।"
চিনিলা তুলসী পত্নীরে তার অন্তরে পাইলা লাজ,
পত্নী উপদেশ শুনিয়া বুঝিলা ঝোলায় নাহিক কাজ।
সকল ত্যজিয়া তুলসী দাসজী ছুটিলা অযোধ্যা পানে,
সফল হইল জীবন তাঁহার শ্রীরামের দরশনে॥

—শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

উপনিষদ্-বাণী

মুণ্ডক (২)

মহর্ষি অঙ্গিরা বলিতেছেন—যে-প্রকার প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে রূপ-রং-বিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেই প্রকার পরম পুরুষ অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকালে অনন্ত মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত পদার্থ প্রকাশিত হয়; আবার প্রলয়কালে তাঁহাতেই বিলীন হয়। সেই পরম পুরুষ অমূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল (প্রাকৃত) আকার-রহিত; তিনি জগতের ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। তিনি জন্ম-রহিত; তাঁহার প্রাকৃত প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি নাই; কিন্তু তিনি সব-কিছুই করিতে সমর্থ। কারণ, উপনিষদে কোন কোন স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি পাণি-পাদাদি-রহিত; কিন্তু দ্রুত গমন ও গ্রহণ করিতে সমর্থ; সুতরাং প্রাকৃত জগৎ হইতে বিলক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট। তিনি জীবাত্মা হইতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। সেই পরমেশ্বর হইতেই প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও সমস্ত প্রাণীর ধারণ-কর্ত্রী পৃথিবীর প্রকাশ হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য জগৎ তাঁহার বিরাট রূপ বলিয়া কল্পিত হয়। দ্যুলোক তাঁহার মস্তক; চন্দ্র-সূর্য্য দুইটী নেত্র; দিক্‌সকল কর্ণ; ছন্দ ও বাক্‌সমূহ তাঁহার বাণী; বায়ু প্রাণ; চরাচর জগৎ হৃদয় এবং পৃথ্বী তাঁহার চরণ, তিনি সকলের অন্তর্য্যামী।

তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়; তবে সকল সময়ই যে এক-প্রকার উৎপত্তি হয়, তাহার কোন নিয়ম নাই। তাঁহার সঙ্কল্প যেরূপ হয়

সেই ক্রমেই সৃষ্টি হয়। সেই পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির এক অংশ হইতে অগ্নি-তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সূর্য্য তাহার ইন্ধন-স্বরূপ। অগ্নি হইতে চন্দ্র, তাহা হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বর্ষাদ্বারা পৃথিবীতে নানা প্রকার ওষধি উৎপন্ন হয়। সেই ওষধির ভক্ষণ ফলে বীর্য উৎপন্ন হয়। পুরুষ কর্ত্তৃক উক্ত রেতঃ নিজ জাতীয় স্ত্রীতে সিঞ্চিত হইলে তাহা হইতে চরাচর প্রাণীর দেহাদি উৎপত্তি হয়।

অতঃপর সেই সমস্ত প্রাণীর পালন ও রক্ষা নিমিত্ত যজ্ঞাদি, তাহার সাধন ও ফল সেই পরমেশ্বর হইতেই প্রকাশিত হয়। তাঁহা হইতে বসু, রুদ্র আদি বিভিন্ন দেবতা, সাধ্য, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি অন্যান্য প্রাণীর জন্ম হয়। তাঁহা হইতে সকলের জীবন স্বরূপ প্রাণ এবং সকল প্রাণীর ভক্ষণ জন্য ধান্য-যবাদির ও উৎপত্তি হয়। তাঁহা হইতে তপ, শ্রদ্ধা, সত্য ব্রহ্মচর্য্য আদি, যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি ইত্যাদি, প্রকাশিত হয়। তাঁহা হইতে সপ্ত-প্রাণ অর্থাৎ ত্বক্, কর্ণ, রসনা, ঘ্রাণ, নেত্র, মন ও বাণী এবং ঐ সকলের ক্রিয়া দর্শন করা, শ্রবণ করা, ঘ্রাণ গ্রহণ করা, আস্বাদন করা, বলা ও মনন-করা-প্রভৃতিও উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়-রূপ সপ্ত সমিধকে ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করণ এবং ইন্দ্রিয়গণের বাসস্থান-রূপ সপ্ত লোক (যাহাতে অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়গণ নিজ-নিজ কার্য্য করে, ও নিদ্রাকালে মনের সহিত এক হইয়া হৃদয়-গুহাতে শায়ন করে) ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমেশ্বরই সমস্ত প্রাণীর সহিত ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। সেই পরমেরশ্ব হইতে সপ্ত সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল, বিভিন্ন আকারে প্রবহমানা নদীসকলও উৎপন্ন হইয়াছে।

সমস্তই সেই পরমেশ্বর হইতে প্রকাশিত বলিয়া সে-সকল তাঁহারই রূপ। সকলের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তি জানিতে পারেন, তিনি হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া সমস্ত ভ্রম ও সংশয় রহিত হইয়া পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর—প্রকাশ স্বরূপ। সমস্ত প্রাণীর অন্তরে হৃদয়-গুহাতে অবস্থান-হেতু তাঁহার নাম 'গুহাচর'। ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট সমস্ত প্রাণীই তাঁহাতে অবস্থিত। তিনিই সকলের আশ্রয়। তিনি সৎ-অসৎ, কার্য্য-কারণ এবং প্রকট-অপ্রকট-স্বরূপ। তিনি সকলের বরেণ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আবার সকল প্রাণীর বুদ্ধি-বৃত্তির অগোচর। তিনি অতিশয় প্রকাশ

প্রকাশ-স্বরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আবার বৃহৎ হইতেও বৃহৎ। সমস্ত প্রাণী ও তাহাদের আশ্রয়-স্বরূপ, সমস্ত লোক তাঁহাতেই অবস্থিত। তিনি পরম সত্য, অমৃত ও অবিনাশী তত্ত্ব। কোন বস্তুকে ভেদ করিতে হইলে যেরূপ বাণকে তীক্ষ্ণ ও পরিষ্কৃত করিয়া লক্ষ্য ভেদ করা হয়, তদ্রূপ উপাসনা দ্বারা আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া প্রণব-স্বরূপ ধনুর উপর আত্মাকে উত্তমরূপে সন্ধান করিতে হয়, অর্থাৎ আত্মাকে প্রণবের উচ্চারণ ও পরমাত্ম-চিন্তন-কার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি ধনুককে পূর্ণ-শক্তিতে আকর্ষণ করিয়া তৎসংলগ্ন বাণকে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা সুচারুরূপে লক্ষ্যকে ভেদ করিতে পারে; তদ্রূপ ওঁ-কার অর্থাৎ নামকে উচ্চারণ এবং দীর্ঘকাল চিন্তনকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে আত্মা অবিনাশী পরমাত্মার নিকট পৌঁছিতে সমর্থ হয়। প্রণব—ধনু; শর—আত্মা; এবং ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য-স্বরূপ। অপ্রমত্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাহারা বিষয়-মদে মত্ত নহেন, এরূপ ব্যক্তিই বেধ-কার্য্যে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ। যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, তাহাদের মধ্যস্থল এবং সমস্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণাদি ওতঃপ্রোতরূপে বর্ত্তমান, সেই পরমাত্মাকে জানিতে হইলে অন্য চিন্তা-চর্চ্চাদি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রথের চক্রে অরা-সকলের অবস্থানের ন্যায় শরীরের মধ্যে নাড়ীসকল বর্ত্তমান এবং অন্তর্যামী পরমাত্মাও হৃদয়দেশে অবস্থিত, ওঁ-কার উচ্চারণ ও তাহাতে তন্ময় হইতে পারিলে সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞান, শক্তি কোনদিন কোন দেশে কোন কালে কোনরূপে বাধিত হয় না। সেই পরমেশ্বর পরব্যোম নামক স্থানে স্ব-স্বরূপে বর্ত্তমান। তিনি সকলের শরীর ও প্রাণাদি নিয়মন করেন, এবং হৃদয়-কমলে আশ্রয় করেন বলিয়া 'মনোময়'-নামে খ্যাত। বুদ্ধিমান মনুষ্য বিজ্ঞানবলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে যোগ্যতা লাভ করেন। সেই কার্য্য-কারণাত্মক পরম পুরুষের দর্শন লাভ হইলে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়; সেই সকলের ফলভোগ করার বাধ্যতা বা প্রয়োজন থাকে না। সেই পরম নির্ম্মল নির্ব্বিকার অব্যয় পরমাত্মা প্রকাশময় পরমধামে বিরাজমান। তিনি সমস্ত প্রকাশশীল পদার্থের প্রকাশকারী, তাঁহাকে আত্মজ্ঞানী পুরুষই জানিতে পারেন। এই

সূর্য্য তাঁহার নিকট জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে পারে না; চন্দ্র, তারকা বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতির জ্যোতিও তথায় কিরণ-বিস্তারে সমর্থ নহে; কিন্তু সেই প্রকাশময় পরমেশ্বরের প্রকাশ-শক্তির অংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া এই সকল জ্যোতিঃ পদার্থের প্রকাশ। তিনিই সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বরূপ অর্থাৎ সেই অমৃত-স্বরূপ পরমাত্মাই অগ্র পশ্চাৎ, বাহির ভিতর, উপর নীচ সর্ব্বত্র প্রকাশমান।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

মুনিগণের মতিভ্রম

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্-সম্পাদিত ইংরাজী গীতা-ভাষ্যের সমালোচনা—
পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২২ পৃষ্ঠার পর)

যদি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, অজত্ব ইত্যাদি অপ্রাকৃত গুণগুলি কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই গুণ মনে করেন, তাহা হইলে তাহার উত্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই পাওয়া যাইবে। অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্বের সমস্ত চিৎপ্রকাশেরই অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব এবং অজত্ব স্বতঃসিদ্ধ গুণ। যথা (গীঃ ১১।১৮)—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥

যেখানে পরমব্রহ্মকে অক্ষর পরমব্রহ্ম শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেই-খানেই পরম ব্রহ্ম 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ'কেই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষর জীব-তত্ত্বের সহিত সমান বলিয়া কোথাও সাব্যস্ত হন নাই। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ কেন, বড় বড় আধিকারিক দেবতাগণও, যথা শিব-বিরিঞ্চি-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকলেই ক্ষর-তত্ত্ব অর্থাৎ জীবকোটীর মধ্যে পরিগণিত। তাঁহারই বিভিন্নশক্তিদ্বারা তিনি এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছেন। অগ্নি যেমন এক স্থানে স্থিত হইয়াও তাহার বিভিন্ন শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, সেইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিত্যত্ব অব্যয়ত্ব এবং অজত্ব অক্ষুণ্ণ ও বজায় রাখিয়া জীবকোটি, বিষ্ণুকোটি, মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি এবং তটস্থাশক্তি আদি বহু প্রকারে নিজেকে বিস্তার করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ইহাই উপনিষদের বিচার। তিনি শাশ্বত পুরুষ এবং তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা,

পরিকর-বৈশিষ্ট্য সমস্তগুলিই নিত্য শাশ্বত অব্যয় তত্ত্ব। পুরুষ শব্দে ভোক্তা। ভোক্তা কখনও নিরাকার, নপুংসক হইতে পারেন না। তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণ-ভোক্তা। তিনি মায়িক ত্রিগুণ-বর্জ্জিত হইয়াও চিদ্‌গুণের ভোক্তা।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ 'অক্ষরঃ' শব্দে অব্যয় অর্থ করিয়াছেন। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ অক্ষর পরম ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত করিয়াছেন; সুতরাং ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ কোন্ বিচারে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ করিতে পারেন—তাহা বুঝা যায় না। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার পুস্তকে (পৃঃ ২৭৫) অর্জ্জুনের নাম দিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পরমব্রহ্ম এবং ভগবান্, তিনিই অদ্বয়-জ্ঞান ভগবান্ ইত্যাদি।

উক্ত ২৭৫ পৃষ্ঠায় ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ অর্জ্জুনের নাম দিয়া 'আমতা-আমতা' করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই কথাগুলি গোঁজামিল দিয়াছেন। যথা—"Arjuna states that Supreme (Shri Krishna) is both Brahman. Iswara, Absolute God". ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ যদি তত্ত্ব বস্তুটির বিষয় এত অসম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন যে, ভগবান্ মানে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, তাহা হইলে তিনি গীতা কিভাবে পাঠ করেন তাহা বলা কঠিন। তাঁহার মতে ভগবান্ বা পরমেশ্বর কৃষ্ণ মায়িক, ব্রহ্ম নন। সেজন্য এইপ্রকার অর্থকারীগণকে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইভাবে ধিক্কার দিয়াছেন। যথা (চৈঃ চঃ আ ২।৬০)—

"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর।"

কিন্তু আমরা পরম্পরা-সূত্রে অর্জ্জুনকে বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকেই ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ অপেক্ষা অধিক সমীচীন স্বীকার করিব। কারণ, এই যুগে অর্জ্জুনই সাক্ষাৎভাবে ভগবদ্‌গীতা শুনিয়াছিলেন এবং চৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থও স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ-কর্ত্তৃক প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অর্জ্জুনের পরম্পরাসূত্রে যাঁহারা গীতা বুঝিবেন তাঁহারাই বাস্তবিক গীতা পাঠ করিয়া থাকেন—"আর সব মরে অকারণ"। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বা ভগবদ্‌গীতায় কি বলিতেছেন সে-বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ; যেমন সূর্য্য-রশ্মি সূর্য্যের অঙ্গকান্তি। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের অধীন তত্ত্ব, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ও অধীন-তত্ত্ব মাত্র। যথা (গীঃ ১৪।২৭)—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আধার'—একথা গীতায় স্পষ্টভাবে লিখা থাকিলেও ডাক্তার রাধাকৃষ্ণনের তাহা যেন মনঃপূত হয় নাই। তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

"For I (Shri Krishna) am the abode of Brahman, the immortal and the imprishable feternal law and absolute bliss."

শ্রীকৃষ্ণ যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আধারই হন, তাহা হইলে নিরাকার ব্রহ্ম হইতে তিনি যে অনেক বড় এবং শ্রেষ্ঠ, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ঘরের ভিতরই 'মশারি' থাকে, কিন্তু মশারির ভিতর ঘর থাকে না; টেবিলের উপর দোয়াত থাকে, দোয়াতের ভিতর টেবিল থাকে না। এই সহজ কথা ত' বালকও বুঝিতে পারে; কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ সে-বিষয়ে কেন 'আমতা-আমতা' করিতেছেন, বুঝা কঠিন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, আদি, শাশ্বত পুরুষ, পরম ব্রহ্ম,—একথা ভূরি ভূরি প্রমাণের সহিত ভগবদ্গীতায় সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি "উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ"-ন্যায়ে তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যে সেই সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভাষ্যে বিদ্যার পরিবর্ত্তে অবিদ্যা প্রচার করিয়াছেন। এই কার্য্য আমরা আদৌ অনুমোদন করি না। ব্যতিরেকভাবে হউক অন্বয় ভাবেই হউক, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মের আধার, সে-বিষয়ে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যদি শ্রীকৃষ্ণ Absolute God বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার ভিতরে আবার কোন্ বস্তু থাকিতে পারে যদ্দ্বারা ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বলিতে পারেন যে—It is not the Personal Krishna to whom we have to give ourselves up etc.

আসল কথা, ভগবানের কৃপা না হইলে যে ভগবৎ তত্ত্ব বুঝা যায় না, ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের পুস্তকে তাহাই প্রমাণিত। মায়াবাদী ভগবানের চরণে মহা অপরাধী; সুতরাং তাহাদের নিকট কোনদিনই ভগবান্ প্রকাশিত হন না—নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ (গীঃ ৭।১৫) ইত্যাদি প্রমাণ। মায়াবাদী যে অপরাধী তাহা সমস্ত আচার্য্যগণই বলিয়াছেন; পরন্তু, শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্য মহাপ্রভু এই নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার মায়াবাদীগণকে সোজাসুজি অপরাধী বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। "মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ"। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে মায়াবাদী সম্বন্ধে মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ। যথা—

"প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে 'কৃষ্ণ'-নাম।
কৃষ্ণের 'নাম', কৃষ্ণের 'স্বরূপ' দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চৈতন্য-স্বরূপ॥
'দেহ-দেহী' 'নাম-নামী' কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম-দেহ-বিলাস।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের গুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের-স্বরূপ সম, সব চিদানন্দ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১২৯-৩৫)

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের অনুকরণকারী মায়াবাদিগণ—'গোড়ামী' করিয়া জীবকে পরমব্রহ্ম ভগবানের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন না। এবং সেই অংশই যে মায়া দ্বারা আবৃত হয়, পূর্ণব্রহ্ম হন না বা পূর্ণব্রহ্মই পরম পুরুষ—একথা মায়াবাদীরা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের 'ঘটাকাশ-পটাকাশ'-ন্যায়ের বিকৃত বিচারে জীব মুক্ত হইয়া গেলে সেই ব্রহ্মের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া যায় এবং সেই মুক্ত অবস্থায় কাহারও ব্যক্তিত্ব থাকে না। এই বিচারে পরমব্রহ্ম আদি পুরুষ তাঁহার স্বীয় বিগ্রহ যখন এই জগতে প্রকট করেন তখন সেইসকল মূঢ়গণ ভগবানকেও সাধারণ জীব মনে করিয়া তাঁহার দেহ-দেহী-ভেদ করিয়া অপরাধী হন। অতএব ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন্ যে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যতই পণ্ডিত হউন না কেন, তিনি 'মায়াপহৃত-জ্ঞান' এবং চৈতন্য-মহাপ্রভুর বিচারে মহা অপরাধী ব্যক্তি। অপরাধী ব্যক্তি কখনই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হয় না। অপরাধী ব্যক্তিগণই ভগবদ্গীতায় 'মূঢ়াঃ' বলিয়া কথিত হইয়াছে, যেহেতু তাহারা কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে মানুষের ন্যায় জ্ঞান করতঃ

তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ করে। মায়াবাদীর ভগবদ্-বিদ্বেষ প্রচার-ফলে, আজ জগতে নিরীশ্বরগণের উৎপাতে সমস্ত জগৎকে নরক-সদৃশ করিয়াছে। **এই অপরাধীগণের কবল হইতে জীবকে উদ্ধার করাই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্য। যাঁহারা সে-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট, তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে অপরাধী।** মায়াবাদীগণ যতই আধ্যাত্মিকতার ছলনা করুক না কেন, তাঁহাদের মত ভৌতিকবাদী আর দ্বিতীয়টী নাই। তাহাদের বৈরাগ্য—ফল্গু বৈরাগ্য জগৎকে বিপথগামী করিতেছে। বাক্ চাতুর্য্যে লোককে মোহিত করিয়া তাহারা কেবল মাত্র ভৌতিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক হইয়া পড়িতেছে। ভৌতিক উন্নতিই জগতের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে; চেতনের সংবাদ, চেতনের বিশ্বাস তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। এই প্রকার ছল-ধর্ম্মগুলিকে শ্রীমদ্ভাগবত **কৈতবধর্ম্ম** বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কৈতবধর্ম্মে যাহারা আকৃষ্ট, তাহারা বঞ্চক ও বঞ্চিত-সম্প্রদায়। তাহাদের আধ্যাত্মিকতা একটা সখের বাক্-চাতুর্য্য মাত্র,—কোথায় মুক্তি, কোথায় ভক্তি। এইসকল আধ্যাত্মিক ধুরন্ধরগণ কোটি জন্মেও কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবে না।

মায়াবাদীগণ যখন ছলনা বশে ভগবানের নাম কীর্ত্তন বা ভাগবত পাঠের দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করে, তখনও তাহারা অপরাধবলে ব্রহ্ম, চৈতন্য, পরমাত্মা বলিলেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। ভগবদ্গীতায় সর্ব্বত্রই 'শ্রীকৃষ্ণ উবাচ' বলিয়া কথিত আছে; মায়াবাদীগণ কৃষ্ণনামটি বাদ দিয়া আর সব বলিতে প্রস্তুত আছে। ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা সবই কৃষ্ণের উদ্দেশক হইলেও কৃষ্ণই পরমব্রহ্মের মুখ্যনাম, একথা সমস্ত শাস্ত্রেই স্বীকৃত। অতএব মায়াবাদীগণ যদিও কখন গোবিন্দ, মাধব, কৃষ্ণ, হরি, মুরারি ইত্যাদি বলে, তাহাকে মুখ্যনাম বা অভিন্ন ভগবান্ স্বীকার না করিয়া তাৎকালিক সাধনোপায় মাত্র মনে করে। সেইপ্রকার নাম উচ্চারণও যে নামাপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সে-কথাও তাহারা স্বীকার করে না। নামাপরাধকালে নাম-নামী অভিন্ন না জানিয়া কৃষ্ণের দেহ-দেহী-ভেদ করিয়া আরও অপরাধী হয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ যথা—(Page 242) "The deluded despise me clad in human

body not knowing My higher nature as Lord of all existence." সুতরাং Lrod of existence যে ব্যক্তি, তাঁহার clad in human body অর্থে মায়িক চক্ষে বা প্রাকৃত চক্ষে মনুষ্য-মাত্র, কিন্তু তত্ত্ব-চক্ষে বা শাস্ত্র-চক্ষে পরমেশ্বর সর্ব্বাকারণ-কারণ। যদি deluded বা বিভ্রান্ত লোকেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই দোষে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ কি দূষিত হন নাই? তিনি Lord of existence কে সাধারণ জীবের সহিত তুলনা করিয়া কিভাবে অপরাধী হইয়াছেন তাহা তিনি নিজেই অনুভব করুন। এতবড় পণ্ডিত হইয়াও যাহারা deluded হয়, তাহারাই—'মায়াপহৃতজ্ঞান' ভগবদ্-বিদ্বেষী বা আসুরী-ভাবাপন্ন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ যদি কৃষ্ণকে সাধারণ জীব মনে করেন বা অসাধারণ মনুষ্য মনে করেন, তাহা হইলে তিনি বিভ্রান্ত deluded ছাড়া আর কি হইতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু অপেক্ষা কাহারও অধিক জ্ঞান নাই। শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞান যাহা বিজ্ঞান-সমন্বিত তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কাছেই জানিতে হইবে। তিনি কি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় শ্রীল জীবগোস্বামীর বিচারধারা আলোচনা করিয়াছেন? আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর "ষট্ সন্দর্ভ" বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার মত পণ্ডিতগণকেই বুঝাইবার জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার গুরুবর্গের দ্বারা শক্তি-সঞ্চারিত পুরুষ। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। ঐরূপ দার্শনিক পৃথিবীর আর কোথাও নাই বা ছিল না বা হইবে না। আমরা আশা করি, যে-হেতু ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ নিজেই দার্শনিক, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর বাক্য অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া কিভাবে যে perplexed হইয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ লিখিত গ্রন্থের ভাষায় প্রমাণিত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিক অসাধারণ মনুষ্য করিতে চাহেন, কিন্তু ভগবদ্গীতায় সে অবকাশ নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"In the Gita Krishna is identified with the Supreme Lord. The unity that he is behind the manifold universes, the changeless truth behind all appearances, transcendent

over all and immanent in all. He is the manifested Lord, making it easy for the mortals to know, for those who seek the imperishable Brahman reach Him no doubt but after great toil. He is called **Paramatma**.

তাঁহার বিভ্রান্ত হইবার কারণ তিনি এইভাবে লিখিয়াছেন, যথা—

"How can we identify an historical individual with the Supreme God ? The representation of an individual as identical with the universal self is familiar to Hindu thought. In the Upanishads, we are informed that the fully awakened soul which apprehends the true relation to the Absolute—sees that it is essentially one with the latter and declares itself to be so." (Essay page 30)

Essentially one অর্থাৎ জীব ও ভগবানের একত্ব উপলব্ধিই শেষ কথা নহে। অবশ্য শঙ্করাচার্য্য এই পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিবার জন্যই আসুরিক ভাবাপন্ন লোকসকলকে এরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে সেই চেতনের রাজ্য "চেতনশ্চেতনানাম্" দর্শন আছে। চেতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ চেতনের যে দর্শন, তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত চেতনাভিজ্ঞান অপূর্ণ, অসম্যক এবং অবিশুদ্ধ বুদ্ধির পরিণাম। সেই প্রকার অপূর্ণ খণ্ড-চেতনের জ্ঞানদ্বারা পুনরায় জড়াভিজ্ঞানের বৈচিত্র্যেই অধঃপতিত হইয়া বড় বড় দার্শনিকগণ 'জগৎ মিথ্যা'র প্রলোভনে দার্শনিক পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া রাজনৈতিক-বীর, কর্ম্মজড়-বীর, ধর্ম্মার্থ-কামপরায়ণ-বীর ইত্যাকার বহু সজ্ঞায় সজ্জিত হন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সেই পূর্ণ-চেতনের সহিত পরিচয় নাই বলিয়া সেই পূর্ণ-চেতন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও তাঁহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া deluded হইতেছেন। ভারতীয় দার্শনিকের যেমন ভগবানের সহিত একত্ব বিচার আছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পৃথকত্ব বিচারও আছে। একই বস্তু সমকালেই একত্ব ও পৃথকত্ব বিচারে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই বিচারই বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত অথবা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব নামে বিবৃত হইয়াছে। যদি সে বিচার প্রবল না হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণকে সমস্ত ভারতবাসী ঘরে ঘরে পূজা করিতেন না। তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া কোথাও পূজিত হন না; পরন্তু ভগবান্ বলিলেই পূজিত হন; এবং সেই ভগবত্তার মধ্যস্থ

প্রামাণিক-গ্রন্থ গায়ত্রী ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য "শ্রীমদ্ভাগবতম্"। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের অপেক্ষা বহু বড় বড় দার্শনিক এবং মায়াবাদীর আক্রমণ সত্ত্বেও ভারতের সর্ব্বত্র কোটি কোটি কৃষ্ণ-মন্দির যুগযুগান্তর হইতে এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া কৃষ্ণকে মনুষ্য-বুদ্ধিকারীগণকে ধিক্কার দিতেছে এবং ভবিষ্যতেও সমস্ত জগতের লোক সেইভাবে ধিক্কার দিবেন। সমস্ত বিষ্ণু মন্দিরই আচার্য্য-গণের অনুমোদিত, সুতরাং ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের খাতিরে ভারতবাসীগণ পাশ্চাত্য দার্শনিক বিচারের সহিত কখনও compromise বা মিটমাট করিতে পারেন না।

ভারতের ঐতিহাসিক ব্যোমে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক তারার উদয় হইয়াছে। সেই সকল বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণকে বাদ দিয়া কেবল-মাত্র রাম ও কৃষ্ণকে ভারতীয়গণ কেন ভগবত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহার নিরপেক্ষ বিচার করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ অপেক্ষা অধিক বলবান বলিয়া মনে করি। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া ব্রহ্মলোক-নিবাসী, স্বর্গলোক-নিবাসীগণও মুহ্যমান হন। সুতরাং মর্ত্ত্যলোক-নিবাসী ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ বা তাঁহার মত অনেক লোকই মুহ্যমান্ হইবেন—একথা ত' শ্রীমদ্ভাগবতই **"মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ"** মন্ত্রেই স্বীকার করিতেছেন। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত 'ভূলোক' ত' সপ্তম শ্রেণীর নগণ্য বিভূতিসম্পন্ন একটি বসুধা মাত্র।

পরন্তু এই নগণ্য বসুধার মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান; কারণ ভারত-বর্ষের মনীষিগণই পূর্ব্বকাল হইতে পারমার্থিক বিচার সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে তাঁহারা অন্যান্য উত্তম বিভূতিসম্পন্ন বসুধাগুলির সহিত যোগাযোগও রাখিতে সমর্থ ছিলেন। বলা যায় না, হয় ত' ভবিষ্যতে Sputnik বিক্ষেপাদির দ্বারা আবার যোগাযোগ হওয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু আমাদের ভারতে এমনই দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের কথা শুনিতে রাজী নহি। শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি যাহাতে স্বীকার করা না হয়, তাহার জন্য কৌশলে বহু বাক্যজালের বিস্তার করিব। ইহাই ভারতের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। প্রকৃত ভগবানকে উড়াইয়া দিয়া 'নকল' ভগবানের উৎপাত বিস্তার করিবার জন্য ভারত এখন উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে—ইহাই ভারতের দুর্ভাগ্যের পরিচয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত

শ্রীশ্রীকেদার-বদ্রী পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর **শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম পরিক্রমা**মুখে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, শ্রীনগর, **কেদারনাথ**, তুঙ্গনাথ প্রভৃতি ৬৪টী তীর্থস্থান দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী **১১ই আগষ্ট ১৯৫৮, ২৬শে শ্রাবণ ১৩৬৫, সোমবার হাওড়া-ষ্টেশন ৬নং প্লাটফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮॥০ টার সময় যাত্রা করিবেন।** ধর্ম্মপ্রাণ সকলেই নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করুন। ইতি—ইং ১৪।৭।৫৮ ; **নিঃ—সভ্যবৃন্দ**

নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীপক্ষে **৩৫০৲** টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ প্রবল শীতের উপযোগী বিছানা (মশারী সহ), জামা, গরম কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এলুমিনিয়ামের থালা, ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু **লজেন্স্** অথবা **তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত **।৫ সেরের মধ্যে** লইবেন।

৩। কোন যাত্রী ।৫ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩৲ হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১০০৲ আগামী ১৭ই শ্রাবণ, ইং ২।৮।৫৮ তারিখের মধ্যে **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে বা জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ২৬শে শ্রাবণ, ইং ১১।৮।৫৮ সোমবার বেলা ১টা হইতে ৫টার মধ্যে হাওড়া-ষ্টেশনে ৬নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া অতিরিক্ত লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চাম্‌ড়ার নহে), ছাতি, লাঠি ও বিছানা ঢাকিবার জন্য রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ৩০।৩৫ দিন সময় লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমন্‌ঝোলা, ব্যাসঘাট, **দেবপ্রয়াগ**, কীর্ত্তিনগর, **শ্রীনগর**, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, **গুপ্তকাশী**, উখীমঠ, রামপুর, **ত্রিযুগীনারায়ণ**, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা গণেশ, গৌরীকুণ্ড, **কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ**, আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, গরুড়গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, যোশীমঠ, পঞ্চশীলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনূমান্‌চটী, **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ**, তপ্তকুণ্ড, বসুধারা, চামোলী, নন্দপ্রয়াগ, আদিবদ্রী প্রভৃতি।

প্রভু সন্দর্শন না পেল রাজন্

(১)

কটক হ'তে গজপতি, লেখে
　　পত্র সার্ব্বভৌমে,
প্রভুর আজ্ঞা যদি হয়, তবে
　　মিলিবে সে-স্থানে।

জানালেন তিনি লিখে—
প্রভু-আজ্ঞা নাহি ইথে,
পুনরায় রাজা পাঠাল পত্রী
　　জানাতে ভক্তগণে॥

(২)

প্রভু-কৃপা বিনা রাজার আর
রাজ্য লাগে না ভালো,
না পেলে প্রভুরে ত্যজিবে প্রাণ,
ভিক্ষা সে আরো ভালো।
নিরখিয়া হেন পত্র
চিন্তিত ভট্টাচার্য্য,
কহেন সবারে বিবরণ, যা'
পত্রে লেখা ছিলো॥

(৩)

রাজ-ব্যবহার কহিতে, গেলা
সবে প্রভু-স্থানে,
কহিতে উন্মুখ,—কহে না তবু
এসেছে কি কারণে।
প্রভুজী শুধান তবে—
কিবা চাহ নিবেদিতে?
নিত্যানন্দ কয়,—রাজ-অভিপ্রায়
মিলিতে প্রভু-সনে॥

(৪)

হৈলা কোমল প্রভু মনে মনে
এ বাণী শুনিয়া,
তবু ক'ন সবে,—যাইবে কোথা
আমারে লইয়া।
নিন্দিবেও কত লোকে,
দামোদর ভৎ'সিবে,
আজ্ঞা হ'লে তা'র আসিব এখনি
রাজাকে দেখিয়া॥

(৫)

কহে দামোদর,—"কি বিধি দিব
আজিকে তোমারে,
কে কহিতে পারে কিবা কর্ত্তব্য
সাক্ষাৎ ঈশ্বরে !
মুই কোন ক্ষুদ্র জীব,
তুমি মোর ইষ্টদেব";
নিত্যানন্দও কৈল হেন বাত
প্রভু-সাক্ষাৎকারে ॥

(৬)

রাজার জন্য চাহেন নিত্যানন্দ
প্রভুর বহির্ব্বাস,
সার্ব্বভৌম পাঠাইল তায়
গজপতি-পাশ।
উল্লাসে বস্ত্রেরে রাজা
প্রভুরূপে করে পূজা,
রাজ-চিত্তে তবু রয়, প্রভুর
দরশন-আশ ॥

(৭)

রামানন্দ রায় আইলা যবে
প্রভুরে হেরিতে,
রাজা কহে রায়ে প্রভু-আজ্ঞা নিয়া
তাহারে মিলাতে।
এক সাথে উভে আসে,
গেলা রায় প্রভু-পাশে,
কহিলা মন্ত্রী রায়,—রাজার
ভক্তি প্রভু-পদে ॥

(৮)

প্রভুর চিত্ত হ'ল না ত দ্রব
মিলিতে রাজা-সনে,
ক'ন—"ন্যাসী-পক্ষে কভু না জুয়ায়
রাজ-দরশনে।
দেখ তুমি বিচারিয়া—
রাজ নামে ক্ষুব্ধ হিয়া,
সন্ন্যাসী হ'য়ে বিষয়ী সকাশে
মিলিব কেমনে॥"

(৯)

রায় কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর
নহ তো পরতন্ত্র,
আপন স্বভাবে হও তবু যে
প্রেম-পরতন্ত্র।"
প্রভু ক'ন রায়ে হাসি'—
"মনুষ্য আমি সন্ন্যাসী,
ন্যাসীর অল্প ছিদ্র পেলে সবে
রটাবে যে সর্ব্বত্র॥"

(১০)

ভক্তোত্তম রাজ-ভক্তিতে প্রভু
তবে প্রীত হইয়া,
মিলিলেন রাজ-পুত্রের সনে
প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
বিষয় সংসর্গ রহিতে
আসে না শ্রীহরি সাক্ষাতে,
প্রভু-সন্দর্শন না পেল রাজন্
ভোগাবাসে রহিয়া॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চাতুর্ম্মাস্য ও পুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে **'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র** গ্রাহকগণকে আমাদের অধিক কিছু জানাইবার নাই। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত **'শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা'** (৪৭২ গৌরাব্দ) যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে সংক্ষেপতঃ অবগত আছেন। তথাপি ভক্ত-সাধকগণ উহা বিস্মৃত হইতে পারেন আশঙ্কা করিয়া এ সম্পর্কে দুই-একটী কথা লিখিতেছি।

আমাদের মধ্যে অনেকেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া কেবলমাত্র কার্ত্তিক-ব্রত বা দামোদর-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—শ্রীল রূপগোস্বামী ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া উর্জ্জব্রত বা দামোদর-ব্রতের আদর করিব। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"উর্জ্জাদরো **বিশেষেণ** যাত্রা-জন্মদিনাদিষু" (ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।৪৩)। এস্থলে 'বিশেষেণ'-পদের প্রতি আমি ব্রতাচারী বন্ধুবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিশেষভাবে কার্ত্তিকব্রত বা দামোদর-ব্রতের পালন বলিলে—চঃতুর্ম্মাস্য পালন অবশ্যই করিতে হইবে, তন্মধ্যে কার্ত্তিকব্রত বা দামোদর-ব্রত বিশেষভাবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পালন করিতে হইবে—ইহাই বুঝাইতেছে। কার্ত্তিক-ব্রত—চাতুর্ম্মাস্যের শেষ আনুষ্ঠানিক ব্রত। ব্রত মাত্রেরই শেষ রক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।

এই সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামীও হরিভক্তিবিলাসে কোন্ মাসে কিরূপ সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এমন কি, যিনি চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন না, তিনি অতি মূর্খ এবং জীবিতা-বস্থায়ও মৃত—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্ মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যাধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

কেহ যদি বলেন, আমরা রূপানুগ, সনাতনানুগ নহি। আমরা ঐরূপ বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিকে রূপানুগ বলিয়া ত স্বীকার করিবই না, কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহাকে ভণ্ড বলিব। কারণ "একে মানে, আরে না মানে, এই মত ভণ্ড" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রূপপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীরই শিষ্যত্ব অঙ্গীকার

করিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন না, ক্লেশ স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘ্যাতের জন্য উক্তপ্রকার কূট-তর্ক-যুক্তির আবাহন করিবেন, তাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে নিতান্ত মূর্খ ও মৃত ব্যক্তির ন্যায় সাধক-ভক্তগণের অস্পৃশ্য।

শ্রীল রূপ গোস্বামী "বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্"—বাক্যের দ্বারা বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা এবং সাধু-বর্ত্মের অনুবর্ত্তন, এই দুইটী ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সাধুগণ যে ব্রত-তপস্যাদি অবলম্বন করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা না করিলে মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইবে না। তাই আমরা এস্থলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আচরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য সমাপন করিব।

চাতুর্ম্মাস্য-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদ

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিয়া তাঁহার অনুগত জনগণকে এবং ধর্ম্মপিপাসু বিশ্ববাসী সকলকেই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকার প্রচ্ছদপটে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোদ্যাপনকারী জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি মুদ্রিত করিয়াছি। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের চারিমাস কাল ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদ 'চাতুর্ম্মাস্য'-নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে। **শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছেন।** শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চরিমাস কাল নীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। **চারিপ্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।** কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রই সকলেই করিয়া থাকেন। **ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত**

হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘ-কাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিতেছেন।"

(শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৬৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত)

জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত মহোপদেশপূর্ণ বাক্য হইতে জানা যায়, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছিলেন এবং গৌরভক্তগণ নীলাচলে প্রতিবৎসরই শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মে চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকবর্গ ইহা সর্ব্বতোভাবে অবগত আছেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কালনির্ণয়

চাতুর্ম্মাস্যের কালনির্ণয়-প্রসঙ্গে বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥

অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লা-দ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চন্দ্রমাসে এই ব্রতের নিয়ম পালন করিবে, অথবা আষাঢ় মাসের পূর্ণমা তিথি হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের নিয়ম, অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের নিয়ম।

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে,—এই চাতুর্ম্মাস্যের মধ্যে পুরুষোত্তম-মাস প্রবিষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ স্মার্ত্তমতে অধিমাস বা মলমাস-প্রবৃত্তি হওয়ায় এই বৎসর চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত চারিমাস স্থলে পাঁচমাস ব্যাপিয়া হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণিমাপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাচারিগণ ৩০শে বামন ৪৭২, ১৬ই আষাঢ় ১৩৬৫, ইং ১।৭।৫৮, মঙ্গলবার হইতে ৩০শে দামোদর, ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর, বুধবার পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করিবেন। **তন্মধ্যে শ্রাবণ মাস বলিতে ১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার (১।৭।৫৮) হইতে ১২ই ভাদ্র, শুক্রবার (২৯।৮।৫৮) পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। এবং শ্রাবণ মাসের খাদ্যদ্রব্য সঙ্কোচ সম্বন্ধে যে বিধি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল, তাহাই এ দুইমাস কাল যাবৎই পালন করিতে হইবে।**

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্কন্দপুরাণের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া নিম্ন বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১)

অর্থাৎ—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাস **শ্রাবণে** সর্ব্বপ্রকার শাক, **ভাদ্রমাসে** দধি, **আশ্বিনে** দুগ্ধ এবং **কার্ত্তিকমাসে** আমিষ বর্জ্জন করিবে। ভারতের পশ্চিম বিভাগে 'শাক' বলিতে যে-কোন পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত লাউ, বেগুণ, পুঁই, কলমীশাক, শিম, বরবটী, পটল, মাসকলাই, ক্ষৌরকার্য্য চারিমাস কাল অবশ্য বর্জ্জনীয়।

আমিষ কাহাকে বলে ?

কার্ত্তিকমাসে 'আমিষ' ভোজন নিষেধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা আমিষভোজী স্মার্ত্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; যেহেতু বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ নিরামিষাশী। তাঁহাদের পক্ষে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন সময়েই আমিষ বা অমেধ্য গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। সুতরাং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন বলিলে, বৈষ্ণব পক্ষে মাষকলাই প্রভৃতিকেই বুঝাইবে। ইহা বৈষ্ণবগণ কার্ত্তিকমাসে কখনই গ্রহণ করিবেন না। মাষ-কলাই হইতে বড়া, বড়ি, পাঁপড়, মিষ্টদ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, তাহাও কার্ত্তিকে বর্জ্জনীয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আমিষ বলিতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও নিম্নে উল্লিখিত হইল। ইহা সর্ব্ব সময়েই সকলেরই বর্জ্জনীয়। যথা—

"প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসুরিকা প্রোক্তা অন্নং পর্য্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী-দুগ্ধাদন্য-দুগ্ধাদি চামিষম্।
দ্বিজ-ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং ভূমিজং তথা॥
তাম্রপাত্র-স্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং তদ্‌বুধৈঃ স্মৃতম্॥"

(অর্থাৎ) জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ—আমিষ, ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোড়ানেবু—আমিষ। ধান্যের (শস্যের) মধ্যে মসুরিকা ও পর্য্যুষিত (বাসী, পান্তা, পকাল) অন্ন—আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ (অর্থাৎ মেষ বা ভেড়া, উট, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতির দুগ্ধ)—আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত

সর্ব্বপ্রকার লবণ ও **ভূমি-জাত লবণ**, তাম্র পাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত (ভিস্তির) **জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন**—আমিষ-মধ্যে গণিত।"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত 'পুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত
—গৌঃ পঃ ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭১ পৃঃ)

অতএব কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ বলিলে এই সমস্ত আমিষ পরিত্যাগ বুঝাইবে। ভক্তিসাধকগণ ইহাই হইতে সাবধান থাকিবেন।

পুরুষোত্তম-ব্রত

পুরুষোত্তম-মাস ও মলমাস

শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে পুরুষোত্তম-মাসেই পুরুষোত্তম-ব্রত হইয়া থাকে। এবৎসর ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, শুক্রবার পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম মাস। স্মার্ত্তগণ ইহাকে মলমাস বা অধিমাস বলিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, ইহাকে 'মলিম্লুচ' (চোর), মলিন মাস ইত্যাদি নাম দিয়া এই অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই মাসে কোন শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে না; তজ্জন্যই ইহা মাসের মধ্যে মল-স্বরূপ। সুতরাং সাধারণতঃ তাঁহারা ইহাকে মলমাস বলিয়াই লোকের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। স্মার্ত্তগণের এইরূপ বিচার বৈষ্ণবগণ কখনই অনুমোদন করেন না।

শাস্ত্রও আমাদের দেশে দুই প্রকার পরিলক্ষিত হয়। নিজ নিজ রুচি-অনুসারে লোক শাস্ত্রের উক্তিসকল গ্রহণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য পারমার্থিক শাস্ত্র স্মার্ত্ত-শাস্ত্র হইতে পৃথক্। যাঁহারা নিতান্ত ভোগ-প্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মমার্গে প্রবেশ করেন, তাঁহারাই স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের বহুমানন করেন। এই স্মার্ত্ত-মতেই মলমাসে বা অধিমাসে একমাস কাল নিষ্ক্রিয় হইয়া জীবনযাপন করিতে হয়। শরীর ও মন নিষ্ক্রিয় হইলেই তাহাতে শয়তান কারখানা খুলিয়া বসে। শয়তানের কর্ম্মিগণকে উৎপীড়িত করিবার ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ।

বৈষ্ণবগণ একমুহূর্ত্তও হরিসেবা ব্যতীত কালক্ষেপ করেন না। 'অব্যর্থকালত্ব' বৈষ্ণবমাত্রেরই ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে একটী প্রধান অঙ্গ। শ্রীপুরুষোত্তম-মাস ২ বৎসর, ৮ মাস, ১৬ দিন, ৪ ঘণ্টার পরে একবার আবির্ভূত হন। সুতরাং বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা মলমাস নহে, পরন্তু প্রচলিত দ্বাদশ মাস অপেক্ষা সর্ব্বোত্তম অধিমাস। এমন কি, সৌর-গণনায় দ্বাদশ মাসের মধ্যে বৈশাখ, কার্ত্তিক,

মাঘ—৩ মাস মহাপুণ্যমাস বলিয়া কথিত হইলেও তদপেক্ষা এই অধিমাসের শ্রেষ্ঠত্ব নারদীয় পুরাণের একত্রিংশ অধ্যায়ের বচনানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম মাস সম্বন্ধে নারদীয়-পুরাণ

সৌর দ্বাদশ মাসের সহিত চান্দ্র-রাশিস্থিত মাসের সহিত মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাস, ১৬ দিন, ৪ ঘণ্টা পরে একটী চান্দ্রমাস অর্থাৎ এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত একটী অতিরিক্ত উন্নততম মাস স্বীকার করিতে হয়। স্মার্ত্তমতে ইহাই বৎসরের মল। এই অধিমাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণে একটী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। তাহাতে অধিমাসের প্রতি স্মার্ত্ত-কর্ম্মিগণের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অধিমাস বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের নিকট অভিযোগ আনয়ন করেন। বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ তাহার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া স্মার্ত্ত-কর্ম্মিগণের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে তাহার প্রতিকারের জন্য অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অধিমাসের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ **পুরুষোত্তমঃ** ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য **মাসানামধিপো ভবেৎ** ॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ **নিষ্কামোঽয়ং** ময়া কৃতঃ ॥

* * * *

যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধন-পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোক-বাসভাক্ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আমি যেরূপ এজগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও সমস্ত জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া প্রথিতনামা হইবে। আমাতে যে-সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই অধিমাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া **এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইবে**। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম, এই মাসটী নিষ্কাম অর্থাৎ কামী জীবমাত্রই ফল-কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রচলিত দ্বাদশ চান্দ্রমাসে নানাপ্রকার কাম্যকর্ম্মে লিপ্ত হয়, ইহাতে সকাম পুরুষগণের কোন কামনার পূর্ত্তি না থাকায় এই মাস নিষ্কাম। সুতরাং নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ এই

পুরুষোত্তম মাসে ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চন করিলে আপনা হইতেই ধন-পুত্রাদি সুখভোগ অবাঞ্ছিতরূপে তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে, এবং অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা নিত্যানন্দময় গোলোকবাসী হইবেন।

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের প্রার্থনাক্রমে অধিমাসের সর্ব্বোত্তমতা আত্মমঙ্গলেচ্ছু প্রাণিগণের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ তজ্জন্যই অধিমাসকে 'পুরুষোত্তম' মাস জ্ঞান করিয়া এই মাসে পুরুষোত্তম ব্রত পালন করিয়া থাকেন। এই ব্রতে কার্ত্তিক-ব্রতের যাবতীয় নিয়মই সর্ব্বতোভাবে পালনীয়; আহার-বিহারাদি সম্বন্ধে একই বিধি অবলম্বনীয়। তাহা ছাড়া এই ব্রতের বিধি-নিষেধ বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৬-১৩২ পৃষ্ঠা এবং উক্ত বর্ষের ৫ম সংখ্যা, ১৬৯-১৭৪ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে প্রকাশিত 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-কৃত্য প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিবেন। এই প্রবন্ধদ্বয় জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিজ-লিখিত।

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যদি কোন শাস্ত্রে অধিমাসকে মলমাস বা মলিম্লুচ বা মলিনমাস বলিয়া উল্লেখ থাকে, তবে বৈষ্ণবগণ তাহা কেন মানিবেন না? এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই অধিমাস 'পুরুষোত্তম-মাস' বলিয়াও শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোন্ শাস্ত্রের প্রাধান্য দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। অষ্টাদশ পুরাণ তিন ভাগে বিভক্ত —সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে শ্রেষ্ঠ। সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত নারদীয় পুরাণ অধিমাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'পুরুষোত্তম' মাস আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং আমরা সাত্ত্বিক পুরাণের প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। স্মার্ত্তগণের অভিরুচি-অনুসারে রাজসিক-তামসিক পুরাণের বাক্য গ্রহণে আমরা অসমর্থ। তবে যে-স্থলে সাত্ত্বিক পুরাণের অনুসরণ করিয়া রাজসিক-তামসিক পুরাণ যে-যে বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। কারণ রাজসিক-তামসিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যও উহাতে নিহিত আছে।

সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্ব ও অপকৃষ্টত্বের পরিচয় ফলের দ্বারাই নির্ণীত হয়। যে গুণের ফল শ্রেষ্ঠ, সেই গুণই শ্রেষ্ঠ।

এসম্বন্ধে গীতা-শাস্ত্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায় ভালরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এবিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ নাই। সত্ত্বগুণই নির্ম্মল—জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ প্রদান করিয়া উর্দ্ধগতি দান করে। রজস্তমোগুণ জীবকে নিম্নগামী, দুঃখময় ও অজ্ঞান-অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এস্থলে গীতার দুই-একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাঠক-বর্গের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতেছি।—

তত্র **সত্ত্বং** নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখম্, অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥
উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥
(গীঃ ১৪।৬, ৭, ৮, ১৬, ১৮)

গীতা সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ইহা সাক্ষাৎ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বাণী বলিয়া ইহাকে বেদের ন্যায় গীতোপনিষৎ জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীগীতোপনিষদের উক্ত বাক্যসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাত্ত্বিক গুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহার দ্বারাই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রজোগুণ বৃত্তিপ্রাপ্ত হইলে জীবের কর্ম্মাগ্রহিতা প্রবল হইয়া থাকে। এই কর্ম্মই জীবের বন্ধনের কারণ। তাহা হইতে লোভ, নানা-প্রকার কামনা, সদসৎ ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে গীতাও তারস্বরে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ। (গীঃ ১৪।১২)

গীতার প্রমাণানুসারে কেহ হয়ত বলিবেন, সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ ও সাত্ত্বিক শাস্ত্রের প্রমাণই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণীয়; কিন্তু নারদীয় পুরাণখানি যে সাত্ত্বিক পুরাণ, তাহার প্রমাণ কি? তৎসম্বন্ধে আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সন্দেহ নিরসন করিতেছি। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোন্ কোন্ পুরাণ কি কি গুণান্বিত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।—

বৈষ্ণবং **নারদীয়ঞ্চ** তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনে।

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ ॥
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥

অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মঙ্গলময়-ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টী পুরাণকে **'সাত্ত্বিক'** বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টী **'রাজসিক'**। এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টী **'তামসিক'** বলিয়া কথিত হয়।

এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ রাজসিক পুরাণের অন্যতম। রাজস্তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণকে সাত্ত্বিক শাস্ত্রে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যই সাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদি সাত্ত্বিক পুরাণের অন্তর্গত কোন পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে রজস্তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ যুক্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেন,—নিজ নিজ মহিমায় সকলেই গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করে; সুতরাং সাত্ত্বিক শাস্ত্র নিজ সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মহিমা ত' কীর্ত্তন করিবেই; অতএব উহা গ্রহণীয় নহে। এস্থলে রাজসিক-পুরাণ সাত্ত্বিক-পুরাণের মহিমা কীর্ত্তন করায় স্ব-মহিমা-কীর্ত্তনের দোষ আরোপিত হইল না।

অতএব অধিমাসকে আমরা 'মলমাস'রূপে গ্রহণ না করিয়া সাত্ত্বিক পুরাণের বাক্যানুসারে 'পুরুষোত্তম মাস' বলিয়াই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিব। ইহা সর্ব্বশুভ-কর্ম্মের আকর-স্বরূপ এবং এই মাস স্বভাবতঃই সর্ব্ববাঞ্ছিত ফলপ্রসূ।

অধিমাসকে মলমাস বলার অযৌক্তিকতা

যদি একই শাস্ত্রকর্ত্তার বিভিন্ন মত একস্থানে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কোন্‌টী গ্রহণীয়, এসম্বন্ধে আরও বিচার করা আবশ্যক। শাস্ত্রের বিরোধক্ষেত্রে যুক্তিই একমাত্র সঙ্গতি স্থাপন করে।—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যা বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রয়াজতে ॥"

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলেও আমরা যুক্তির দ্বারাও ইহা স্থাপন করিতে পারি যে, অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই অধিমাস চান্দ্রমাসের অভাব-পূরণকারী। শুধু তাহাই নহে, ইহা সৌর-বর্ষের মিলন-কর্ত্তা। যিনি অভাব পূরণ করেন, তাহাকে হেয় জ্ঞান করা

দুর্নৈতিকতা মধ্যে পরিগণিত। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ মলের দ্বারা অভাব পূরণ করিতে গেলে যুক্তিবাদী নৈতিকগণ তাহা মানিয়া লইবেন কেন? যে চন্দ্র সূর্য্যালোকে প্রদীপ্ত হইয়া আত্মগরিমা ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই চন্দ্রের গতি ৩২ মাসে হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তাহার সূর্য্যের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবলা হয়। এই অধিমাস সৌর-বর্ষের সহিত চান্দ্র-বর্ষের মিলনকারী। সুতরাং এই মিলনকারী অধিমাসকে সর্ব্বোত্তম 'পুরুষোত্তম' জ্ঞান না করিয়া 'মল' বা 'মলিম্লুচ' জ্ঞান করিলে নৈতিকগণ উপহাস করিবেন। 'মলিম্লুচ' শব্দের অর্থ—চোর। 'চোরের রাত্রিবাসে' যে মিলন, তাহা সর্ব্বত্রই উপহাস্যাস্পদ ও ঘৃণ্য। সুতরাং স্মার্ত্তমতে অধিমাসকে মলিম্লুচ বা মলমাস বলিয়া গণ্য করা কোনমতে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

পরলোকে ঊর্দ্ধমন্থী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বর্দ্ধমান সহর-নিবাসী শ্রীযুত ঊর্দ্ধমন্থী দাসাধিকারী মহাশয়—গত বৃহস্পতিবার ২৫শে আষাঢ় ১৩৬৫, ইং ১০ই জুলাই ১৯৫৮, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট উপেন্দ্র নাথ মালিক ওরফে মালিক বাবু বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ অংশ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সাধুসঙ্গেই অতিবাহিত করেন। গৃহস্থ জীবনে সাধুসঙ্গ ব্যতীত পারমার্থিক কল্যাণের আর কোন উপায় নাই—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ।

কর্ম্ম-জীবনে তিনি ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানীর গুড্‌স্ (Goods) বিভাগের একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী থাকিয়া বিশেষ সুনামের সহিত তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নানা প্রকার গঠনমূলক কারুকার্য্যে ও স্থপতি-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অতি আগ্রহ ও বিশেষ যত্নের সহিত মঠের ঐরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার নিরভিমান অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

তিনি প্রায়ই রক্তের চাপাধিক্যের দরুন কষ্ট পাইতেন। ইহা তাঁহার শেষ জীবনের দেহ ত্যাগের কারণ হয়। একটু অসুস্থ বোধ করিলেই তিনি মঠের সেবকগণের সেবা গ্রহণ না করিয়া বাড়ী যাইতেন। এবং একটু ভাল হইলেই পুনঃ চলিয়া আসিতেন। শেষ যাত্রা আর আমরা তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারিলাম না। তাঁহার স্ত্রী পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বাড়ীতে গিয়া রক্তের চাপে ভূপতিত হন এবং পরে তাঁহাকে হাসপাতালে আনা হয়। তথায় ১৫ পনর দিন থাকিয়া তিনি শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন। আমরা তাঁহার বিরহে বিশেষ দুঃখিত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি,—তিনি পরজগৎ হইতে আমাদের কল্যাণ বিধান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনে-কথাসু যঃ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ } বাসুদেব, ১৭ শ্রীধর, ৪৭২ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৬৫; ইং ১৭।৮।৫৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-দশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—১১-২০)

ক্বাহং তমোমহদহং খ-চরাগ্নি-বার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ড-ঘট-সপ্তবিতস্তি-কায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধা-বিগণিতাণ্ড-পরাণু-চর্য্যা-
বাতাধ্ব-রোম-বিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥১॥

হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট-মধ্যবর্ত্তী, সপ্ত-বিতস্তি পরিমিত শরীর-ধারী এই ব্রহ্মাই বা কোথায়, আর যাঁহার রোম-কূপরূপ গবাক্ষ-পথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে, তাদৃশ আপনার মহিমাই বা কোথায়! (অতএব এই নগণ্যের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য) ॥১॥

উৎক্ষেপণং গর্ভ-গতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশ-ভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥২॥

হে অধোক্ষজ! গর্ভগত সন্তান মাতার উদরে থাকিয়া পাদ-যুগল ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে কি মাতা তাহাতে অপরাধ মনে করেন? সেইরূপ নিজ-কুক্ষিতে চরাচর ধারণ করায় আপনিও মাতৃ-স্বরূপ বলিয়া সন্তান-তুল্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভাব-অভাব অথবা স্থূল-সূক্ষ্ম, কার্য্য-কারণ প্রভৃতি শব্দবাচ্য কোন পদার্থ আপনার বাহিরে আছে কি?২॥

জগত্রয়ান্তোদধি-সংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদর-নাভি-নালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্থিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥৩॥

যৎকালে প্রলয়-বারিতে এই ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া, পুরাণ-কর্ত্তা ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এ-কথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে ঈশ্বর! আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই? ৩॥

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্ব-দেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোক-সাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৪॥

(বস্তুতঃ আমি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি।) আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনিই নারায়ণ, কেন-না আপনি সর্ব্ব-দেহধারী জীবসমূহের আত্মস্বরূপ—অর্থাৎ 'নার'-শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন (আশ্রয়) যিনি, তিনি নারায়ণ—আপনিই সেই। হে অধীশ! (আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে) আপনি অখিল লোক-

সাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন, তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ। নর হইতে উদ্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা হইতে জাত জল যাঁহার অয়ন-আশ্রয়, তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাস-মূর্ত্তি। (অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ আপনার আশ্রয় জল কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন) আপনার পরিচ্ছিন্নত্ব সত্য নহে, পরন্তু উহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবস্থান আপনার অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয়, কিম্বা উহা পরম সত্য, বিরাট স্বরূপের ন্যায় আপনার নারায়ণ-রূপ মায়িক নহে ॥৪॥

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।
কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥৫॥

হে ভগবন্! জগতের আশ্রয়-স্বরূপ আপনার সেই শরীর প্রলয়ে জলমধ্যে অবস্থান করে, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তৎকালে কমল-নালমার্গে মধ্যপ্রবিষ্ট হইয়া আমি যখন অন্বেষণ করিয়াছিলাম, তখন দেখিতে পাই নাই কেন? যদি বলেন,—উহা অন্তঃকরণের দৃশ্য, তাহা হইলে অন্তরেও আমি দেখি নাই কেন? আবার তপস্যা করায় তৎক্ষণেই উহা সুদৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব উহা আপনার মায়াই বলিতে হইবে ॥৫॥

অত্রৈব মায়া-ধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ-স্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥৬॥

হে মায়া-শমন! এই অবতারে জননী যশোদা দেবীকে নিজ উদর-মধ্যে পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র জগৎ দর্শন করাইয়া উহার মায়াময়ত্ব অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তিভূতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ॥৬॥

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥৭॥

(হে ভগবন্!) আপনার কুক্ষিমধ্যে আপনার সহিত এই সমগ্র জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, বাহিরেও সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে—ইহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিনা আর কি হইতে পারে? (উহাকে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে না। কেন-না প্রতিবিম্ব হইলে বিপরীতভাবে দৃষ্ট হইত, এবং দর্পণে যেরূপ দর্পণ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ আদর্শস্থানীয় আপনাতে আপনার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইত না—ইহাই তাৎপর্য্য) ॥৭॥

অত্রৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজ-সুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥৮॥

হে ভগবন্! আপনি কি কেবল জননীকেই ঐ রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরন্তু আপনা ব্যতীত এই জগতেরও অচিন্ত্য শক্তিভূতত্ব অদ্য আমাকেও কি প্রদর্শন করেন নাই? যেহেতু প্রথমে আমি একমাত্র আপনাকে দর্শন করিলাম, পরে আপনি ব্রজবালক ও গো-বৎস-রূপে পরিদৃষ্ট হইলেন। অতঃপর আমার সহিত নিখিল তত্ত্ব-কর্ত্তৃক উপাসিত তাবৎ সংখ্যক চতুর্ভুজ গোপ-বালক ও বৎসরূপে এবং তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড-রূপে দৃষ্ট হইলেন। এখন আবার অপরিচ্ছিন্ন অদ্বয়-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥৮॥

অজানতাং ত্বৎ-পদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেযোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥৯॥

(গুণাবতার-মূল শ্রীবিষ্ণু—ইহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)। যাহারা আপনার স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদের মতে আত্ম-স্বরূপ

আপনিই প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মায়া-বিস্তারপূর্ব্বক সৃষ্টি-কার্য্যে ব্রহ্মার ন্যায়, পালন-কার্য্যে বিষ্ণুরূপে এবং সংহার-কার্য্যে শিবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥৯॥

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তে জনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদ-নিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥১০॥

হে ঈশ! হে প্রভো! হে বিধাতঃ! আপনি বস্তুতঃ জন্ম-রহিত, তথাপি সুর, ঋষি, নর, তির্য্যক্, মৎস্যাদি ও জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবলমাত্র দুরাত্মগণের গর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্যই হইয়া থাকে ॥১০॥

ভাগবতধর্ম্ম-যাজনকারীর বিচার

ভগবানের তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীবগণ বদ্ধাবস্থায় আনন্দ-রহিত হওয়ায় ভগবৎসেবা-কার্য্যে প্রীতি-রহিত, ভগবৎ-সেবকে বন্ধুত্ব-বর্জ্জিত, সেবা-নিরপেক্ষের প্রতি কৃপাহীন এবং সেবাবিমুখ ভোগী অহঙ্কারী জনগণের মুখাপেক্ষা-যুক্ত। প্রেমধনে বঞ্চিত হওয়ায় সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্ম-প্রেমে তাহাদের অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত নহে এবং তাহারা ভগবদ্বিগ্রহে মমতার লেশমাত্র পরিপোষণ করে না। ভগবৎসেবা-প্রেমান্বিত জনগণে শুশ্রূষা-রহিত হইয়া ঈশ্বরসেবক জনগণের আনুগত্য না করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবৎ-সেবোন্মুখ সমাজের প্রতি বন্ধুত্ব-বর্জ্জিত। দয়ার স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে নিষ্ঠুর হইয়া জীবের ভগবদ্-বৈমুখ্যের সহায়তা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ভগবদ্-বিমুখ আশ্রয়-বিহীন জনগণের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য উদ্গ্রীব। **জীবকে ভগবদুন্মুখ করাই সর্ব্বোত্তম কৃপা।** বিমুখ জীবের দ্বারা অভিভূত না হইয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশও তাহার প্রতি সদয়-চিত্তবৃত্তিরই পরিচয়মাত্র। বিমুখের সহিত সেবোন্মুখের মিত্রতা করিতে গিয়া যে সমদর্শন, উহা ভগবজ্জনে মিত্রতার বিমুখতামাত্র।

সাধন-রাজ্যের পূর্ণাধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থায় দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের অনুপলব্ধি থাকিলে জীব কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত হন। তখন তাঁহার

ঈশ্বর-সেবায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেও ভগবৎ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যে এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্যের তারতম্য-নির্দ্দেশে মিত্রতার তারতম্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। সেইকালে তিনি ভগবদ্বহির্ম্মুখ, ভগবৎসেবা-নিরপেক্ষ ও ভগবদ্বিদ্বেষীকে সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। যেকালে ভক্তাভক্ত বিবেক উদিত না হয়, তৎকালে জীব সেবোন্মুখতার অনুমোদন করিলেও তাঁহার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার অধিকার হয় নাই, জানিতে হইবে। **বিদ্বেষীর সঙ্গ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রতারণা জীবকে অধঃপাতিত করিয়া ভগবৎ-সেবাবিমুখ করায়।** সেবনের সুষ্ঠুতা ও স্বরূপ-জ্ঞানের উপলব্ধি-জন্য সেবা-বিমুখ-জনের অর্থাৎ মায়াবাদী, ফলকামী, ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচার হইতে পৃথক্ থাকিবার উদ্দেশে মায়াবাদী কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচারের বহুমানন হইতে আত্ম-সংরক্ষণ আবশ্যক। যেরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তির মৃত্যুঞ্জয়ত্ব-ধর্ম্মে পূর্ণ-অধিকার না হওয়ায় বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তদ্রূপ **অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধনের উন্নতিক্রমে অধিকারের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়।** যখন তিনি সুষ্ঠুভাবে স্বীয় যোগ্যতা লাভ করেন, তখন প্রতিকূল সঙ্গ তাঁহার মৃত্যুঞ্জয়ত্ব-ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে পারে না। তাই বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারীর অমঙ্গল-বরণ-কার্য্যকে কখনই উত্তমাধিকার বলা যাইবে না। অথবা মায়াবাদী, কুতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যমাধিকারকে গর্হণ করিয়া সাধারণ সমঞ্জসতার পক্ষ গ্রহণ করা কখনই আদরণীয় নহে। **অনধিকারী যে-কালে সমন্বয়বাদ প্রচারকল্পে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন এবং অবৈধভাবে স্তাবক-সংগ্রহের জন্য ভগবদ্ভক্তের অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে অনুদার বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, সেই কালে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম হইয়া জীবের কেবল কর্ম্মাধিকারের বা ফলভোগাধিকারের তাণ্ডব-নৃত্য পরিলক্ষিত হয়।** কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধনের পথে অগ্রগামী হইলে তাঁহার নিকট চারি প্রকার বস্তুর বিলাস অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে উপস্থিত হয়। তত্তৎ বিলাসের ঔপকরণিক সেবন-যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রীতি সংগ্রহে তৎপর হওয়া আবশ্যক।

ভগবৎ-সেবারত জনগণের প্রতি শুশ্রূষামুখে গাঢ় বন্ধুত্ব, প্রণতিমুখে আনুগত্যাত্মক বন্ধুত্ব, অপরাধ-ক্ষয়কামী কনিষ্ঠাধিকারীকে নাম-ভজনে উৎসাহ

প্রদান এবং ভগবদ্ভক্তি-বিরোধী জড়প্রমত্ত অহঙ্কারী জনগণের সঙ্গ-বর্জ্জন—মধ্যামাধিকারের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট অনভিজ্ঞগণের মঙ্গল-লাভ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাঁহাদের সেবোন্মুখতায় রুচি-প্রদর্শনকল্পে সাহায্য করাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। মহাভাগবতের দক্ষিণহস্তরূপে ভৃজ প্রসারণ করিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকার্য্যের সহায়তা করাই বালিশের প্রতি কৃপার মুখ্য লক্ষণ; কৃপার তটস্থ-লক্ষণে সেবানুকূল্যের মহিম-প্রচারই লক্ষিত হয়। **অনভিজ্ঞ ফলভোগী কর্ম্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণ মাত্র। যদি প্রকৃত কৃপা জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে উন্মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগি-পর্য্যায়ে রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেইরূপ দয়ার আদর্শ প্রতারণামাত্রেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ 'ভোগা-দেওয়া' হয়, 'দয়া' করা হয় না। বৈষ্ণব লেখকগণ ইহাকে 'অমায়ায় দয়া' বলেন না।** 'উপেক্ষা' মন্দভাগ্যেরই প্রাপ্য পুরস্কার। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অপ্রীতিকর বৈরিতা স্তব্ধ হয়। **ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যেস্থলে বিদ্বেষ দেখা যায়, সে-স্থলে সমর্থ-পক্ষে জিহ্বাচ্ছেদন-বিধি কৃপার অন্তর্গত হইলেও, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঞ্চিত কুফল-লাভে অমঙ্গল বরণ করিতে দেওয়াই সঙ্গত।** অভক্ত জনের ভক্তিরাহিত্য-বর্ণনে জীবের মঙ্গল-পথে বিচরণ প্রদর্শন-কল্পে উপকার করা হয়। কিন্তু সেই বদ্ধজীব যদি উহাকে উপকার বুঝিতে না পারিয়া অভক্তের প্রতি উদাসীন থাকাকে মধ্যমাধিকারী-শিক্ষকের অবিচার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পর-নিন্দাকারি-জ্ঞানে আত্মবঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাদৃশ কপটের কাপট্যই দিন-দিন বৃদ্ধি পাইবে। ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্-ভক্তের নিকট উপেক্ষিত হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্য-বিমুখতা ও শ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি অসম্মান করিতে গিয়া যদি কেহ ভক্তিসিদ্ধান্তের বাণীসমূহকে স্বীয় ভজনের ব্যাঘাত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানসের সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি ক্রমশঃ ভক্তি-পথ হইতে চ্যুত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশকেই কৃষ্ণভজন-জ্ঞানে নিজের অমঙ্গল বরণ করিবেন। অশ্রদ্দধানে হরিনাম-দান বা 'ভক্ত' বলিয়া ভ্রান্তোপলব্ধি

কখনই জীবকে নামভজনে উন্নত করিতে পারিবে না। বালিশ-জন আপনাকে মহাভাগবত-জ্ঞানে যে বৈষ্ণব-গুরুর দ্রোহিতা আচরণ করেন, তাহা তাঁহার কৃপা-লাভের অন্তরায় মাত্র। ক্রমশঃ এই প্রকার অহঙ্কার-বিমূঢ় ভক্তাভিমানী শুদ্ধভক্তের মধ্যমাধিকারের বিচার মতে উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে এবং ভক্ত-প্রসাদজ কৃপা-বঞ্চিত হইয়া নামাপরাধ করিতে করিতে অসাধু হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তগণ এজন্যই বিদ্ধভক্তাভিমানিগণকে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়। **মধ্যম-অধিকারে অর্চ্চনের সুষ্ঠুতা সমৃদ্ধ হইয়া ভজনে পরিণত হয়। অর্চ্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটী মর্য্যাদাপথের অনুষ্ঠান ও অপরটি নামাশ্রয়ে মর্য্যাদাপথের বহির্ব্বিচারে শৈথিল্য-জ্ঞাপক হইলেও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-সেবনচেষ্টা।**

ভাগবতধর্ম্ম-শিক্ষার্থী সর্ব্বতোভাবে মনোবেগ দমন করিবেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন সমভাবাপন্ন জনগণের সহিত মিত্রতা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা এবং নিজাপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবৎসেবার উপদেশ করিলেই **মন নিগৃহীত** হইবে। কায়মনোবাক্যে দণ্ড-গ্রহণফলে শম-দমাদি-ভাব আপনা হইতেই উদিত হয়। 'দম' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; 'সম' শব্দের অর্থ—ভগবানে **নিষ্ঠাবুদ্ধি**। ত্রিদণ্ডিগণের এইসব গুণ ফলরূপে উদিত হয়। তাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন এবং ভাগবত-বিরোধী মতসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিন্দা করেন না। যাঁহাদের ভাগবতের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহাদের **ত্রিদণ্ড-গ্রহণাধিকার** অবশ্যম্ভাবী। বহির্জ্জগতের কৃষ্ণেতর সেবোপযোগী বস্তু হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি ও সেবাবিমুখ মানস-ভাবসমূহের অনাদর—এই উভয় প্রকার শুচিই শ্রীভাগবত-আশ্রিত জনগণের অবশ্যম্ভাবী। বহির্জ্জগতের বস্তুগুলি ভগবদ্বিমুখ জীবের ভোগ্য,—এই বিচার পরিহার করাই **বাহ্য-শুদ্ধি**। ভগবদ্বিমুখ স্মার্ত্তগণের মৃজ্জলাদি শুদ্ধি গৌণভাবে শৌচের আদর্শ হইলেও মুখ্যভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধ-রহিত বস্তুই অশুচির আকর। **অহঙ্কারাবলম্বনে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধ-ভাবপোষণ-বিচারেই অন্তরের অশুদ্ধি আবদ্ধা।**—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

অদম্ভ-পোষণই ভাগবত-জীবনের নিরহঙ্কারত্বের প্রতীতি।

ভগবদ্ভক্ত স্বধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সেবানুকূল বিষয়গ্রহণ ও সেবাবিমুখ পদার্থের সহিত সঙ্গত্যাগকেই **তপস্যা** বলিয়া জানেন। নতুবা **সেবাবিমুখের তপস্যার কোন মূল্যই নাই**।—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্ব্বাহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

—এই বিচার আলোচ্য

আগমাপায়ী অনিত্য বস্তুগুলির গ্রহণ ও ত্যাগাদির পিপাসা—ভাগবত-জীবনের অন্তরায়। প্রাকৃত ক্ষোভের কারণ হইলেও ক্ষুব্ধ না হওয়াই তিতিক্ষার লক্ষণ। মায়াবাদাদি কুতর্ক-শাস্ত্রে আদর, ঔপাধিক ইন্দ্রিয় পরিচালন-মুখে বহির্জ্জগতের বস্তুসমূহের ভোগ-প্রয়াসকল্পে কর্ম্মকাণ্ড-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং যথেচ্ছাচারিতার উপযোগী বাক্য-বিন্যাস ইত্যাদি ত্যাগই ভাগবত-জীবনের **মৌনের লক্ষণ**। স্বরূপ-বোধের অভাবে প্রাকৃত দুঃখে অভিভূত হওয়া, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা, কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ-প্রদর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য হরিবৈমুখ্য-সাধন প্রভৃতি মুনিবৃত্তির ব্যাঘাত-কারক। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই মৌন-ধর্ম্মের প্রশস্তি-কারক। কৃষ্ণেতর কথা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বা প্রজল্পাদি-ব্যাপারে ঔদাসীন্যই **মুনির লক্ষণ**।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানাত্মক বেদ-শাস্ত্রানুশীলনই 'স্বাধ্যায়' শব্দবাচ্য। শ্রৌতপথের অনুগমনে হরিসেবানুকূলে বেদানুগ-শাস্ত্রাধ্যয়নই সর্ব্বদা বিহিত। শ্রৌত-গৃহ্যাদিসূত্র-বিশেষে প্রমত্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন স্বাধ্যায়-নিরত জনগণকে একায়নপদ্ধতি হইতে বিপথগামী করে। ঐকান্তিক সেবা-প্রবৃত্তি-লাভের জন্য শব্দের বিদ্বদ্-রূঢ়িবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে-সকল সাহিত্য ও আগম-নিগমাদির মন্ত্রোপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ ও গ্রহণ করাই **স্বাধ্যায়ের লক্ষণ**।

ভগবদ্বিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না; ভগবৎ-সেবা-নিরত জনগণই সর্ব্বতোভাবে সহজ পথের পথিক। প্রাকৃত সাহজিকগণ কাপট্যবশে ভগবানের সেবা করিতে অসমর্থ হয়। প্রাকৃত সাহজিকগণের ক্রূর-বুদ্ধি ও ভগবৎ-সেবাবিমুখতা—আর্জ্জব হইতে বহুদূরে অবস্থিত।—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেব-মায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥"

ঔপাধিক অহংমম-ভাববিশিষ্ট জনগণের কাপট্যই অবলম্বন। সেই ছলনা আশ্রয় করিয়া জীবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়; উহাই অসরলতা। আত্মধর্ম্মে সরলভাবে ভগবৎসেবাই বিহিতা। ব্রহ্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়-নিরত জনগণ স্বীয় ঋজু-বৃত্তির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াই সেবানুকূল-বিচারে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন; নতুবা ক্রূরতা-বশে অধম-বৃত্তিজীবী হইয়া পতিত হন এবং হরিজন-বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণবের আচার-বর্ণনে যোষিৎ-সঙ্গের আদর নাই। ভগবদ্বিমুখ জনগণ স্ত্রৈণ হওয়ায় ও প্রকৃতি-প্রসূত জগতের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্য-রহিত। স্বাধ্যায় ব্যতীত ভগবানে কায়-মন-বাক্য-বৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে বিচরণকারী ব্যক্তিই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত সাহজিক প্রাপঞ্চিক ভোগ্যবস্তুসমূহের ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত হইয়া বৈকৃত রাজস, তামস-অহঙ্কারে নিযুক্ত থাকে। সেই সময় পরিচ্ছিন্ন সসীম, খণ্ড ও হেয় বস্তুসমূহের পূজন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হয়। কৃষ্ণসেবানুকূলে অখিল ইন্দ্রিয়-নিয়োগই ব্রহ্মচর্য্যের তটস্থ লক্ষণ এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখ বিচার গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই **ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য**; নতুবা কেবল পশুশালার জীবসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইলে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে বঞ্চিত হওয়াকেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে অব্রহ্মে বিচরণ বা অবৈদিক হইবার আর কি অবশিষ্ট থাকিল? অশ্রৌতপন্থী বা তর্কপন্থী কখনই ভাগবত বা ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। গৃহস্থাশ্রমী বৈষ্ণবগণ নৈশ-চর্য্যায় মিতাচার পরিহার করেন না।

বিষ্ণুভক্তি-নিরত জনগণই নির্ম্মৎসর। বৌদ্ধ ও জৈন-নীতি যদিও অহিংসাদি বিচারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার রুচি প্রদর্শন করে, তথাপি উক্ত নীতি-বাদিগণ আত্মঘাতী। তাঁহাদের অনাত্ম-বিচার প্রবল হওয়ায় তাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারবশে জড়জগতের ভোক্তৃত্বে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ করেন। ঐরূপ অনাত্মবিদের আত্ম-তাড়ন হিংসারই প্রকারভেদ জানিতে হইবে।—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

এইকথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা-তাৎপর্য্যকে 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না। বর্ব্বরগণই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাগবতগণের অহিংসা-প্রবৃত্তিকে বহুমানন করিতে পারেন না। বালকোচিত অধৈর্য্য তাঁহাদিগকে ভক্তিবিদ্বেষী করাইয়া হিংসা-রাজ্যে চতুর্ব্বর্গাভিলাষী করিয়া ফেলে। কৃষ্ণপ্রেমই যে বেদ-প্রতিপাদ্য **প্রয়োজন-তত্ত্ব**—ইহা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া মৎসর স্বভাব গ্রহণ করেন।

প্রপঞ্চে বিপরীত ধর্ম্ম বিপরীত রুচিবিশিষ্ট জনগণকে বিভিন্ন আলানে আবদ্ধ করে। কেহ কোন ব্যাপার বিশেষকে নীতিপুষ্ট মনে করিয়া তদ্বিপরীত ব্যাপারকে 'দুর্নৈতিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। নিজ-নিজ অপস্বার্থ-পোষণ উদ্দেশ্যে ত্রিবিধাহঙ্কারযুক্ত ভগবদ্বিমুখ জনগণ নিজ-নিজ কৃত কার্য্যকে নীতিপুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পরস্পর বিবদমান বিপরীত ভাবসমূহ যাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, তিনিই **'সমতা'** লাভ করেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।"

নির্ব্বিশেষবাদী গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ, কেননা তাঁহাদের ভক্তি-বৈমুখ্য ত্রিবিধাহঙ্কার-রজ্জুদ্বারা তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে দেয় না। বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণই 'সমদর্শী' বলিয়া কথিত। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক উচ্চাবচ ভাবসমূহের সহিত, বাস্তব-সত্য—যাহা প্রপঞ্চ-সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং পরেও অবস্থিত থাকেন, তাহার বস্তুগত ভেদ কল্পনা করিয়া তাৎকালিক বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত গুণ-জাত জগতের ভাবসমূহে আবদ্ধ থাকায়, সমতা হইতে, অপ্রাকৃত হইতে, অভেদ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচাররূপ সমত্বাভাবরূপ ভাববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়-তর্পণরত আধ্যক্ষিক অধোক্ষজ-সেবাবিমুখ হইয়া বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের প্রতিকূল-ভাববিশিষ্ট হইলেই ভাগবত-জীবনের সমতা বুঝিতে পারা যায়।

দৃশ্য জগৎকে ভগবদ্বিমুখ জনের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য ব্যাপার সিদ্ধান্ত না করিয়া **সকল বস্তুরই ভগবৎসেবোপকরণ-যোগ্যতা আছে এবং অন্তর্যামি-সূত্রে ভগবদ্বস্তু তাঁহাদের নিকট হইতে তত্তৎ আংশিক সেবা গ্রহণ**

করেন—এইরূপ দর্শনকারী হইয়া নিজভোগের আরোপ না করিয়া ভাগবত-জীবন লাভ করা উচিত। ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভগবদ্-বিরোধি-জ্ঞানে প্রাপঞ্চিক-বিষয়-ত্যাগী মায়াবাদী বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইরূপ বিচার শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারে ভাগবত-জীবনের অনুকূল নহে। **শুদ্ধদ্বৈত-বিচার পরায়ণ শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ দৃশ্যবস্তুতে যে ভেদের বিচার করেন, সেই ভেদ-দর্শনে ভগবদানন্দ-বাধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।** জীব-বিচারে কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্বগত সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ স্বীকার বা দর্শন করেন, ভাগবতের দর্শনে তদ্রূপ দর্শন স্বীকৃত হয় না। চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব অচিদ্ভেদে প্রতিষ্ঠিত নহেন, অথবা নিজেশ্বরত্বে বিমূঢ় নহেন। জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিতে আনন্দের বাধা বর্ত্তমান। উহাকেই দৃশ্যজ্ঞানে ভোগপরায়ণ জীব জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্বীকার না করিলেও জগতে চিদানন্দের স্বীকার করেন না। যেকালে তিনি ভগবদ্-অবতারের প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠান উপলব্ধিপূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন, তৎকালে জীবের আনন্দাভাব থাকে না; অথবা জগতের প্রতি ভোগ্যবিচার প্রবল হয় না। দৃশ্যজগৎ ও মিশ্রভাবাপন্ন জীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবানের চিৎসেবোপকরণ-বিচারে অন্তর্যামিত্ব-সূত্রে আশ্রয়জাতীয়,—এই প্রকার বৈষম্যাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহার সর্ব্বত্রই নিজ প্রভুর সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আকর্ষণ-ধর্ম্মের কৈবল্য সংরক্ষণ করেন,—এই দিব্যজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেবলা ভক্তিই আত্মবৃত্তি বলিয়া অসন্দিগ্ধ উপলব্ধি ঘটে।

মহাভাগবত—'অনিকেত', অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে যে তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী নাই—এই কথা বুঝিতে পারেন। গৃহে, শরীরে ও ভূতাকাশে সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী ভগবৎ-পাদপদ্ম-ধূলিতে নিহিত,—এই কথা বুঝিতে পারিলে সাত্ত্বিক বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস ও তামস দ্যূতক্রীড়া-সদনরূপ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপরতায় নিবাস স্থাপন না করিয়া তিনি অনিকেত হন। আশ্রিত তত্ত্বাংশীর অংশ বিশেষরূপ স্বরূপোপলব্ধিতে যে ভেদ-জ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে অবস্থিত, তাহা মায়িক ভেদ বিচারে অচিন্ত্যত্বের ব্যাঘাত করে, তাদৃশ উপলব্ধি-ভাব-রাহিত্যই **অনিকেতত্ব**। প্রপঞ্চে অবস্থানকালে সকল বস্তুই যে ভগবৎ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট—এই বিচার প্রবল হইলে জীবের অসন্তোষের কারণ

থাকে না। তিনি তখন সুষ্ঠুভাবে লজ্জাবরণের জন্য ব্যস্ত না হইয়া লোক-দৃষ্টি হইতে স্বদেহকে বল্কলাদির দ্বারা আচ্ছাদন করেন এবং ভগবৎসঙ্গিগণের নিত্য সঙ্গে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারীর সঙ্গ বর্জ্জন করেন।

দুঃসঙ্গ-লাভ-কামনায় অহংগ্রহোপাসক-দল অথবা প্রবৃত্ত-ভোগাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার-প্রণালীতে ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য সাত্বতশাস্ত্র গর্হণ করেন, তিনি তাদৃশ নিন্দা ও প্রশংসা প্রয়োজনীয় বোধ করেন না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথম প্রবন্ধ (২)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫০ পৃষ্ঠার পর)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃততা—এই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। "বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে"—এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা 'ভক্তিসন্দর্ভে' ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই যে, আমি যে বিষ্ণু-ভক্তির কথা বলিতেছি, সেই ভক্তি-দ্বারা জীব সকলই প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির যে আশা তাহারই নাম অভিলাষিতা। অন্যাভিলাষিতা শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভক্তির স্বীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির যে অভিলাষ, তাহা পরিত্যাজ্য। সাধনভক্তি ভাবস্বরূপতা লাভ করিবার যে অভিলাষ করে তাহা উত্তম, কিন্তু তদিতর সমস্ত অভিলাষই পরিত্যাজ্য। অন্য অভিলাষ দুই প্রকার অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি-প্রাপ্তির অভিলাষ। এই স্থলে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

যে-পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছারূপ দুইটী পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সে-পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির যে পবিত্র সুখ তাহার কিছুমাত্র উদয় হয় না। কায়িক ও মানসিক ভোগ-মাত্রই ভুক্তি-শব্দান্তর্গত। ইহজন্মে আরোগ্য, সুখাদ্য-প্রাপ্তি, বলবীর্য্যাদি-লাভ, ধনলাভ, গৃহলাভ, স্ত্রীলাভ, জয়লাভ, সন্তান-প্রাপ্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠা-লাভ, উচ্চপদ-লাভ ইত্যাদি যত প্রকার সুখ-ভোগ আছে, সকলই ভুক্তির অন্তর্গত। মরণান্তে ব্রাহ্মণ-জন্ম, রাজকুলে জন্ম, স্বর্গলাভ, ব্রহ্মলোকাদি-লাভ প্রভৃতি যত প্রকার পারলৌকিক সুখ আছে, সে সমুদয়ও ভুক্তি। অষ্টাঙ্গ

যোগাদির দ্বারা যে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য আশা করা যায়, সে-সমুদয়ও ভুক্তি। ভুক্তি-পিপাসাতে মনুষ্য চালিত হইলেই কামবশ হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গের বশীভূত। মাৎসর্য্য সহজেই হৃদয়কে অধিকার করিয়া লয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভুক্তিবাঞ্ছা একবারেই দূর করা উচিত। ভুক্তিবাঞ্ছা দূর করিতে হইলেই যে বদ্ধজীবের বিষয় ছাড়িয়া বনে যাইতে হয়, এরূপ নয়। **বনে গেলে বা সন্ন্যাসী হইলেই বা ভুক্তি-বাঞ্ছা কিরূপে ছাড়ে? বিষয়ে অবস্থিত হইয়া বিষয়াগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভক্তিসম্বন্ধে আগ্রহ করিলেই ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয়।**

অতএব শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু পরিষ্ঠোপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে **যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে**॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো **বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে**॥

যে-সময় কৃষ্ণ-ভজনে জীবের রুচি হয়, তখন জীবের রাগ বিষয়ে গরিষ্ঠরূপে থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন অনাসক্তভাবে বিষয়সকল আবশ্যক-মতে স্বীকার করত ঐ সকল বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধী করিয়া যে আচরণ করেন, তাহাকে **যুক্ত-বৈরাগ্য** বলে। ঐ অবস্থায় হরিসম্বন্ধী বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিয়া জড়-মুক্তিবাঞ্ছা-ক্রমে যাঁহারা ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহাদের বৈরাগ্য ফল্গু বা তুচ্ছ। শরীরী জীবের পক্ষে বিষয় ত্যাগ সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়ের যে বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি তাহা দূর করত সমস্ত বিষয়েই ভগবদ্ভাবকে মিশ্রিত করিয়া বিষয় স্বীকার করিলে আর বৈষয়িক হইতে হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টী বিষয়। সংসারকে এরূপ ব্যবস্থাপিত করা উচিত যে, সমস্ত **রূপেই** কৃষ্ণ সম্বন্ধ দেখা যায় অর্থাৎ হয় শ্রীবিগ্রহ, নয় ভাগবতরূপ কৃষ্ণের উদ্যান-বাটীকা, নদী, পথ প্রভৃতি দেখা যায়; সমস্ত **রসে** কৃষ্ণপ্রসাদ পাওয়া যায়; সমস্ত **গন্ধে** প্রসাদী গন্ধ উপলব্ধ হয়; সমস্ত **স্পৃষ্ট** দ্রব্যই যেন কৃষ্ণসম্বন্ধী দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান থাকে; এবং হরি-**কথা** (**শব্দ**) বা কৃষ্ণদাসদিগের কথা **শ্রবণ** করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে বিষয়ে আর ভগবদ্বহির্ম্মুখতা থাকে না। ভোগের যে সুখ, তাহা আত্মসাৎ করিলেই ভুক্তি

সহজেই হৃদয়কে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণার্থ সমস্ত বিষয় গ্রহণরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ভুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির অভ্যুদয় হয়।

যেমত ভুক্তি-বাঞ্ছা দূর করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ মুক্তিবাঞ্ছাও দূর করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। মুক্তি সম্বন্ধে একটু নিগূঢ় বিচার আছে। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

কপিলদেব কহিলেন,—হে মাতঃ! যাঁহারা আমার নিজজন অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও একত্বরূপ পঞ্চবিধ-মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কেবল সেবাকে গ্রহণ করেন। **সালোক্য**-মুক্তিতে ভগবল্লোক-প্রাপ্তি। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম **সার্ষ্টি**। ভগবৎ-সমীপতা লাভের নাম **সামীপ্য**। চতুর্ভুজ আকার প্রাপ্তির নাম **সারূপ্য**। সাযুজ্য-লাভের নাম **একত্ব**। **সাযুজ্য দুই প্রকার, ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য**। ব্রহ্মজ্ঞান চরমে জীবকে ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রদান করে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রানুসারে আচরণ করিলে **ব্রহ্ম-সাযুজ্য** হয়। পাতঞ্জলীয় যোগানুষ্ঠানটী সুন্দররূপে করিতে পারিলে কৈবল্যরূপ **ঈশ্বর-সাযুজ্য** লাভ হয়। ভক্তের পক্ষে উভয় সাযুজ্যই অত্যন্ত গর্হিত। যাহাদের চরমে সাযুজ্য-লাভের আশা থাকে, তাহারা যে ভক্তির আচরণ করে, তাহা সকৈতব অর্থাৎ অনিত্য ও ধূর্ত্ততা-পরিপূর্ণ। তাহারা ভক্তিকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে সক্ষম হয় না। ভক্তি তাহাদের নিকট কেবল ব্রহ্ম-লয়ের উপায় স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হন। অতএব আধ্যাত্মিক চেষ্টাবান্ পুরুষদিগের নিকট ভক্তির নিতান্ত দুর্দ্দশা। সাযুজ্য-মুক্তিকে যাঁহারা শেষ ফল বলিয়া জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কখনই শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইতে পারে না। অন্যান্য প্রকার মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, যথা—

অত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র উক্ত্যা নাতি বিরুদ্ধ্যতে॥
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেম-সেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥
কিন্তু প্রেমৈক-মাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ মুক্তিই ভক্তের পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি—এই চারিপ্রকার মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী নয়। উক্ত চারি প্রকার মুক্তি পাত্র বিশেষে **সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা** এবং **প্রেম-সেবোত্তরারূপ** দুই প্রকার আকার ধারণ করে। যাঁহারা অহংগ্রহোপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন, তাঁহারা ঐ মুক্তিক্রমে সুখ ও ঐশ্বর্য্যরূপ ফল প্রাপ্ত হন। সেবকগণ ঐ প্রকার মুক্তি কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। কিন্তু একান্তী প্রেমমাধুর্য্য-মুগ্ধ হরিভক্তগণ উক্ত পঞ্চ প্রকার মুক্তির কোনটীকেই অঙ্গীকার করেন না। অতএব শুদ্ধভক্তদিগের মুক্তিবাঞ্ছা কদাপি থাকে না। এই প্রকার বিচার দ্বারা ভক্তির অনন্যাভিলাষিতা সিদ্ধ হয়। ইহাই ভক্তির একটী তটস্থ লক্ষণ।

জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা ভক্তির আর একটী তটস্থ লক্ষণ আছে। জ্ঞানকর্ম্মাদি শব্দে যে 'আদি' পদ আছে, তাহা-দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগ, বৈরাগ্য, সাংখ্যাভ্যাস, শুদ্ধপ্রেমের জন্য জড়-সুখাদি আশ্রয় ইত্যাদি ঔপাধিক ধর্ম্ম-সকলকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভক্তি জীবের আনুকূল্য-ময় কৃষ্ণানুশীলন। জীব চিন্ময়, কৃষ্ণও চিন্ময় এবং ভক্তিবৃত্তি যদ্দ্বারা জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহাও বিশুদ্ধ-চিন্ময়ী। জীব শুদ্ধ-অবস্থায় থাকিলে ভক্তিবৃত্তির স্বরূপ লক্ষণই একা কার্য্য করে। তখন তটস্থ লক্ষণের অবসর থাকে না। জীব বদ্ধ হইলে জড় জগতে অবস্থিত হইয়া ভক্তির স্বরূপ-পরিচয়ের সহিত দুইটী তটস্থ পরিচয় সুতরাং উপস্থিত হয়। জড় জগতে জীবের অন্য অভিলাষ আছে বলিয়া শুদ্ধভক্তির পরিচয়-স্থলে সুতরাং অন্যাভিলাষিতা-শূন্যতার পরিচয় দিতে হয়। চিজ্জগতে সে পরিচয়ের আবশ্যক থাকে না। সংসার-কূপে পতিত হইয়া নানা প্রকার বহির্ম্মুখ কার্য্যে জীবের অত্যন্ত কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ একটী রোগ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেই রোগের বিষদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে সময় কূপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা জন্মে, তখনই জীব চিন্তা করিতে থাকেন—"আহা! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা! আমি এই দুরন্ত ভব-সাগরে পতিত হইয়া অপার বাসনারূপ ঊর্ম্মি দ্বারা ইতস্ততঃ নীত হইতেছি। সময়ে সময়ে কাম-ক্রোধাদি-রূপ নক্রগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, করিতেছি। আমার ত' আশা-সূর্য্য আর আমাকে দেখা দেন না। আমি কি করি? আমার কি কেহ বন্ধু নাই! আমার কি আর রক্ষার উপায় নাই! আমি কি করিলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার

হই, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না! হায়! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা!" এইরূপ বলিতে বলিতে জীব নিরস্ত হইয়া পড়েন।

তখন পরম কারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে পবিত্র ভক্তি-লতার বীজ-স্বরূপ শ্রদ্ধা নামক একটী অসম্পূর্ণ ভাব নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ সাধন-পর্ব্বের অনুশীলন দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। অবশেষে জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে ভক্তিলতায় প্রেমরূপ ফলের উৎপত্তি করে। শ্রদ্ধা-বীজের পুষ্টিক্রম আমি ক্রমশঃ দেখাইতে থাকিব। কিন্তু এখন ঐ পর্য্যন্ত জানা উচিত যে, যে-দিবস ঐ শ্রদ্ধা-বীজের লাভ হয়, সেই দিন হইতে জীব-হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর উদয়। শ্রদ্ধারূপা ভক্তি একটী সুকুমারী বালিকা। জীবের হৃদয়ে তাঁহার অবস্থিতি হইলে, সেই সময় হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে নিরোগ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। যেমত সুকুমার বালককে গৃহস্থ অতি যত্নে রৌদ্র, শীত, দুষ্ট কীট, ক্ষুধা, পিপাসা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, জীবও তদ্রূপ নবপ্রসূতা শ্রদ্ধাদেবীকে সমস্ত অভদ্র হইতে অনাবৃত রাখিবেন, নতুবা জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, জড়াসক্তি, শুষ্ক বৈরাগ্যাদির অনিষ্টকর সংসর্গ-বশতঃ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উত্তমা ভক্তিরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে না। অনর্থমিশ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যাকার ধারণ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ শ্রদ্ধাদেবী ভক্তিরূপা না হইয়া অনর্থরূপা হইয়া পড়েন। যে-পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গরূপ ধাত্রীদ্বারা সেবিতা হইয়া এবং ভজনরূপ ঔষধ-পথ্যাদিক্রমে অনর্থ-শূন্য হইয়া শ্রদ্ধাদেবী নিষ্ঠারূপে উন্নতা না হন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার পতাকারিষ্ট দূর হয় না। নিষ্ঠা হইলে আর কোন অনর্থই তাঁহাকে সহজে পরাজয় করিতে পারে না। শ্রদ্ধাদেবীকে যত্নে পুষ্ট না করিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিক বিচার, সাংখ্যাদি অভ্যাস প্রভৃতি কীট, মশক ও মন্দ বায়ু দ্বারা তিনি দূষিতা হইয়া পড়েন। বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি অনিবার্য্য; কিন্তু ঐসকল জ্ঞানাদি ভাব যদি বিরুদ্ধ তন্ত্রের হয়, তবে তাহারা ভক্তিকে নষ্ট করে। অতএব শ্রীজীবগোস্বামী এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বলেন। নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান বা আধ্যক্ষিক জ্ঞান নিতান্ত দূরীকরণীয়। ভজনীয়ত্বানুসন্ধানজ্ঞান-রূপ ভগবজ্জ্ঞান ভক্তি-চেষ্টার সহায়। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, যখন জ্ঞান অগ্রে উপস্থিত হইয়া ভক্তিকে উৎপন্ন করিতে প্রস্তাবনা করে, তখন সেই জ্ঞান দুষ্ট, কিন্তু শ্রদ্ধার অনুশীলন করিতে করিতে জীব, মায়া ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপক যে জ্ঞানোদয় হয় তাহা ভক্তির সহকারী, তাহার নাম অহৈতুক জ্ঞান। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে

শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত না হইয়া অর্থাৎ ঐ সকল ভাবকে স্বীয় পরিচারকরূপে রাখিয়া, অন্যাভিলাষ-শূন্যতা-সহকারে আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তিই জীবের একমাত্র আনন্দময়ী প্রবৃত্তি, আর সমস্ত প্রবৃত্তিই বহির্ম্মুখ। ভক্তির সাহায্য পাইলে কর্ম্ম কখন কখন আরোপ-সিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। ভক্তির সাহায্য পাইলে জ্ঞান কখন কখন সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। কিন্তু কোন সময়েই উহারা স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি হইতে পারে না। স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি কৈতবশূন্যা অমিশ্রানন্দ-স্বরূপ। আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা, মিশ্রভাব-প্রকাশিনী। হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ! আপনাদের স্বভাবতঃ স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিতেই রুচি হয়। আরোপ-সিদ্ধা বা সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিতে রুচি হয় না। যেহেতু উহারা স্বরূপতঃ ভক্তি নয়। ভক্তি নামটী অন্যলোক দ্বারা তত্তদ্ভাবে অর্পিত হইয়াছে। তাহাদিগকে ভক্তি বলা যায় না, ভক্ত্যাভাস বলা যায়। যদি সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যাভাস দ্বারা ভক্তির স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই উহারা চরমে ভক্তিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সহজ নয়। তাহাতে প্রায়ই শুদ্ধভক্তি হইতে জীবের চ্যুতি হয় বলিয়া স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তিকে বরণ করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অদ্য শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়গণের পূর্ব্বাপর বাক্য সমুদয় অনুশীলন-পূর্ব্বক তাঁহাদের মনোভাব স্বল্পাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আমি এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলাম,—

পূর্ণচিদাত্মকে কৃষ্ণে জীবস্যাণু-চিদাত্মনঃ।
উপাধিরহিতা চেষ্টা ভক্তিঃ স্বাভাবিকী মতা ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃহচ্চৈতন্য সর্ব্বদা পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, সূর্য্যস্থানীয় তত্ত্ববিশেষ, **জীব তাঁহার কিরণস্থানীয় অণুচৈতন্য-স্বরূপ তত্ত্ববিশেষ।** পূর্ণচৈতন্যের প্রতি অণুচৈতন্যের স্বাভাবিকী উপাধিরহিতা যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তি। অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, ও কর্ম্মাদির প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি উপাধি। স্বাভাবিকী চেষ্টা বলিলে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই বুঝিতে হইবে।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দুঃখ নিবেদন

জয় জয় গুরুদেব অধম তারণ।
তোমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥
জয় গৌরচন্দ্র, জয় গৌর-সঙ্গিগণ।
নত হইয়া বন্দি আমি সবার চরণ ॥
যেথা যত আছে সব বৈষ্ণবের গণ।
সবার চরণ সেবি হ'য়ে সাবধান ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদে মোর নিবেদন।
আশীষ প্রদানি' কর সেবিকা-প্রধান ॥
জয় জয় প্রভু মোর মদনমোহন।
অসংখ্য প্রণাম মোর করহ গ্রহণ ॥
আমার মনের দুঃখ জানাতে তোমারে।
বসেছি চরণ-প্রান্তে শক্তি দাও মোরে ॥
অজ্ঞান অবোধ আমি কিছুই না জানি।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে মোর ফুটে যেন বাণী ॥
অধম সন্তানে যদি কর শক্তি দান।
তবে ত আমার দুঃখ করিব জ্ঞাপন ॥
অতীব পাষণ্ডী আমি পাপী-শিরোমণি।
আমার মস্তকে প্রভো! রাখ পা দু'খানি ॥
সঙ্কটে পড়িয়া আমি ডাকি গো তোমায়।
বিপদভঞ্জন তুমি রাখ রাঙ্গা পায় ॥
যদ্যপি কাহারো কোন কুসন্তান হয়।
তবু কি পিতার স্নেহে বঞ্চিত সে রয়??
জগৎ-জনক হ'য়ে তুমি কেন তবে।
অধম সন্তানে তব কৃপা না করিবে??
পাপের পীড়নে আমি কাঁদি অবিরত।
কেমনে সহিছ প্রভো! পাষাণের মত??

কত অপরাধ নাথ ! করেছি চরণে।
তাই বুঝি মম প্রতি দয়া নাহি মনে ??
করুণার সিন্ধু তুমি দেব শুভঙ্কর।
কৃপাদৃষ্টি কর এবে ওহে মহেশ্বর ॥
মনে করি তব পদ বুকে করে' রাখি।
ধরিতে পারি না বলে' সদা ঝরে আঁখি ॥
মায়া মোরে বান্ধে তার কঠিন শৃঙ্খলে।
ফিরাতে না দেয় আঁখি মহাপাপী বলে' ॥
যার নাহি পায় আদি অন্ত দেবগণ।
আর যত ঋষিবৃন্দ যোগী-জ্ঞানিগণ ॥
সে হেন অগম্য বস্তু চিনিব কেমনে।
সেই কথা সর্ব্বক্ষণ ভাবি মনে মনে ॥
কেবল শ্রীগুরু-বাক্যে করিয়া বিশ্বাস।
মিটাতে এসেছি মোর মনের প্রয়াস ॥
দয়াময় প্রভু তুমি করুণা করিয়া।
কৃপাবারি বর্ষণেতে শান্ত কর হিয়া ॥
বারেক ফিরিয়া চাও অধমের প্রতি।
তোমার চরণে মোর অসংখ্য মিনতি ॥
আশা করে' আসিয়াছি লভিতে আশ্রয়।
নিষ্ঠুর হইয়া প্রভো না ঠেলিহ পায় ॥
মায়ার কবল হ'তে উদ্ধার' আমায়।
স্নেহময় বলে' তুমি দেহ পরিচয় ॥
সার্ষ্টি সামীপ্য আদি মোক্ষে ইচ্ছা নাই।
রাধাকৃষ্ণ-চরণেতে ভক্তি ভিক্ষা চাই ॥
জনমে জনমে আমি চরণ সেবিব।
শ্রীগুরু-কৃপায় তব দাসী হ'য়ে র'ব ॥
হৃদয়-মন্দিরে পাতি' দোঁহার আসন।
তাহাতে পরম সুখে বসিবে দু'জন ॥

যখন যুগলরূপে বসিবে দু'জনে।
নিজগুণে দেখা দিবে বিশুদ্ধ নয়নে ॥
অতুল রাতুল সেই চরণে দোঁহার।
গুরু-আজ্ঞা মাগি তাতে দিব উপহার ॥
গুরু-কৃপা-বলে যদি ভক্তি কিছু পাই।
দোঁহাপদে অর্ঘ্যরূপে ঢালিব তাহাই ॥
দোঁহার যুগল রূপ করিতে দর্শন।
গুরু যেন কৃপা করি' ভক্তি চক্ষু-দেন ॥
তোমার চরণে শুধু এই ভিক্ষা করি।
গুরুপদে অপরাধ না ঘটাও হরি ॥
'আমার' বলিয়া প্রভু কিছু যদি থাকে।
অর্পণ করিতে তাহা দ্বিধা নাহি জাগে ॥
কবে বা মায়ার ফাঁস আমার খুলিবে।
সংসার-যন্ত্রণা সব দূর হ'য়ে যা'বে ॥
কবে সেই শুভদিন হইবে উদয়।
তোমার প্রসাদে যাবে সর্ব্বদুঃখ ভয় ॥
দয়াময় হ'য়ে তুমি না হ'য়ো নির্দ্দয়।
শরণাগত দাসীকে রেখো রাঙ্গা পায় ॥
পতিতা বলিয়া যদি কৃপা নাহি কর।
'পতিত-পাবন' নাম তবে কেন ধর ??
তদ পদাশ্রয়ে যদি দুঃখ না ঘুচিবে।
নিষ্কলঙ্ক নামে তোমার কলঙ্ক রটিবে ॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবপদে করিয়ে মিনতি ।
সবাকার পদযুগে থাকে যেন মতি ॥
সবার চরণ সেবি, ভক্ত-সনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ ॥

সেবাকাঙ্ক্ষিণী—শ্রীমতী উষারাণী দেবী
(কল্যাণপুর)

উপনিষদ্-বাণী

মুণ্ডক (৩)

গীতাতে যেরূপ সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, এখানে তদ্রূপ শরীরকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কঠোপনিষদেও ছায়া ও আতপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাব উভয়তঃই একপ্রকার। মনুষ্য-শরীর একটী বৃক্ষের সদৃশ। ঈশ্বর এবং জীব পরস্পর মিত্র-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া এই দেহ-বৃক্ষে একত্র বর্ত্তমান। এ-দুইয়ের মধ্যে জীবাত্মা দেহরূপ বৃক্ষের ফলভোগ করেন, অর্থাৎ নিজ প্রারব্ধানুসারে কর্ম্মফল, সুখ-দুঃখ ভোগ করেন; কিন্তু পরমাত্মা কেবল নির্লিপ্ত ভাবে সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান। শরীররূপ একই বৃক্ষে বর্ত্তমান থাকিয়াও জীবাত্মা পরমসুহৃৎ পরমেশ্বরকে দৃষ্টি না করিয়া শরীরে আসক্ত হইয়া মমতাবশতঃ শরীরের দ্বারা কৃত-কর্ম্মের ফলে সুখ-দুঃখাদি ভোগসমুদ্রে ডুবিয়া থাকে, নিজ অসমর্থতারূপ দীনতায় মোহিত হইয়া নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যদি কোন দিন ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় নিজ পরম সুহৃদের—পরম-পুরুষের মহিমায় আকৃষ্ট হইতে পারে—তাঁহার প্রতি সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে সর্ব্বথা শোকরহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্যময়ী মহিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা, ব্রহ্মারও আদি-কারণ, রুক্মবর্ণ পুরুষ, সমগ্র জগতের স্রষ্টা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ করিতে পারিলে জীব নিজ পাপসমূহ সমূলে নাশ করিয়া নির্ম্মল স্বরূপে পরম সাম্য লাভ করে। সম-দর্শনই সাম্য ভাব। এখানে 'রুক্মবর্ণ পুরুষ' শব্দে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে উদ্দেশ করা হইয়াছে।

যে প্রকার শরীরের যাবতীয় চেষ্টা প্রাণ দ্বারা সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ বিশ্বের সমস্ত ব্যাপার পরমপুরুষ শ্রীহরির শক্তিতে ঘটিয়া থাকে। এই বিষয় যাঁহার উপলব্ধি হয়, তিনি আর নিজকে বিদ্বান্ অভিমান করিয়া লম্বাচৌড়া বাগ্‌বিতণ্ডা প্রকাশ করেন না। কারণ, তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর বর্ত্তমান। তাঁহারই শক্তিতে সমূহ ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। তখন তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি-বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবাসুখে নিমগ্ন থাকেন। ঈদৃশ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। সকলের হৃদয়-গুহায় বিরাজমান পরম বিশুদ্ধ প্রকাশময় পরব্রহ্ম প্রযত্নশীল, সত্যপরায়ণ, তপস্বী, সংযতেন্দ্রিয় ও স্বার্থত্যাগী, ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী ব্যক্তি দ্বারাই লভ্য হন। তাহাতে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ভোগে আসক্ত হয়, ভোগ-

প্রাপ্তির জন্য নানা প্রকার মিথ্যা-ভাষণ করে এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে না পারিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে, তাহারা অবিবেকী স্বার্থপরায়ণ হইয়া কখনও পরমাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং তাঁহার উপলব্ধি করিতেও সমর্থ হয় না। সর্ব্বত্র সত্যেরই জয় হইয়া থাকে। মিথ্যার আদর কোথাও নাই। পরমাত্মা সত্যস্বরূপ; সত্যই তৎ-প্রাপ্তির সাধন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়—"তেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ, সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।" যাহারা নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির শ্রীচরণাশ্রয় করিতে পারে, শ্রীভগবৎ-করুণালাভে তাহারাই সমর্থ হয়। যাহারা মিথ্যাভাষণ, দম্ভ ও কপটতা দ্বারা উন্নতির আশা করে, তাহারা অন্তঃকালে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়ে। 'দেবযান' (অর্থাৎ যে পন্থায় গমন করিলে অন্তিমে পরম লোকে গমন করে) সত্যের দ্বারাই পরিপূর্ণ। আপ্তকাম সত্যপরায়ণ ঋষিগণ সেই দেবযানে পরমধামে গমন করেন।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, অলৌকিক, অচিন্ত্য-স্বরূপ। বিষয়াভিনিবিষ্ট মনের দ্বারা তাঁহার চিন্তা করা যায় না। সূক্ষ্মবস্তু-সকলেরও অন্তর্যামী বলিয়া তিনি তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং ধারণার অতীত। তিনি দূর হইতে সুদূরবর্ত্তী, আবার দর্শনকারীর অতি নিকটে বর্ত্তমান। সাধক-ভক্তের সাধন-ফলে সেই সুসূক্ষ্ম বস্তুর অভিব্যক্তি তাহার অতি সন্নিকটবর্ত্তী হৃদয় প্রদেশেই সংঘটিত হয়। প্রাকৃত চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। বাণী আদি অন্য ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে নিজ প্রত্যক্ষে আনিতে সমর্থ হয় না, অথবা নানা প্রকার তপশ্চর্য্যা বা কর্ম্মের দ্বারাও মনুষ্য তাঁহাকে পাইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য যদি সমস্ত ভোগে বিরক্ত, নিস্পৃহ হইয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নিরন্তর তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ম্মল জ্ঞানের প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারে। যে-শরীরে প্রাণবায়ু পঞ্চস্বরূপে (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যানস্বরূপে) বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরকে চেষ্টাযুক্ত করে, সেই শরীরাভ্যন্তরে হৃদয়ের মধ্যভাগে সূক্ষ্ম জীবাত্মা বর্ত্তমান এবং তাহা চিত্তদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ চিত্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির নিমিত্ত নানাপ্রকার ভোগ-বাসনা দ্বারা মলিন ও ক্ষুব্ধ থাকার দরুণ পরমাত্মার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ভোগে বিরক্ত হইয়া পরমাত্ম-চিন্তনে নিযুক্ত থাকিলে পরমপুরুষের দর্শন সম্ভব হয়। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-বিশিষ্টপুরুষ ভোগে বিরক্ত হইয়া যদি পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাহা হইলে তিনি মনের দ্বারা যে-সকল লোক বা

কামনার বাঞ্ছা করেন, তিনি সেই-সকল লোক বা কামনাকে জয় করিতে সমর্থ হন; অথবা তত্তৎ ভোগসকল প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ'জন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পূজা করা সকলের কর্ত্তব্য।

সামান্য বিচার দ্বারাই ইহা অবগত হওয়া যায় যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের রচয়িতা ও পরমাধার-স্বরূপ এক অব্যয় পুরুষ পরমেশ্বর বর্ত্তমান। সেই বিশুদ্ধ প্রকাশময় পুরুষকে নিষ্কামভাবে নিরন্তর ধ্যান দ্বারা যাঁহারা অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদের চিত্ত কোন প্রকার ভোগে আসক্ত হয় না এবং তাঁহারা রজোবীর্য্যময় শরীরকে অতিক্রম করেন; অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। এজন্য তাঁহাদিগকেই 'বুদ্ধিমান্' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যাহারা কামনার দাস, ইহ-পরলোকে ইন্দ্রিয় সুখই যাহাদের কাম্য, তাহারা ভোগের নিমিত্ত ভোগ-প্রাপ্তির স্থানেই জন্মগ্রহণ করে, মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের ভোগসুখাদি শরীর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। স্বপ্নেও তাঁহাদের ভোগ-বাসনা জাগে না। তাঁহারা শরীর ত্যাগান্তে নবীন শরীর প্রাপ্ত হইয়া পরমধামে গমন করেন; সুতরাং জন্ম-বন্ধন বা মৃত্যুর বন্ধন চিরতরে ছিন্ন হইয়া যায়। সেই পরমাত্মা বড় বড় বক্তৃতাদি দ্বারা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা অথবা বহু শ্রবণের দ্বারা লভ্য হন না; কিন্তু যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন—কৃপাপাত্র-রূপে বরণ করেন, তাঁহারই লভ্য। যিনি নিজ বুদ্ধিবল বা সাধনের ভরসা না করিয়া পরমেশ্বরের কৃপারই একমাত্র প্রতীক্ষা করেন, তাদৃশ কৃপা-ভিক্ষু সাধকের প্রতি পরমাত্মার কৃপা বর্ষিত হইয়া থাকে। তিনি কৃপাপূর্ব্বক নিজ মায়া-যবনিকা সরাইয়া তৎ-সম্মুখে স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর উপাসনা-বল-রহিত ব্যক্তির লভ্য নহেন। অথবা প্রমাদ-শীল, তপস্বী কিম্বা সাধনহীন বর্ণাশ্রম-চিহ্নরহিত অবধূত বেষধারণকারীর প্রত্যক্ষীভূত হন না; কিন্তু যে-সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভোগাশা ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার উপায় দ্বারা ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাহাদেরই আত্মা ব্রহ্মধামে গমন করিতে সমর্থ হয়। বিশুদ্ধচিত্ত আসক্তি-রহিত জ্ঞান-তৃপ্ত ঋষিগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হন না। কিন্তু সর্ব্বগ সর্ব্বরূপ সর্ব্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্ত ও কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। বেদান্তজ্ঞানে সম্যক্ নিষ্ণাত হইয়া যিনি পরমাত্মাকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন এবং কর্ম্মফল ও কর্ম্মাসক্তি ত্যাগের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে,

তাদৃশ প্রযত্নশীল ব্যক্তি মৃত্যুকালে শরীর ত্যাগ করিয়া পরম অমৃতস্বরূপ হইয়া সংসার বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া যান। তাদৃশ মহাপুরুষের দেহ-ত্যাগকালে তাহার পঞ্চদশ কলাযুক্ত মন (পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ; অথবা আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম—এই পঞ্চদশ কলা) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধি-দেবতাসহ স্ব-স্ব-অভিমানী সমষ্টি দেবতায় মিলিত হইয়া যায়। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ঐসকলের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ও বিজ্ঞানময় আত্মা পরব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া যায়। কিরূপ ভাবে অবস্থিত হয়, তাহাই পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলিতেছেন—যেরূপ প্রবহমানা নদীসকল নিজ নিজ নাম-রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষ জড় নাম-রূপ বিযুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। জড় পরিচয় কিছুমাত্র থাকে না, কিন্তু বনে পক্ষী লয় প্রাপ্ত হইলে যেরূপ বনের একদেশে অবস্থান করে, বনের সহিত একীভূত হইয়া যায় না, তদ্রূপ জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হইলে সে পরমাত্মা হইয়া যায় না—নিজ স্বরূপে ব্রহ্মধামে অবস্থান করে। যিনি সেই পরংব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্ম-তুল্যই হইয়া থাকেন (অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প—এই অষ্টগুণের আবির্ভাবকে ব্রহ্ম-স্বরূপ বলা হয়), তিনি শোক ও পাপ অতিক্রম করিয়া হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত ও অমর হন।

যে ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-পরিস্থিতি অনুসারে নিষ্কামভাবে যথাযোগ্য কর্ম্ম করেন—বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হন এবং পরব্রহ্মের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার উপাসনায় তৎপর হন, যিনি 'একর্ষি'-নামক প্রসিদ্ধ জ্বলন্ত অগ্নিতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে হোম করেন এবং বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনিই এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী। এই ব্রহ্মবিদ্যা মহর্ষি অঙ্গিরা শৌনক ঋষিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী না হইলে এই ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার
সকলে প্রস্তুত হন

শিষ্যরূপের গুরুসেবা ও হরিভজন

(১)

কৃষ্ণ ও জীবের পরস্পর সম্বন্ধ

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮)
কৃষ্ণ—নিত্য-প্রভু, আর জীব—নিত্যদাস।
কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যজীব-স্বভাব প্রকাশ ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

সর্ব্বশক্তির মূলাধার অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি মায়াধীশ শ্রীহরিই একমাত্র পরতত্ত্ব। জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণদাস্য বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবের সাধ্যবস্তু। ইহাই শুদ্ধজীবের বা তাঁহার সিদ্ধস্বরূপের পরিচয়। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু, জীব অণুচৈতন্য। কৃষ্ণ চিজ্জগতের একমাত্র সূর্য্য, জীব তাঁহার কিরণকণ-সদৃশ। কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট; কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব ক্ষুদ্র। কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ বা ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অনন্তশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার তটস্থাশক্তির পরিণাম হইতেই জীবের সত্তা। জীব—জড় ও চিৎ, এই দুই তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া পৃথক্। তজ্জন্য ঈশ্বরে ও জীবে নিত্যভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান্, জীব ও মায়া—এই তিন তত্ত্ব সত্য ও নিত্য।

জীবের বদ্ধদশার কারণ

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে'।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব চিদ্ধর্ম্মী হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত জড়ধর্ম্মের বশ হইবার যোগ্য। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ্য এবং ভগবান চিদ্বস্তু, জীবও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু। অতএব এই উভয়স্থলেই ভগবানের সহিত জীবের নিত্যভেদ ও নিত্য-অভেদ স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। প্রভুর সেবা করাই দাসের একমাত্র

কৃত্য। জীব সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইয়া মায়ার চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হইয়াছে এবং মায়িক সংসারে অধঃপতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ দুঃখ লাভ করিতেছে। ভগবানকে ভুলিয়াই জীব অনাশ্রিত ও ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া ইহজগতে দুর্দ্দশা বরণ করিয়াছে।

বদ্ধজীবের দুর্দ্দশা

জীবের দুইটী অবস্থা—শুদ্ধাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। শুদ্ধাবস্থায় জীবের জড়-সম্বন্ধ থাকে না। 'কৃষ্ণদাস' অভিমানই জীবের শুদ্ধ পরিচয়। কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম্ম। সেব্যের প্রতি সেবকের যে সহজ আনুগত্য-ভাব, তাহাই প্রেম বা প্রীতির মূলীভূত কারণ। সেব্য, সেবক ও সেবা—এই তিনটী বস্তুই নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব। নিত্যমুক্তগণ নিত্যকাল ভগবদ্ধামে থাকিয়া ভগবৎ-সেবানন্দে মগ্ন থাকেন। আর নিত্যবদ্ধ জীবগণ স্বরূপ-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া স্থূল-লিঙ্গ-দেহে 'আমি-আমার'-অভিমানবশে "আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী" পরিচয়ে কর্ম্মফলের ভোক্তা সাজিয়া বসেন। তখন সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ তাহার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গশরীরে এবং ক্ষুৎ-পিপাসা, জড়সঙ্গ-স্পৃহা তাহার স্থূলশরীরে প্রবেশ লাভ করে। শুদ্ধবস্থায় জীবের নিত্যধর্ম্ম অবিকৃত থাকে, বদ্ধাবস্থায় উহা বিকৃত হইয়া হেয়, অচিরস্থায়ী, নৈমিত্তিক ধর্ম্মে পরিণত হয়। বদ্ধাবস্থায় জীব আবার অনিত্য-ধর্ম্মের বা অধর্ম্মের আবাহন করিয়া নিরীশ্বর নাস্তিক হইয়া পড়ে। ইহাই তাহার চরম বিপর্য্যয়। এই অবস্থায় তাহার উদ্ধারের আর কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকে না—চির রৌরব ভোগ করে।

গুরুপদাশ্রয়ে সংসার-মুক্তি ও প্রেম-প্রাপ্তি

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া'—করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে,—"ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ॥

*　　*　　*　　*

সদ্‌গুরু-চরণে জীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান পায় সুবিচারে॥
তবে সেই জীব সাধু-গুরুর কৃপায়।
সম্বন্ধজ্ঞানেতে পুনঃ কৃষ্ণনাম পায়॥
তবে পায় প্রেমধন—সর্ব্বধর্ম্মসার।

(প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব ভব-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় যখন ক্লিষ্ট হইতে থাকে, সংসার-জলধিমধ্যে নক্র-মকররূপ কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নে অস্থির হইয়া হাবুডুবু খায়, তখন সুকৃতিবশে সৌভাগ্যক্রমে তাহার ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তাহার নিজের ভুল কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া তখন ভগবানের কৃপাভিক্ষা করে।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।১২২-১২৩)

তাই জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ের নিমিত্ত পরমকরুণাময় জীব-দুঃখদুঃখী ভগবান্ স্বীয় প্রেষ্ঠজনকে এজগতে গুরুরূপে প্রেরণ করেন। আবার কখনও তিনি স্বয়ং সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া মূঢ় জীবগণকে স্বীয় তত্ত্ব জানাইয়া থাকেন।এজন্য সাধু-গুরুরূপেই ভগবৎকৃপা ইহজগতে বর্ষিত হয়। ভগবৎ-সেবোন্মুখ জীব সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশক্রমেই তাহার অপগতির কারণ এবং স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় অবগত হন। এই সংসারের স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ, কে আমি, আমার কি কর্ত্তব্য, কেন আমি ইহ সংসারে বদ্ধ হইয়াছি, কিরূপে পুনরায় মুক্ত হইব—প্রভৃতি বিষয়ে বন্ধ-মোক্ষবিৎ তত্ত্বজ্ঞ গুরুদেবই সংশয় নিরসন ও সদুত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া জীব পুনরায় তাহার স্বধর্ম্মে—প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন।

গুরুকরণের আবশ্যকতা

কি আর্থিক, কি পারমার্থিক সকল ক্ষেত্রেই উপযুক্ত গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং নিত্যকল্যাণপ্রদ ভগবদ্ভক্তি ও ভগবত্তত্ত্ব জানিতে গেলে নিশ্চয়ই সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। গুরুকৃপা ব্যতীত নিজের চেষ্টায় কখনই

জীবের বদ্ধদশা নিরাকৃত ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইতে পারে না। অতএব আত্যন্তিক মঙ্গলকামী সনাতন ধর্ম্মাশ্রয়ীর সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত অবশ্যই সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধালু তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিবেন। তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা কর্ত্তব্য। দীক্ষাদি গ্রহণ না করিলে জন্ম-জন্মান্তরে অশেষ দুঃখ লাভ হয় ও সদ্‌গতি হয় না। অদীক্ষিত ব্যক্তির জীবন বৃথা। তাহার প্রদত্ত কোন দ্রব্যই ভগবান গ্রহণ করেন না এবং তাহার সকল প্রকার চেষ্টাই বিফল হয়। অজিতেন্দ্রিয়গণ গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত চঞ্চল মনকে স্থির করিবার যত্ন করে এবং নিজচেষ্টায় সংসার-দুঃখ বিনাশের প্রয়াসী হইয়া আরও অধিক বিপদগ্রস্ত হয়। তাই সমুদ্রে বিপন্ন কর্ণধারবিহীন নিরাশ্রয় যাত্রীর ন্যায় তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই।—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭)

গুরুপাদপদ্মে—গুরু-নিত্যানন্দে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কাহারও কোনপ্রকারে অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র বলেন—ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত উপায়ন-হস্তে ভগবৎসেবাকামী ব্যক্তি সদ্‌গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। শব্দব্রহ্মে (শাস্ত্র) ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত (কৃষ্ণৈকশরণ) আচারবান্ সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইলেই পরব্রহ্মকে জানা যায়।—

তৎবিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। (মুঃ ১।২।১২)
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। (ছাঃ ৬।১৪।২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

গুরুপাদপদ্মই ভগবদ্ভক্তি-বীজ লাভের আকর এবং গুরুপদাশ্রয়ই ভক্তিলাভের

দ্বার। এই জন্যই অভিধেয়াচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥

সৎশিষ্য সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ের পর তাঁহার নিকট কৃষ্ণদীক্ষাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ, বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা ও সাধুপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবেন। এখন সৎশিষ্য ও সদ্‌গুরু কে, তাহাই আলোচ্য।

সৎশিষ্যের লক্ষণ ও পরিচয়

কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ, পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, **শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্**॥
(গীঃ ২।৭)

আমি অতি মূঢ়, হীন, বদ্ধজীব। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার কোন বাস্তব জ্ঞান নাই। ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ হইয়া আমি 'কার্পণ্য'-দোষে অভিভূত হইয়াছি। হে আচার্য্যদেব! আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, সে-বিষয়ে কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করত আমার সংশয় দূর করুন। আমি আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলাম, আপনার শরণাগত হইলাম। প্রপন্ন আমাকে নিজদাস-জ্ঞানে শাসন দ্বারা সংশোধন করুন—ইহাই প্রকৃত শিষ্যের মনোবৃত্তি। শুদ্ধচরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ পুরুষই শিষ্য হইবার যোগ্য।

গুরুসেবক হইবার অধিকার সম্বন্ধে সাধু-শাস্ত্র নিম্নরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন :—

"সদ্বংশে জাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, বুদ্ধিমান, দম্ভহীন, কাম-ক্রোধশূন্য, শ্রদ্ধাবান্, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুরুসেবাপর, গুরুভক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়-মনোবাক্যে ভগবৎসেবা-তৎপর, নিষ্পাপ, হরি-গুরু-পূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু ব্যক্তিই শিষ্য হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমানশূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্য-রহিত, জড় বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতাবিশিষ্ট, অচঞ্চল, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরু-সেবক হইতে পারেন।"

গুরু-সেবাকাঙ্ক্ষী শিষ্যের সাক্ষাৎ গুরুসেবা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য :—

"প্রতিদিন গুরুর জল-কুম্ভানয়ন; কুশ-পুষ্প-যজ্ঞীয়কাষ্ঠ আহরণ; গুরুর শরীর মার্জ্জন, গৃহ মার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন; গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান; গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার; গুরুর অনুমতি লইয়া পিতা-মাতার সহিত সম্ভাষণ; সর্ব্বত্রই গুরুদর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম; প্রত্যহ

প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ; কর্ম্ম, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধনদ্বারা গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন; শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে 'যে-অনুষ্ঠান' সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত 'দীক্ষা' গ্রহণ; সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু-শরীরে অবস্থিত জ্ঞান; ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম; সর্ব্বসম্পত্তি ও নিজ-দেহ দক্ষিণাস্বরূপ গুরুকে সমর্পণ কর্ত্তব্য।"

গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য শিষ্যের একান্ত পালনীয়ঃ—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, দেবমন্দিরে গমন, ভগবৎপ্রবোধন, নির্ম্মাল্য পরিহার, সবাদ্য আরাত্রিক, প্রাতঃস্নান, শুদ্ধ বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ, বৈষ্ণব চিহ্ন—**ঊর্দ্ধপুণ্ড্র** ও গলে ত্রিকণ্ঠী **তুলসী মালিকা ধারণ,** হরিনামাক্ষর ধারণ, শিখাবন্ধন, তুলসী চয়ন, অর্চ্চনে **শ্রীগুরুর অনুমতি গ্রহণ,** পরিচর্য্যা, ভূত-শুদ্ধি ও ন্যাস, মন্ত্র-দেবানুসারে মুদ্রা প্রদর্শন, জপ, ধ্যান, স্মরণ, **অভীষ্ট দেবার্চ্চন, শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তিপূজা,** মহোপচারে ভগবৎপূজা, ত্রৈকালিক হরিপূজন, **তুলসী পূজা,** ভক্তিগ্রন্থপূজা, **সাধু-বৈষ্ণবপূজা,** শঙ্খধ্বনি, বিজ্ঞপ্তি, **আত্মনিবেদন,** স্তবপাঠ, **দণ্ডবন্নতি,** নৈবেদ্যার্পণ, নবপুষ্প-ফলাদি অর্পণ, প্রিয়বস্তু সমর্পণ, আচমন, **আরাত্রিক দর্শন,** শ্রীমূর্ত্তি ঈক্ষণ, কৃষ্ণাগ্রে গীত-নৃত্যাদি, সঙ্কীর্ত্তন, তুলসী-নির্ম্মাল্যাদি ধারণ, **শ্রীচরণামৃত পান,** পাদ্যের আস্বাদন, ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, **নৈবেদ্যাস্বাদন,** ভক্তির অনুকূলে নিত্য-নৈমিত্তিকানুষ্ঠান, **কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিল চেষ্টা, তুলসী-সেবন, সাধু-বৈষ্ণবসেবা, ভাগবত-শাস্ত্রাদির শ্রবণ,** বিশিষ্ট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, সাধুসঙ্গে **জন্মাষ্টমী-দোলোৎসবাদি** মহোৎসবের অনুষ্ঠান, **হরিবাসর সম্মান, চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত**—বিশেষতঃ কার্ত্তিক ব্রতের সমাদর, অষ্ট মহাদ্বাদশী পালন, বৈষ্ণব-ব্রতাদির অনুষ্ঠান, সকল ঋতুতে **মহোপচারে হরিপূজা,** ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ভোগাদি পরিত্যাগ, **ধামবাস, কৃষ্ণস্থানে গমন, পরিক্রমা,** নিজাপেক্ষা **শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন** শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংশিষ্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুর পদাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল তাহা গ্রহণ করেন, যাহা প্রতিকূল তাহা বর্জ্জন করেন। তিনি কৃষ্ণকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা বলিয়া জানেন। তিনি নিখিল জীবগণকে কায়মনো-বাক্যে উদ্বেগ প্রদান করেন না। **সেবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ** হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন। ভজনের সহায়ক জানিয়া তিনি বৈষ্ণব-সদাচারসমূহ পালনে কৃতসঙ্কল্প হন। ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালিকা ধারণ,

দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি, ত্রিসন্ধ্যা জপ-আহ্নিকাদির অনুষ্ঠান, তুলসী-শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি-আরাত্রিকাদি দর্শন, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-ব্রতাদি-পালন, বৈষ্ণবসেবা ও সাধুসঙ্গ তাহার প্রাত্যহিক কৃত্য হইয়া পড়ে। গুরু-বৈষ্ণব-আনুগত্যে তিনি ভক্তির অনুকূল জানিয়া সদ্‌গ্রন্থাদি আলোচনা, নির্ব্বন্ধ-সহকারে সংখ্যা রক্ষা পূর্ব্বক শ্রীনামগ্রহণ, ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ব্রতী হন। "হৃষীকে গোবিন্দসেবা, না পূজিব দেবীদেবা"—বাক্যাবলম্বনে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা গুরু-কৃষ্ণ সেবায় রুচিবিশিষ্ট। তিনি ভোগী বা ত্যাগী নহেন, তিনি অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারী। তিনি ভগবদ্ভজন-ব্যাপারে হতাশা বা নিরাশা-ভাব পোষণ করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" বাক্যে প্রতিষ্ঠিত। গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি অপ্রাকৃত শ্রৌত-পন্থায় বিশ্বাসী, সুতরাং চিৎকর্ণের দ্বারাই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা-সৌন্দর্য্যগ্রহণে লালসাযুক্ত। প্রভুর সেবার বিনিময়ে তিনি কিছুই প্রত্যাশা করেন না, গুরুসেবাই তাঁহার জীবন।

"গুরোরাজ্ঞা হবিচারণীয়া"—গুরুদেবের আজ্ঞা তিনি নির্ব্বিচারে পালন করেন, তাই তিনিই সৎশিষ্য। গুরুদেবের ইচ্ছাপূর্ত্তিই তাঁহার একমাত্র কাম্য। গুরুদেব যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তিনি সর্ব্বদা তদনুরূপ আচরণ করেন। শরণাগতিই গুরুসেবকের একমাত্র ভূষণ। কায়-মন-বাক্য যথাসর্ব্বস্ব তিনি গুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া অকিঞ্চন হইয়া থাকেন। সর্ব্বস্ব গুরুদেবের অশোকাভয়-অমৃতপদে সমর্পণ করিয়া—'গুরুদেবের আমি' হইয়া তিনি পরম নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হন। তিনি নিজের জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না—আখেরের বন্দোবস্ত করিতে প্রধাবিত হন না। গুরুদেবের সুখকামনা ব্যতীত তিনি যাবতীয় ইতর কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করেন বলিয়া পরম শান্ত। বাস্তব সত্যের পালনকারী বলিয়া তিনি নিরপেক্ষ, কিন্তু দাম্ভিক নহেন। দীনতা ও বৈষ্ণবতার পূর্ণ আদর্শ তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। তাই তিনি নিজেকে পতিত অধম বলিয়া জানেন। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার' জ্ঞানে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বয়ঃকনিষ্ঠ সকল সতীর্থগণকেই যথাযোগ্য সম্মান ও স্নেহ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সকলেই গুরুদেবের বৈভব—ইহা সৎশিষ্য প্রকৃতই তাহার হৃদয়ের উপলব্ধি করেন। শরণাগত শিষ্য গুরুদেবকে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র কর্ণধার বলিয়া জানেন। শ্রীগুরু-কৃপায়ই ভগবৎকৃপা লাভ

হয়—অন্তরঙ্গ সেবক এই বিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার শ্রীগুরুকৃপা-প্রার্থনা এইরূপ—

"হা হা প্রভু গুরুদেব! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি' নিজ-পদতলে দেহ ঠাঞি॥"

সৎশিষ্য জানেন—ভগবদ্দর্শনে বা ভগবদ্ভজনে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ও শ্রীগুরু-কৃপাই মূল। সদ্‌গুরু জগতে দুর্লভ। ভাগ্যক্রমে মন্ত্রদীক্ষাদি ও সেবা-সুযোগ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে গুরুদেবের কৃপানির্দ্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি কালক্ষেপ না করিয়া উহা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তিনি আরও জানেন—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥ (বিষ্ণুযামল)

শৈব ও শাক্ত কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা উচিত নয়। উহাদের নিকট মন্ত্রাদি গ্রহণ করিলে হরিভক্তি লাভ হয় না। অন্য সাধনে মঙ্গল নাই; ভগবদ্ভজন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া তিনি বিষ্ণুভক্তের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য যত্ন করেন। তিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া গুরুদেবের নিকট হইতে সদুপদেশাদি লাভ করেন।

প্রকৃত গুরুসেবক জানেন—গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিদূরিত হইলেই তিনি স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিবেন। তাই তিনি সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করেন। গুরুদেবকেও তদ্রূপ জানিয়া তাঁহার সেবা-পূজায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনি "যস্য দেবে পরা ভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ"—শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম যথার্থ উপলব্ধি করেন। তিনি গুরুতে কখনও মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানেন। তিনি গুরুনিন্দা ও গুরুবিদ্বেষে রত হন না; গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

গুরুদাস জানেন—গুরুদেব নিত্যসেব্য বিগ্রহ ও করুণাময় পতিতপাবন মূর্ত্তি। তাঁহার কৃপালোকই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। গুরু-কৃপা

লাভই ভগবৎকৃপা-লাভ এবং তাহাই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের মূল। তাই তিনি লোক দেখানো গুর্ব্বানুগত্য না করিয়া শ্রীগুরুদেবের জগন্মঙ্গলকর নাম, গুণ, মহিমা-কীর্ত্তন ও তাঁহার উপদেশাদি পালন জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া জানেন। তিনি গুরুর আচার ও বিচারের সর্ব্বতোভাবে অনুবর্ত্তন করেন। তাঁহার উপদেশ ও নির্দ্দেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাহা নিজ-জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করেন। গুরুব্যতীত জগতে তাঁহার 'আপন' বলিয়া কেহ নাই, তাই অনুক্ষণ গুরুদেবের মহিমা-কীর্ত্তনে তিনি রুচিবিশিষ্ট।

স্নিগ্ধশিষ্য জানেন—মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণাদির প্রয়োজন নাই, ঐকান্তিক গুরুসেবা-দ্বারাই উহা লাভ হইয়া থাকে। তাই তিনি গুরুসেবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তিনি জানেন—গুরুসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণ-সেবা। নিজে নিজে ভগবৎসেবা হয় না। এজন্য গুরুর আনুগত্যেই তিনি কৃষ্ণসেবা করেন। কৃষ্ণসুখ সম্পাদনে গুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। তিনি সেবার দ্বারাই গুরু-দেবের হৃদয় জয় করিয়া থাকেন। অনুক্ষণ সেবা-তৎপরতাই নিষ্কপট শিষ্যের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। তিনি গুরুসেবার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার নিকট পার্থিব ধন-জন-বৈভবাদি কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় নয়। গুরুই তাঁহার হিতকারী বন্ধু, তিনিই তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, জীবন, ধন ও যথাসর্ব্বস্ব।

অন্তরঙ্গ ভক্ত জানেন—গুরুদেবই তাঁহার প্রাণধন। গুরুদেব ইহজগতে ও পরজগতে শিষ্যের নিত্যকালের পরম বন্ধু। তিনি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, নিখিল দেব-দেবী তাহার সহায়কারী। তিনি রুষ্ট হইলে শিষ্যের আর কোনও গতি নাই। হরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করেন, কিন্তু গুরু অসন্তুষ্ট হইলে শিষ্যের আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। তাই তিনি সর্ব্বতোভাবে গুরুর প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। গুরুদেবের নিকট হইতে তিনি ভজনের গূঢ়তম রহস্য ও অতি গোপনীয় তথ্য শ্রবণ ও আলোচনার সুযোগ লাভ করেন।

যে কৃপার দ্বারা উদ্ভাষিত হইয়া শিষ্য পারমার্থিক কল্যাণের শীর্ষস্থান লাভ করেন, গুরুদেবের সেই অপ্রাকৃত স্নেহ ও ঋণ কখনই পরিশোধ করা যায় না—ইহা বিশ্রম্ভ ঐকান্তিক শরণাগত সেবক তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃতই উপলব্ধি করেন। তাই সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের সুখবিধানের জন্য ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবে অর্পণ করিয়া তিনি 'গুরুর আমি'—'কৃষ্ণের আমি' হইয়া যান। ইহাই শিষ্যের শিষ্যত্ব। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

'গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন'

কেদার ঘোষাল ধনীর দুলাল অধুনা মায়ের শ্রাদ্ধ,
পুরোহিত ডাকি ধরিয়াছে সে দান সাগরের ফর্দ্দ।
ধুরন্ধর লোক পাড়ায় যাহারা লইল কাজের ভার,
লোক লিপিতে হ'ল নিমন্ত্রণ প্রতিবেশী দশ গাঁর।
শুভ অনুষ্ঠানের হল আয়োজন সুবিশাল এক মাঠে,
উৎসব লাগি বহু চালাঘর উঠিল বিবিধ ঠাঁটে।
দানাদি কার্য্যের ভোজ্য বস্ত্রাদি সজ্জিত থরে থরে,
গুরু-তরে আনা ক্ষুদ্র উপায়ন রহে এককোণে পড়ে'।

শিষ্য-মনের এই লঘুতায় গুরু-মনে হ'ল ব্যথা,
কেদারে ডাকিয়া শুনাতে লাগিল হিত উপদেশ কথা।
"দশকর্ম্ম-আদি সব অনুষ্ঠানে গুরুপূজা হয় আগে,
অন্তরে পোষে যে শঠতা লঘুতা তার দান নাহি লাগে।

নাম, যশ লাগি দানের সাগর গুরু লাগি রচ কূপ ;
কেদার কহিল "দেদার পাইবে রহ গুরুদেব চুপ।"
ক্রোধেতে গুরু কহে "গর্ব্বে চাহিছ গুরুকে করিবে ধনী,
গুরুতে তোমার লঘুতা বুদ্ধি নিশ্চয় ঘটিবে হানি।"

এই কথা বলে গুরু গেলা চলে শিষ্য গেলা নিজ কাজে,
যথাকালে তথা নিমন্ত্রিত জন বসিলা পংক্তি ভোজে।
গগনে সহসা ঘণঘটা জাগি আইল ভীষণ ঝড়,
উন্মান পারা ছুটিল সকলে পর বা আপনা ঘর।

ধ্বংস হইল একচালা যত অন্নাদি ভাসিল বাণে,
"হায় কি হইল !" বলিয়া কেদার মস্তকে কর হানে।
বুঝিল আজি সে ঠেকায় পড়িয়া গুরু-অপরাধ তা'র,
নিখিলের যত শুভ অনুষ্ঠানে শ্রীগুরু-সারাৎসার ॥

—শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, কবিভূষণ

পৌরাণিক উপাখ্যান (৬)

মহারাজ শতধনু

পুরাকালে ভারতবর্ষে **শতধনু** নামে এক ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল **শৈব্যা**। মহারানী শৈব্যার সত্য, শৌচ, পাতিব্রত্য, দয়া, বিনয় প্রভৃতি বিবিধ গুণ ছিল। রাজা শতধনু নিজ সহধর্ম্মিনী সহ প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিতেন।

একদিন কার্ত্তিক-পূর্ণিমাতে রাজা ও রাণী উভয়ে গঙ্গাস্নান করিতে যান। স্নানান্তে প্রত্যাগমন-কালে দুর্ভাগ্য-বশতঃ রাজার সহিত এক পাষণ্ডীর দেখা হয়। যাহারা বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র মানে না, ভগবান্, ভক্ত, শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহকে আদর করে না, পরন্তু তৎপ্রতি অনাদর করে, তাহারাই পাষণ্ডী। শাস্ত্র আরও বলেন,—**যাহারা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাকে ভগবান্ শ্রীহরির সহিত সমান মনে করে অর্থাৎ কালীও যা—কৃষ্ণও তাই, শিব যা—বিষ্ণুও তাই, দুর্গাও যা—হরিও তাই, মনসাও যা—ভগবানও তাই, এইরূপ কথা বলে, তাহারাও পাষণ্ডী।**

উক্ত পাষণ্ডী-ব্রাহ্মণ **শতধনু** রাজার ধনুর্ব্বেদাচার্য্যের মিত্র ছিল। এজন্য রাজা ধনুর্ব্বেদাচার্য্যের গৌরব রক্ষার খাতিরে সেই পাষণ্ডীর সহিত বন্ধুবৎ আলাপ করেন। কিন্তু মহারাণী সেই পাষণ্ডীকে বিন্দুমাত্রও আদর ত করেনই, উপরন্তু মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পাষণ্ডী-দর্শন জন্য অনুশোচনা করিতে করিতে জ্ঞানরূপ সূর্য্য-দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়াছিলেন। তৎপরে রাজ-দম্পতি স্বভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রত্যহ যথাবিধি শ্রীহরির পূজাদি করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাজা **শতধনু** পরলোক গমন করিলে পতিব্রতা রাণী **শৈব্যা** রাজার চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন। পাষণ্ডীর সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ জনিত মহাপাপের ফলে রাজা **শতধনু দেহান্তে কুকুর হইয়া জন্ম-গ্রহণ করেন।**

রাণী শৈব্যা দেহত্যাগের পর কাশীরাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবদিচ্ছায় তিনি সর্ব্বগুণ-সম্পন্না ও জাতিস্মরা ছিলেন। কাশীরাজ বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাজকন্যা তখন বিবাহ করিতে অসম্মত হন।

জাতিস্মরতা বশতঃ কাশীরাজ-কন্যা জানিতে পারেন, তাঁহার পূর্ব্বস্বামী শতধনু রাজা বিদিশা নামক নগরে কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তথায় গমন পূর্ব্বক রাজাকে কুকুররূপে দর্শন করেন। অনন্তর সযত্নে সেই

কুকুরকে অন্নাদি খাওয়াইলে কুকুরটী সানন্দে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকে। কাশীরাজ-কন্যা সেই কুকুরকে প্রণাম করিয়া বলেন যে,—"হে মহারাজ! আপনি আপনার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করুন, আপনি কুকুর নহেন। আপনি শতধনু রাজা, দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন হঠাৎ পষণ্ডীর সহিত আলাপ হওয়ায় সেই পাপের ফলে আপনি কুকুর হইয়াছেন।" রাজ-কন্যার মুখে পূর্ব্বজন্মের কথা শুনিতে শুনিতে অনেকক্ষণ পর পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হওয়ায় কুকুররূপী রাজা অনুতপ্ত হইয়া গ্রামের বাহিরে গিয়া দেহত্যাগ করতঃ কোলাহল-পর্ব্বতে **শৃগাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।**

কাশীরাজ-কন্যা পুনরায় তাহা জানিতে পারিয়া কোলাহল পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক নানাবিধ বাক্যে শৃগাল-যোনি-প্রাপ্ত রাজার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিলে শৃগালরূপী রাজা উপবাস দ্বারা বনে দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় **বৃক (নেকড়ে বাঘ) হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।**

পতিব্রতা শৈব্যা জাতিস্মরা বৃকরূপী নিজ পূর্ব্ব পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে মহারাজ! আপনি বৃক নহেন। আপনি আমার পূর্ব্ব স্বামী সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক শতধনু রাজা। পাষণ্ডীর সহিত প্রীতিপূর্ব্বক আলাপের ফলে ইতঃপূর্ব্বে আপনি কুকুর ও শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছিলেন—বর্ত্তমানে বৃক হইয়াছেন। পাষণ্ডি-সংলাপজনিত নিজের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করুন।" রাজ-কন্যার নিকট পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে রাজার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইলে তিনি বৃক দেহ ত্যাগ করিলেন এবং পুনরায় **শকুন হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।**

কাশীরাজ-কন্যা আবার শকুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সেই শকুন-রূপী শতধনু-রাজা অনুতাপ করিতে করিতে শকুন-দেহ পরিত্যাগ করিলেও আবার **কাক-যোনি লাভ করিলেন।**

গুণবতী রাজকন্যা তাহা অবগত হইয়া কাকরূপী পূর্ব্ব পতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত আবার বলিলেন। তখন রাজা নিজ সর্ব্বনাশের কথা চিন্তা করিতে করিতে কাক-দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় **ময়ূর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।**

জাতিস্মরা রাজকন্যা পুনরায় তথায় গমন পূর্ব্বক ময়ূরকে সুন্দরভাবে আহার করাইয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে থাকেন। সেই সময় জনকরাজ অশ্বমেধ নামে এক মহাযজ্ঞ করেন। যজ্ঞস্থলে 'অবভৃত'-স্নানকালে সেই ময়ূরটীকে স্নান করান হয়।

কাশীরাজ-কন্যাও স্নান করিয়া ময়ূররূপী নিজ পূর্ব্বপতি শতধনু রাজাকে পুনরায় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া রাজার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্বপাপ স্মরণে অনুতপ্ত হইয়া ময়ূর-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই জনক রাজারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কিছু দিন পর রাজকন্যা বিবাহ করিতে চাহিলে কাশীরাজ স্বয়ম্বর সভায় দেশস্থ যাবতীয় নৃপতি এবং কন্যার অনুরোধে সেই জনক-রাজ-পুত্রকেও নিমন্ত্রণ করেন। রাজকন্যা কাশীরাজকে তাঁহার ও তাঁহার পতির পূর্ব্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিয়া, স্বয়ম্বর-সভায় গমনপূর্ব্বক নিজ পূর্ব্বপতি সেই জনকরাজ-পুত্রের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করেন।

জনকরাজ পরলোকে গমন করিলে রাজকুমার (শতধনু) মিথিলার রাজা হইয়া বহুদিন রাজত্ব করেন এবং সস্ত্রীক নানাভাবে ভগবানের উপাসনা করিয়া দেহান্তে উভয়েই বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হন। **এই অখ্যানটী বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়-অংশে ১৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।**

এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিনোদের 'ভজন রহস্য'-গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠার শেষে উক্ত উপাখ্যানের অনুরূপ শিক্ষাও দেখিতে পাই—

অগ্নিতে পুড়ি বা পঞ্জরেতে বদ্ধ হই।
তবু কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-সঙ্গ নাহি লই॥
বরং সর্প-ব্যাঘ্র-কুম্ভীরের আলিঙ্গন।
অন্য-সেবী-সঙ্গ নাহি করি কদাচন॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা'-গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়া গাহিয়াছেন—

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি',
কায় মনে করিয়া ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা, **না পূজিব দেবি দেবা,**
—এই ভক্তি পরম কারণ॥

* * * *

যোগী-ন্যাসী-কর্ম্মী-জ্ঞানী, **অন্য দেব পূজক ধ্যানী,**
ইহলোক দূরে পরিহরি।

* * * *

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, **না পূজিব দেবী দেবা,**
—এই ত' অনন্য-ভক্তি-কথা। (প্রেঃ ভঃ চঃ ২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ আচার্য্য জগদ্‌গুরু জগদ্বরেণ্য **শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ** তাঁহার স্বরচিত **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থেও** নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিমুখ-সঙ্গত্যাগ-প্রসঙ্গে শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন—

বরং হুতবহ-জ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তা-বিমুখজন-সংবাস-বৈশসম্ ॥
(ভাঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৫১ সংখ্যধৃত
কাত্যায়ন-সংহিতা-বচন)

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্য-যুক্তানাং নানা-দেবৈক-সেবিনাম্ ॥
(ঐ—বিষ্ণুরহস্য-বাক্য)

অর্থাৎ—প্রদীপ্ত অগ্নির শিখা-পঞ্জরে অবস্থান করিতে হয় সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তা-বিমুখ-জনের সহবাসরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়। যদি সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের সহিত আলিঙ্গন ঘটে, তাহাও শ্রেয়স্কর, তথাপি যেন বাসনারূপ শল্যবিদ্ধ নানা-দেবোপাসকের সংসর্গ না ঘটে।

—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রকাশ পুরী**

আসামে প্রচার

বিগত ১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫ ইং ১।৫।৫৮ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটী প্রচার পার্টী শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ হইতে আসাম প্রদেশে প্রচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহারা ২০শে বৈশাখ তারিখে আসামস্থিত সমিতির শাখামঠ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের মন্দিরাদির নির্ম্মাণ কার্য্যের পরিদর্শনার্থ শ্রীল আচার্য্যদেব কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ তথায় কিছুকাল অবস্থান করিতে থাকেন। কতিপয় অবশিষ্ট ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণকে লইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ২৭শে বৈশাখ গোলোকগঞ্জ হইতে বাসুগাঁও প্রচারার্থ যাত্রা করেন। ২৮শে বৈশাখ হইতে ১লা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তত্রস্থ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৩ দিবস ও শ্রীযুত মাখন লাল দে মহাশয়ের গৃহে ২ দিবস কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে স্বামিজী প্রবলভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সমিতির প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া করুণাবাবু প্রভৃতি স্থানীয়

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রচারার্থ তদঞ্চলে বিজয়গাঁও-গ্রামে সমিতির একটী শাখামঠ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং অদ্যাবধি চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর নিষ্কপট সেবক শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী প্রভু সমিতির পক্ষ হইতে এবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন করিতেছেন। প্রচারকগণ তথা হইতে ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর গোলোকগঞ্জে কয়েকটীস্থানে শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তনাদি করেন। প্রচার পার্টীর কতিপয় ব্রহ্মচারী অসুস্থ হওয়ায় এবং মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে প্রচারক-দলকে কয়েক দিবসের জন্য বাধ্য হইয়া গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতে হয় ও তথায় প্রত্যহ দুইবেলা বিশেষভাবে পাঠ কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

তৎপরে ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১লা জুন তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-সেবকগণ একযোগে ধুবড়ী সহরে শান্তিনগর পল্লীতে সমিতির জনৈক বিশিষ্ট সেবক শ্রীযুত অদ্বৈতচরণ দাস অধিকারী মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। পরদিবস শ্রীল আচার্য্যদেব ধুবড়ী সহরের কাসীবাড়ীতে বক্তৃতা করেন এবং পর দিবস শান্তিনগরে উক্ত শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করেন। তৎপরে হরিসভা মণ্ডপে পর পর ৩দিন যথাক্রমে (১) মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, (২) বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান, (৩) ধর্ম্মজীবনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর অন্যান্য বহুস্থানে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা আলোচনা করেন।

কতিপয় স্থানে ছায়াচিত্র যোগে শ্রীশ্রীগৌর লীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বিশেষ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ও আইনজীবিগণ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমিতির প্রচারার্থে বাক্য, মন ও অর্থদ্বারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীশ্রীরথযাত্রা উৎসব অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়াই তথা হইতে গত ২রা আষাঢ়, ১৭ই জুন আকাশ পথে দমদম বিমান ঘাটীতে উপস্থিত হয় এবং তথায় শ্রীভগবান দাস ভক্তিরঞ্জন প্রমুখ সেবকগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চুঁচুড়ায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লইয়া আসেন। একটু পরেই শ্রীল আচার্য্যদেব জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব উৎসবে যোগদান করিয়া বহু সজ্জন-সমাকীর্ণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্যান্য সেবকগণ ট্রেণপথে বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—প্রচার সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

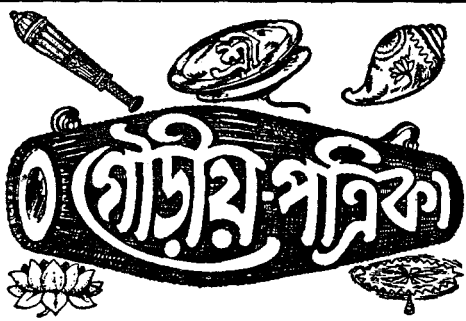

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ } অনিরুদ্ধ, ১৯ হৃষীকেশ, ৪৭২ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬৫; ইং ১৭।৯।৫৮ { ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য তৃতীয়-দশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—২১-৩০)

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥১॥

হে ভূমন্! পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া কোন্ সময়ে কোথায় কি ভাবে কত প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন! অহো, আপনার সেই সকল লীলা ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ ॥১॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ-স্বরূপং
স্বপ্নাভমস্ত-ধিষণং পুরুদুঃখ-দুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখ-বোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥২॥

এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিতা অচিন্ত্য-শক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে; তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে ॥২॥

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ং-জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্র-সুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥৩॥

আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা আপনি পরমাত্মা এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি বিশ্বের জন্মাদির মূল কারণ, পুরাণ-পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃত-স্বরূপ এবং উপাধি-মুক্ত, নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক গুণ-শূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয় ॥৩॥

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎ-সুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥৪॥

যে-সকল মহাজন গুরুরূপী সূর্য্য হইতে জ্ঞানরূপ সুচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজীবের আত্ম-স্বরূপ আপনাকে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহারা এই 'অহং-মমাদি' মিথ্যাভিমানরূপ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥৪॥

আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগ-ভবাভবৌ যথা ॥৫॥

যেরূপ অজ্ঞান-জন্যই রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, আবার

জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পরমাত্ম-স্বরূপ আপনাকে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলিয়া যাহারা জানে না, তাহাদের অজ্ঞান-হেতু সংসার হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হয় ॥৫॥

অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ ভব-বন্ধ-মোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋত-জ্ঞ-ভাবাৎ।
অজস্র-চিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥৬॥

'ভববন্ধ' ও 'মোক্ষ'—এই দুইটী সংজ্ঞাই অজ্ঞান-কৃত ; সুতরাং সত্য-জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যে যেরূপ দিবা ও রাত্রির অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ মায়া-সম্বন্ধশূন্য অখণ্ড-অনুভব-স্বরূপ আত্ম-তত্ত্বে ঐ দুইটীর (বন্ধ ও মোক্ষ) অধিষ্ঠান নাই ; অর্থাৎ অনাত্ম-ধারণা হইতেই ঐ দুইটীর উৎপত্তি—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উহা মিথ্যা ॥৬॥

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্ব্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥৭॥

অজ্ঞব্যক্তি আত্মস্বরূপ আপনাকে অনাত্ম অর্থাৎ আপনার শ্রীবিগ্রহকে মায়িক দেহ এবং আপনা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুকে পরমাত্মা মনে করিয়া ভবদীয় পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্যত্র বহির্বিষয়ে আত্ম-তত্ত্বরূপ আপনাকে অনুসন্ধান করে। অহো! উহাদের কি মূর্খতা (অথবা) অজ্ঞব্যক্তি পরমাত্ম-স্বরূপ আপনাকেই শুদ্ধ জীব-স্বরূপ মনে করিয়া আবার আত্মতত্ত্ব অন্যত্র অন্বেষণীয় এইরূপ কল্পনা করে। অহো! উহাদের কি মূর্খতা!৭॥

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥৮॥

অসত্যভূত সর্প-বুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে কি রজ্জুবুদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হয়? তজ্জন্য, হে অনন্ত! সাধুগণ জড়বিষয় ত্যাগ করিয়া হৃদয়-মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥৮॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজ-দ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥৯॥

হে দেব! হে ভগবন্! যিনি আপনার পাদপদ্ম-যুগলের করুণা-কণা মাত্র লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না ॥৯॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদ-পল্লবম্ ॥১০॥

হে নাথ! অতএব এই ব্রহ্ম-জন্মেই হউক, কিম্বা পশু-পক্ষী-প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক ॥১০॥

ঈশ-বৈমুখ্যের পরিণাম ও তদ্দূরীকরণোপায়

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ-তত্ত্ব। তদাশ্রিত জনগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রিয়-বৃত্তি আবাহন করিবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়-জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার হেয়, অনুপাদেয় অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার বিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ জীবগণকে বিষয়-বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং তদীয়গণের যে আশ্রয়-বিগ্রহের কায়-ব্যূহরূপ স্বরূপ, তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্যথারূপে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিবদমান-শক্তির ক্রিয়াসমূহ

প্রেম-ধর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মার্থ-কামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্য-বিগ্রহে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্যমাধুর্য্যের বিলাস-বিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্ম্মুখভাব আগমাপায়ী মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তি বিস্মৃতস্বরূপ জীবকে সংসার-চক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মম্ভরিতা বা ভোগ-প্রবৃত্তি-বশে ধর্ম্মার্থ-কাম-লাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা পরিদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুণ্ডক-উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া ঈশ-সেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়-জাতীয় শ্রীগুরু-বিগ্রহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্-জনগণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি-দ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞান-নির্ম্মুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ আস্বাস্থ্য বা আময়-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিকূল জগৎকেও ভগবৎ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতারূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের রূপ-রসাদি বিষয়সমূহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের রূপ-গুণ-সৌরভসমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়-জাতীয় ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশ-সেবা প্রবলা হইয়া অভক্তি-পথে বিচরণ-জনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তি লাভ ঘটে। **গুরু-পাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্ম্মুখ জীব "জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত অভীষ্ট লাভ হইতে পারে"—প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।** এই সকল অশ্রৌত তর্ক-পথোত্থ বিচার ভগবদ্-বিমুখতার ফল এবং অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক। ব্যভিচার-পরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে 'ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি,'—একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানা-মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূত-পূজার আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে জড়ভোগমাত্র লাভ হয়। সেই সকল কর্ম্মীর নিকট প্রেমা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-লাভকারী জনগণের কেবলা ভক্তি মায়ার বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বিমুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাতমধুর মন্দোদয় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্য ধীর-স্বভাব বুধগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়-বিচারের অনুমোদন করেন না। শ্রীগুরুদেব পুরুষোত্তম-সেবার প্রণালীসমূহ নিজের পুরুষবরত্ব স্বয়ং প্রকাশাবতাররূপে সেবকতত্ত্বের চমৎকারিতারূপ দিব্য-জ্ঞান উন্মুখ জীবকে অকাতরে বিতরণ করেন। তখন আর তর্কপন্থায় আবরণী বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি, বিদ্যাবধূজীবনের সেবারত হরিনাম-ভজনকারীকে অমঙ্গলময় ভূতাকাশে অবস্থান করাইয়া ভোগী বা ত্যাগী করায় না। তখন পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মুক্তজীবগণ হৃষীকসমূহের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাধিকার লাভ করেন। পূর্ণপুরুষের পুরুষোত্তমতা পরমেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গত্ব বা সহধর্ম্মিনীর আশ্রয়-প্রকাশত্ব জীবের পুরুষোত্তম-বিচারের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়া শত সহস্র লক্ষ্মীগণের দ্বারা সম্ভ্রমরসে সেবিত শ্রীনারায়ণের প্রকাশাবতারত্ব ও মূল-বৈকুণ্ঠের চিদ্বৈচিত্র্যসমূহ প্রদর্শন করে।

পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য পারমৈশ্বর্য্য; কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্যে, কমনীয়তায় ও অভিরামত্বে তাহা লঘু ও শিথিল হইয়া রসের উজ্জ্বলতা সাধন করিতে করিতে পরমমুক্ত সেবককে পরমোজ্জ্বল রসময়-বিগ্রহ কান্তাশ্রয় বিষয় পর্য্যন্ত দর্শন লাভ করায়। শ্রীসীতা-রামের স্বকীয় বিচারের ঔদার্য্য ও রুক্মিণীশের বহুবল্লভত্বের স্বকীয়তা বিষয়-আশ্রয়-বিবেকের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করায়।

সেই সকল পরতত্ত্ব, পরতর-তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া পরম-পরতত্ত্ব—তত্ত্ব-পরতম-সেবার মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয়-স্বাংশরূপ প্রদর্শন করাইয়া আশ্রয়াংশিনীর নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার দান করেন।

মানব আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে অবস্থান-কালে হিতাহিত-বিবেক ও ভবিষ্যৎ-দর্শন-রহিত হইয়া নিজের চরম কল্যাণ নিরূপণ করিতে পারেন না এবং কর্ম্মপথে বিচরণ করেন। যখন কর্ম্মকাণ্ডের নশ্বরতা ও অকর্ম্মণ্যতা তাঁহার আলোচনার

বিষয় হয়, তখন তিনি তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারেন। চরম-কল্যাণ—দুর্জ্ঞেয়-রাজ্যে অবস্থিত ; সুতরাং আশু-ফললাভ-বিচারে অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয় দেখিয়া এবং প্রাপ্তফল উৎক্ষিপ্ত হয় জানিয়া, তিনি তাদৃশী চেষ্টার ফল্গুত্ব উপলব্ধি করেন এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ-মানসে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

জীবের তামস অহঙ্কার—অধম, রাজস অহঙ্কার—মধ্যম এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার—উত্তম। তামস অহঙ্কারে অবস্থান-কালে স্থূল পঞ্চভূত লইয়া জীবের ব্যস্ততা লক্ষিত হয় এবং রাজস অহঙ্কারে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি তামস অহঙ্কারের দিকেই নিযুক্ত হয়। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি মনের সহিত মিশ্র স্থূল-সূক্ষ্মভাবেই চালিত হয়। তাহাদের প্রাপ্য অনেক সময় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রূপ-রস-গন্ধাদি-মাত্রা দেবসমূহের সেবাবঞ্চিত হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কারের প্রাবল্যে সুষ্ঠুভাবে মাত্রা-স্পর্শাদির অনুভূতি প্রকাশিত হয় এবং উহাই আচ্ছন্ন হইলে তামসাহঙ্কারে বিলীন হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার যখন মহত্তত্ত্বে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখনই জীবের উত্তম-শ্রেয়ো-জিজ্ঞাসার উদয় হয়। জিজ্ঞাসার উদয়ে জীব বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আপেক্ষিক অহঙ্কারত্রয়ে অন্তর্ভুক্ত না জানিয়া তদতিরিক্ত ত্রিগুণাতীত নির্গুণ অপ্রাকৃত সকল-সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ভগবানের চিন্ময়ী শক্তির মূর্ত্ত্য-প্রকাশ-বিগ্রহব লিয়া জানিতে পারেন। সেই চিচ্ছক্তির অচিৎ প্রবৃত্তি বা ভোগ-বাসনার পরিবর্ত্তে কেবলা ভক্তিতেই অবস্থিতি ও কৃষ্ণানুশীলনের উদ্বোধন বদ্ধজীবের রাজস অহঙ্কারকে প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ বিষয়-জাতীয় ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভক্তগণকে আশ্রয়-জাতীয় ভোগ্য-বিচার করেন। অদ্বয়জ্ঞান-সেবক আশ্রয়-জাতীয় ভক্ত ভজনীয়-বস্তুর সেবন ব্যতীত অখণ্ড-কালাশ্রয়ে আর কিছুই করেন না। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল যেরূপ আত্মার বৃত্তির কথা কৃষ্ণকর্ণামৃতের উপান্ত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তামসাহঙ্কার ও রাজসী প্রবৃত্তি ভগবানের রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে শ্রীনামামৃত-গুরুর আশ্রিত-ভেদাংশতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাপঞ্চিক ভেদের অবরতাদি অনর্থ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভুক্তি ও মুক্তি তাঁহার সেব্যা বা যোষা প্রভৃতি কোন ভাবেরই আশ্রয়িতব্য ব্যাপার হয় না। তিনি তখন ভক্তি-সুষমার দ্বারা কৃষ্ণের নাসিকা-রসায়ন চিন্ময়-রূপগুণে প্রতিষ্ঠিত হন। সুনির্ম্মল সেবোন্মুখ জীবাত্মার শব্দ-শাস্ত্রে অধিকারের তুলনা হয় না। জড়বুদ্ধি-নির্দ্দেশ্য কৃষ্ণের পদার্থ-বিজ্ঞাপি-

হ্রস্ব-দীর্ঘাশ্রিত জ্ঞান অতিক্রম-পূর্ব্বক পরিমণ্ডলাবস্থিতি-ক্রমে ভূতাকাশাতিক্রান্ত পরব্যোমস্থিত বৈকুণ্ঠশব্দের গ্রহণে অধিকারী হন এবং সেই **বৈকুণ্ঠের বিম্বদরূঢ়ি বৃত্তি খণ্ডকাল অতিক্রমণ-পূর্ব্বক নিত্যকাল নির্ম্মল জীবত্মার প্রাপঞ্চিক ভেদ-বিপাক সমূলে উৎপাটন করেন। তখনই জীব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে সেবোন্মুখতা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিবার অধিকার পান।** বৈকুণ্ঠনামই বৈকুণ্ঠনামী, তাহাতে অবর মায়িক ভেদ কল্পিত হয় না। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি শব্দব্রহ্ম-নিষ্ণাত পরব্রহ্ম-নিষ্ণাত ভগবদাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়াছেন; সেই আশ্রয়ের কোন প্রাপঞ্চিক জড়াবস্থা বা অপ্রাপঞ্চিক তাটস্থ্য-জাড্য সেবোন্মুখতার ব্যাঘাত করে নাই। তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের অলৌকিক চমৎকারিতায় আশ্রয়-ভেদাংশ। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপর জীব বৈদান্তিক-ক্রবগণের অহঙ্কারত্রয়ত্ব বাগ্‌বৈখরী হইতে পৃথক্ হইয়া 'বিশাখার পদ্ধতি' অর্থাৎ 'একায়ন-পদ্ধতি'—ঐকান্তিকী সেবা লাভ করেন। উহা অদ্বয়জ্ঞানাত্মক ও লালিত্যপূর্ণ। আত্মারামানন্দের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের শ্রবণ অধিকারে প্রতিষ্ঠালাভই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যের পরিচয়। প্রাপঞ্চিক বিচারে কর্ম্মীকে, যোগীকে, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীকে, মুক্তাভিমানী অহং-গ্রহোপাসককে, বহির্জ্জগতে কলা-নিপুণ আধ্যক্ষিককে গুরুরূপে জানিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সেবাবর্জ্জিত হইয়া স্বীয় অহঙ্কার-বিমুখ হন। সেইরূপ দৈন্যই তাঁহাদিগকে নিত্যানন্দানুগত্য-লাভে নিত্য সৌভাগ্যবান্ করায়। তিনি নিত্য-বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া নিত্যানন্দসেবা ব্যতীত নিজস্বরূপের অন্য কোন পরিচয় পান না। **তখন তিনি দিব্যজ্ঞানে বিভূষিত হইয়া ত্রিতাপ-বরণকারী জীবগণের প্রতি মহাবদান্যের কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। শ্রৌতপথ কখনই রুদ্ধ হয় না এবং কীর্ত্তনমুখে প্রবাহিত হইয়া তর্কপথের বিক্রমসমূহের জড়তা-নাশ সাধন করে।**

যে-সময় জীবের কর্ম্ম-জ্ঞান-কষায় রুচির অনুকূল হয়, সেই সময় জিজ্ঞাসা-বিচারে অধম-মধ্যমতায় তাঁহার অধিষ্ঠান। উত্তমাধিকার কি বস্তু, তাহাতে তাঁহার জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। সুতরাং **উত্তম-শ্রেয়ো জিজ্ঞাসু না হইলে ভগবদ্ভেদাশ্রিত ভেদগুরুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ-দর্শনের কৃতিরত্নত্ব লাভ হয় না।**

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—দ্বিতীয় প্রবন্ধ

ভক্ত্যাভাস-বিবেক

যদ্ভক্ত্যাভাস-লেশোঽপি দদাতি ফলমুত্তমম্।
তমানন্দ-নিধিং কৃষ্ণচৈতন্যং সমুপাস্মহে॥

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ!

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ বিচার করিয়াছি। এই প্রবন্ধে 'ভক্ত্যাভাস' বিষয়ের বিচার করিব। ভক্তির তটস্থ-লক্ষণেই ভক্ত্যাভাসের কথঞ্চিৎ বিচার হইয়াছে। 'ভক্ত্যাভাস' ভক্তির তটস্থ-লক্ষণের অন্তর্গত তত্ত্ব। কিন্তু যাহাতে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণদ্বয় নিরূপিত হয়, তাহাতে ভক্ত্যাভাসের বিশেষ বিচার হয় না; এইজন্য ভক্ত্যাভাস-বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রস্তুত করিলাম। বোধ করি, এই প্রবন্ধ দ্বারা পূর্ব্ব-প্রবন্ধের বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অণু-চৈতন্য জীবের পূর্ণ-চৈতন্য কৃষ্ণে উপাধি-রহিতা স্বাভাবিকী চেষ্টার নাম ভক্তি। জীবের দুইটী অবস্থা—মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব সমস্ত জড় সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ-চিৎস্বরূপে অবস্থিত। তখন উপাধি নাই। অতএব সে অবস্থায় ভক্তির তটস্থ লক্ষণের প্রয়োজন নাই। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় চিৎস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। জড়দেহে ও লিঙ্গদেহে আত্ম-অভিমান করত একটী নূতন ও বিকৃত-স্বরূপকে বরণ করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই জীবের উপাধি। স্বচ্ছ কাচ মলশূন্য থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা মল-সংযুক্ত হইলে তাহার আর স্বচ্ছতা থাকে না। তাহার স্বাভাবিক গুণ ধূলিতে আবৃত হইয়া থাকে। তখন ঐ কাচের একটি উপাধি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। যখন অন্য কোন বস্তু আসিয়া এক বস্তুর স্বভাবকে আচ্ছাদন করে, তখন সেই আচ্ছাদনকেই ঐ বস্তুর উপাধি বলি। জড়-স্বভাব আসিয়া জীবের বিশুদ্ধ চিৎ-স্বভাবকে আচ্ছাদন করে। সেই আচ্ছাদনই জীবের উপাধি। অতএব শ্রীভাগবতে (১১।২।৩৭) কথিত হইয়াছে—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জীবের ভক্তিবৃত্তি-কৃত স্বাভাবিক অভিনিবেশই জীবের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু জীব সেই ঈশতত্ত্ব হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায়

তাঁহার ভয় ও বিপর্য্যয়াস্মৃতি ঘটিয়াছে। ভগবানের যে একটী মায়া-শক্তি বলিয়া অপরা শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত এই জড় জগৎকে ভগবান্ হইতে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব জ্ঞান করিয়া দুর্দ্দশাক্রমে জীবের সংসার ঘটিয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় করত সেই ঈশরূপ পরমদেবতাকে অনন্য-ভক্তি-দ্বারা ভজন করেন। এই শ্লোকদ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, মায়াভিনিবেশ অর্থাৎ জড়াসক্তিই জীবের উপাধি। উপাধি-যুক্ত অবস্থায় জীবের ভক্তি সহজেই বিকৃত হইয়া ভক্ত্যাভাসরূপে পরিণত হয়। যাঁহারা শুদ্ধভক্তির জন্য একান্ত লালায়িত, তাঁহারা সম্যগ্‌রূপে ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করত কেবলা ভক্তির আশ্রয় লইবেন। এই কারণেই ভক্ত্যাভাস-বর্ণনে আমাদের উপস্থিত প্রবৃত্তি। **'ভক্ত্যাভাস'-বর্ণন-কার্য্যটী অত্যন্ত গুহ্য, কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের এই প্রবন্ধটী শুনিতে অধিকার আছে।** যেহেতু যাঁহারা ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে যদি ভাগ্যোদয় না হইয়া থাকে, তবে কখনই সুখী হইবেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি অজস্র সুখ লাভ করিতেছি।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী তৎকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ভক্ত্যাভাস-বিচার সম্বন্ধে কোন পৃথক্ আলোচনা করেন নাই। "অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতমি"তি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নিহিতভাবে ভক্ত্যাভাসের সমস্ত বিচার আছে। তিনি রতি-তত্ত্বের আলোচনায় রত্যাভাস-বর্ণনস্থলে 'ভক্ত্যাভাস' বিচারটী স্ফুটরূপে বলিয়াছেন। আমি উক্ত রসাচার্য্য মহোদয়ের ঐ বিচার অবলম্বন করিয়া 'ভক্ত্যাভাস'-বিবেক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী রচনা করিলাম। একটু উচ্চ অবস্থায় ভক্তিই রতিরূপে লক্ষিতা হন, তৎকালে যে ভক্ত্যাভাস, তাহাই ভক্তির প্রাগবস্থায় আছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ ॥

অতএব ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ও ছায়ার তাত্ত্বিক ভেদ এই যে, 'প্রতিবিম্ব' —বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া বস্ত্বন্তরে কল্পিত হইয়া যায়। 'ছায়া'—বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তন্নিকটে তাহার স্বরূপকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করে। একটী বৃক্ষ জলে প্রতিভাত হইলে সেই প্রতিভাকে প্রতিবিম্ব বলে। তাহা ঐ বস্তুতে সংলগ্ন থাকে না। বস্তুর সত্তায় তাহার সত্তা হইলেও তাহা

বস্তুন্তর বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ বৃক্ষের অঙ্গ-সংলগ্নে ছায়ার প্রতিচ্ছবির অবস্থিতি, অতএব ছায়া বস্তুর নিতান্ত আশ্রিতরূপে পরিচয় দেয়। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে,—"তস্মান্নিরুপাধিত্বমেব রতের্মুখ্যস্বরূপত্বং সোপাধিত্বমাভাসত্বং তচ্চ গৌণ্যা বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তমানত্বমিতি।" অর্থাৎ নিরুপাধিত্বই ভক্তির মুখ্য স্বরূপত্ব এবং উপাধিযুক্তত্বই ভক্তির আভাসত্ব। এই আভাসত্ব গৌণী বৃত্তি দ্বারাই প্রবর্ত্তমান। সাক্ষাৎ বৃত্তিকে মুখ্যবৃত্তি ও ব্যবধানযুক্তা বৃত্তিকে গৌণী বৃত্তি বলে। প্রতিবিম্ব ও ছায়া উভয়ই গৌণী বৃত্তি দ্বারা বর্ত্তমান। ভক্তি যখন মুখ্যবৃত্তি দ্বারা পরিচিত হন, তখন আর 'প্রতিবিম্ব' বা 'ছায়া' কিছুই থাকে না। তখন বস্তুই স্বয়ং প্রকাশ হয়।

প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস

প্রথমে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসের বিচার করা যাউক। **প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস তিন প্রকার**, যথা—

১। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস।

২। বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাস।

৩। বিপরীত-তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধি-জনিত ভক্ত্যাভাস।

(১) নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাবরণই ভক্তির গৌণী-বৃত্তিক্রমে ব্যবধান ক্রমে লক্ষিত হয়। যিনি ভক্তিকে আস্বাদন করিবেন, তাঁহার ও স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তির মধ্যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপ একটী ব্যবধান পড়িল। সেখানে আর সাক্ষাৎ বা মুখ্যবৃত্তিদ্বারা ভক্তিদর্শন সম্ভব হয় না। "চিত্তত্ত্বে বিশেষ নাই, কেবল জড়তত্ত্বে বিশেষ আছে; জীব জড়মুক্ত হইলে এক নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লয় হয়,"—এইরূপ জ্ঞানকে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বলে। যেখানে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, সেখানে শুদ্ধা ভক্তির অভাব। **কৃষ্ণানুশীলনই যখন শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন শুদ্ধা ভক্তির ক্রিয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ-অবস্থা যদি সিদ্ধ হয়, তবে সম্বেদ্য, সম্বেদক ও সম্বেদনের ভেদাভাবে কৃষ্ণই বা কোথায়, কৃষ্ণদাস জীবই বা কোথায় এবং ভক্তিরূপা চেষ্টাই বা কোথায়?** যদি বল, চরমে ভক্তি না থাকুক, কিন্তু এখন কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি আমি আচরণ করি, তবে তোমার যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাহা কখনই সরল ও নিত্য হয় না; **তোমার মনে মনে আছে যে, তুমি কৃষ্ণকে সন্তোষ করিয়া অবশেষে তাঁহার সত্তা লোপ করিবে। তোমার যে ভক্তি, তাহা**

ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদা কুটিল। অতএব নিত্যসিদ্ধা ভক্তি যে কি বস্তু, তাহা তুমি জান না। এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) তোমার ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, যথা—

অশ্রমাভীষ্ট-নির্ব্বাহী রতি-লক্ষণ-লক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গ-সৌখ্যাংশ-ব্যঞ্জকঃ **প্রতিবিম্বকঃ**॥

সম্প্রতি তোমার পুলকাশ্রু প্রভৃতি দুই একটি লক্ষণ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার কৃষ্ণরতি হইয়াছে।—

কিন্তু বাল-চমৎকার-কারী তচ্চিহ্ন-বীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং **রত্যাভাসঃ** প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তোমার যে রতি হইয়াছে, তাহা কেবল চিহ্ন-দর্শনে নির্ব্বোধ লোকেরাই প্রশংসা করে, কিন্তু অভিজ্ঞ লোকগণ তাহাকে রত্যাভাসই বলেন। তোমার যে পুলকাশ্রু, তাহা দুই কারণে হয়। তাহার **এক কারণ** এই যে, নির্ব্বিশেষ-গতিরূপ অপবর্গ ভালবাস। সেই অপবর্গের একমাত্র দাতৃ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তোমার আহ্লাদ হইতেছে, তাহা হইতেই তোমার পুলকাশ্রু, স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইতে নয়। তোমার ভক্তি কেবল অপবর্গের সৌখ্যাংশ-প্রকাশক প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। যাহা হউক, এইরূপ ভক্ত্যাভাসে তোমার বিনা শ্রমে অভীষ্ট নির্ব্বাহ হইবে,—এই চিন্তাতেই তোমার সুখোদয় হইতেছে। ইহাই তোমার রতি-লক্ষণের **দ্বিতীয় কারণ**। যথা—

বারাণসী-নিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতি-গোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥

এই দেখ, একটী বারাণসী-নিবাসী নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদিগের গোষ্ঠী-মধ্যে বসিয়া হরি-চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে পুলকিত হইতেছে এবং নিজ গণ্ডদ্বয় অশ্রুদ্বারা সিঞ্চন করিতেছে! হরিচরিত্র-বর্ণন-সময়ে সন্ন্যাসী ইহাই মনে করিতেছে যে, আহা! কত সহজ উপায়ে আমি নির্ব্বিশেষ গতিটী হস্তগত করিতেছি।

এরূপ অবস্থার কারণ শ্রীরূপ গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা,—

দৈবাৎ সদ্ভক্ত-সঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুসারিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসন্ন-মনসাং ভোগ-মোক্ষদি-রাগিণাম্॥
কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ **প্রতিবিম্ব** উদঞ্চতি।
তদ্ভক্ত-হৃন্নভঃ-স্থস্য তৎ-সংসর্গ-প্রভাবতঃ॥

এরূপ পুলকাশ্রু হওয়াও নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে সহজ নয়; যেহেতু, জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয় চিত্তকে কঠিন করে এবং সুকুমার স্বভাবা ভক্তির সমস্ত লক্ষণকে দূর করে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ-বাদীদিগের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-কার্য্যে ভোগ-মোক্ষাদি-রাগরূপ ব্যাধি থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ফলক্রমে চিত্ত কিছু প্রসন্ন হয়। তৎকালে দৈবাৎ সদ্ভক্তের সঙ্গক্রমে তাঁহাদের হৃদয়াকাশে উদিত 'ভাব'-চন্দ্রের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ নির্ব্বিশেষভাব-দূষিত হৃদয়েও একটী দশা হয়, যাহা হইতে কিছু কিছু পুলকাশ্রু হইতে থাকে। যখন সৎ-সান্নিধ্য-অভাব হয়, তখন আবার নিজ শিষ্যগণের পুলকাশ্রুকে ভাবকালি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাবৃত-চিত্তে কখনই ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু কখন কখন ভক্ত্যাভাস উদয় হয়।

(২) বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাসে বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবরণই ভক্তির গৌণী বৃত্তিদ্বারা ব্যবধানরূপে স্থাপিত হয়। আস্বাদক ও আস্বাদন এতদুভয়ের মধ্যে বহির্ম্মুখ কর্ম্মরূপে একটী আবরণ আসিয়া পড়ে এবং ভক্তির মুখ্য-স্বরূপকে দূরে নিক্ষেপ করে। **বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি কর্ম্ম।** কর্ম্ম—'নিত্য' ও নৈমিত্তিক'-রূপে দ্বিবিধ। সমস্ত পুণ্যজনক কর্ম্মই কর্ম্ম। কর্ম্মকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে পুস্তক অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। অতএব যাঁহাদের কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহারা মৎকৃত 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে'র প্রথমাংশের কএক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন। **স্মার্ত্তদিগের শাস্ত্র সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্মই বহির্ম্মুখ।** কর্ম্মাঙ্গে যে নিত্যকর্ম্মরূপ বর্ণাশ্রমোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি বলিয়া স্মার্ত্তেরা মনে করেন। গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে সে কর্ম্মও বহির্ম্মুখ-কর্ম্ম। তাহাতে যে ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাও প্রতিবিম্ব-স্বরূপ ভক্ত্যাভাস-মাত্র। যেহেতু ঐসমস্ত কর্ম্মের ফল, হয় অপবর্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-মুক্তি, নয় ভোগ অর্থাৎ ইহ-লৌকিক বা পারলৌকিক সুখলাভ। অনেকে মনে করেন যে, ভক্তিতত্ত্বে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল ব্যবস্থাপিত আছে, সে-সকলও কর্ম্ম এবং কর্ম্মাঙ্গ যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা, সে-সকলও ভক্তি। তত্ত্বের অনভিজ্ঞতাই এরূপ অতাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তের একমাত্র জননী। **কর্ম্ম ও সাধন-ভক্তিতে বাহ্য-বিষয়ে অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও মূলে একটি প্রকাণ্ড ভেদ আছে। তাহাকেই কর্ম্ম বলি, যাহা কৃত হইলে**

মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিকের কোন প্রকার স্থূল লাভ আছে। সেই লাভ, হয় ভোগরূপে লক্ষিত হইবে, নয় নির্ব্বিশেষ মোক্ষরূপে লক্ষিত হইবে।

তাহাকেই ভক্তি বলি, যাহা কৃত হইলে কিছুমাত্র লাভ হইবে না, কেবল স্বাভাবিকী কৃষ্ণ-রতিই সমৃদ্ধ হইবে। অবান্তর ফল লব্ধ হইলেও তাহা তুচ্ছফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে-কার্য্য দ্বারা শুদ্ধভক্তি-চেষ্টার পোষক হয়, তাহা সহজেই ভক্তি, যেহেতু **ভক্তিই ভক্তির জননী। জ্ঞান বা কর্ম্ম কখনই ভক্তিকে জন্ম দিতে সক্ষম হয় না।** হে অন্তরঙ্গ ভক্তমহোদয়গণ! কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে এই সূক্ষ্ম প্রভেদ দেখাইয়া আপনারা কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। কর্ম্মীদিগের যখন পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য-ফলে ও সৎসঙ্গলেশ-ক্রমে কর্ম্মশ্রদ্ধা-জ্ঞানশ্রদ্ধা দূরীভূত হয়, তখনই ভক্তির প্রাগ্‌ভাবরূপ ভক্তি-বীজরূপা শ্রদ্ধা উদিত হয়। সে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম ও ভক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভক্তিও কর্ম্মরূপা, তিনি শুদ্ধভক্তির চিন্ময় ভাব কখনও হৃদয়ে আস্বাদন করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তিক্ত ও মিষ্টের প্রভেদ কেবল আস্বাদনদ্বারাই জানা যায়, বিচার দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু আস্বাদনান্তে বিচার করিলে তাহা অতি উত্তমরূপে জানা যায়। কর্ম্মাগ্রহিগণ যে হরিনামাদি করিয়া নৃত্য করেন, সে-সমুদায়ই পূর্ব্বোক্ত দৈবাৎ "সৎভক্তসঙ্গেন" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা যে প্রতিবিম্ব ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই মাত্র, শুদ্ধভক্তি নয়। তাহাদের পুলকাশ্রু কেবল "ভোগ-সৌখ্যাংশ-ব্যঞ্জক" প্রতিবিম্ব-মাত্র। তৎকালে তাহারা হয় স্বর্গাদি সুখের চিন্তা, নয় মোক্ষাভিসন্ধি করিয়া থাকেন। ইহা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস।

(৩) বিপরীত তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধি-জনিত ভক্ত্যাভাস আমরা সহজে আজকাল প্রচলিত পঞ্চোপাসনা ও যোগ-মার্গের ঈশ্বর-প্রণিধানে লক্ষ্য করি। আজকাল যাহাকে পঞ্চোপাসনা বলে, তাহাতে পাঁচটী উপাসনা-সম্প্রদায় কল্পিত হইয়াছে। পাঁচটীই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের অনুগত। ঐ পাঁচটী উপাসনার নাম—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব। এই **পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে একটী বৈষ্ণব-শ্রেণী আছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নয়।** ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত যে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহা পঞ্চোপাসকদিগের অন্তর্গত নয়। **শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারি-জন চারিটী শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য, যথা—**

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাশ্চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।

এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥

পঞ্চোপাসনান্তর্গত বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা শুদ্ধভক্ত নহেন। পাঁচটী উপাস্য দেবতারই যে **কল্পিত মূর্ত্তি**, তাহা পঞ্চোপাসকগণ সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে উপাসনা সিদ্ধ হইলে চরমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই লভ্য হইবে। সেই সেই কল্পিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করত তাহাতে যে ভক্তি করা যায়, সে ভক্তি নিত্য নয়। বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস মাত্র। জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে ভক্তিবুদ্ধি করিলে কখনও ভক্তির কার্য্য হয় না। তাহাতে যদি কাহারও ভক্তি-লক্ষণ পুলকাশ্রু দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল 'ভোগাপবর্গ-সৌখ্যাংশব্যঞ্জক প্রতিবিম্ব' মাত্র। পঞ্চোপাসকদিগের যেরূপ কল্পিত দেব-মূর্ত্তিতে ভক্ত্যাভাস-মাত্র হইয়া থাকে, যোগীদিগেরও বিরাড়্ বা হিরণ্য-গর্ভরূপ কল্পিত-মূর্ত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক সেইরূপ পুলকাশ্রু হয়। সে-সমুদায়ই প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস উন্নত হইয়া যে কখনও শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ লাভ করিবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না; যেহেতু তন্মধ্যে যে কর্ম্ম-জড়তা ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে ঐ তত্ত্বের সত্তা লোপ হয়। নূতন করিয়া চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ সংস্কার না করিলে আর তাহাদের মঙ্গল নাই। **সনক, সনাতন প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ এবং পরমজ্ঞানী শুকদেব যখন পূর্ব্বধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাদের নূতন জীবন উপস্থিত হইল। সেই নবজীবন-বলে আমাদের আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন।** প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস-সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

বিমুক্তাখিল-তর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তি-মুক্তি-কামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥

অখিল-তৃষ্ণাশূন্য মুক্ত জীবসকল যাহা অন্বেষণ করেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভজনশীল ব্যক্তিগণকেও যাহা সহজে দেন না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তি ও মুক্তিকামী, শুদ্ধাভক্তি যাহারা আস্বাদন করেন না, তাহাদের হৃদয়ে কিরূপে সম্ভব হয়? এস্থলে উপলক্ষণে ইহাও নিশ্চিত হয় যে, **যোষিৎসঙ্গ ও**

মাদক-সেবনের দ্বারা যে ঔপাধিক সুখ লাভ হয়, তাহাকে ভাগবতী রতি বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা স্বয়ং ভ্রষ্ট হইয়াছে ও জগৎকে ভ্রষ্ট করিতেছে।

ছায়া-ভক্ত্যাভাস

এখন **'ছায়া'-ভক্ত্যাভাস** বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের ন্যায় ছায়া-ভক্ত্যাভাস কুটিল ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ নয়। ইহাতে সরলতা ও সদাগ্রহ সর্ব্বদাই থাকে। ছায়া ভক্ত্যাভাসের স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে—

ক্ষুদ্র কৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখ-হারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী॥
হরিপ্রিয়-ক্রিয়া-কাল-দেশ-পাত্রাদি-সঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা ক্বচিদজ্ঞেষ্বপীক্ষ্যতে॥
কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদভ্যুদয়তঃ ক্ষেমং তত্র স্যাদুত্তরোত্তরম্॥
হরি-প্রিয়জনস্যৈব প্রসাদভর-লাভতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবত্বমুপগচ্ছতি॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যনুত্তমঃ।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খস্থঃ পূর্ণশশী যথা॥

ছায়া-ভক্ত্যাভাস শুদ্ধভক্তির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু ছায়া-ভক্ত্যাভাস স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র কৌতূহলময়, চঞ্চল ও দুঃখহারী। হরির প্রিয়কার্য্য, প্রিয় কাল, প্রিয় দেশ, প্রিয়পাত্রাদি-সঙ্গক্রমে কোনস্থলে হরি-সম্বন্ধমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বরূপ-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেতেও তাহা লক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকেই হউক, অথবা দূরসম্বন্ধ-লব্ধ পঞ্চোপাসকেই হউক, ভাবচ্ছায়া কখনই প্রচুর ভগ্যোদয় ব্যতীত উদিত হয় না। যেহেতু যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হউক, ভাবচ্ছায়া একবার উদিত হইলে উত্তরোত্তর মঙ্গলই জন্মে। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রসাদ-ভর লাভ করিতে পারিলে ভাবাভাসও সহসা ভাবরূপে উন্নত হয়। পুনশ্চ শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইলে, আকাশস্থ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উত্তম ভাবাভাসেরও ক্ষয়-প্রাপ্তি হয়। **'ছায়া'-ভক্ত্যাভাস** দুই প্রকার—

১। স্বরূপ-জ্ঞানাভাব-জনিত ভক্ত্যাভাস।

২। ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু-শক্তি-জনিত ভক্ত্যাভাস।

(১) সাধক, সাধন ও সাধ্য এতত্ত্রয়ের যে স্বরূপ-জ্ঞান, তাহা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয় নাই, অথচ সংসার-সমুদ্র পার হইবার বাসনামাত্র জন্মিয়াছে, এমতস্থলে যে ভক্তি-লক্ষণ দেখা যায়, তাহা স্বরূপ-জ্ঞানাভাব-জনিত ভক্ত্যাভাস। স্বরূপজ্ঞান হইবামাত্র ঐ ভক্ত্যাভাস শুদ্ধা ভক্তি হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণও যতদিন শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় করত স্বরূপ-জ্ঞান লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাদের দীক্ষাগুরু-প্রদত্ত বস্তু-প্রভা উদিত হয় না, সুতরাং স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি আচ্ছন্নভাবে থাকায় ভক্ত্যাভাসই লক্ষিত হয়। যে-সকল পঞ্চোপাসক নির্ব্বিশেষ-ফলানুসন্ধান শিক্ষা করেন নাই এবং নিজ নিজ ইষ্ট মূর্ত্তিকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ ভগবদ্-বৈভব জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভক্তিও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। তথাপি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকটা ভেদ থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের সবিশেষ বস্তুনিষ্ঠা পঞ্চোপাসক অপেক্ষাও অধিক। তত্ত্ব-শিক্ষার সহিত সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের যতটা শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার আশা থাকে, স্বীয় তত্ত্বশিক্ষার সহিত পঞ্চোপাসকের তত আশা নাই। বিশেষতঃ পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ যত কঠিন, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের তত নয়। তবে যদি ভাগ্যক্রমে পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ হয় ও নির্ব্বিশেষ-সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক-মতে পুনরায় সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধভক্তি অন্বেষণ করিতে পারেন। 'ভক্তিসন্দর্ভ'-ধৃত দুইটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ছায়া-ভক্ত্যাভাসেও ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তি-কথনে স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেব-বাক্য, যথা—

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তে বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে যাহাদের 'প্রতিবিম্ব'-ভক্ত্যাভাস নাই, কিন্তু 'ছায়া'-ভক্ত্যাভাস উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আদি-বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এই যে, শাক্তগণ ক্রমশঃ সৌরত্ব, সৌরগণ ক্রমশঃ গাণপত্য ও গণপতি-উপাসকগণ ক্রমশঃ শৈবত্ব, শৈবগণ ক্রমশঃ পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবত্ব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবত্ব ও সকলে ক্রমশঃ সাত্বতত্ব বা নির্গুণ-ভক্তত্ব লাভ করেন। শাস্ত্রবাক্য-সমূহদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, ছায়া-ভক্ত্যাভাস ক্রমশঃ ন্যূনতা হইতে স্থূলতা লাভ করত সৎসঙ্গক্রমে অবশেষে শুদ্ধা ভক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হয়।

(২) ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুশক্তি-জনিত ভক্ত্যাভাস শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্য। তুলসী, মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব-পদরেণু, বৈষ্ণব-প্রসাদ, একাদশী, শ্রীমূর্ত্তি, ক্ষেত্র,

গঙ্গা, জয়ন্তী-তিথি প্রভৃতি অনেক ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু আছে। অজ্ঞান-বশতঃ ঐ সমস্ত বস্তু-সংযোগেও জীবের স্থল-বিশেষে মঙ্গল হয়। এমত কি, অপরাধরূপে তৎসংযোগ ঘটিলেও তদ্রূপ ফল হয়। তদ্রূপ সংযোগও ভক্ত্যাভাস। * * ভক্ত্যাভাসের এবম্বিধ বিচিত্র ফল দৃষ্টি করিয়া ভক্তগণ কখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। এই সমস্ত ফল শুদ্ধা ভক্তির অতুল্য প্রভাব হইতেই জন্মে। জ্ঞান বা যোগ পবিত্ররূপে কৃত না হইলে এবং একটু ভক্ত্যাভাসের সাহায্য না পাইলে কিছুমাত্র ফল দেয় না। কিন্তু **ভক্তিদেবী সর্ব্বদা স্বতন্ত্রা। তাঁহার প্রতি যে-কেহ যেরূপেই হউক যে-কোন চেষ্টা করে, তিনি তাহাকে অনায়াসে ফল দেন। ভক্ত্যাভাসে এই সমস্ত ফল দেখা যায় বলিয়া ভক্ত্যাভাস আচরণ কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হয় নাই। শুদ্ধা ভক্তিই আচরণীয়া।** যাঁহাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন কোনক্রমে 'প্রতিবিম্ব'-ভক্ত্যাভাসকে চিত্তে স্থান দান না করেন এবং 'ছায়া'-ভক্ত্যাভাসকে সদ্ভক্ত আশ্রয়পূর্ব্বক ভজন-বলে অতিক্রম করত শুদ্ধা ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্ববৈষ্ণব-দাসের এই মাত্র সিদ্ধান্ত আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া ভেদাত্তত্ত্ব-বিচারতঃ।
ভক্ত্যাভাসো দ্বিধা সোঽপি বর্জ্জনীয় রসার্থিভিঃ॥

যাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উভয় প্রকার ভক্ত্যাভাস হৃদয় হইতে বর্জ্জন করিবেন। তত্ত্ববিচার দ্বারা **এই মাত্র স্থির হইল যে, ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস ও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস জীবের অপরাধ। ছায়া-ভক্ত্যাভাস জীবের অসম্পূর্ণতা। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তিই জীবের আচরণীয়।** শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

ভক্তির প্রতি অপরাধ *

এই একটী বিষম কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক

* 'ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক-প্রবন্ধটীর এই অংশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২১শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার অন্তরঙ্গ বিভাগে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাঠ করেন। যদিও এই অংশ 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যার ৪৪৮-৪৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি উক্ত প্রবন্ধের পোষকতায় তাঁহারই লিখিত 'ভক্তির প্রতি অপরাধ' অংশ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।—সম্পাদক

ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী তিথিও পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তি-দেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে 'মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া' শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও 'খড়জাঠিয়া'-বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথায় মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ"॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, তাহা রহস্যমাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্য-ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয়। কখনও কখনও 'কথা'-আলোচনায় দশা-প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ

ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা লাভের লোভে এবং কোন-স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি-লোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোনপক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তি-প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। **হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য, এরূপ হইব না।** ভক্তি-প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না। **শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।** —জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের

পিছলদায় শুভাগমনোপলক্ষে দাসের

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব কৃতিরত্ন-বর।
গৌড়ীয়-গগনে তুমি দীপ্ত দিবাকর॥
জগতের অন্ধকার নাশিবার তরে।
তব শুভ অবস্থিতি চুঁচুড়া নগরে॥১॥

আমি অতি দীন হীন নীচ অভাজন।
কি দিয়া পূজিব তব ও রাঙ্গা চরণ॥
পতিত-পাবন তুমি দয়ার সাগর।
এই ভরসায় পূজে পতিত পামর॥২॥
দয়া ক'রে এস দেব হৃদয়-মন্দিরে।
প্রীতি-ভক্তি কিছু নাই পূজি অশ্রুধারে॥

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সাধু শ্রেষ্ঠ তুমি মহাজন।
ভক্তি-আশে তব পদে লয়েছি শরণ ॥৩॥

মো সম পাপী তাপী তরাইবার তরে।
বর্ষে বর্ষে পদার্পণ পিছলদা পুরে॥
বহুকাল এইদেশ অন্ধকারে ছিল।
তব ভক্ত্যালোকে আজ উজ্জ্বল হইল ॥৪॥

বহু যত্নে পাদপীঠ করিয়া স্থাপন।
কৃপা করি' বিতরিছ নাম-সংকীর্ত্তন ॥
মায়াবাদী কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী যত ছিল।
তব প্রভাবেতে সবে বৈষ্ণব হইল ॥৫॥
শ্রীমথুরা, নবদ্বীপ, চুঁচুড়া নগরে।
কলিকাতা, সিধাবাড়ী, আসাম-সহরে ॥
কত মঠ গড়িয়াছ লোক-শিক্ষা তরে।
আদর্শ আচার্য্য তুমি প্রচার-আচারে ॥৬॥

বর্ষে বর্ষে বহুতীর্থ পরিক্রমা করি'।
তব সঙ্গে ভক্ত লভে ভক্তি সুমাধুরী ॥
বৈষ্ণব-জগতে আজ ঘোর অনাচার।
ঢুকিতেছে চতুর্দ্দিকে করিয়া হুঙ্কার ॥৭॥

এরূপ দুর্দ্দিনে যদি গুরু না আসিত।
উপদেশ দানে কেবা জীবেরে রক্ষিত ॥
এভব সংসার মাঝে দুষ্ট রিপুগণ।
করিতেছে অবিরাম মোরে নির্য্যাতন ॥৮॥

মায়ার বন্ধনে পড়ি' বহুজ্বালা পাই।
মুক্তি আশে ওহে প্রভু! তব পানে চাই ॥
করম-বিপাকে দেব যথা হয় স্থিতি।
জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন রতি ॥৯॥

ক্ষম অপরাধ মম—জানাই মিনতি।
দন্তে তৃণ লয়ে করি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ॥
কৃপা কর গুরুদেব! শ্রীচরণ দিয়া।
এ অধমে উদ্ধারহ করুণা করিয়া ॥১০॥

—দীন সেবক **শ্রীমুরারি মোহন প্রধান**
শ্রীপিছলদা (মেদিনীপুর)

উপনিষদ্-বাণী

মাণ্ডূক্য

এই উপনিষদে নাম ও নামীর একতা প্রতিপাদনার্থ প্রণবের অ, উ, ম,—এই তিন মাত্রার সহিত অব্যক্তরূপ পরমাত্মার এক এক পাদের সমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমাত্মার ওঁ-কার এই নামটী পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। 'ওঁ' এই অক্ষরটী অবিনাশী পূর্ণব্রহ্ম। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যাহা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই লয় হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, এ সমস্তই ওঁকার। সমস্ত জগৎই পরমাত্মার অভিন্ন রূপ। ওঁকার তাঁহারই নাম বলিয়া নামী হইতে তাহা অভিন্ন।

এই পরমাত্মা চতুষ্পাদ। বাস্তব-বিচারে অখণ্ড নিরবয়ব পরব্রহ্মের চতুষ্পাদ-বর্ণনা অনুচিত, তথাপি তাঁহার সমগ্র রূপের ব্যাখ্যার জন্য তাহার অভিব্যক্তির প্রকার ভেদ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মার চারিপাদ কি কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবাত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরের উদাহরণে তিন পাদের বর্ণনা হইয়াছে। যেরূপ জাগ্রত অবস্থাতে স্থূল শরীরাভিমানী জীবাত্মা মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাত অঙ্গে যুক্ত হইয়া স্থূল বিষয় উপভোগের দ্বার-স্বরূপ দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণ এবং চারি অন্তঃকরণ—এই উনবিংশতি মুখে বিষয় উপভোগ করে এবং বাহ্য জগতে তাহার বিজ্ঞান প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ সপ্ত লোকরূপ সাত অঙ্গ এবং সমষ্টি ইন্দ্রিয় প্রাণ ও অন্তঃকরণ এই উনিশ মুখযুক্ত জগৎরূপ শরীরের আত্মা। তিনি সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণি-গণের প্রেরক ও প্রভু বলিয়া এই স্থূল জগতের জ্ঞাতা ও ভোক্তৃরূপে তাঁহাকে বলা হয়। তাঁহার অভিব্যক্তি বাহ্য জগতে হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বরূপ বৈশ্বানর পরব্রহ্মের প্রথম পাদ। বিশ্বকে ধারণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম বৈশ্বানর। ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায় ২য় পাদ ২৪ সূত্রে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্মের বাচক 'বৈশ্বানর'-শব্দটী জীবাত্মা অথবা অগ্নির নাম নহে। তাহা পরব্রহ্মেরই বাচক। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত বৈশ্বানর-বিদ্যাতেও পরমাত্মাকেই 'বৈশ্বানর' বলা হইয়াছে। পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান এবং সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও সমস্ত জগতের কারণ। জীবাত্মাতে তাদৃশ শক্তি নাই। অতএব বৈশ্বানরকে পরমাত্মারই **প্রথম পাদ** বলা যুক্তিযুক্ত।

স্বপ্ন-স্থান (স্বপ্ন-সদৃশ সূক্ষ্ম জগতে যাহার স্থান) পরমাত্মার দ্বিতীয় পাদ। যে-প্রকার স্বপ্নাবস্থাতে সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী জীবাত্মা উপরি-উক্ত উনিশ মুখে

সূক্ষ্ম বিষয়ের উপভোগ করে এবং উহাতেই তাহার জ্ঞান আবদ্ধ, তদ্রূপ সাত লোকাদি উনিশ মুখ-যুক্ত সূক্ষ্ম জগৎ-রূপী শরীরে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভ জড় ও চেতনাত্মক সূক্ষ্ম জগতের সমস্ত তত্ত্বের নিয়ন্তা, জ্ঞাতা এবং সকল বস্তুকে নিজের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখেন বলিয়া ইহাকে তাঁহার ভোক্তা ও জ্ঞাতা বলা হইয়াছে। অতএব এই তৈজস অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রকাশময় হিরণ্যগর্ভ সেই পরমাত্মার **তিদ্বীয় পাদ**।

সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি, সকলের প্রকাশক পরম প্রকাশময় হিরণ্যগর্ভরূপ পরমেশ্বরকে 'তৈজস' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের 'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' (১।১।২৪) সূত্রে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, জ্যোতিঃ বা তেজঃ-শব্দ ব্রহ্মেরই বাচক। উপনিষদেও বহুস্থানে তাদৃশ উক্তি আছে। স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মার জ্ঞান জাগ্রদবস্থাপেক্ষা অনেক কম, কিন্তু হিরণ্যগর্ভের জ্ঞান জাগ্রদবস্থাপেক্ষা অধিক বিকসিত হয় বলিয়া তৈজস অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকেই বলা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

যে প্রকার সুপ্ত অবস্থায় মনুষ্য কোন প্রকার ভোগের কামনা বা অনুভব করিতে পারে না, কোনপ্রকার স্বপ্নও দেখে না, তদ্রূপ প্রলয়কালেজ গতের কারণাবস্থায় নানাপ্রকার রূপের প্রাকট্য হয় না। এক অদ্বিতীয়রূপে যাঁহার স্থিতি, যাঁহাকে 'সৎ' 'আত্মা' ইত্যাদি নামে উপনিষদে স্থানে স্থানে উক্তি আছে—যাঁহার চেতনাই মুখ, আনন্দই যাঁহার ভোজন, সেই বিজ্ঞান-ঘন আনন্দময় 'প্রাজ্ঞ' পূর্ণব্রহ্মের **তৃতীয় পাদ**।

এই 'প্রাজ্ঞ'-নামটী সৃষ্টির কারণ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নাম। ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।৫ সূত্রে 'প্রাজ্ঞ'-শব্দ ঈশ্বর বিষয়ে প্রযুক্ত। সর্ব্বজ্ঞতা-রূপ প্রজ্ঞা দ্বারা নিত্যযুক্ত বলিয়া পরব্রহ্মের নাম প্রাজ্ঞ। আবার তাঁহার বিশেষণ প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময় আকার জীবের বাচক হইতে পারে না।

ব্রহ্মকে 'বৈশ্বানর', 'তৈজস' ও 'প্রাজ্ঞ'—এই নামে অভিহিত করার কারণ এই—যে-পরমেশ্বরের তিন পাদের বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি সমস্ত ঈশ্বরগণের ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের অন্তর্যামী, সমস্ত জগতের কারণ এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের আশ্রয়-স্বরূপ।

অতঃপর ব্রহ্মের চতুর্থপাদের বর্ণন করা হইতেছে—যাঁহার জ্ঞান বাহিরের দিকে অথবা ভিতরের দিকে কিম্বা উভয়দিকে নাই, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞাতৃ-স্বরূপ এবং অজ্ঞাতৃস্বরূপ নহেন, যাঁহাকে দৃষ্টির মধ্যে আনা যায় না, ব্যবহারে

লওয়া যায় না, গ্রহণ করা যায় না, চিন্তা করা যায় না, বর্ণন করা যায় না, আর যাঁহার কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, যাঁহাতে সমস্ত প্রপঞ্চেরই অভাব আছে, একমাত্র পরমাত্ম-সত্তাই যাঁহার সার, এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে শান্ত, কল্যাণময়, অদ্বিতীয় তত্ত্ব—ব্রহ্মের **চতুর্থপাদ**।

এই পরব্রহ্মের চারিপাদ কল্পনা কেবল তাঁহার তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে, বাস্তব-বিচারে জড়-অবয়ব-রহিত, অব্যয় পরমাত্মার কোন অংশ থাকিতে পারে না। তিনি স্থূল জগতেও পরিপূর্ণ, সূক্ষ্ম বা কারণ-জগতেও অন্তর্যামী এবং অধিষ্ঠাতা; আবার নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বশক্তিমান; সর্ব্বিশেষ, সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ সমস্ত শব্দই তাঁহার বাচক। বাস্তব-বিচারে তাঁহার ঈদৃশ বিরুদ্ধ ধারণা মনুষ্য-বুদ্ধি ও তর্কের অতীত।

সেই পরব্রহ্ম নিজ নামসহ অভিন্ন বলিয়া তিনি তিনমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার। অ, উ, ম—এই তিনটী মাত্রাই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত তিন পাদ। এখানে পাদ ও মাত্রার একতা পরমাত্মার উপাসনার্থ বলা হইয়াছে। জাগরিতস্থান বৈশ্বানর 'অ'-কার প্রথম মাত্রা। স্বর এবং ব্যঞ্জন কোন বর্ণই 'অ'-কার রহিত নহে। ঐতরেয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—" 'অ'-কারো বৈ সর্ব্বা বাক্।" গীতাতে শ্রীভগবানের উক্তি—"অক্ষরাণাম্ 'অ'-কারোঽস্মি"। আবার সকল বর্ণের প্রথম বর্ণই 'অ'-কার। এই প্রকার স্থূল জগতে 'বৈশ্বানর' অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। আর সমস্ত বস্তুর প্রকটের পূর্ব্বেও অবস্থিতি বলিয়া সর্ব্বাদি। অতএব 'অ' এবং বৈশ্বানর অন্তর্যামীর একত্ব এইপ্রকার প্রতিপাদিত হইতেছে। যিনি ইহা অবগত হইতে পারেন, তিনি সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হন ও সর্ব্বাত্ম হইয়া থাকেন।

ওঁ-কারের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'-কার 'অ' হইতে শ্রেষ্ঠ (উপর দিকে উঠিয়া যায় বলিয়া) এবং অ ও ম এর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া তদুভয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত; অতএব ইহা উভয়-স্বরূপ। এই প্রকার বৈশ্বানর হইতে তৈজস উৎকৃষ্ট এবং বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া উভয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। এই স্থূল জগতের প্রাকট্যের পূর্ব্বে পরমেশ্বরের আদি সঙ্কল্প দ্বারা যে সূক্ষ্মরূপে সৃষ্টি হয়, সেই সূক্ষ্ম জগৎরূপ শরীরে কেবল প্রকাশরূপ হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠাতৃরূপে পরমেশ্বর বিরাজিত। অতএব 'উ' আর তৈজস-রূপের সমানতা-প্রযুক্ত 'উ' পরব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হন, তিনি সূক্ষ্ম জগতের প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন এবং সর্ব্বত্র সমভাব প্রাপ্ত হন।

পরব্রহ্মের নামাত্মক ওঁ-কারের তৃতীয় মাত্রা 'ম'—'মা'ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাহার অর্থ মাপা। ইহা অন্তিম মাত্রা—'অ', 'উ'র অন্তে উচ্চারিত বলিয়া ঐ দুই-এর ভাব ইহাতে পাওয়া যায়। আর 'ম'-উচ্চারণ হইলে মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং 'অ', 'উ' উহাতে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া 'ম' ঐ দুই মাত্রার বিলীনকারী। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই জগতের জ্ঞাতা প্রাজ্ঞ তৃতীয় স্থানীয় পরমাত্মাতে স্থূল, সূক্ষ্ম সমস্তই লয় হয় বলিয়া ওঁ-কারের তৃতীয় পাদ 'ম' ও প্রাজ্ঞের একত্ব প্রতিপাদিত। যিনি এই একত্ব অবগত হইয়া তাঁহার চিন্তন করিতে পারেন তিনি সমস্ত জগতের তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। তাঁহার বাহ্য দৃষ্টি নিবৃত্ত হয় এবং তিনি সর্ব্বত্র এক অদ্বিতীয় বস্তুর দর্শনে অধিকারী হন।

পরব্রহ্মের বাচক ওঁ-কারের যে মাত্রা-রহিত, অব্যক্ত, নিরাকার-স্বরূপ, তাহা বাক্য-মনের অগোচর বলিয়া ব্যবহার-রহিত, প্রপঞ্চাতীত, কল্যাণময়, অদ্বিতীয় নির্গুণ চতুর্থপাদ। যে ব্যক্তি এই পরব্রহ্মের নাম-নামীর একতার রহস্য অবগত হইতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে পরমাত্মায় সাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন (২)

সদ্‌গুরুর লক্ষণ ও পরিচয়

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১০ পৃষ্ঠার পর)

জীবের স্থূলদেহের জন্মদাতা 'পিতা' হইতে সূক্ষ্মদেহের জনক সংস্কার-প্রদাতা 'আচার্য্য' শ্রেষ্ঠ, এবং আচার্য্য হইতে সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা আশ্রয়-বিগ্রহ 'শ্রীগুরু-দেব' শ্রেষ্ঠ। পিতৃত্বে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড এবং গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। শৌক্র, সাবিত্র্য-জন্মের পর তৃতীয় দৈক্ষ্য-জন্মে তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীব সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

যিনি (সম্বন্ধজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানরূপ) জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা অজ্ঞান-তিমিরান্ধ

আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি। যাঁহার কৃপায় মূকও বাচালত্ব লাভ করে এবং পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, সেই দীনতারণ গুরুপাদপদ্মকে বন্দনা করিতেছি। যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পরিপূরণকারী, যাঁহার অপার করুণায় নামশ্রেষ্ঠ মহামন্ত্র, সপার্ষদ শচীনন্দন, ধামসহ শ্রীরাধামাধবের সেবা-সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই মাধবাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণত হইতেছি।

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দোঁ মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, **কৃষ্ণপ্রাপ্তি** হয় যাঁহা হ'তে ॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, **দিব্যজ্ঞান** হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, **অবিদ্যা বিনাশ** যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
(ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম)

যাহা প্রত্যক্ষীভূত বিষয় নহে, অনুমানের দ্বারা যাহা লাভ হয় না, গুরুদেব শরণাগত শিষ্যকে সেই অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বের সন্ধান দান করেন। তিনি শিষ্যকে নরকের দ্বারস্বরূপ স্থূল সংসার হইতে নিষ্কৃতি দিয়া অপ্রাকৃত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করাইয়া বিজ্ঞান-সমন্বিত ভগবজ্জ্ঞান—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন।

গুরুদেব অনিত্য বস্তু নহেন। তিনি নিত্যসেবা-বিগ্রহ, করুণাময় পতিত-পাবন-মূর্ত্তি। গুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, তিনি নিত্যবস্তু। গুরুদেব নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য—"নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।" তিনি আশ্রিতজন-বৎসল। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবককে তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না এবং সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন।

গুরুদেব শিষ্যের প্রতি অপার করুণাময়, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ—সর্ব্বমূলাধার ভগবানকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্ব্বসদ্গুণ-বিশিষ্ট, নিখিল জীবের কল্যাণকামী, ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, শিষ্যের সকল প্রকার সংশয়ছেদনে সমর্থ এবং সতত ভগবৎসেবানিষ্ঠ; এইজন্য তিনিই প্রকৃত 'গুরু'পদবাচ্য।—

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥
সর্ব্বসংশয়-সচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৩৫)

শ্রীগুরু পাঁচ প্রকার,—বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু, শ্রবণ-গুরু,-ভজন-গুরু, শিক্ষাগুরু ও

দীক্ষা গুরু। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু—যিনি ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবকে সদ্-গুরু-পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রবণগুরু অনেকস্থলে ভজন-শিক্ষাগুরুর কার্য্য করেন। যিনি হরিভজন শিক্ষা দেন তিনি শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও আগমশাস্ত্র-কুশল বৈষ্ণব-গুরুই উপযুক্ত মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া বিষ্ণু-সেবাশিক্ষা পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা গুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবানুভূতি প্রদান করেন। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু—সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব।

"কৃষ্ণবিষয়ে অধিক জানিতে হইলে সুকৃতিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করেন। মন্ত্রগুরু একজনই, যেহেতু অনেক দীক্ষা-গুরু-করণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজন-শিক্ষা-গুরুর প্রায়ই একত্ব; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। যিনি ভজন শিক্ষা দেন, তিনি শিক্ষাগুরু। ভজন-শিক্ষাগুরু দুই প্রকার—মহান্তগুরু ও চৈত্ত্যগুরু। চৈত্ত্যগুরু ভজনানুকূল বিবেক প্রদান করেন।"

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব 'সাক্ষাৎ হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা ঐরূপ হইয়াও ভগবানের একান্ত প্রিয় সেবক, সেই শ্রীগুরুর চরণপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।১।৪৪)

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব না হইলেও তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ। গুরু-নিত্যানন্দ ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও শ্রীচৈতন্যের দাস্যাভিমানী। গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ হয় না। গুরুদেব ভগবানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তিনি কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ সেবক। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি ভগবান্ হইতেও বড় বলিয়া পূজ্য।—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা।"

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই প্রকৃত সদ্গুরু। তিনি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শিষ্যের চরম কল্যাণ বিধান করেন। তাহাতে ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক-

ভগবান্। সেব্যের সেবা-প্রকাশই তাঁহার ধর্ম্ম। তাই তিনি ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। ভগবানই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। ভগবান বলিতেছেন—আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে। তাঁহাকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিবে না—করিলে অনাদর করা হইবে। গুরুদেব সর্ব্বদেবময়।—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আচার ও প্রচারমুখে বৈষ্ণবাচার্য্য জগতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্যকার্য্য নাই। সেব্য-বস্তুর সেবকরূপে আচরণই আচার্য্যত্বের হেতু। অনন্যভক্তিই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। তিনি সেব্য ভগবানের অভিন্নাঙ্গ। শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধন নিতাইর পায়।"

গুরুদেব শ্রীভগবানের অপার করুণার কথা জানাইয়া বিষয়ী শিষ্যকে সংসার হইতে উদ্ধার করত শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি ভগবান্ হইতে অভিন্ন—একদেহ, একতনু। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্ বা বিষয় ভগবান্ এবং মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়-ভগবান্। ভগবানের কৃপায় গুরুকে জানা যায়, আবার গুরু-কৃপায় ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। শাস্ত্র বলেন,—যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরু-স্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ। গুরুকে বাদ দিয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব এবং কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরুর গুরুত্ব স্বীকৃত হয় না। তাই গুরুদেব ভগবান্ হইয়াও পরমভক্ত—সেবা-বিগ্রহ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভগবৎপ্রেরিত নিজজন। বদ্ধজীবকে ভগবৎসেবা-শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। তাই গুরুসেবা করিলে কৃষ্ণ যেরূপ আনন্দিত হন, তাঁহার নিজের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে কৃষ্ণ তত সন্তুষ্ট হন না। আবার কৃষ্ণ-সেবাদ্বারা গুরুদেব যত সন্তুষ্ট হন, নিজসেবায় ততটা হন না। বিশ্বম্ভর ভগবানকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেন। তিনি নিরন্তর ভগবৎস্মৃতিতে বিভাবিত। তিনি ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-আস্বাদনে সতত লোলুপ।

নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুদেবের সেবা করিলেই তিনি স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকট স্বীয় স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া নিজেকে বিলাইয়া দেন। সেব্যের সেবা-সুখ-দর্শনে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতিযুক্ত। তাঁহার স্ব-সুখবাঞ্ছা নাই, তিনি নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত। তিনি শুদ্ধ ব্রজবাসী, প্রেমময়তনু, সমদর্শী ও অদোষদরশী। সেবামোদে তিনি কৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। ভগবানও তজ্জন্য গুরুদেবকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন—তাঁহার সুখেই ভগবানের সুখ, তাঁহার সেবাতেই ভগবান্ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। তাই গুরু-কৃষ্ণ অভেদ তত্ত্ব। ভগবানের কৃপা না হইলে গুরুপদাশ্রয় সম্ভব হয় না, আবার গুরুকৃপা ব্যতীত ভগবৎ-পাদপদ্ম-লাভও অসম্ভব। এজন্য শরণাগত ভক্ত উভয়েরই নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

"তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি, পা'ব তব পদছায়া॥

* * * *

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি', ধাই তব পাছে পাছে॥"

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব

২রা আষাঢ়, ১৭ই জুন মঙ্গলবার হইতে ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন শনিবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিবসব্যাপী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব আড়ম্বরে এই বৎসরও অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে স্থানীয় ও বহিরাগত বহু ভক্ত-বৃন্দ প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি শ্রবণ এবং রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ষণাদি সেবাসুযোগ লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে পাঠ কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং সেবাপঞ্জী অনুসারে প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও রাত্রে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীগৌরলীলা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা এবং সদ্ধর্ম্ম ও বিবিধ শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রসরাজ ব্রজবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের উভয় যাত্রা দিবসে বিশেষ যত্ন ও দক্ষতার সহিত রথাকর্ষণকারী জনতাকে

পরিচালনাদি করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, অন্যান্য ব্রহ্মচারীগণসহ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই উৎসবের বিভিন্ন সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী ও সেবকগণের মধ্যে শ্রীহরি ব্রহ্মচারী, স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, মুকুন্দ গোপাল ব্রহ্মচারী, হরিসাধন ব্রহ্মচারী, উপানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান বৎসর আমাদের শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকায় শ্রীহরিভক্তি-বিলাসমতে নির্দ্দিষ্ট ৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন সোমবার দিবসেই শ্রীশ্রীহেরাপঞ্চমী বা শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই উৎসব শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীল তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীল শ্রমণ মহারাজ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় তৎপূর্ব্বদিবস ব্যবস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। শ্রীধাম মায়াপুরে নবপ্রবর্ত্তিত রথযাত্রায় নিশ্চয়ই পূর্ব্বদিবসই অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় তারিখেই হেরাপঞ্চমী মহোৎসব ভুলক্রমে পালিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা হরিভক্তিবিলাসসম্মত না হইয়া স্মার্ত্ত-মতের অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা একাদশীর উপবাস দিবসে অনুষ্ঠিত হওয়ায় পরদিবসে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস আহূত, বরাহূত ও অনাহূত সকলকেই অকুণ্ঠভাবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এবৎসর দ্বিপ্রহরেই প্রসাদ বিতরণ হওয়ায় লোক-সংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল।

—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী

চুঁচুড়ায় ঝুলনযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তর সমিতির উদ্যোগে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বহুবৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীঝুলন যাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে। এই বৎসরও গত ৮ই ভাদ্র সোমবার হইতে ১২ই ভাদ্র শুক্রবার পর্য্যন্ত ৫ দিন যাবৎ মঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনোৎসব অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করেন। পণ্ডিত শ্রীহরি ব্রহ্মচারীর কলাকুশলতায় শ্রীবিগ্রহগণের ঝুলন-সিংহাসন বিবিধ নূতন নূতন রংএ রঞ্জিত নানাপ্রকার পুষ্পে সুশোভিত হওয়ায় দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। মন্দিরের সম্মুখে জলের ফোয়ারা, তদুপরি শূন্যে একটী গোলক ও নানাবিধ পাতাবাহারের গুল্ম-লতায় বিচিত্রধারা সংরক্ষিত হওয়ায় মন্দিরের জগমোহন অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং ইহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এবৎসর দলে-দলে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-যুবা সন্ধ্যা হইতে রাত্র ১০।১১টা পর্য্যন্ত মন্দির-প্রাঙ্গনে ভিড় করিয়া দর্শন করেন এবং সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। কেবল-মাত্র ঈর্ষাপরায়ণ জনগণের এই উৎসব হৃদয়-বিদারক হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার

বিরাট আয়োজন

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা)

তাং—ইং ৭।৯।৫৮

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসর শ্রীশ্রীমথুরাধামস্থ **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উর্জ্জব্রত** উপলক্ষে **শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন** করিয়াছেন। তজ্জন্য **৮ই কার্ত্তিক, ২৫শে অক্টোবর, শনিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্র ৮টার ট্রেণে রিজার্ভ গাড়ীতে** যাত্রা করা হইবে। পথিমধ্যে **গয়া, কাশী, প্রয়াগ** প্রভৃতি দর্শন করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি— নিবেদক—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যবৃন্দ

নিয়মাবলী :—

১। **পত্র ব্যবহার ও টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী), পঃ বঙ্গ।**

২। উর্জ্জব্রত ও পরিক্রমায় ন্যূনাধিক **৩০ দিন সময়** লাগিবে।

৩। প্রত্যেক যাত্রীকে **দুইবেলা প্রসাদ**, হাওড়া ষ্টেশন হইতে **যাতায়াত ট্রেণভাড়া ও মোটর ভাড়া** প্রভৃতি খরচের জন্য **১৭৫৲ টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

৪। **মোটর বাসে** পরিক্রমা হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ ব্যয় লাগিবে না।

৫। যাত্রিগণ সংক্ষেপে **শীতোপযোগী** বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। আবশ্যক বোধে ১টী ঘটী ও ১টী বাটী লইবেন।

৬। যাত্রিগণ **৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবরের পূর্ব্বেই** দেয় ভিক্ষার মধ্যে **৫০৲ টাকা** ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত চুঁচুড়ার ঠিকানায় জমা দিবেন।

৭। অগ্রিম ৫০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী ১২৫৲ টাকা ৮ই কার্ত্তিক, ২৫শে অক্টোবর শনিবার—**বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে** হাওড়া ষ্টেশনে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীদ্বারকা-যাত্রীগণের পক্ষে ৩০০৲ লাগিবে।

শ্রীবলদেব-ব্রতোৎসব

গত ১২ই ভাদ্র শুক্রবার, ইং ২৯।৮।৫৮ ঝুলন-পূর্ণিমা দিবসে শ্রীশ্রীবলদেবের আবির্ভাব। এই দিবস বৈষ্ণব-মাত্রেরই নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ সকলেই এই ব্রত অতি আদরের সহিত পালন করিয়া থাকেন এবং এবৎসরও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিয়া সন্ধ্যার পর অনুকল্প গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত ব্রতপালন করিয়াছেন। আমরা বিশেষ দুঃখিত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই এই মহদ্ ব্রতকে উপেক্ষা করিয়া বলদেব-গুরু-পাদপদ্মের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—ইহা তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। সন্ধ্যায় শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব সম্বন্ধে পাঠ, কীর্ত্তন ও আলোচনা হইবার পর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভোগরাগ আরাত্রিকান্তে সকলে অনুকল্প গ্রহণ করেন। পর দিবস ১৩ই ভাদ্র শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩১ মধ্যে বলদেবব্রতের পারণ করেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের ইহা একটী বিশেষ উৎসব। প্রতিবৎসরই ইহার অনুষ্ঠান অতি উৎসাহের সহিত হইয়া থাকে। এবারও শ্রীভগবানদাস ভক্তিরঞ্জনের কারুকুশলতায় শ্রীমঠ বিবিধ রং বেরঙ্গের বস্ত্রদ্বারা সুশোভিত হয়। বাহিরে-ভিতরে ও মন্দির-তোরণে কদলী বৃক্ষ ও পূর্ণ কুম্ভের সহিত আম্র পল্লবাদি দ্বারা দেবালয় সুসজ্জিত হওয়ায় ইহা দর্শকবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এবৎসর ২০শে ভাদ্র, ইং ৬।৯।৫৮ শনিবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও পরদিবস রবিবার নন্দোৎসব হইয়াছে। বিশেষ আনন্দের বিষয়, এবৎসর বাধ্য হইয়া অনেক বুদ্ধিমান স্মার্ত্তগণও গোস্বামিমতে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিয়াছেন। কারণ স্মার্ত্তমতে উক্ত ব্রত করিতে গেলে পরদিবস রাত্র ৭ টার পর পারণ করিতে হয়। তাহাতে নক্ষত্র গত হইলেও অষ্টমীর মধ্যেই পারণ করিতে হইবে এবং সমস্ত দিনটী বাদ দিয়া রাত্রে পারণ করা একটী অভিনব ব্যবস্থা হইয়াছে।

এবৎসর নন্দোৎসবে বহু লোক প্রসাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। অষ্টমীতে সমিতির সকলেই নিরম্বু উপবাস করেন। এবং শ্রীল আচার্য্যদেব রাত্র ১১॥০ হইতে ১২॥০ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিবার পর শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ভোগ, আরতি প্রভৃতি হইলে সকলে অনুকল্প করিয়া স্ব-স্ব শয্যা গ্রহণ করেন। সমস্ত দিন শ্রীভাগবতাচার্য্য রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের পয়ারানুবাদ "শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীর" দশম স্কন্ধের ১ম হইতে ৬৪তম অধ্যায় পর্য্যন্ত পারায়ণ-পাঠ হয়। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে কীর্ত্তন, হরিকথাদিতে সমস্ত দিন মুখরিত থাকে।

শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র

ছিল সত্যযুগে প্রহ্লাদ নামেতে
হরিভক্ত এক ছেলে।
দেখিতে সুন্দর অতি মনোহর
মুখে শুধু হরি বলে ॥১॥

পিতা ছিল তাঁর হিরণ্যকশিপু
হরির বিরোধী যিনি।
বাহুর বলেতে তিনটি ভুবন
জিনিয়াছিলেন তিনি ॥২॥

করিলেন তিনি অনেক তপস্যা
পাইলেন এক বর—
দেবাসুরে তাঁরে না বধিতে পারে
না কোন কিন্নর নর ॥৩॥

জলে স্থলে তিনি নাহি মরিবেন
না কোন অস্ত্রাঘাতে।
রজনী দিবসে না যাবে জীবন
না কোন প্রাণীর হাতে ॥৪॥

এই সব বরে হ'য়ে বলীয়ান্
ধরাকে দেখেন সরা।
সূচনায় তিনি হরির ভকতে
বিদ্বেষ করেন ত্বরা ॥৫॥

বাধা দেন তিনি তাঁহার ছেলেরে
হরিনাম গুণগানে।
কান নাহি দেন প্রহ্লাদ তাহাতে
ডাকেন হরিকে প্রাণে ॥৬॥

এতে দৈত্যরাজ সক্রোধে জ্বলিয়া
দেন তাঁর মৃত্যুদণ্ড।
কিবা আশ্চর্য্য ঘাতক খড়্গ
হইল তা' খণ্ড খণ্ড ॥৭॥

বহুবিধ চেষ্টা করিল রাজন
প্রহ্লাদে মারিবারে।
শ্রীহরি যাঁহারে রক্ষা করিবেন
কে তাঁরে মারিতে পারে ??৮॥
প্রহ্লাদে মারিতে বিফল হইয়া
শেষে রাজা তাঁরে বলে।
কোথায় তোমার শ্রীহরি ঠাকুর
দরশাও এইকালে ॥৯॥
এতেক শুনিয়া ভকত প্রহ্লাদ
বলেন নম্রস্বরে—
শ্রীহরি আমার সর্ব্বত্র আছেন,
দেখেন সদাই মোরে ॥১০॥
ইহাতে নৃপতি বিষম রাগিয়া
গদাঘাত করে থামে।
থাম ভাঙ্গি গেলে আসেন শ্রীহরি
মোদের এ' ধরাধামে।
গোধুলি লগনে নরসিংহ রূপে
ধরেন দৈত্যরাজে।
উরূপরি রাখি' বধিলেন হরি
নখ দিয়া বক্ষ মাঝে ॥১২॥
ভকত প্রহ্লাদে সব রিপু হ'তে
এরূপে ত্রাণেন হরি।
দয়াল ঠাকুর শ্রীহরিরে আজ
এখানে প্রণাম করি ॥১৩॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবশর্ম্মা
শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, মথুরা

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৮৩ পৃষ্ঠা হইতে ৯০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ৯০ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

প্রভাবে সত্যলোপ পাইয়া অসত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের হয়ত তাহাই ঘটিয়াছে, অর্থাৎ কলির যাবতীয় দোষ তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়াছে। সে যাহা হউক, মহাজনগণ বলেন,—"গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'বাদ'-গ্রন্থে 'বৈষ্ণবাচার্য্য-শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থের নাম কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই। কারণ, এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলে তাঁহার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য যে, গৌড়ীয়গণ 'ব্রহ্ম-মাধ্ব' নহেন, ইহা কোন প্রকারেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। শিক্ষিত সমাজ এই দুইখানি গ্রন্থ পাশাপাশি স্থাপন করিলে বিদ্যাবিনোদের জ্ঞান-খলতা, কপটতা, অসদুদ্দেশ্য, গুরু-দ্রোহিতা, বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, পাপ-প্রবৃত্তি সমস্তই ধরা পড়িয়া যাইবে। এস্থলে আমি বিশেষ জোরের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি স্বেচ্ছায় জ্ঞানতঃ এই গ্রন্থের নাম গোপন করিয়াছেন।

'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থ লিখিবার সময় তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক জীবন যাপন করিয়া গ্রন্থাদি সঙ্কলন করিতেন। বর্ত্তমানে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সঙ্গ-প্রভাবে কালাপাহাড়ের ন্যায় তাঁহার এই প্রকার মতি-বিভ্রম ঘটিয়াছে। 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থের প্রত্যেক পত্রে, প্রত্যেক ছত্রে আমূল বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক দুরভিসন্ধি, অসৎ-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হওয়ায়, আমরা তাহার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে ও পাঠকবর্গের ধৈর্য্য-বিচ্যুতির আশঙ্কা করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষেপে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কি বলিতে চাহেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার স্বরচিত 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থখানি আদ্যন্ত সমস্তই ভুল? যদি ঐ গ্রন্থখানি তাঁহার ভুল বলিয়াই বিবেচনা হয়, এবং ঐ গ্রন্থের প্রতিবাদমূলক তাঁহার এই বর্ত্তমান 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, বলিয়া বিচার হইয়া থাকে, তাহা হইলে 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থের বিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সগৌরবে ও বিশেষ সাহসিকতার সহিত উহা উল্লেখ করিতে পারিতেন। এবং সরলভাবে বলিতে পারিতেন—"আমার পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসমূহ ভুল। পাঠকগণ 'পরবিধি বলবান্'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া আমার শেষ গ্রন্থই স্বীকার করিবেন।" কিন্তু আমরা বলি—শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গ্রন্থ সমস্তই ঠিক ও শুদ্ধ, পরে লিখিত গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধাদি নিতান্ত ভুল, অসৎ উদ্দেশ্যমূলক, ঈর্ষা, দ্বেষ,

হিংসা ও অপরাধমূলক; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য—অপাঠ্য। আমি তাঁহার ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী 'বাদ'-গ্রন্থের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া উক্ত গ্রন্থখানির উল্লেখ কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। অধিকন্তু 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া তাহার সপ্তবিংশ অধ্যায় হইতে কিয়দংশ 'বাদ'-গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন। এক যুগ বা দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি এই গ্রন্থের কথা বিস্মৃত হন নাই। এমন কি, তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন-ক্ষেত্রেই 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া কোথা হইতে এই প্রমাণ গৃহীত হইল, তাহা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে গোপন রাখিয়া উহার পরিচয় প্রদান করেন নাই। উক্ত 'বাদ'-গ্রন্থের ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় শ্রীবলদেবের মতের প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে **'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'**-গ্রন্থের ২৭ অধ্যায়ে ২০৬ ও ২০৮ পৃষ্ঠা হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা অবিকল মুদ্রিত হইল। যথা—

"বিখ্যাত শ্রীমধ্বমতে—শ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়মহিষী, জ্ঞানানন্দাত্মক-নিত্য-দেহবিশিষ্টা, বিষ্ণুর ন্যায় তিনিও গর্ভবাস-দুঃখাদি দোষ-রহিতা, সর্ব্বত্র বিষ্ণুর সহিত অবস্থিতা, সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা, বিষ্ণুর অনন্ত রূপের সহিত শ্রীলক্ষ্মীও অনন্তরূপে বিহার করেন, বিষ্ণুর অবতরণ-কালে লক্ষ্মীও অবতীর্ণা হইয়া সেই অবতারের প্রিয়সঙ্গিনীরূপে বিরাজ করেন, বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীরও বিভিন্ন নিত্যনাম ও রূপ আছে। (**শ্রীমধ্বকৃত 'বৃহদারণ্যক-ভাষ্য,'** ৩য় অঃ, ৫ম ব্রাঃ)

লক্ষ্মীদেবী— * * * * *

বিষ্ণুর অধীনা, সর্ব্ববিদ্যাভিমানিনী এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতরা। তিনি ভগবদঙ্গে নানাবিধ আভরণ-স্বরূপে বিরাজ করেন। বিষ্ণুর শয্যা, আসন, সিংহাসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যবস্তুই লক্ষ্ম্যাত্মক। (ব্রঃ সূঃ ৪ ২।১ সূত্রের 'অনুব্যাখ্যানে' ধৃত ভাঃ ২।৯।১৩ শ্লোক)" *

এস্থলে "বিখ্যাত শ্রীমধ্বমতে"—হইতে "নিত্য নাম ও রূপ আছে" পর্য্যন্ত বাক্যটী 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থে **'লক্ষ্মী'**-শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমেই ২০৬ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উহা 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থ হইতেই উদ্ধার করিয়াছেন।—ইহা গোপন রাখিয়া শ্রীমধ্ব-কৃত 'বৃহদারণ্যক-

* সুন্দরানন্দকৃত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', ২৪৩-৪৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ধৃত বাক্য (এই বাক্য বিদ্যাবিনোদকৃত 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থের ২০৬ ও ২০৮ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)।

ভাষ্য', ৩য় অঃ, ৫ম ব্রাঃ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্বকৃত 'বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে'র ৩য় অধ্যায়ের ৫ম ব্রাহ্মণে ঐরূপ কোন উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই উক্তিটী শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তত্ত্বসন্দর্ভের ২৮ অনুচ্ছেদের মধ্বের 'মতবিশেষ' বাক্যের টীকার প্রতিবাদ-স্বরূপ। তিনি বলিতে চাহেন, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু মধ্বমত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে জীব-কোটীর অন্তর্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ উক্তি শ্রীমধ্ব কোথাও প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং বলদেবের উক্ত মত প্রকৃত নহে। 'বাদ'-লেখকের এই **মিথ্যা অভিযোগের** সম্বন্ধে নিম্নে ২।১টী কথা নিবেদন করিতেছি।

এস্থলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বলদেব প্রভুর সম্বন্ধে একটী উক্তির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি উক্ত 'বাদ'-গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রসঙ্গের ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"**তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের ভূতপূর্ব্ব শিষ্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ** পরবর্ত্তীকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া 'তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের আম্নায়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং তাঁহার শ্রীচরণানুচরগণের শিষ্য-পারম্পর্য্য ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি দেখাইবার চেষ্টা করেন।" তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রথমে শঙ্কর ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া শ্রীমন্ মধ্বভাষ্য **ভালরূপে** অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়েই তিনি (বলদেব) **তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন।** * * শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পণ্ডিতগণকে পরাজয় করত তিনি **তত্ত্ববাদী মঠে বিরাজমান ছিলেন।** ইত্যাদি *

সুন্দরানন্দ ইহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন,—শ্রীবলদেব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নহেন, মধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের শিষ্য মাত্র এবং মধ্বভাষ্য **ভালরূপ** তিনি অধ্যয়ন করিয়া তাহার বিচারেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলদেব যদি মধ্বভাষ্য **ভালরূপই** অধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং মধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইয়া তত্ত্ববাদী মঠেই অবস্থান করিতেন এবং এইরূপ বাক্য যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বলদেব মধ্ব-সম্প্রদায়ের 'মত বিশেষ'-ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভুল করিবেন কেন? অথবা তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, তিনি প্রকৃতই ভুল করিয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বলদেব মধ্ব-সম্প্রদায়ের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন না এবং তত্ত্ববাদের

* অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ১৮৯-৯০ পৃষ্ঠা

'মতবিশেষ' সম্বন্ধে তাঁহার সেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং 'তিনি তত্ত্ববাদী মঠে বাস করিয়াছিলেন' এবং 'মধ্ব-সম্প্রদায়ের কোন আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন' প্রভৃতি উক্তিগুলি মিথ্যা, অলীক এবং কাল্পনিক বলিয়া মনে হইবে না কি?

প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের এবং তৎপর শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীপাদের বিশুদ্ধ আম্নায়ে অবস্থিত। ভাগবত-পারম্পর্য্যক্রমে তিনি শ্রীশ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভু হইতে নবম অধস্তন এবং পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরাক্রমে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অষ্টম অধস্তন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরা ঐতিহাসিকগণ নিম্নলিখিত-রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—

শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়-চৈতন্য; হৃদয়চৈতন্য প্রভুর শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, তাঁহার শিষ্য শ্রীল রসিকানন্দ; রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য নয়নানন্দ, তাঁহার শিষ্য রাধা-দামোদর। ইনি শ্রীল জীবগোস্বামীকৃত ষট্সন্দর্ভের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত আচার্য্য ছিলেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু উক্ত প্রসিদ্ধ শ্রীল রাধা-দামোদর প্রভুরই দীক্ষিত শিষ্য এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-শিষ্য। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত ঐতিহ্য। মাধ্ব-গুরু-পরম্পরার কোন শাখা মধ্যেই তাঁহার ন্যায় এত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বলদেব প্রভু মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের তদানীন্তনকার পণ্ডিতমণ্ডলী অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। সেকালে বলদেবের ন্যায় নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক ও পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত ভারতে কুত্রাপি কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন না। তিনি উৎসল প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে শ্রীপুরীধামে মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় অপেক্ষা মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরই প্রতিপত্তি অধিক ছিল। তজ্জন্য বলদেবের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় জগদ্বরেণ্য পণ্ডিতের পক্ষে মহাপ্রভাব-শালী মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যের পাদপদ্মের অনুসরণ করাই স্বাভাবিক। শ্রীবলদেব মধ্ব-ভাষ্য যেরূপ 'ভালরূপে' আলোচনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শঙ্কর, রামানুজ, ভাস্করাচার্য্য, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতির ভাষ্যসমূহও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্ত দর্শনশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া তিনি তৎ-তৎ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—এরূপ

নহে। মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ে তাঁহা অপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈষ্ণব না থাকায় তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটী অসৎ উদ্দেশ্য লইয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে মাধ্বাম্নায়-ভুক্ত করিবার বৃথা চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি এরূপ অনুমান ও অসৎ চেষ্টার সূত্রস্বরূপ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটী প্রবন্ধের কতক অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন নাই, করিলে, তাঁহার অপচেষ্টা ধরা পড়িয়া যাইত। তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলদেব প্রভুকে মধ্বাম্নায়ভুক্ত তত্ত্ববাদী-শিষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন নাই। আমরা এসম্বন্ধে পৃথক্ সিদ্ধান্তে বিস্তৃত আলোচনা করিব এবং সম্পূর্ণ প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়া আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'বিখ্যাত মধ্বমত' সম্বন্ধে সুন্দরানন্দের উক্তি তাঁহার স্বরচিত 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম প্রকাশ করিলে পাঠকগণ তাঁহাকে মতিচ্ছন্ন বলিয়া নিরূপণ করিবেন, স্থির করিয়া উক্ত গ্রন্থের নাম গোপন করিয়া মধ্ব-ধৃত 'বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ৩য় অধ্যায় ৫ম ব্রাহ্মণে'র প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা বলি, ইহা শঠতামূলক প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্বভাষ্যের উক্ত অধ্যায়ে ৫ম ব্রাহ্মণে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথিত উক্ত বাক্যের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। পরন্তু বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার তাৎপর্য্যের অনুকূলে মধ্বের উদ্ধৃত কয়েকটী শ্লোক পরিলক্ষিত হয়। যথা—

শ্রীর্ভূর্দুর্গাস্ত্রপী হ্রীশ্চ মহালক্ষ্মীশ্চ দক্ষিণা।
সীতা-জয়ন্তী-সত্যা চ রুক্মিণীত্যাদি-ভেদিতা॥
প্রকৃতিস্তেন চাবিষ্টা তদ্বশা ন হরিঃ স্বয়ম্।
ততোঽনন্তাংশহীনা চ বলজ্ঞপ্তি-সুখাদিভিঃ॥
গুণৈঃ সর্ব্বৈস্তথাপ্যস্য প্রসাদাদ্দোষ-বর্জ্জিতা।
সর্ব্বদা সুখ-রূপা চ সর্ব্বদা জ্ঞান-রূপিণী॥

—(বৃহদাঃ ভাষ্য ৩য় পঃ, ৫ম ব্রাঃ)

অর্থাৎ শ্রী, ভূ, দুর্গা, অস্ত্রপী, হ্রী, **মহালক্ষ্মী**, দক্ষিণা, **সীতা**, জয়ন্তী, সত্যা এবং **রুক্মিণী** ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সকল শ্রীহরিকর্ত্তৃক আবিষ্টা ও বশীভূতা; কিন্তু স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহাদের বশীভূত নহেন। **জ্ঞান, বল এবং সুখ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারা শ্রীহরি হইতে অনন্ত**

অংশে হীনা। তথাপি তাঁহারা ভগবৎ-প্রসাদ-বশতঃ সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিতা এবং সর্ব্বদা সুখ ও জ্ঞান-রূপিণী।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, "প্রকৃতিস্তেন চাবিষ্টা তদ্বশা ন হরিঃ স্বয়ম্" বাক্যের দ্বারা শ্রী, মহালক্ষ্মী, সীতা প্রভৃতিকে হরির বশ্যা বলা হইয়াছে অর্থাৎ হরি ঈশ; লক্ষ্মী প্রভৃতি বশ্যা। শুধু তাহাই নহে, **ইঁহারা শ্রীহরি হইতে অনন্ত-অংশে হীনা।** বলদেব প্রভু মধ্বের প্রদর্শিত উক্ত প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে জীবকোটীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া শ্রীমধ্বের 'মত-বিশেষ'রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কটাক্ষ করিবার কোন কারণ বা যুক্তি নাই। মধ্বচার্য্যের ঐরূপ মত নহে, উহা বলদেব প্রভুর মনগড়া উক্তিবিশেষ—ইহা বৃহদারণ্যকের উক্ত ভাষ্য হইতে প্রমাণিত হয় না। অবশ্য তিনি বেদান্তের অনুব্যাখ্যানে ভাগবতের ২।৯।১৩ শ্লোকের দ্বারা প্রচুর গৌরব প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ অপেক্ষা লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার বিপরীত উক্তিই আমরা 'বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে' দেখিতে পাইতেছি। তিনি কি উদ্দেশ্যে উক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ 'বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে' উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। তবে আচার্য্যবর্গের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই,—"এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত।"* সে যাহা হউক, এই বাক্যের উপরে কটাক্ষ করিয়াই বলদেব মধ্বের মত 'বেদান্ত-স্যমন্তকে' খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি পরব্রহ্মের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই ত্রিবিধ শক্তির আলোচনামুখে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে পরব্রহ্মের পরাশক্তির হ্লাদিনীর প্রধানা বৃত্তিস্বরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর জীব-কোটীত্ব নিরাস করিয়াছেন।

এখন বিচারের বিষয় এই যে, এইরূপ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমন্ মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিলেন কেন?—ইহাই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রশ্ন। তিনি লিখিয়াছেন—

"এইরূপ মতবাদবিশেষ থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেন মাধ্ব-সম্প্রদায় অঙ্গীকার করিলেন?—শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর লেখনীতে উহার কোন কারণ নির্দ্দেশ নাই।"

(অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ১৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা)

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে, ১৬৯—গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২০ পদ্মনাভ, ৪৭২ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৬৫; ইং ১৭।১০।৫৮ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রস্য চতুর্থ-দশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—৩১-৪০)

অহোঽতিধন্যা ব্রজ-গো-রমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যৎ-তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥১॥

হে বিভো, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নাই, অহো! সেই আপনি গো-বৎস এবং গোপ-বালকগণের রূপে আনন্দে যাহাদের স্তন্যামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন সেই ব্রজ-গো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্য ॥১॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥২॥

পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র সেই নন্দগোপ-প্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মাহাভাগ্য ! কি মহাভাগ্য ! ॥২॥

এষান্তু ভাগ্য-মহিমাচ্যুত ! তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরি-ভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীক-চষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজ-মধ্বমৃতাসবং তে ॥৩॥

হে অচ্যুত ! এই ব্রজ, গোপ, গোপী এবং গো-সমূহের সৌভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক, একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র প্রভৃতি এবং আমি মহাভাগ্যবান্, কেননা, আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রদ্বারা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধু-স্বরূপ অমৃত-মদ্য পান করিতেছি ॥৩॥

তদ্ভূরি-ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি-রজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎ-পদরজঃ শ্রুতি-মৃগ্যমেব ॥৪॥

অদ্যাবধি শ্রুতিগণ যাঁহার পদরজ অন্বেষণ করিতেছেন সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব, সেই গোকুলবাসিগণের মধ্যে কাহারও পদধূলিদ্বারা অভিষেক-যোগ্য এই ভৌম ব্রজ-বিপিনে অথবা গোকুলে যে কোন জন্ম মহাভাগ্যেই হইয়া থাকে ॥৪॥

এষাং ঘোষ-নিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্ম-তনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥৫॥

হে দেব, পূতনা সাধু-চরিত্রের অনুকরণ মাত্র করিয়া অঘাসুর প্রভৃতির সহিত সবংশে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহাদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ, নিজপ্রিয়-দ্রব্য, দেহ-প্রাণ-মন-পুত্র আপনার প্রীতির নিমিত্ত,

সেই এই ব্রজবাসীদিগকে আপনি কি প্রদান করিবেন ? সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে উৎকৃষ্ট ফল কোথায় আছে ? ইহা বিচার করিয়া আমাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইতেছে ॥৫॥

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারা-গৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি-নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ! ন তে জনাঃ ॥৬॥

হে কৃষ্ণ, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ আপনার প্রতি অনুরাগী না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত রাগাদি তস্কর, গৃহ-কারাগার এবং মোহ পাদ-শৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়া থাকে ॥৬॥

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্ন-জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥৭॥

হে বিভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশি বর্দ্ধনকল্পে প্রাপঞ্চিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ॥৭॥

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৮॥

হে প্রভো, আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি ? যে সকল পণ্ডিতাভিমানি-ব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়-মনো-বাক্যের গোচরীভূত নহে ॥৮॥

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্ ॥৯॥

হে কৃষ্ণ, আমাকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বদর্শী, সুতরাং সমস্তই অবগত আছেন। আপনি জগতের ঈশ্বর অতএব মমতাস্পদ এই বিশ্ব এবং এই নিজ শরীর আপনার নিকট অর্পণ করিলাম ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণ ! বৃষ্ণিকুল-পুষ্কর-জোষ-দায়িন্
ক্ষমা-নির্জ্জর-দ্বিজ-পশূদধি-বৃদ্ধিকারিন্।

উদ্ধর্ম্ম-শার্ব্বর-হর ক্ষিতি-রাক্ষস-ধ্রুগ্
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে ॥১০॥

হে কৃষ্ণ, আপনি বৃষ্ণিবংশরূপ কমলের আনন্দদায়ক সূর্য্য এবং ভূমি, দেব, দ্বিজ ও পশুগণরূপী সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী চন্দ্রদেব। আপনি পাষণ্ড-ধর্ম্মরূপ নৈশান্ধকার নাশ এবং পৃথিবীস্থ রাক্ষসতুল্য জনগণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। হে ভগবন, সূর্য্যাদি নিখিল বস্তুর পূজনীয় আপনাকে আকল্প অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকি, ততদিন পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেছি ॥১০॥

শ্রৌত-বিচার

শ্রীশৌনকাদি মুনিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু হইয়া শ্রীসূতগোস্বামীকে ষষ্ঠাদি শ্লোকমুখে যেরূপ অভিবাদন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকের বিশেষ-রূপে অনুশীলন করা আবশ্যক। কীর্ত্তনকারী শ্রীসূতগোস্বামী ব্রাহ্মণেতর কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ কুলে উদ্ভূত হইয়াও শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণাধিকার সকল বর্ণেই আছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যিনি বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুদেবের পরামর্শানুসারে সাত্বত-সংহিতার কল্প-পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষিত হন, তিনি আগম-লক্ষণ-সম্পন্ন হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ত্রয়োদশাধ্যায়ের ৩২শ শ্লোক-বিচারানুসারে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-বিশিষ্ট হন। এই বৃত্ত বা লক্ষণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সাবিত্র-সংস্কারের যোগ্য, কিন্তু সংস্কার-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যোগ্যতার ফলস্বরূপ ক্রিয়া সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা লক্ষ্য করিতে পারেন না। সেই জন্য দীক্ষা-দাতৃগণ পঞ্চরাত্রোক্ত বৈদিক কল্পবিধি অনুসারে দীক্ষা-বিধানের অন্তর্গত বীজগর্ভ-সমুদ্ভূত পাপনাশকারী সংস্কারসমূহ প্রদান করেন। শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশুকদেবের নিকট সম্বন্ধজ্ঞানরূপ দীক্ষা ও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ" এই উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবন গঠন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকারিরূপে প্রপঞ্চাগত বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে অক্ষজ-জ্ঞান-পারঙ্গত ঋষিগণের নিকট তাঁহাদের বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়া ভাগবত-বক্তা পরমহংস বেশ-বিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হইতেছেন। তাদৃশ দৃষ্ট্যভ্যন্তরে তিনি পুরাণ ও ইতিহাসের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপিত শ্রোতা ও

অধ্যাপক বক্তৃরূপে যোগ্য কীর্ত্তনকারী বলিয়া শৌনকাদি ঋষি-সম্প্রদায় তাঁহাকে পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসের বক্তামাত্র মনে করিয়াছেন। তৎকালে তাদৃশ শ্রদ্ধা শ্রবণেচ্ছু ঋষি-সম্প্রদায়ের উদিত হইয়াছে, দেখা যায়। ভাগবত-শ্রবণের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারা নিজ-নিজ অক্ষজজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক অধোক্ষজ হইয়া অধোক্ষজ বিষ্ণু-বস্তুতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবাবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। ঋষি-গণের ভাগবত-শ্রবণের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালের অবস্থা-দ্বয়কে আমরা অশিক্ষিত ও শিক্ষিত এই ভাষাদ্বয়ে লক্ষ্য করিতে পারি। এই শ্রীমদ্ভাগবত-গানের অন্তর্গত পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষারূপ সম্বন্ধজ্ঞান সেই শ্রবণকারী ঋষিগণকেও অধিকার করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতকে অনেকে পুরাণ-লক্ষণে লক্ষণবিশিষ্ট জানিয়াও তদন্তর্গত পাঞ্চরাত্রিক সাত্বত-সংহিতার নিত্যাধিষ্ঠান লক্ষ্য করেন। শ্রীগৌর-সুন্দর বলিয়াছেন, সাত্বত পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত অভিন্ন বস্তু, পৃথগাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও ঐ দুই প্রকার ভগবৎ-প্রাকট্যে অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত বলিয়া বুঝিতে হইবে না।

শৌনকাদি ঋষিগণের শিষ্য-স্থানীয়তা-প্রযুক্ত শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুজ্ঞানে আদরের মধ্যে তাঁহাদের পরমার্থ-বিহীন অনর্থ দেদীপ্যমান থাকার চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই ঋষিগণ বলিতেছেন,—"হে ভগবন্ সূত, আপনি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা কারাইয়াছেন, আর সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বৃত্তি নির্দ্দেশক অধ্যয়ন, অধ্যাপন উভয় ধর্ম্মই বর্ত্তমান। সুতরাং যেসকল টীকাকার সূতের বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার অভাব-স্থাপন-মানসে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া তাঁহার শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্মাভাব স্থাপন করিয়া স্ব-স্ব প্রাকৃত-বিচারমূলে গুর্ব্ববজ্ঞা করিবার সুযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষিগণের মুখোচ্চারিত সারস্বত বাক্য হইতেই জানিতে পারেন যে, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠক ও ব্যাখ্যাতা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া সংস্কারাদি গ্রহণানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
নিষ্কিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥"

—এই আদর্শ লীলা শ্রীসূতগোস্বামীই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কল্পাদি বেদাঙ্গশাস্ত্র ও শ্রৌতগৃহ্যসূত্রাদি পুরাণাদি ঐতিহ্যগ্রন্থে ও পঞ্চরাত্রাদি দীক্ষা-বিধান-গ্রন্থে বেদ বিস্তৃত হইয়াছিলেন। বেদকে সঙ্কীর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গিয়া কর্ম্মবীরসমূহ যে প্রকারে বেদশিরোভাগ উপনিষদের মর্য্যাদা অধঃপাতিত

করেন এবং শ্রীমন্নারায়ণ-মুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্রকে কর্ম্মকাণ্ড-বিরোধী আংশিক বেদাঙ্গ-শাস্ত্রানুমোদিত বিবদমান জ্ঞান করেন, তাহাতে অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত আছে। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই অদ্বয়-জ্ঞান ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেই শ্রীমন্-মহাপ্রভুর কথিত—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব ভ্রম॥"

—কথার সার্থকতা সকলেই বুঝিতে পারেন। মনোধর্ম্মে অদ্বয়-জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। আত্মধর্ম্মে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে অদ্বয়-জ্ঞান জানিলে তাঁহার সহিত জীবের নিত্যবৃত্তি আত্মীয়ত্ব উপলব্ধ হয়। তাদৃশ উপলব্ধিতে ভগবদ্ভজন-ব্যতীত বেদের অন্য কোন প্রকার অভিধেয় থাকিতে পারে না—ইহাই দৃঢ় হয়। ভজনীয়-বস্তু-বিজ্ঞান অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত-কারক নহে, এই সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতেই বৈদিক নিত্য উপাসনা কর্ম্মকাণ্ড সহ পার্থক্য স্থাপন করে। কর্ম্মিগণ বেদের কর্ম্ম-শাখাকে বহুমানন করিতে গিয়া বেদের নিত্য প্রতিপাদ্য উপাসনাকে কর্ম্মশাখার অন্তর্ভুক্ত করেন। উহাই তাহাদের মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের ধারণাসমূহ অপসিদ্ধান্ত-জাত অনিত্য বা নশ্বর। শ্রীশুকদেবের নিকট যে সময় শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎকালে গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানানুসারে অষ্টবর্ষে ব্রাহ্মণকে অবশ্যই উপনয়ন-সংস্কার বিধান করিবে, এই বিধির ব্যতিক্রম দেখিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতার সহিত শ্রীসূতের কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণতার সৌসাদৃশ্য নাই, এরূপ ধারণা করেন। আবার শ্রীশুকদেবও অপেতকৃত্য এবং অনুপেত অর্থাৎ তাঁহার লৌকিক সংস্কারাদি গ্রহণের ইতিহাস দুর্লভ কথিত হইয়াছে। শ্রীশুকের ধারায় শ্রীসূত পুত্রত্বে গৃহীত শ্রীসূতবংশ্য শৌনকাদি ঋষিগণ যে ভাগবত-বংশপারম্পর্য্য ও অচ্যুত গোত্র বৃদ্ধির ব্যবস্থারূপ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, আজও চ্যুত-গোত্রীয় ঋষিকুলদ্বারা কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহার প্রকৃত সত্য আবৃত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানিকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রবল কলিকালেও শ্রীমদ্ভাগবতের দোহাই দিয়া উদর-ভরণাদি গৃহব্রত-ধর্ম্ম ও মর্কট বৈরাগীর কৌপীন-গ্রহণ ইত্যাদি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য চলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতৃবর্গ অর্থাৎ শ্রীশুক, শ্রীসূত ও শৌনকাদি ঋষি এবং তাঁহাদের অধস্তন অচ্যুত-গোত্রীয় সন্তানসমূহ কালে কালে উদ্ভূত হইয়া অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের দাস্য করিতেছেন।

ব্রহ্মার দ্বিবিধ সন্তানের মধ্যে অচ্যুত-গোত্রধারায় ভাগবত-পারম্পর্য্য ; চ্যুত-গোত্রধারায় ঋষিকুল। শৌনকাদি ঋষিগণ কেহই ঋষিকুলে উৎপত্তি লাভ করেন নাই। শৌনকাদি ঋষিগণের উৎপত্তি যাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা চ্যুত-ধারায় ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত। আবার শ্রীব্যাসদেবও নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার-বিশিষ্ট চ্যুত-ধারায় জননীর কুক্ষি হইতে জাত হন নাই। বজ্রসূচিকোপনিষদে কতিপয় ঋষি কি কি শৌক্রধারায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন সেইরূপ একটি তালিকা দিয়াছেন। ব্রহ্মার চ্যুত-ধারার পোষণ-কল্পে কাশ্মীরাগম, আগম-প্রামাণ্য ও উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ শারীরক শ্রীভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে কতশত বিচার উত্থাপিত করিয়া ঐ সকলের নিত্য মীমাংসা স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডীয় চ্যুত পদ্ধতি শ্রীমন্মহাভারত, সাত্বত পুরাণসমূহ, সাত্বত পঞ্চরাত্রসমূহ সকলেই সমর্থন করিয়াও তন্মধ্যে নিত্যসত্য ও পারমার্থিক বিচার কোনক্রমেই অস্বীকার করেন নাই।

ব্রহ্মা হইতে আম্নায় বিচারে অচ্যুত-গোত্রীয় আচার্য্যগণ যে যে বেদশাখা অবলম্বন করিয়াছেন, কর্ম্মিগণ নিজ নিজ বেদশাখার প্রতিকূল দর্শন করিয়া নিত্যোপাসক শাখাকে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতায় ভেদবুদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। আমরা তত্তৎস্থলে এই সকল কথা বিশদভাবে প্রদর্শন করিব বলিয়া এইস্থলে সেই অসংখ্য কথা-সমূহের আর অবতারণা করিলাম না।

যাজ্ঞবল্ক্য-ধর্ম্মশাস্ত্রে সংস্কার বিষয়ে লিখিত হইয়াছে—সংস্কার-দ্বারা পাপসমূহ অপনোদিত হয় ; শূদ্র কেবল পাপী বলিয়া তাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই। কেবল পাপীকুলে উদ্ভূত হইলেই যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে অসমর্থ ও ভগবদুপাসনা করিতে পারিবেন না, এরূপ নহে। একাদশস্কন্ধে "সর্ব্বেষাং মদুপাসনং" এবং সপ্তমস্কন্ধে "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" প্রভৃতি অসংখ্য বিধিদ্বারা সকলেরই পাপ বর্জ্জিত হইয়া ভগবদুপাসনায় অধিকার আছে। আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র দুর্গম-সঙ্গমনী টীকায় এই সকল কারণেই বলিয়াছেন যে, দীক্ষা-বিধানের সকল অঙ্গ গ্রহণ না করা কাল পর্য্যন্ত দ্বিজত্বপ্রাপ্তি ঘটে না। দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইলে চ্যুত-গোত্রীয় ঋষিকুলকে সাবিত্র্য বিধান অবলম্বন করিতে হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষা-বিধানানুসারে সংস্কার-গ্রহণরূপ দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ না করিলে তাঁহার লৌকিক সমাজ-প্রচলিত ব্রাহ্মণতা হয় না।

শৌনকাদি ঋষির উক্তিতে শ্রীসূত গোস্বামীর অনঘত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তিনি পাপী শূদ্র বা সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ছিলেন না, জানা যায়। কিন্তু কর্ম্ম-শাখিগণ বেদশাস্ত্রের আংশিক অপূর্ণ শাখাবলম্বনে তাঁহাকে সঙ্কর-কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণেতর নিরবচ্ছিন্ন সংস্কারপ্রাপ্ত চ্যুতধারায় জাত নহেন বলিয়া গুর্ব্ববজ্ঞা করিবেন। সেইজন্য শ্রীব্যাসদেব স্বীয় অধস্তন আচার্য্যগণের নিদর্শন জন্য ঋষিগণ-কথিত "অনঘ" শব্দ শ্রীসূত গোস্বামীতে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীসূত গোস্বামী পাপযুক্ত অবরকুলে পরিচয় ছাড়িয়া দিয়া শ্রীশুকের আনুগত্য করিয়াছিলেন, গুর্ব্বানুগত্যেই তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণাধিকার হইয়াছিল।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

এই শ্লোক শ্রীশুকদেবের নিকট শ্রবণ করিবার পর শ্রীসূত গোস্বামী মহারাজ অবরকুলে উৎসন্ন হইয়াও কায়মনোবাক্যে পরমহংস বৈষ্ণবরাজ শ্রীশুকদেবের মুখে হরিকথামূলক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া যাবতীয় সংস্কার গ্রহণানন্তর পরিশেষে পরমহংস-সংহিতোদ্দিষ্ট বাহ্য বেশ গ্রহণ করেন। সেই বাহ্য বেশে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত মনোধর্ম্মজীবী ঋষিকুল তাৎকালিক সংস্কার দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে লোক-প্রচলিত হরিবিমুখ দৃষ্ট অনুসারে ব্রাহ্মণেতর ব্রাত্য সঙ্কর-কুলোদ্ভূত সাধু মাত্র জানিয়াছিলেন। কিন্তু সরস্বতী দেবী তাঁহাদের মুখ হইতে 'অনঘ' ও 'ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক' প্রভৃতি বাক্য স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন। অধোক্ষজ কৃষ্ণ জগতের সৌভাগ্যোদয়ে ব্যাঘাতকারক বলিয়া সাধারণ মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেন নাই, কেন না, স্নিগ্ধ-স্বভাব, প্রীতিশীল শিষ্যই শ্রীগুরুর নিকট হইতে নিগূঢ় রহস্য লাভ করেন। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুপদে বরণ করায় স্নিগ্ধশিষ্য-প্রাপ্য সূতলব্ধ-জ্ঞান ঋষিগণ সকলেই শ্রবণার্থী হইয়াই সূতের নিকট প্রার্থনা করেন।

গুরুসজ্জায় সজ্জিত অনেকেই শিষ্যের একান্ত মঙ্গলের অভিলাষী না হইয়া বাসনা পরিতৃপ্তির উদ্দেশে শিষ্যকে ঘৃণা করেন এবং তাঁহারা স্বয়ং একান্ত শ্রেয়ঃ বুঝিতে না পারিয়া নিজ নিজ অমঙ্গলের কথাও মঙ্গল বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীসূত গোস্বামীকে আয়ুষ্মন্ বলায় ঋষিকুলের স্নেহের পাত্র উদ্দিষ্ট হয় নাই। তাঁহারা তাঁহার নিকট শ্রবণকামী হওয়ায় বহুকাল ধরিয়া তিনি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন ও বহু শিষ্যকে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার কীর্ত্তন-কারিসূত্রে আয়ুষ্মন্ শব্দ অনভিজ্ঞ-জনকর্ত্তৃক গুরুর অভিজ্ঞতা-বাচক।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—তৃতীয় প্রবন্ধ

ভক্তির স্বভাব-বিবেক *

শুদ্ধভক্তি-স্বভাবস্য প্রভাবান্ যৎপদাশ্রয়াৎ।
সদৈব লভতে জীবস্তং চৈতন্যমহং ভজে॥

শুদ্ধভক্তির ছয়টী স্বভাব। ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। সাধনাবস্থায় ভক্তির কেবল প্রথম দুইটী গুণ লক্ষিত হয়, ভাবাবস্থায় প্রথম চারিটী গুণ লক্ষিত হয় এবং প্রেমাবস্থায় উক্ত ছয়টী গুণই লক্ষিত হয়। ভক্তির স্বভাবগত ছয়টী গুণ আমরা আনুপূর্ব্বিক বিচার করিতেছি।

(১) **ভক্তি ক্লেশঘ্নী**। যিনি শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করেন, ভক্তি-স্বভাব-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত ক্লেশ নাশ করেন। ক্লেশ তিনি প্রকার; যথা শ্রীরূপবাক্য,—ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তত্ত্রিধা।

পাপ, পাপবীজ অর্থাৎ বাসনা ও অবিদ্যা এই তিন প্রকার জীবের ক্লেশ। জীব জন্ম-জন্মান্তরে যে সমস্ত পাপ করিয়াছেন ও করিবেন সে সমুদয় পাপ দ্বারা জীবের কষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের দ্বিতীয় বৃষ্টি, পঞ্চম ধারায় প্রধান প্রধান পাপ-সকল নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত জীবকৃত পাপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। তথা শ্রীরূপবাক্যে,—

অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা।

কোন একটী জন্ম লাভ করিয়া সেই জন্মে জীব যে পাপগুলি ভোগ করিতে বাধ্য হন, সেইগুলি প্রারব্ধ পাপ। অন্যান্য ভাবী জন্মের ভোগের জন্য যে যে সকল পাপ অবশিষ্ট থাকে, সে সকল পাপকে অপ্রারব্ধ বলে। জন্মে জন্মে জীব যে-সকল পাপাচরণ করেন সে সমুদয় পূর্ব্বকৃত অপ্রারব্ধ পাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়া ভাবী জন্ম-সময়ে প্রারব্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকার অনাদি বিধি দ্বারা জীব জন্মে জন্মে নিজকৃত পাপ-ফল অবশ্য ভোগ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-জন্ম, যবন-জন্ম, ধনীলোকের গৃহে জন্ম, জন্মকালীন সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সমস্তই প্রারব্ধ কর্ম্মফল; তন্মধ্যে যবন-জন্ম ইত্যাদি প্রারব্ধ পাপ। ভক্তি প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ উভয়বিধ পাপকে ধ্বংস করেন। জ্ঞান সুষ্ঠুরূপে কৃত হইলে কেবল অপ্রারব্ধ কর্ম্ম নাশ করে, প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানীদিগের শাস্ত্রমতে অবশ্য ভোক্তব্য। ভক্তির প্রারব্ধ-হরত্ব-ধর্ম্ম ভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

---

* এই প্রবন্ধটী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সভায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ১লা কার্ত্তিক, রবিবারে পঠিত হয়।

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বণাৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

হে ভগবন্, যখন তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, তোমার নমস্কার ও তোমার স্মরণ করিলে চণ্ডালেরও সদ্যই অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া সবন-যাগকরণ-যোগ্যতা লাভ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্তি হয়, তখন তোমার দর্শনে যে কি লাভ হয়, তাহা বলা যায় না। এস্থলে দুর্জ্জাতিরূপ প্রারব্ধ পাপ নাশ ভক্তির স্বভাব বলিয়া উক্ত হইল।

ভক্তির অপ্রারব্ধ-হরত্ব-ধর্ম্ম পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্॥

যাঁহাদের বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরাগ আছে, তাঁহাদের অপ্রারব্ধ পাপ, কূট অর্থাৎ বীজত্ব-লাভোন্মুখ অর্থাৎ যে-সকল অর্জ্জিত পাপ কেবল বীজত্ব অর্থাৎ বাসনাময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, বীজ অর্থাৎ বাসনাময় পাপ ও ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ সেই সমস্তই ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তি পাপের সর্ব্ব-অবস্থাতেই তন্নাশক, ইহা লক্ষিত হইবে। ভক্তদিগের পাপ নাশের জন্য কর্ম্ম বা জ্ঞানময় প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা নাই।

জীবের হৃদয়ে যে পাপ-বাসনা তাহাকেই পাপবীজ বলে। সেই পাপবীজ কেবল ভক্তিদ্বারাই নষ্ট হয়; যথা ভাগবতে,—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি-সেবয়া॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্য কর্ম্মমার্গে যে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত এবং শাস্ত্রান্তরে তপঃ ও দান দ্বারা যে পাপনাশের ব্যবস্থা আছে, সে-সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই সেই পাপমাত্রই ক্ষয় হয়, কিন্তু পাপসকলের বীজ যে অবিদ্যাজাত পাপ-বাসনা তাহা ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় বা শোধিত হয় না। তাহা কেবল কৃষ্ণপদ-সেবা দ্বারাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত আর কেহই পাপবীজরূপ হৃদয়-বাসনা দূর করিতে পারে না। ভক্তিদেবী হৃদয়ে আসীন হইলে পাপ-বাসনা পুণ্য-বাসনার সহিত সমূলে তাড়িত হয়।

ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব পদ্মপুরাণে ও ভাগবতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বিচারিত হইয়াছে,—

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।
অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্॥

হরিভক্তি যখন হৃদয়ে আসেন, তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদ্যাশক্তি আসিয়া দাবানলে বনস্থ সর্পিণীর ন্যায় জীব-হৃদয়গত অবিদ্যাকে সহসা দগ্ধ করিয়া ফেলেন।

যৎপাদ-পঙ্কজ-পলাশ-বিলাস-ভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥

জীব-হৃদয়ে অহঙ্কাররূপ হৃদয়-গ্রন্থিকে নির্ব্বিষয়-মতি যতিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে নিরুদ্ধ করিয়াও সেরূপ উন্মোচন করিতে পারেন না, যেরূপ ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-পলাশ-বিলাস-ভক্তিদ্বারা সহজে করিয়া থাকেন। অতএব সেই আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন কর।

জ্ঞান-চেষ্টাদ্বারা কথঞ্চিৎ অবিদ্যানাশ হইলেও ভক্তি ব্যতীত নিরাশ্রিত সাধকের অবশ্য পতন হয়। যথা, ভাগবতে দশমে,—

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত-মানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দাক্ষ! যাঁহারা জ্ঞানমার্গে 'ইহা নয়, ইহা নয়' করিয়া জড়াতিরিক্ত অবস্থা লাভ করত আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভক্তি-হীন-বুদ্ধি অবিশুদ্ধ, অতএব অনেক ক্লেশে অবিদ্যা অতিক্রম করত ব্রহ্মরূপ পরমপদ লাভ করিয়া তোমার পাদপদ্মের নিত্য আশ্রয় অভাবে পুনরায় অধঃপতন লাভ করেন।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! অবিদ্যার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আপনাদের অবিদ্যার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকিবে। তজ্জন্য আমি অবিদ্যা সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিব। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তন্মধ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটী আমাদের নিকট প্রধানরূপে পরিচিতা। চিচ্ছক্তি হইতে ভগবদ্ধাম, ভগবল্লীলা ও ভগবল্লীলোপকরণ সমুদয় প্রকাশিত হয়। চিচ্ছক্তির অন্যতম নাম স্বরূপশক্তি। জীবশক্তি হইতে অনন্ত জীবের উদয়। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব, কিন্তু পূর্ণতা-অভাবে মায়া-প্রবণ,—মায়ামুক্ত ন'ন। ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-ক্রমে মায়ার বশতাপন্ন লাভ করেন। ইচ্ছ

করিলে কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য-সহকারে মায়া হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন। ইহাই বদ্ধ ও মুক্তজীবের পার্থক্য। বদ্ধাবস্থায় জীব মায়ার বশতাপন্ন হইয়া মায়ার দুইটী প্রভাব অর্থাৎ বিদ্যা-প্রভাব ও অবিদ্যা-প্রভাব, ঐ দুয়ের মধ্যে অবিদ্যা প্রভাবদ্বারা স্বরূপ আবৃত হইয়া চিৎস্বরূপ শুদ্ধবিদ্যা-প্রভূত অহঙ্কারকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিদ্যা-প্রভূত জড়তত্ত্বে আত্মাভিমানরূপ বিকৃতাহঙ্কারকে স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অবিদ্যা-বন্ধনই জীবের বদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তি। অবিদ্যামুক্ত হইলে জীব নিরুপাধিক হইয়া মুক্তাবস্থা লাভ করেন। অতএব অবিদ্যা আর কিছুই নয়, কেবল জীবের স্বরূপ-বিভ্রমকারিণী মায়া-প্রবৃত্তি-বিশেষ। অবিদ্যা হইতেই জীবের কর্ম্ম-বাসনা; জীবের কর্ম্মবাসনা হইতেই পাপ-পুণ্য ক্রিয়া। এই অবিদ্যাই জীবের সমস্ত ক্লেশের আকর। একমাত্র ভক্তিই অবিদ্যা নাশ করিতে সক্ষম। কর্ম্ম পাপমাত্র নাশ করিতে পারে। জ্ঞান পাপ-পুণ্য উভয়ের মূল বাসনাকে নাশ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তি পাপকে, পাপ-পুণ্যের বীজ—বাসনাকে এবং বাসনার জননী—অবিদ্যাকে সমূলে নাশ করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বৃকাসুর বধ

শকুনী অসুর-পুত্র দুষ্ট বৃকাসুর।
কুটিল দুর্দ্দান্ত অতি সদা মহাক্রূর॥
কিরূপে জিনিবে কৃষ্ণে সদা চিন্তা করে।
দেবর্ষি নারদ সনে দেখা অতঃপরে॥

নারদের উপদেশে শিব আরাধনে।
কঠোর তপস্যা করে গিয়া ঘোর বনে॥
এইভাবে বহুকাল গত হয়ে যায়।
তথাপি শঙ্করের দরশন না পায়॥

মনঃদুখে নিজ মুণ্ড ছেদনে উদ্যত।
তাহা দেখি' আশুতোষ হ'লেন সাক্ষাৎ॥
অসুরের ভক্তি দেখি' সন্তুষ্ট শঙ্কর।
করুণা করিয়া বলে—এবে লহ 'বর'॥

কপটী অসুর বলে বিনয় করিয়া।
'বর' যদি দিবে প্রভো! দীনে করি' দয়া॥
তবে এই 'বর' মোরে দেহ উমানাথ।
"খসিয়া পড়িবে মাথা আমি দিলে হাত"॥
তথাস্তু বলিয়া শিব 'বর' দিল তারে।
(কিন্তু) প্রত্যয় না করি' বৃক, পরীক্ষার তরে,
ইতি উতি চায় দুষ্ট কাহাকে না দেখে।
উত্তোলিল হাত দিতে শঙ্করের মাথে॥
বিপাকে পড়িয়া শিব দৌড়িয়া পলায়।
ধরিবারে বৃকাসুর পিছু পিছু ধায়॥
অনুক্ষণ সর্ব্বলোকে ছুটিয়া বেড়ায়।
কোন স্থানে গিয়া শিব আশ্রয় না পায়॥
নিজ বাক্য হ'বে সত্য, মিথ্যা নহে কভু।
এ বিপদে কে রক্ষিবে বিনা মোর প্রভু॥
শ্রীবিষ্ণু-সেবক শিব পরম বৈষ্ণব।
বিষ্ণুদ্বেষী জনে দিলে ঐশ্বর্য্য বৈভব,
কুফল ফলিবে সদা জানিহ নিশ্চয়।
গুরু-লঘু হিতাহিত নাহি বিচারয়॥
মনে মনে চিন্তে হরি শিবেরে দেখিয়া।
ভক্তের দুঃখেতে তাঁ'র উপজিল দয়া॥
বৃকাসুর সদা ধায় শিবে ধরিবারে।
কৃষ্ণ তা'রে দেখা দেন ছদ্মবেশ ধ'রে॥
অতি-নব্যযোগী দণ্ড, কমণ্ডলু করে।
বিশ্ব-বিমোহন হরি মোহিল অসুরে॥
কহে—ভদ্র, কোথা যাও রুক্ষ শুষ্ক বেশে?
কাহারে খুঁজিয়া তুমি ফের কি উদ্দেশ্যে??
বৃকাসুর বলে—ভাল তব দেখা পাই।
শিববাক্য সত্য কিনা তোমারে শুধাই॥

তুমি তো বিবেকী, কথা কর অবধান।
এত বলি' কহে শিবের যতেক বচন॥
সব শুনি' সু-কৌশলে বলে যদুরায়।
'নির্গুণ' 'পাগল' বলি' সবে শিবে কয়॥
উন্মাদের উক্তি কেহ বিশ্বাস না করয়॥
সত্য বর দিতে তার যোগ্যতা না হয়॥
মিথ্যা বোল সদা বলে যথায় তথায়।
হাত দিয়ে দেখ ভ্রান্ত নিজের মাথায়॥
কৃষ্ণ-মায়া লঙ্ঘে হেন শক্তিধর কে?
বৃকাসুর হস্ত দিল আপন মস্তকে॥
সত্যে প্রতিষ্ঠিত নিত্য বৈষ্ণব-বচন।
ধ্বংস হৈল দৈত্য, মাথা হইল পতন॥
ত্রিলোক হইল শান্ত দানব-সংহারে।
দেবগণ কৃষ্ণ-প্রীতে স্বচ্ছন্দে বিহরে॥
যেই কৃষ্ণ-দ্বেষী তা'র অশেষ দুর্গতি।
অদ্বৈত দাসের রহুঁ গুরুপদে মতি॥

—শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রজবাসী
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ (চুঁচুড়া)

উপনিষদ্-বাণী

ঐতরেয়

জড়-চেতনাত্মক প্রত্যক্ষ জগতের প্রকাশের পূর্ব্বে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন। তখন ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপাদির অভিব্যক্তি ছিল না। পরমাত্মা ব্যতীত স্বতন্ত্র চেষ্টাশীল কোন প্রাণী ছিল না। তিনি সৃষ্টির আদিতে সঙ্কল্প করিলেন—আমি প্রাণিগণের কর্ম্মফল-ভোগার্থ ভিন্ন ভিন্ন লোক রচনা করিব। এই বিচার করিয়া তিনি অম্ভ, মরীচি, মর এবং জল—এই লোকসকল রচনা করিলেন। স্বর্গলোকের উপর যে মহঃ, জনঃ, তপঃ, ও সত্যলোক এবং

ইহাদের আধার দ্যুলোক—এই পাঁচ লোক 'অন্ত' নামে কথিত। তাহার নীচে যে অন্তরীক্ষ লোক, যাহাতে সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগণ—কিরণ-বিশিষ্ট লোকসকল আছে, তাহা 'মরীচি'-নামে উক্ত হইয়াছে। তন্নিম্নে পৃথিবী-লোক বা মৃত্যু-লোককে 'মর' নামে উক্তি করা হইয়াছে। পৃথ্বী-নিম্নে পাতাল-লোকসকল 'অপঃ'-নামে কথিত হইয়াছে। লোকসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন—এই সকল লোক রক্ষার্থ লোক-পালগণকে অবশ্য রচনা করা প্রয়োজন, অন্যথা লোকসকল সুরক্ষিত থাকিবে কিরূপে? এই বিচার করিয়া তিনি জল হইতে এক হিরণ্যময় পুরুষকে প্রকাশ করিয়া তাহাকে অঙ্গ-উপাঙ্গ-যুক্ত মূর্ত্তিমান্ পুরুষ করিলেন। সেই হিরণ্যগর্ভ-পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যক্ত করার ইচ্ছা করিলে, সেই পুরুষের শরীরে সর্ব্বপ্রথম অণ্ডবৎ প্রস্ফুটিত মুখ-ছিদ্র প্রকাশিত হইল। তাহা হইতে বাক্-ইন্দ্রিয় এবং তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা অগ্নির উৎপত্তি হইল। পরে নাসিকার দুই ছিদ্র, প্রাণ-বায়ু ও তাহার অধি-দেবতা বায়ুর জন্ম হইল। নাসিকাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়, তাহার অধিদেব অশ্বিনী-কুমারও নাসিকা হইতে উৎপন্ন হন। তৎপশ্চাৎ চক্ষুর দুই ছিদ্র ও তদধিদেবতা সূর্য্য উৎপন্ন হন। পরে কর্ণের দুই ছিদ্র ও তদধিদেবতা দিক্‌সকল, ত্বক্, রোম, ওষধি ও বনস্পতিসকল, হৃদয়, মন, মনের অধিদেব চন্দ্র, নাভি, তাহা হইতে অপান বায়ু ও তদধিদেবতা মৃত্যুর উৎপত্তি হইল। পরে লিঙ্গ ও তাহা হইতে বীর্য্য ও জলের উৎপত্তি হয়, লিঙ্গের অপর নাম উপস্থ-ইন্দ্রিয়। তাহার অধিদেবতা প্রজাপতি। অতঃপর ঐসকল দেবতাগণকে ক্ষুধা-পিপাসাযুক্ত করা হইল। তখন সেই দেবতাগণ পরমাত্মাকে বলিলেন—হে ভগবন্, আমাদের জন্য এমন এক স্থানের ব্যবস্থা করুন, যেখানে অবস্থান করিয়া আমাদের ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হয়। তখন সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর একটী গো-শরীর প্রকট করিয়া দেখাইলেন। তখন দেবতারা বলিলেন—ইহা আমাদের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন শরীর রচনা করুন। তৎপরে পরমাত্মা এক ঘোটক নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাও দেবগণের পক্ষে যথেষ্ট নহে জানিয়া মনুষ্য-শরীর নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ প্রসন্নতার সহিত বলিলেন—"আমাদের নিমিত্ত ইহা সুন্দর নিবাস-স্থল। আমরা ইহাতে আরামের সহিত বাস করিতে পারিব এবং আমাদের সমস্ত আবশ্যকতা পূর্ণ হইবে।" তখন পরমাত্মা বলিলেন—"তোমরা নিজ নিজ যোগ্য স্থান দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ কর।" তখন অগ্নিদেবতা বাক্ ইন্দ্রিয়কে, বরুণদেব রসনাকে, বায়ুদেব নাসিকাছিদ্রে,

অশ্বিনীকুমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে, সূর্য্যদেব চক্ষুতে, দিক্ অভিমানী দেবতাগণ শ্রোত্রে, ওষধি ও বনস্পতি অভিমানীদেবতা ত্বকে, চন্দ্র মনে, মৃত্যুদেব পায়ুতে, জলের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বীর্য্যরূপে পরিণত হইয়া উপস্থ ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন। তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিজ নিজ স্থান নির্দ্দেশ করার জন্য পরমাত্মাকে প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিলেন—"তোমাদের পৃথক্ স্থানের আবশ্যক নাই। তোমাদিগকে এই দেবতাদের স্থানেই স্থান প্রদান করিতেছি।" এজন্যই ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয় গৃহীত হইলে ক্ষুধা-পিপাসার শান্তি হয়।

অতঃপর পরমপুরুষ সেই সকল লোকের নির্ব্বাহ জন্য অন্নাদি রচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কারণ ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে পূর্ব্বেই সেই সকল দেবতাদের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। অতঃপর তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে অন্ন উৎপন্ন হইল। তখন অন্ন-ভোক্তা-পুরুষের প্রতি বিমুখ হইয়া পলায়নপর হইলে পুরুষ উহাকে বাণীদ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তাহাতে সমর্থ হইলেন না। কারণ, বাণীদ্বারা অন্ন ধৃত হইলে কেবল অন্ন-নাম উচ্চারণেই ক্ষুধাশান্তি হইবে। অতঃপর যথাক্রমে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, শ্রোত্র, ত্বক্, মন্ ও শিশ্ন দ্বারা উহাকে শরীরে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমর্থ হইলেন না। তখন অপান-বায়ুদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করায় উহা অন্নকে শরীরের ভিতর লইয়া গেল। ঐ অপান-বায়ু প্রাণ বায়ুরই অংশবিশেষ, তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে শরীরে প্রবেশ করে এবং প্রাণ-বায়ুই জীবন রক্ষায় আয়ু-স্বরূপ।

অতঃপর পরমাত্মা বিচার করিলেন যে, এই মনুষ্যশরীর আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পরিবে না। এ আমার সহযোগ ব্যতীত কোন কার্য্যে সমর্থ হইবে না। তখন তিনি মস্তক অথবা চরণ কোন্ পথে শরীরে প্রবেশ করিবেন—ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করিলেন। এজন্য ঐ দ্বার বিদীর্ণ হওয়ায় 'বিদৃতি'-নামে প্রসিদ্ধ হইল। ঐ দ্বার আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। তাঁহার উপলব্ধির তিনটী স্থান ও তিনটী স্বপ্ন আছে। এক হৃদয়াকাশ, দ্বিতীয় বিশুদ্ধ-আকাশ—তাঁহার পরম ধাম (যাহা গোলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি নামে পরিচিত) এবং তৃতীয় স্থান ব্রহ্মাণ্ড। আর এই জগতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন অবস্থা তাঁহার তিন স্বপ্ন।

মনুষ্যরূপে উৎপন্ন পুরুষ এই জগতের বিচিত্র রচনা-কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন—এই বিচিত্র জগতের রচনাকারী কে?

এই চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়-মধ্যে অন্তর্যামী পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া পরমাত্মাকে জানিবার ইচ্ছা হইলে আগ্রহসহকারে ভগবচ্চিন্তন করিতে থাকিলে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া জীব ধন্য হইতে পারে; অন্যথা মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা হয় না। তৎপরে পরমাত্মার 'ইদন্দ্র' বলিয়া খ্যাতি হইল। ইদম্ + দ্রঃ = "ইহাকে আমি দেখিলাম"—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'ইদন্দ্র' নাম হইল। কেহ কেহ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' বলিয়া থাকেন। দেবতাগণও পরোক্ষ-প্রিয়।

এই সংসারে সর্ব্বপ্রথম পুরুষ-শরীর হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়। ঐ বীর্য্যই সমস্ত অঙ্গ-সহ বহির্গত হইয়া তেজরূপে শরীরকে রক্ষা করে। ঐ বীর্য্য স্ত্রীতে সিঞ্চিত হইলে গর্ভ-রূপে উৎপন্ন হয়। মাতার শরীরে প্রবেশই জীবের প্রথম জন্ম। পিতার দ্বারা স্থাপিত ঐ তেজঃ স্ত্রীর আত্মভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহা তাহার এক অঙ্গ সদৃশ হইয়া থাকে। এইজন্য ঐ গর্ভ স্ত্রীর শরীরে অবস্থিত হইয়া তাহার শরীরে কোনরূপ পীড়া প্রদান করে না অথবা ভার বোধ হয় না। স্ত্রীলোক পতির আত্মরূপ সেই গর্ভকে নিজ অঙ্গ সমান জানিয়া ভোজনাদি দ্বারা পুষ্ট করিতে থাকে এবং উহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। ঐ স্ত্রীও তখন নিজ পতি ও অন্যান্য আত্মীয়দ্বারা বিশেষভাবে রক্ষিত ও পালিত হয়। গর্ভ প্রসব হইলে পিতা সেই ভূমিষ্ঠ সন্তানের জাত-কর্ম্মাদি সংস্কারদ্বারা তাহাকে অভ্যুদয়শীল করিয়া থাকে। এইরূপে এক হইতে অন্য জীবের বিস্তার হয়। ইহাই জীবের দ্বিতীয় জন্ম। ঐ সন্তান যখন কার্য্য করিবার যোগ্য হয় তখন পিতা তাহাকে নিজ প্রতিনিধি করিয়া লয় অর্থাৎ দেব-পূজা, অগ্নি-হোত্র, অতিথি-সেবাদি বৈদিক, লৌকিক কর্ম্মসকলের ভার সমর্পণ করিয়া দেয়। গৃহস্থ সম্পূর্ণ দায়িত্ব সন্তানকে সমর্পণ করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। অতঃপর আয়ু সমাপ্ত হইলে যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুসারে অন্য দেহে প্রবেশ করে। উহা তাহার তৃতীয় জন্ম। এইরূপে কর্ম্মানুসারে জন্ম-জন্মান্তর প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই জন্মমৃত্যুর দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা এই মনুষ্য-শরীর ব্যতীত হয় না এবং দুঃখের নিবৃত্তিও হয় না।

বামদেব-ঋষি গর্ভে অবস্থানকালেই নিজ আত্মানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, এই ইন্দ্রিয়াদি ও অন্তঃকরণ-সংযুক্ত দেহেরই জন্ম হয়; আত্মার জন্ম হয় না। এই জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে

শত শত জন্ম লৌহরূপ পিঞ্জরের মত তাঁহাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। উহা হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন। কিন্তু কেবল জ্ঞান-বলে বাজ-পক্ষীর ন্যায় বেগে ঐসমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন। এই রহস্য অবগত হইয়া তিনি জন্মগ্রহণের পর শরীর নাশের সঙ্গে ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুধর্ম্ম চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

এই উপনিষদে দুইটী আত্মার বর্ণন আছে—এক পরমাত্মা, অপর জীবাত্মা। তন্মধ্যে উপাস্য কে? তাহা কিরূপ? তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়? এই প্রশ্নের উদয় হইলে মনুষ্য এই বিচারে উপস্থিত হয়,—অন্তঃকরণের জ্ঞান লাভের শক্তি—দেখা, শুনা, অনুভব করা, ধৈর্য্য ধারণ করা, নিশ্চয় করা, মনন করা, বলা, স্মরণ করা, সঙ্কল্প করা, বাসনা করা এবং সম্ভোগ করা ইত্যাদির অভিলাষ যাহা হইতে জন্মে, সেই সকলের মূলে একজন পুরুষ আছেন, যাঁহার দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে। তখন তাহার ইহা নিশ্চয় হইয়া থাকে যে, সমস্ত বস্তুকে উৎপাদন করিয়া সর্ব্বপ্রকার শক্তিপ্রদান করা, রক্ষা করা প্রভৃতি কার্য্য একমাত্র পরমাত্মা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই 'উপাস্যদেব'। ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই পূর্ব্ববর্ণিত ইন্দ্র, ইনিই সকলের উৎপত্তি ও পালনকারী, সমস্ত প্রজাগণের স্বামী প্রজাপতি। ইন্দ্রাদি দেবতা, পঞ্চভূত, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ—যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী সকলেই পরমাত্মা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়—তাঁহারই শক্তিতে জ্ঞানযুক্ত হয়। উক্ত প্রজ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মাতেই সকলে অবস্থিত। সুতরাং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। তিনিই উপাস্য। যিনি এই প্রজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্রহ্মের সহিত দিব্য অলৌকিক ভোগসকল প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়া যান—চিরকালের জন্য জন্ম-মৃত্যু হইতে মুক্ত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (২য়খণ্ড)

কার্ত্তিক-ব্রতে পাওয়া যাইবে।

ভিক্ষা—৸০ ও ১৲ টাকা

অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র-মাহাত্ম্য

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।' যাহা মনন-ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ মনোধর্ম্ম হইতে—প্রাকৃতাভিমান—কর্ত্তৃত্বাভিমান বা ভোক্তাভিমান হইতে জীবকে পরিত্রাণ করে, তাহাকেই মন্ত্র বলে।

মন্ত্র পূর্ণচেতন বস্তু। মন্ত্র মনন-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিতে পারেন, পাপ-পুণ্যময় মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়া পারমার্থিক যোগ্যতা প্রদান করিতে পারেন; মন্ত্রের এ শক্তি আছে।

মন্ত্র শ্রীভগবানের প্রসাদস্বরূপ। এই ভগবৎ-প্রসাদ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে লাভ হয়। সদ্‌গুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্রকেই শুদ্ধমন্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র বা মন্ত্রশুদ্ধি বলে। যাঁহারা সংসার হইতে উদ্ধার চান, ভগবান্ গুরুরূপেই তাঁহাদিগকে উদ্ধার বা কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন, শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

ভগবতবদার শ্রীগুরুদেব দয়াল-শিরোমণি বলিয়া কৃপাপূর্ব্বক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবকে ভগবৎ-প্রসাদ-স্বরূপ 'মন্ত্র' প্রদান করেন। এই মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষ স্থাপিত হয়—সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণ সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য—এই দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। যিনি মন্ত্র দেন, তাঁহাকে দীক্ষাগুরু বা মন্ত্র-গুরু বলা হয়। বিষ্ণুযামল বলেন—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

যাহা হইতে পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয় তাহাকেই দীক্ষা বলে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত 'ভক্তি-সন্দর্ভ'-গ্রন্থের (২৮৩ সংখ্যায়) বলিয়াছেন—"দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎ-স্বরূপ-জ্ঞানং তেন ভগবতা সহ সম্বন্ধ-বিশেষ-জ্ঞানঞ্চ।" অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বলিতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষ জ্ঞান বুঝায়।

বামন কল্পেও দেখা যায়—

'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।'

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'ও বলেন—

মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরু-রূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ ॥ (১৭।৩০)

মন্ত্রই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি। মন্ত্র, মন্ত্র-দেবতা ও মন্ত্র-দাতা গুরু—এই তিনটী বাস্তব বস্তু পরস্পর অভিন্ন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহাতে ভেদ-বুদ্ধি করিবে না।

করুণাময় শ্রীগুরুদেব নিষ্কপট মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া কৃপা করেন। গুরুকে সর্ব্বস্ব না দিলে—গুরুর না হইলে বাস্তবিক দীক্ষা লাভ হয় না। এইজন্যই শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ ॥ (বিষ্ণুযামল)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতিপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

যাঁহারা সৎশিষ্য, তাঁহারা শিষ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন। প্রকৃত শিষ্য গুরুকে শাস্ত্র-বিহিত দক্ষিণা দিয়া স্বশরীরও তৎসেবার্থ অর্পণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে (নিষ্কামভাবে) সর্ব্বস্ব সমর্পণ শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধি—ঈশ্বর-বুদ্ধি—নিজের নিত্য অভীষ্টদেব-বুদ্ধি না হইলে সর্ব্বস্ব দিয়া—প্রাণ দিয়া গুরুসেবা করার প্রবৃত্তি জাগে না। গুরুর গুরুত্ব বা দুর্লভত্ব অনুভব না হওয়ায় প্রকৃত শিষ্যত্বও হয় না। শাস্ত্র বলেন—

গুরুঞ্চ ভগদ্দবৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্য চ।
দত্ত্বোক্তাং দক্ষিণাং তস্মৈ স্বশরীরং সমর্পয়েৎ ॥
এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধ-ভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৭৪-৭৫)

শ্রীসনাতন টীকা—ভগবদ্দৃষ্ট্যা, ভগবানেবায়ং সাক্ষাৎ ইত্যেবং বুদ্ধ্যা।

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্—এই বুদ্ধি করিয়া সেবা করিবে। গুরুতে ভগবদ্-বুদ্ধি না হইলে কি কেহ গুরুকে সর্ব্বস্ব দিতে পারে?

এখন প্রশ্ন—শাস্ত্র-বিহিত গুরু-দক্ষিণা কাহাকে বলে?

উত্তর—'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' বলেন,—স্ববিত্তার্দ্ধং চতুর্থাংশং দশাংশং বাথ শক্তিত ইতি। এষা চ গুরু-সন্তোষণার্থা প্রথমা দক্ষিণা।

শঠতা বর্জ্জনপূর্ব্বক শক্তি-অনুসারে স্বীয় বিত্তের অর্দ্ধাংশ, চতুর্থাংশ কিংবা দশাংশ গুরুকে প্রদান করিতে হয়। ইহাই গুরু-সন্তোষণার্থ প্রথম-দক্ষিণা।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯২)

দীক্ষা-জিনিষটী কেবল ক্রিয়া-কলাপ মাত্র নহে। পরন্তু শ্রীগুরু-কৃপায় ভগবানের সহিত ভক্তের প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ—প্রাকৃতাভিমান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অপ্রাকৃত অভিমানে—ভগবদ্দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

'মন্ত্র' ভগবন্নামাত্মক। নামের সহিত চতুর্থী বিভক্তি ও 'নমঃ'-শব্দ যোগ হইলে এবং তাহা 'প্রণব' বা 'বীজ'-পুটিত হইলে মন্ত্র হয়। 'নমঃ'-শব্দের অর্থে পদ্মপুরাণ বলেন—

অহঙ্কৃতি 'র্ম'-কারঃ স্যান্ন-কারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে ॥
ভগবৎ-পরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্ম জীবনঃ।
তস্মাৎ স্ব-সামর্থ্য-বিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ ॥

'নমঃ'-শব্দের 'ম'-কার অহঙ্কার-বাচক এবং 'ন'-কার তাহার নিষেধক; সুতরাং 'নমঃ'-শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন বলিয়া নিজ সামর্থ্যের প্রতি আস্থা একেবারেই পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের কৃপায় তাহার কোন বস্তুই অলভ্য হয় না। অতএব ভগবানের প্রতি সর্ব্বভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে তাঁহার সেবা করিবে।

স্বতন্ত্র জীব ভগবদাশ্রিত হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা—অহঙ্কার অর্থাৎ 'অহং করোমি'—এই কর্ত্তাভিমান পরিত্যাগ করে। এই জন্য তাহার সংসার হইতে মুক্তি হয়। যাহারা মন্ত্রগ্রহণ করিয়াও নিজের স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের প্রকৃত দীক্ষা না হওয়ায় সংসার হইতে মুক্তি হয় না। মন্ত্রদীক্ষা-প্রভাবে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

'কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।' (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—বদ্ধজীবের জড়-অহঙ্কাররূপ ভোগ

নিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। 'নমঃ-শব্দের 'ম'-কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'-কারের অর্থ তন্নিবৃত্তি অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি-বলে জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ।—(ঐ অনুভাষ্য)।

ব্রহ্মপুরাণও বলেন—

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরাঃ মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

স্কন্দপুরাণেও পাই—

তপস্বিনঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ নরা ভুবি।
প্রাপ্তা যৈস্তু হরের্দীক্ষা সর্ব্বদুঃখ-বিমোচনী॥

যাঁহারা হরি-দীক্ষা লাভ করেন তাঁহারাই তপস্বী, তাঁহারাই বাস্তবিক সৎ-কর্ম্মনিষ্ঠ এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করে—মুক্তি দান করে।

'বৃহদ্ভাগবতামৃত' বলেন—

"ভগবন্মন্ত্র-জপমাত্রেণৈব মুক্তিঃ সুষ্ঠু সিধ্যতি। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ-পূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্রজপ করিলে শীঘ্রই মন্ত্রসিদ্ধি হয়। কিন্তু যথাবিধি মন্ত্রজপ না করিলে মন্ত্রবিষয়ে জ্ঞানাদি কিছুই শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। মন্ত্রজপের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ কামক্রোধাদি মল দূর হয়। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই মুক্ত বা শুদ্ধভক্ত।"

গাণপত্য, শৈব, শাক্ত, সৌর প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্টপ্রদ। বিষ্ণুমন্ত্র অপেক্ষা রামমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীনৃসিংহ-রামাদি অবতারগণের মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীম শক্তিশালিত্ব। আবার দ্বারকানাথাদি কৃষ্ণের মন্ত্র অপেক্ষা গোপ-লীলাকারী নন্দ-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র আরও শ্রেষ্ঠ। দ্বাদশাক্ষর ও দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

সর্ব্বেষু মন্ত্র-বর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্ত-সৌরেষ্বভীষ্টদম্॥
বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রাম-মন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
গাণপত্যাদি-মন্ত্রেষু কোটি-কোটি-গুণাধিকাঃ॥
(অগস্ত্যসংহিতা)

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতার-বীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥

তথা চ বৃহদ্‌গৌতমীয়ে—

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগ-মোক্ষৈক-সাধনম্॥
তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপ-লীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেষ্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥

শ্রীসনাতন টীকা—তত্র তেষু শ্রীদ্বারকানাথ-দেবতাদি-মন্ত্রেষ্বপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপ-লীলয়া নিজাং ভগবত্তাং তন্বতঃ বিস্তারয়ত সতো যে মন্ত্রাস্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ। তেষ্বপি মধ্যে অষ্টাদশাক্ষরঃ সম্মোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। (হঃ ভঃ বিঃ ১।৮৫-৮৬)

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব আমাদের নিত্য উপাস্য। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইঁহার দেবতা।

'ত্রৈলোক্যসম্মোহন'-তন্ত্রে শিবজী পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—"হে দেবি, অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে মানব সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। এই মন্ত্র জপ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন লাভ করে, মানব সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে। ইহার প্রভাবে ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে, সকলকে মোহিত করিতে সমর্থ হয়, রিপুকুল সংহারে সক্ষম হয়, মুক্তিও অনায়াসে লাভ হয়। মণির মধ্যে যেমন চিন্তামণি, গো-মধ্যে যেরূপ কামধেনু, নারীগণ মধ্যে যেমন সতী, বর্ণমধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, নদী মধ্যে যেমন গঙ্গা, সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে সেরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বৈষ্ণব-শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই মন্ত্ররাজ অন্য মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতো ময়া মহেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৮৮-৮৯)

হে দেবি, এজন্য আমি প্রত্যহ এই মন্ত্র জপ করি। ইহার তুল্য মন্ত্র এই চরাচর জগতে আর নাই।"

শ্রুতিতেও (গোপাল-পূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ) আমরা পাই—চন্দ্রশেখর শিব এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র নিষ্কাম-ভাবে জপ করিয়া শ্রীহরির দর্শন লাভ করেন। করেন। উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—আমি প্রণত হইলে গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন।

তাই 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বলেন—

যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রে করে উপাসন॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।২২১)

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' আরও বলেন—"এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যাবতীয় মন্ত্র অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যশালী। ইহা সর্ব্বার্থ-সাধক ও বাঞ্ছিত ফলপ্রদ এবং ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র সাধন। এই মন্ত্র জপ মাত্র সকল প্রকার ঈপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়। এই মন্ত্রে কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি স্ত্রীজাতি, কি শূদ্রাদি সকলেরই অধিকার আছে।

"অষ্টাদশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে কোন দোষ নাই, কোন বিচার নাই। এই মন্ত্র আশু অজ্ঞানতা দূর করে। ইহা স্বর্গমোক্ষ ফলপ্রদ, সর্ব্বপাপ-নাশন ও সর্ব্ব-কামপ্রদ। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয় ও অনির্ব্বচনীয়।

"বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি। কৃষ্ণমন্ত্র বলশালী বলিয়া এই মন্ত্রের সংস্কারাদি করার দরকার হয় না।"

"যিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে মন্ত্রজপ করেন মন্ত্রদেবতা শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে বিপুল ভোগ ও বৈকুণ্ঠে স্থান প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি আমার মন্ত্রজপ-পরায়ণ, অতএব আমার প্রিয়।

"দশবার মন্ত্রজপ করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে মুক্তি হয়। যিনি নিষ্কাম হইয়া আহোরাত্র মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন।"

শ্রুতিও বলেন—অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্ যঃ স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎ, অনেজদেকং মনসো জবীয়ো ন যদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শাৎ।

(গোপাল-পূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ)

যে ব্যক্তি এই পঞ্চপদ মন্ত্র (অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র) জপ করেন, তিনি উৎপত্তি-রহিত নিত্য, মনের দূরবর্ত্তী দেবগণেরও অপ্রাপ্য, সেই অদ্বয় বস্তু ভগবান্‌কে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

মন্ত্র-জপ-সম্বন্ধে বৃহদ্ভাগবতামৃত বলিতেছেন—"মন্ত্র জগদীশ্বর-সাধক ও তৎ-প্রসাদ-প্রাপক বলিয়া আদরের সহিত মন্ত্রজপ করিতে হইবে। মন্ত্রজপকে ভগবৎসেবা বলিয়া জানিবে। প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তৎপরে অনুভূতি লাভ। গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত মন্ত্র-জপাদি শক্তিশালী সাধনসমূহও নিষ্ফল হয়। এইজন্য আদৌ শ্রদ্ধার কথা। 'শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা।'

বৃহদ্ভাগবতামৃত (২।১।১১৩-১১৬ টীকা, ২।২।৮৩ টীকা) আরও বলেন—

"সিদ্ধমন্ত্রোঽপি পূতাত্মা ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ।
নিয়মেনৈকসন্ধ্যং বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥

'ন কদাচিৎ জপং ত্যজেৎ'। কখনও জপ ত্যাগ করিবে না। যাঁহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, সেই মুক্ত পুরুষগণও পবিত্র হইয়া ত্রিসন্ধ্যা অথবা অন্ততঃ একবার মন্ত্রজপ অবশ্যই করিবেন। মুক্তের যখন মন্ত্রজপ প্রত্যহ করণীয়, তখন দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধক-মাত্রেরই যে আদরের সহিত ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা যথাবিধি জপ না করিলে মন্ত্র, মন্ত্র-দেবতা ও মন্ত্র-দাতা গুরুর চরণে অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেবের গৌরব রক্ষার্থ মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা প্রীতির সহিত অবশ্য জপ করিতে হইবে। তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।"

মন্ত্র জপ সম্বন্ধে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' বলিতেছেন,—জপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে তাহাকে **বাচিক জপ** বলে। যে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠ-যুগল কিঞ্চিন্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং কেবলমাত্র নিজের শ্রুতিগোচর হয়, তাহাকে **উপাংশু জপ** কহে। মন্ত্রার্থ চিন্তনপূর্ব্বক মনে মনে যে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, তাহাই **মানস জপ**।

বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ। উপাংশু জপ হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই মানস জপ করা যাইতে পারে; তাহাতে দোষ নাই। (মন্ত্র-সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা। কেহ যেন বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র-সম্বন্ধেও এই প্রকার জপের বিধি—ইহা মনে না করেন।)

"যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা।
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৭।৩০)

মন্ত্র-দেবতা, মন্ত্র ও গুরুতে অচলা ভক্তি থাকিলে শীঘ্রই সিদ্ধি হয়। "শিষ্য গুরু, কৃষ্ণ ও মন্ত্র—এ তিনটী অভেদ জানিয়া মন্ত্রজপ করিবেন। যথা—গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রাশ্চ তেষাং ঐক্যং চিন্তয়ন্ মন্ত্রং উচ্চারয়েৎ। (হঃ ভঃ বিঃ ২।৮৬ টীকা)

"অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত জপ করিলে তাহা সফল হয় না। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও তর্জ্জনী এই অঙ্গুলিত্রয়ের তিন তিন পর্ব্ব ও মধ্যমার এক পর্ব্ব, এই দশপর্ব্বে জপ করা উচিত। জপ সময়ে মধ্যমার নিম্ন অন্য পর্ব্বদ্বয় বর্জ্জন করিবে। মধ্যমার পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে। প্রজাপতি স্বয়ং ইহাকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

"অনামিকার মধ্য হইতে আরম্ভ করত তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশপর্ব্বে জপ করিবে। অঙ্গুলি পরস্পর পৃথক্ রাখিতে নাই। অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর বিযুক্ত হইলে তন্মধ্যগত ছিদ্রদ্বারা জপ স্রাবিত হয়। তজ্জন্য জপের ফল সুষ্ঠু হয় না।

"অঙ্গুল্যগ্রে জপ করিলে, সুমেরু লঙ্ঘনপূর্ব্বক জপ করিলে অথবা সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে। এক বস্ত্রে মন্ত্রজপ করিতে নাই।

"জপ কালে অন্য চিন্তা করিবে না। সেই সময় মন্ত্রার্থ চিন্তনীয়। মন্ত্র কদাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। অপবিত্র হস্তে, নগ্নাবস্থায়, কথা বলিতে বলিতে জপ করিলে তাহা বিফল হয়। অন্য চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রজপ করিলে মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে না।

"কর আবরণ করিয়া জপ করিতে হইবে। মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া জপ করিতে নাই। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অন্যমনা হইয়া, বিনা আসনে, শয়ন করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বা অন্ধকারে মন্ত্রজপ করা অনুচিত। গুপ্তস্থানে বসিয়া মন্ত্র-জপ করা কর্ত্তব্য। প্রকাশ্য ভাবে জপ করিলে তাহা বিফল হয়।

"স্পষ্টভাবে প্রত্যহ জপ করিবে। দ্রুত বা অতি ধীরে জপ করিতে নাই। ন্যূন বা অধিক জপও করিতে নাই। প্রত্যহ যথাশক্তি সম-সংখ্যায় মন্ত্রজপ করিবে।

"টীকা—শক্ত্যা যথাশক্তি যা নিয়তা নিত্য নিয়মিত জপ-সংখ্যা তয়ৈব নিত্যং জপং কুর্য্যাৎ, ন ন্যূনং নাধিকং বা জপং কুর্য্যাৎ দিনে দিনে।"

শাস্ত্র বলেন—

ততো মন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা চ প্রসীদতি॥
অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরু মূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥

টীকা—কেবল-শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১২৮, ১৩০)

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া বা প্রাণ দিয়া গুরুসেবা করিবেন। তবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে এবং ভগবান্‌ও প্রসন্ন হইবেন। সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে গুরুই মূল। এজন্য ভক্তিযুক্তচিত্তে প্রত্যহ শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হয়। পুরশ্চরণাদি-হীন হইলেও প্রীতি-পূর্ব্বক গুরুসেবা দ্বারাই সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শিষ্যব্রুবের গুরুসেবা ও হরিভজন (৩)

শিষ্যব্রুবের পরিণাম ও দুর্দ্দশা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রদ্ধার সহিত সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে ভগবদর্চ্চন ও ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করত শিষ্য গুরুকৃপায় ভগবৎসাক্ষাৎকার—ভগবৎপ্রেম লাভের অধিকারী হন। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, ভগবৎ-প্রেমপ্রদাতা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও যদি শিষ্যের ভজন-বিষয়ে ক্রমোন্নতি ও অনর্থ-নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দাম্ভিকতা ও অহঙ্কারই উহার প্রধান কারণ। এ অবস্থায় শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া বসে। সাধু-গুরু-উপদিষ্ট মত ও শাস্ত্রীয়বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছা বা সুবিধামত হরিভক্তির নূতন পন্থা আবিষ্কার করে! গুরূপদিষ্ট শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া বিধিমার্গ পরিত্যাগ করত অন্যায়ভাবে সিদ্ধ ও মুক্তাভিমানে রাগমার্গে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং অনর্থগ্রস্ত হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করে। হরি-গুরু-বৈষ্ণববিরোধীর সঙ্গের দ্বারা সে অর্চ্চন-বিষয়ে সেবাপরাধ, ভজন-বিষয়ে নামাপরাধ, ধামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করে। নামাপরাধফলে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রেমভক্তিদ শ্রীনাম-গ্রহণে তাহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ কমিয়া যায় এবং নামের আনুসঙ্গিক ফললাভেও বঞ্চিত হয়।—

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি "অপরাধ" তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৬, ২৮-৩০)

শিষ্যব্রুবের লক্ষণ :—অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, রুক্ষবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদার-রত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ-সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক

ভোজনকারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ, নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তি শিষ্য পদ হইতে ভ্রষ্ট।

সাক্ষাৎগুরুসেবা সম্বন্ধে অসৎশিষ্যের ব্যবহার ঃ—গুরুসমীপে পদ-প্রসারণ, গুরুর অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা, আস্ফালন, গুরুর সম্মুখে উচ্চবাক্য প্রয়োগ, যেখানে-সেখানে গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন-বচন-ক্রিয়ার অনুকরণ, গুরুর বাক্য-আসন-যান-পাদুকা-বস্ত্র-ছায়া লঙ্ঘন, গুরু-সমীপে পৃথক্ পূজা, 'আমি যাহা, গুরুও তাহা'—এরূপ অহংভাব, গুরুদেবকে আদেশ করণ, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন, গুরুকে নিবেদন না করিয়া বস্তু গ্রহণ, গুরুদেবের দ্রব্য ভোজন, গুরুদেবের আগমনে অভ্যর্থনা না করা ও গমনে তদনুগমন না করা, গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, তাঁহার শয্যায় উপবেশন, গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলা, গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্রগ্রহণ, গুরুনিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গই গুরু-চরণে অপরাধী-শিষ্যের কৃত্য হইয়া পড়ে।

(১) নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা—এ সকলকে বিষ্ণু হইতে পৃথক্ জ্ঞান এবং শিবাদি অন্য দেবতা বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর এরূপ জ্ঞান, (৩) শ্রীনামদাতা গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম মহিমাসূচক শাস্ত্রের অবজ্ঞা, (৫) শ্রীনামের মহিমা 'কেবল স্তবমাত্র' এরূপ চিন্তা, (৬) শ্রীনামকে কল্পিত জ্ঞান, (৭) নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, (৮) চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীনামকে জড় পুণ্য ও শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ অভিমানে শ্রীনাম-অনুশীলন—পতিত সেবক এই **দশবিধ নামাপরাধের** আবাহন করিয়া শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা-বঞ্চিত হয়।

(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও দর্শনার্থীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) ধাম-সেবাছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থ-উপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে শ্রীধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্যতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাসের ছলে পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদ জ্ঞান, (৯) ধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্রনিন্দা, এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনাজ্ঞান—অসৎশিষ্য এই **দশবিধ ধামাপরাধ** সঞ্চয় করিয়া ধামবাসের অযোগ্য হয়।

(১) যান—শিবিকাদিযোগে এবং পাদুকা পরিধান করিয়া ভগবদ্গৃহে গমন,

(২) ভগবৎ-প্রীত্যর্থে শ্রীভগবানের জন্ম-যাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান না করা, (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) একহস্তে প্রণাম, (৫) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, (৬) পাদ প্রসারণ, (৭) পর্য্যঙ্ক-বন্ধনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধন-পূর্ব্বক উপবেশন, (৮) শয়ন, (৯) ভোজন, (১০) মিথ্যাভাষণ, (১১) উচ্চভাষণ, (১২) পরস্পর ইতর কথার আলোচনা, (১৩) রোদন, (১৪) কলহ, (১৫) কাহারও প্রতি নিগ্রহ, (১৬) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, (১৭) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার, (১৮) পরনিন্দা, (১৯) পরস্তুতি, (২০) অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, (২১) অপান বায়ু পরিত্যাগ, (২২) অন্যকে অভিবাদন, (২৩) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, (২৪) তাম্বুল চর্ব্বণ, (২৫) উচ্ছিষ্টলিপ্ত দেহে ও অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি, (২৬) লোমকম্বল ধারণ করিয়া সেবাকার্য্যাদি, (২৭) সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে ও অল্পব্যয়ে পূজা-উৎসবাদি, (২৮) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ, (২৯) কালোচিত ফল-শস্যাদি দ্রব্য ভগবানকে অপ্রদান, (৩০) দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট ভগবানকে প্রদান, (৩১) দেবতা নিন্দা, (৩২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, (৩৩) বিনা বাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, (৩৪) বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা, (৩৫) কুক্কুরদ্রষ্ট দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন, (৩৬) পূজাকালে অসদালাপ, (৩৭) দন্তধাবন না করিয়া পূজা, (৩৮) অযোগ্যপুষ্পে পূজা, (৩৯) স্ত্রী সম্ভোগান্তে পূজা, (৪০) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪১) শবস্পর্শপূর্ব্বক পূজা, (৪২) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিয়া পূজা, (৪৩) মৃত দর্শনান্তে পূজা, (৪৪) ক্রোধ-শোকাভিভূত হইয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ, সেবা ও পূজা, (৪৫) শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা, (৪৬) গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা, (৪৭) এরণ্ড পত্রস্থ পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৪৮) ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্ব্বক পূজা, (৪৯) বাসী বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা পূজা, (৫০) পূজাকালে নিষ্ঠীবন ত্যাগ, (৫১) নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান, (৫২) ত্রির্য্যক্ পুণ্ড্র ধারণ, (৫৩) পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, (৫৪) স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ, (৫৫) অবৈষ্ণব পাচিত অন্ন শ্রীভগবানকে নিবেদন, (৫৬) অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, (৫৭) ঘর্ম্মাক্ত দেহে পূজা, (৫৮) কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, (৫৯) নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘন, (৬০) ভগবানের নাম লইয়া শপথ, (৬১) ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্ব্বক রাজসিক-তামসিক অসৎশাস্ত্রে সমাদর, (৬২) মৃত্তিকাহীন শৌচ, (৬৩) দাঁড়াইয়া আচমন, (৬৪)

সমর্থপক্ষে স্নান বর্জ্জন, (৬৫) দেবার্চ্চনে শৈথিল্য, (৬৬) দেবতার অনভ্যর্থন, (৬৭) বিষ্ণুর নৈবেদ্য উল্লঙ্ঘন, (৬৮) মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন, (৬৯) ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা, (৭০) দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন, (৭১) দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান, (৭২) চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি, (৭৩) আয়স ধূপপাত্র ব্যবহার, (৭৪) অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা পূজা, (৭৫) চঞ্চল চিত্তে অর্চ্চন, (৭৬) একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, (৭৭) পর্যুষিত অন্ন নিবেদন, (৭৮) পূজায় মুখ্যকাল ত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার, (৭৯) অসময়ে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন (৮০) অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ প্রভৃতি **সেবাপরাধ** এবং (১) উভয় সন্ধ্যায় শয়ন, (২) শোকাভিভূত হওয়া, (৩) তুচ্ছ সঙ্গসুখাসক্তি, (৪) মদ্যপান ও মৎস্য-মাংস-ভোজন, (৫) মাদক ঔষধ সেবন, (৬) মসূরীসহ অন্নগ্রহণ, (৭) পেঁয়াজ, রসুন, গাঁজর ভোজন, (৮) সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্রার্থ প্রকাশ, (৯) অবৈষ্ণব মন্ত্রগ্রহণ, (১০) অবৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠান, (১১) দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত গ্রহণ, (১২) শুক্ল-কৃষ্ণত্রয়োদশীতে ভেদবুদ্ধি, (১৩) একাদশীতে নিদ্রা, (১৪) সমর্থপক্ষে অনুকল্প স্বীকার, (১৫) একাদশীতে শ্রাদ্ধ, (১৬) দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান, (১৭) বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ, (১৮) বুদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী, (১৯) অবৈষ্ণব ও রাক্ষস শ্রাদ্ধ, (২০) মন্ত্রের অসংখ্য জপ—ইত্যাদি **নিষিদ্ধাচারের** অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়া দাম্ভিক, দেহারামী, কুকর্ম্মী, অশান্ত, পরনিন্দক, পতিত শিষ্যব্রুব হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও ভগবদ্ভক্তি লাভে অসমর্থ হয়।

অসৎশিষ্য সততই অজ্ঞ, অশ্রদ্ধ ও সংশয়াত্মা; শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতা-বিষয়ে—তাঁহার পতিত ও পাতকীতারণের ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং ভগবৎপ্রাপ্তি করাইবার সামর্থ্য বিষয়ে সর্ব্বদাই তাহার সন্দেহ। তাই সে শ্রীগুরুপদাশ্রয়ের ভাণ করে মাত্র। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা গুরুকে চিনিয়া লইতে পারিবে—মনে করে এবং অন্যাভিলাষের সহিত গুরুসেবার ছলনা করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহে। গুরুদেবের সম্মুখে সে নিজেই নিজের প্রশংসা কীর্ত্তন করে। গুরুদেবের মঙ্গলময়ী বাণীর প্রতিবাদ ও আদেশের অবমাননা করিয়া নরকগতি লাভ করে। 'আমি অধিক বুঝি, গুরুদেব আমায় আর অধিক কি উপদেশ দিবেন?'—এইরূপ অহঙ্কার ও অপরাধবশতঃ সে অধঃপতিত হয়।

শিষ্যব্রুব গুরুদেবকে তাহার ন্যায় কর্ম্মফলাধীন মর্ত্ত্য-জীববিশেষ ও শোক-মোহাদির বশীভূত মনে করিয়া তাহার নিজের অকল্যাণ বরণ করে এবং সেই শিষ্যব্রুবের শ্রীনামকীর্ত্তন, ভূয়সী সেবাচেষ্টা, ভগবন্মন্ত্রাদি জপ, হরিকথা শ্রবণ-

কীর্ত্তন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি সকলই বিফল হয়। গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধীজনের সঙ্গই তাহার রুচিকর হয় এবং সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও নিন্দায় সে পঞ্চমুখ হয়। গুরুদেব একগুয়ে, অদূরদর্শী, অবুঝ, 'একচোখো' ও অবিচারক—তাঁহার সমদৃষ্টির অভাব আছে বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করে। বৈষ্ণবসেবা-শিক্ষা-ব্যাপারে তাঁহার অন্তর্নিহিত সদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কটাক্ষ করে, গুরুদেবের গতি, স্বর, চেষ্টা, আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ চাল-চলনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

তথাকথিত শিষ্যাভিমানী গুরু-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অহঙ্কারে স্ফীত হয়। গুরুদাসকে গুরু হইতে পৃথক্ ভাবিয়া বা সেবকের দোষ গুরুতে আরোপ করিয়া প্রকৃত গুরুদাসগণের নিন্দা করত গুরুনিন্দায় পতিত হয় এবং ক্রমশঃ ভজন-ব্যাপারে শ্রদ্ধাহীন হইয়া সে গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতিহীন এবং ক্রমশঃ ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়ে। সে নিজে অন্যায় করিয়া বিচারপ্রার্থী হয় এবং আপন সহস্র দোষ ঢাকিবার জন্য পরছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্তি লাভ করে। "যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০)—ইহা জানিয়াও সে গুরুদেবের অঙ্গস্বরূপ একান্ত সেবকের মধ্যে "একে মানি' আরে না মানি"—"একে নিন্দি', আরে বন্দি" এইরূপ 'অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়' বা 'অর্দ্ধকুক্কুটীয় ন্যায়' অবলম্বন করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হয়।

গুরু-বৈষ্ণবাপরাধী শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য ব্যতীত নিজচেষ্টায় বহুগ্রন্থাদি আলোচনার দ্বারা সকলতত্ত্ব বুঝিয়া লইবে মনে করে। বৈষ্ণবাভিমানী হইয়া সে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি বিধানের পরিবর্ত্তে উহা নিজেই আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস পায়। তৌর্য্যত্রিকের আশ্রয় লইয়া সে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির আড়ম্বরে উন্মত্ত হয়। দাম্ভিকতা আশ্রয় করিয়া গুরুবৈষ্ণবাদিষ্ট না হইয়া স্বেচ্ছায় শাস্ত্র-ব্যাখ্যার অজুহাতে বৈষ্ণবগণের প্রতি বাক্যবাণ বর্ষণ করে। বৈষ্ণবগণের উপদেশ-নির্দ্দেশের অপেক্ষা না রাখিয়া সে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, গ্রন্থাদি আলোচনা ও পরোপদেশে পাণ্ডিত্য জাহির করে। 'অন্তরনিষ্ঠা কর' বাক্যের সুযোগ লইয়া সুবিধাবাদী বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া উত্তমাধিকারীর আসন গ্রহণে ব্যস্ত হয়। দাম্ভিক শিষ্য গুরু-বৈষ্ণবের সম্মুখে মিথ্যাভাষণ, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, সতীর্থগণের সহিত কলহ, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। দেহারামী শিষ্য গুরুবৈষ্ণবের সেবার যোগ্য

নিজ প্রিয়বস্তু তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজেই আত্মসাৎ করে। সে শাস্ত্রীয় বিধি ও গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীবিগ্রহার্চ্চন ও হরিসেবার বাহাদুরী দেখায় এবং নিজে বড় অর্চ্চক ও সেবক অভিমানে প্রমত্ত হয়। শিষ্যব্রুব দুর্ভাগ্য-বশতঃ গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি লাভ না করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করে এবং বৈষ্ণবের দোষানুসন্ধানে রত হইয়া 'মক্ষিকার ব্রণানুসন্ধানের' স্বভাববশতঃ অবশেষে গুরুপাদপদ্মাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয়।

সুবিধাবাদী শিষ্যব্রুব 'আমি গুরুকৃপায় রোগমুক্ত হইব, মঠের পয়সায় প্রাকৃত বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিব, আমার কোন প্রকার অভাব থাকিবে না, সুখে শান্তিতে আমার দিন কাটিবে'—প্রভৃতি অবান্তর ফল কামনা করিয়া গুরু-ভগবানের সেবা-সুখ-তাৎপর্য্যরূপ মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা না দেখিয়া সে অন্যের নিকট ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করে এবং স্বশ্রী-কাতর হইয়া শ্রীগুরুদেবের বৈভব—সতীর্থ-মঠ-মন্দির ধর্ম্মপ্রচারাদির সমালোচনাপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ সঙ্ঘ-মিশনের শতমুখী প্রশংসা করে। সে কর্ম্মীর কাণাকড়ি আশ্রয়পূর্ব্বক কর্ম্মজড় হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে কর্ম্মের বহ্বাড়ম্বর না দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের নিকট নিজের কর্ম্মের বাহাদুরী খ্যাপন করে ও তাঁহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে।

প্রতিষ্ঠাকামী অসৎশিষ্য গুরুদেবের মুখ হইতে প্রতিষ্ঠাপর তোষামোদী মনযোগান কথার পরিবর্ত্তে পারমার্থিক কল্যাণকর কঠোর শাসন-বাক্য শ্রবণে তাহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করত গুরুনিন্দায় অগ্রসর হয় এবং হরিভজন হইতে ছুটী লইয়া মায়ার সংসারে প্রবেশের যত্ন করে। তখন তাহার এইরূপ বুদ্ধি হয়—মঠ-মন্দিরাদি-গুরুগৃহে থাকিয়া যদি কেবল অপরাধেরই সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাহাতে অপরাধের আর ভয় থাকিবে না! অনর্থগ্রস্ত বিষয়াসক্তচিত্ত শিষ্যব্রুব বলিয়া থাকে—জগতে কি আর সদ্‌গুরু আছেন! সদ্‌গুরু এখন আর পাওয়া যায় না! দেখনা, গুরুর অযোগ্যতার দরুণ (?) আমার এতকাল ধরিয়াও হরিভজন (?) হইল না! কতকাল মঠে বাস করিলাম, কত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, ভগবানে প্রীতি ও সংসার-ক্ষয় ত দূরের কথা! সেই একই কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ! —"দেহ কিছু নয়—মন কিছু নয়—আত্মাই সব! কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ কিছু নয়—ভক্তিই সব!" এইরূপ অবৈধ গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক বিচারে কি কখনও ভগবানকে লাভ করা যায়? "ফোঁটা-দীক্ষা-মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই এবে আমার বিরাগ।" হরি-গুরু-বৈষ্ণবাপরাধী শিষ্যাভিমানী এইরূপে দম্ভাহঙ্কারবশে হরিভজন হইতে বিরত হইয়া তাহার সর্ব্বনিকৃষ্টতম অধোগতি—নরকের দ্বারস্বরূপ সংসারে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া চরম-দুর্দ্দশা বরণ করে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

মুনিগণের মতিভ্রম

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্-সম্পাদিত ইংরাজী গীতা-ভাষ্যের সমালোচনা—
পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৬১ পৃষ্ঠার পর)

পরাৎপরতত্ত্ব যিনি, তিনি যে নিরাকার নির্ব্বিশেষ নন, একথা জননেতা-গণের মস্তিষ্কের মধ্যে কিছুতেই স্থান পায় না। শাস্ত্রে আমরা ভগবানের বিরাট্ বিরাট্ বিলাস-মূর্ত্তির পরিচয় পাই, যেমন কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু মূর্ত্তিমান্। কিন্তু সেই কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুরও আদি-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ—একথা বাস্তবিক তাঁদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে স্থান পাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু কৃষ্ণ-কৃপা হইলে এই হৃদয়-কাঠিন্য বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অনায়াসেই দূরীভূত হয়। এবং তিনিই যে দ্বিভুজ মুরলীধর হইয়া মথুরায় আবির্ভূত হইয়াছেন—বুঝিতে পারা যায়।

কৃষ্ণ-কৃপা লাভ না করিয়া যাঁরা কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাঁরা ডাঃ রাধা-কৃষ্ণনের মত পণ্ডিত হইলেও নিশ্চয়ই মতিভ্রমে পতিত হইবেন। তিনি "বেদেষু দুর্ল্লভঃ অদুর্ল্লভঃ আত্মভক্তৌ।" কেবল পণ্ডিত হইলেই কৃষ্ণকে বুঝা যাইবে না। শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও তাঁহার পাণ্ডিত্য-লীলার দ্বারা একথার প্রমাণ বুঝাইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে নামজাদা গ্রাম্য-কাহিনী-লেখক বঙ্কিমবাবু বা ডাঃ ভাণ্ডারকার প্রভৃতিও মুহ্যমান হইয়াছেন। কৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে ভগবদ্গীতা যেমন রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" সেই রাস্তায় জানিতে হইবে,—অন্য রাস্তায় নহে। অথবা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুরূপে আসিয়া যে-ভাবে কৃষ্ণকথা বুঝাইয়াছেন, সেইভাবেই কৃষ্ণকে বুঝা যাইবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরম্পরা-সূত্রে ষড়গোস্বামীগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বৃন্দাবনে বসিয়া বিরাট্ আলোচনা করিয়াছেন। সে-সব কথা এখনও জগতে ঠিক ঠিক প্রচার হয় নাই। ইহা প্রচার না হওয়ার কারণ, তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি দার্শনিকগণের নয়ন-গোচর হয় নাই এবং তজ্জন্য আমরাই যে দায়ী, একথা স্বীকার করি। শ্রীল রূপ-রঘুনাথের কথা জগতে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিরাট্ রূপ দেখাইয়াছিলেন সেই 'রূপ' ভগবানের পরমভাব নহে। পরন্তু, দ্বিভুজ-মুরলীধর নরাকারই তাঁহার পরমভাব। তাঁহার আনন্দ—সচ্চিদানন্দ, রূপ—নরাকার বলিয়া তিনি সাধারণ নর বা মনুষ্য নহেন। এবং তিনি কোন ঐতিহাসিক অতি-মনুষ্যও নহেন। মানুষের যে 'রূপ'

বা 'আকার', তাহা ভগবানের স্বরূপের নকল হইতে পারে; তাই বলিয়া, মানুষ ভগবান্ নহে বা ভগবান্ মানুষ নহেন। 'বাইবেল' আদি গ্রন্থেও লেখা আছে যে, মানুষকে ভগবানের মত 'রূপ' করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাই বলিয়া ভগবান্ মানুষ নহেন। অতএব এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা যথাযথ বুঝিতে পারেন তাঁহারা জড়শরীর পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কাছেই চলিয়া যান—একথা আমরা ভগবদ্গীতাতেই প্রমাণ পাই। অর্থাৎ তাঁহার পরমভাব যাঁহারা বুঝেন তাঁহারাই অমৃতত্ব প্রাপ্তির অধিকারী হন। সেই প্রকার অধিকারের অধিকারী জীবমাত্রই হইতে পারে—যদি সে ইচ্ছা করে। সেই অধিকার প্রাপ্ত হইলেই পরম-সিদ্ধি লাভ হয়। এই পরম-সিদ্ধি লাভ হইলে আর জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির অস্থায়ী-জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সুতরাং সেই ভাবের 'প্ল্যান্' করিয়া যাঁহারা জীবনাতিপাত করেন তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সাধন করিয়া থাকেন। "আর সব মরে অকারণ।"

এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির স্থানকে অজর অমর করিবার যে প্ল্যান—তাহারই নাম মায়া। জড়জগতে সুখে থাকিবার প্ল্যান করাই একটা মহা ধাপ্পাবাজী। যে প্ল্যানের (plan) দ্বারা ভবিষ্যতে শূকর, কুকুর প্রভৃতি যোনিতে জন্ম হইবার ব্যবস্থা হয়, সেই প্ল্যান (plan) বেশী কার্য্যকরী, না যে প্ল্যানের দ্বারা "Back to God-head" যাওয়া যায়, সে প্ল্যানটা (plan) ভাল? ভগবানের সঙ্গে থাকিয়া দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি বিভিন্ন রসে যে আমাদের সেবার অস্তিত্ব আছে সেই লীলাই প্রকট করিয়া আমাদের আকর্ষণ করিবার জন্য "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—মন্ত্র শিখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন—একথা যাহারা বুঝিল না বা বুঝিবার চেষ্টা করিল না, তাহাদের মত আর 'বঞ্চিত' কে আছে? "সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার।"

ভগবানের এরূপভাবে অবতরণ সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ অনভিজ্ঞতাবশে এই ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—"An avatar is a descent of God into man and not an ascent of a man into God" অর্থাৎ অবতার অর্থে ভগবান মানুষের রূপ ধারণ করিয়া আসেন; কিন্তু মানুষ কখনও ভগবান্ নহে। মানুষের রূপধারণ করিয়া আসেন--একথার তাৎপর্য্য এই যে, অবতারগণের শরীর সব পাঞ্চভৌতিক। 'মানুষ ভগবান হতে পারেন না' একথা তিনি কি ভাবে বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। তবে আজকাল মানুষকে ভগবান

সাজান একটা সহজ ও সাধারণ ব্যাপার হইয়াছে। শুধু অবতার কেন, সব মানুষই যে ভগবান্ একথাও চলিতেছে। কিন্তু আমরা উপস্থিত সে-সব কথার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্‌কে বলিতে ইচ্ছা করি বে, জীবতত্ত্বে যখন ভগবান্ শক্তি সঞ্চার করিয়া নিজকার্য্য সাধন করেন, তখন তাহা শক্ত্যাবেশ অবতার বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এই প্রকার শক্ত্যাবেশ অবতারই শেষ কথা নহে। ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। 'স্বয়ংরূপ', 'স্বয়ং-প্রকাশ', 'আবেশ', 'বিলাস', 'প্রাভব', 'বৈভব', 'যুগাবতার', 'পুরুষাবতার', 'গুণাবতার', 'শক্ত্যাবেশাবতার', 'মন্বন্তরাবতার' ইত্যাদি। কেবল যদি মন্বন্তরাবতারের হিসাব করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—১৪ × ৩০ × ১২ × ১০০ = ৫০৪০০০ পঞ্চাশ লক্ষ চার হাজার বৎসরে মাত্র একটি মন্বন্তর অবতার হয়। অন্যের হিসাব আর কি করা যাইবে। কিন্তু সেই সমস্ত অবতার গণের প্রত্যেকেরই কি কার্য্য, কি 'রূপ' (আকার) ইত্যাদি বিষয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রের হিসাবের মত দেওয়া আছে। মানুষ যে ভোট দিয়ে যাকে তাকে 'অবতার' খাড়া করে দেবেন, এরূপ উপায় মোটেই নাই। এত-সত্ত্বেও যারা মানুষকে অবতার ক'রে খাড়া করেন, তাদের শাস্ত্রজ্ঞান যে কত মজবুত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু সরস্বতী, ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মুখ দিয়া যে বলাইয়াছেন—**"মানুষ ভগবান হইতে পারে না"**, সে কথা আমরা আরও স্পষ্টভাবে বলিতে ইচ্ছা করি যে—"মানুষ মুক্ত হইলেও ভগবান হইতে পারে না"। মুক্ত হলে ভক্ত হবার সুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু মুক্ত হ'লে ভগবান হবার বা তাঁহাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যাইবারও কোনই সুবিধা নাই। অনেক মুক্তগণ সেইজন্য ভগবান না হইতে পারিয়া এবং ভক্ত হইতে অস্বীকার করায় "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ অনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" বিচারে আবার মায়িক বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

কিন্তু এই সব সাধনমুক্ত ছাড়াও আর এক প্রকার নিত্যমুক্ত জীব আছেন। সে সকল জীব এই অনিত্য জগতে আসেন না। যারা এই জগতে আসিয়া 'হুটাপাটি' করে, তারা নিত্যবদ্ধ-জীব। সব নদী, সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়া যায়—মায়াবাদীরা এই উদাহরণটি প্রায়ই দিয়া থাকেন, কিন্তু সমুদ্রে বড় বড় হাঙ্গর, কুমীর বা তিমি, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জীবগুলি নিত্যকাল থাকে; তাহারা কোন দিনই কিন্তু নদীতে আকৃষ্ট হয় না—মায়াবাদীদের ইহা জানা দরকার। যাঁরা

নিত্যকালই মুক্তি-সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁরা নিত্যকালই মুক্ত, তাঁদের অবার মুক্তি কিসের ?—ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ যাহাকে self-conscious man বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথায় আমাদের আপত্তি নাই—যদি সেই self-consciousness মানে "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস"—এই জিনিষটি উদয় হয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ইহাই শিক্ষণীয় বিষয়। "জীব কৃষ্ণদাস—এ বিশ্বাস করলে ত' আর দুঃখ নাই।" যেদিনই লোকে বাস্তবিক self-conscious হবে যে, 'সে নিত্য কৃষ্ণদাস', সেই দিনই সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং পরে সে বুঝতে পারবে—"মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি" হয়ে সেইসকল নিত্য কৃষ্ণদাসের সেবা করে।

শ্রীকৃষ্ণকে অবতারী বা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—প্রামাণিক শাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও তিনি নিজে সেই কথা বলিয়াছেন—"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" ইত্যাদি। কৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া বুঝাইয়াছেন যে সেই পরতত্ত্ব একটি নপুংসক জড়তত্ত্ব নহেন। তিনি পূর্ণ 'চিদ্-বিলাস'-তত্ত্ব। তাঁহার 'চিদ্-বিলাস'-তত্ত্ব না বুঝিয়া 'মূর্খলোকে করে নানা অর্থ'। যিনি ইচ্ছা করেন যে, 'আমি এক হইয়াও বহু হইব' (একোঽহং বহুস্যামঃ) তিনি কি জড়, না নির্ব্বিশেষ ? যিনি সঙ্কল্প করেন—আমি নিজেকে বহুভাবে বিস্তার করিব, তিনি কি নিজেকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করেন ? নিজে বহু হইয়া নিজের নিজত্ব হারাইয়া ফেলাই ত' নিজের ধ্বংস করা। ভগবান্ কি সেই প্রকারের মূর্খতা করিয়াছেন ?—না যাঁহারা "একোঽহং বহুস্যামঃ" এই শ্রুতিমন্ত্রের কদর্থ করিয়া বলেন—"ভগবান যখন বহুভাবে বিভক্ত হইয়া গেলেন তখন আর তাঁহার অস্তিত্ব কোথায় রহিল ?" ভগবান্ নিজেকে ইচ্ছামাত্রই অনন্ত প্রকার স্বাংশ, বিভিন্নাংশ এবং শক্তিতে বিস্তার করিতে পারেন। এবং সেইভাবে বিস্তার করা সত্ত্বেও তিনি যেমনটি তেমনই থাকেন। তা' যদি না হয়, তাহা হইলে তিনি পূর্ণবস্তু কিরূপে হইতে পারেন ?

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
এডিটর্, ব্যাক-টু-গডহেড্

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫০ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৯১ পৃষ্ঠা হইতে ৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ৯৬ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

আমরা এই প্রসঙ্গে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-প্রবন্ধের ৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ৮৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত **"মতভেদই সম্প্রদায়ভেদের কারণ নহে"**। *—এইরূপ শিরোনামার বিষয়টী পাঠকবর্গকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। আমরা তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ করিয়াছি,—মতভেদই সম্প্রদায়-ভেদের কারণ নহে। যদি সামান্য সামান্য মতভেদই সম্প্রদায়-ভেদের কারণ হইত, তাহা হইলে দ্বাদশ রসের কৃষ্ণ-সেবকগণের দ্বাদশটী পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া গৃহীত হইত। আমরা উক্ত বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছি—**মুরারিগুপ্ত, শ্রীবাসপণ্ডিত** প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ মহাপ্রভুর চরম প্রচার্য্য বিষয়—মাধুর্য্য-রসের সহিত মতভেদ স্থাপন করিয়াও তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। এমন কি, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার্য্যবর্গের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যকে মতভেদ বলিয়া উল্লেখ করিতে গেলে বিচার-বৈশিষ্ট্যের চমৎকারিতাকে হেয় জ্ঞান করিতে হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে সহজিয়াকুল-চূড়ামণি মাননীয় **শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ** মহাশয়ের দুই-একটী কথা এস্থলে উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তিনি তাঁহার লিখিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন" নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত ১৬০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক বিরাট্ গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সম্বন্ধে অন্যান্য দার্শনিকগণের সহিত তুলনামূলক বিচার-বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিও উক্ত গ্রন্থে সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ও তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া এবং তাঁহার রচিত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন যে, 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' একটী পৃথক্ সম্প্রদায় এবং ইহা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। শ্রীযুত নাথ মহাশয় তাঁহার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন'-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকার ৪০ অনুচ্ছেদে সম্প্রদায়-ভেদের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন। তিনি যাহাই লিখুন না কেন, তাহা সুন্দরানন্দের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ'-গ্রন্থেরই প্রতিধ্বনি বা নকল মাত্র। সুতরাং আমার **এই প্রবন্ধ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ**

---

* শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৪ পৃষ্ঠার পর ৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ৮২ পৃষ্ঠা এবং ঐ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যার ১৬৬ পৃষ্ঠার, পর ৮৩ হইতে ৮৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন'-নামক বিরাট্ গ্রন্থেরও প্রতিবাদ-স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইবে।

আমরা পূর্ব্বে যেরূপ প্রমাণ করিয়াছি, "সামান্য সামান্য মতভেদই সম্প্রদায়-ভেদের কারণ নহে," শ্রীযুত নাথ মহাশয় তাহার ঠিক বিপরীত চিন্তায় অবস্থিত থাকিয়া বলিতে চাহেন,—মত বা "ভাবের সমতাতেই সম্প্রদায়ের একত্ব" প্রমাণিত হয় না। এমন কি তিনি আরও বলিতে চাহেন—উপাস্য, উপাসনা ও উপাসনার ফলস্বরূপ প্রয়োজন-তত্ত্বের একত্ব হইলেও সাম্প্রদায়িক একত্ব হয় না। যদিও মধ্বের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাস্য-ভেদ, উপাসনা-ভেদ ও লক্ষ্য-বিষয়েও উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান, তথাপি উভয়ের মধ্যে উক্ত তত্ত্বত্রয়ের মিল ধরিয়া লইলেও এক সম্প্রদায় বলা যাইবে না। শ্রীযুত নাথ মহাশয় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের বিচারের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে গিয়াই এইসকল উক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং সম্প্রদায়-ভেদের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর সেব্য, জীব তাঁহার সেবক। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরও সেই মত। কিন্তু কেবল সেব্য-সেবকভাবে মিল দেখিয়াই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায়ের শাখা বলা সঙ্গত হয় না; কেন না, রামানুজ-নিম্বার্কাদি-সম্প্রদায়েরও সেব্য-সেবক-ভাব। **ভাবের সমতাতেই যদি সম্প্রদায়ের একত্ব হইত, তাহা হইলে উল্লিখিত সকল সম্প্রদায়কে এক বলা হইত; কিন্তু তাহা বলা হয় না।"** *

—'দার্শনিক ঐতিহ্যে 'তাহাই বলা হয়'; 'তাহা বলা হয় না',—এইরূপ নহে। কারণ যে-যে-সম্প্রদায় 'ঈশ্বর ও জীবের সহিত সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ নিত্য' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক **'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে'র** অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এবং সমগ্র দার্শনিক ক্ষেত্রে যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকরূপে নিত্য-ভেদ স্বীকার না করিয়া ঐক্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই অবৈষ্ণব বা অদ্বৈতবাদী। উক্ত উভয় মতের মধ্যে সেব্য-সেবক-ভাব স্থাপন করিয়া মধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক,, গৌড়ীয় গোস্বামিগণ সকলেই **বৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত**। আর জীবেশ্বরে ঐক্য স্বীকার করিয়া শঙ্করাদি আচার্য্যবর্গ অদ্বৈতবাদী অবৈষ্ণব। শঙ্কর-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের

---

* বঙ্গাব্দ ১৩৬৩ সাল, ২রা চৈত্র তারিখে প্রকাশিত' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন' (১ম খণ্ড) ভূমিকা, ০৪ অনু, পৃষ্ঠা ভূ-১৮০)

ইহাই পার্থক্য। অদ্বৈতবাদীগণের মধ্যেও মত-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা শঙ্কর-বৌদ্ধ-জৈনাদি এবং হীনযান-মহাযানাদি যেরূপ পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়াছে, সেই প্রকার সেব্য-সেবক-ভাব স্বীকার করিয়াও বৈষ্ণবগণের মধ্যে নানাপ্রকার বিচার-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাম্প্রদায়িক ভেদ স্থাপিত হইয়াছে। বহু পুরাকাল হইতেই দেবতা ও অসুর-ভেদে দুইটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ **দৈব আসুর** এব চ।"

—(গীতা ১৬।৬ ; এবং পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ ইহজগতে দৈব এবং অসুর ভেদে দুই শ্রেণীর লোক অবস্থিত আছে ; তন্মধ্যে—

"**বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব** আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ দৈব-শ্রেণীভুক্ত, আর বাদ-বাকী অন্য সকলেই অসুর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই অদ্য পর্য্যন্ত দুইটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে—ইহা গীতা ও পদ্মপুরাণের অভিমত। প্রত্যেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই ভেদ বা দ্বৈতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। আসুরিক সম্প্রদায়সমূহ অদ্বৈত-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলতঃ একটী সম্প্রদায় নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষবাদী এবং অপরটী সগুণ ও সবিশেষবাদী ; অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদী সেব্য সেবকের-নিত্যভেদ স্বীকার করেন না এবং সবিশেষবাদী উহার নিত্যভেদ স্বীকার করেন। যাঁহারা উহা স্বীকার করেন তাঁহারাই একটী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সেই সম্প্রদায় হইতেছে—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। সুতরাং 'ভাবের সমতা হইলেই সম্প্রদায়ের একত্ব হইবে না'—নাথ মহাশয়ের এইরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

গৌড়ীয়গণের সহিত মাধ্ব-সম্প্রদায়ের পার্থক্যের উল্লেখ করিতে গিয়া নাথ মহাশয় বলেন—"উপাস্যাদির মিল থাকিলেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যাইত না। কেননা, রামানুজ-সম্প্রদায়ের উপাস্য, উপাসনা এবং লক্ষ্যও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুরূপ। তথাপি মাধ্ব-সম্প্রদায় এবং রামানুজ-সম্প্রদায়—এই দুইটী সম্প্রদায়ের একটীকে অপরটীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয় না। এই দুইটী হইতেছে পৃথক্ সম্প্রদায়। এই দুইটী সম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনাদি একরূপ হইলেও ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে। **ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতের পার্থক্য অনুসারেই সম্প্রদায়-পার্থক্য হয় বলিয়া মনে হয়।** কেননা, সাধ্য-সাধনাদি একরূপ হওয়া সত্ত্বেও এই সম্বন্ধ-বিষয়ে মতভেদবশতঃ এই দুইটী

সম্প্রদায় যেমন পৃথক্ বলিয়া কথিত হয়, তেমনি সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ে প্রায়শঃ একরূপ হওয়া সত্ত্বেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায় উল্লিখিত সম্বন্ধবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন বলিয়া ইঁহারাও দুইটী পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে পরিচিত। **ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের যদি মিল দেখা যায়, তাহা হইলেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা সমীচীন হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়েও এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ দৃষ্ট হয়।"** *

আমরা বলি, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়েও মাধ্ব ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বিন্দুমাত্রও মতভেদ নাই। কিন্তু নাথ-মহাশয় এই সম্বন্ধ-বিষয়ে যে বিরাট্ মতভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা তিনি বিরাট্ বিরাট্ যুক্তিদ্বারা মাত্র (১॥০) ছত্রে তাঁহার ১৬০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা পাঠকবর্গের নিকট এই মতভেদ প্রদর্শন করিবার ভঙ্গী, প্রকার-ভেদ, বিচার-বৈশিষ্ট্য নিম্নে উদ্ধার করিয়া নাথ বাবুর 'মিতঞ্চ সারঞ্চ' নীতির সার্থকতা দেখাইতেছি। যথ—

"মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতেছে 'ভেদবাদী'; আর গৌড়ীয়-সম্প্রদায় 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী'। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তর মতভেদ।" (গৌঃ বৈঃ দঃ—ভূ-১৮১ পৃঃ)

নাথ মহাশয় এক সম্প্রদায়কে 'ভেদবাদী', অপর সম্প্রদায়কে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী'—এই দুইটী বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ-সম্বন্ধে বিচারের বিস্তর পার্থক্য নিরূপণ করিয়া নিরুত্তর হইয়াছেন। তিনি যে-সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয় ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন, সেই বিদ্যাবিনোদ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-শব্দের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই এস্থলে উত্থাপন করিয়া নাথ মহাশয়ের উক্তির অসারতা দেখাইতেছি। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন—

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর শ্রীগোস্বামিপাদগণও--অচিন্ত্য দ্বৈত-অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়া 'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তকে'ই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" †

---

* ১৩৬৩ সাল, ২রা চৈত্র তারিখে প্রকাশিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন"—(১ম খণ্ড) ভূমিকা, ৪০ অনু, ভূ-১৮১ পৃঃ)

† ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর", নবম মাধুরী, ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ } বাসুদেব, ২০ দামোদর, ৪৭২ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬৫ ; ইং ১৬।১১।৫৮ { ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীনাগপত্নীগণ-কৃতং "শ্রীশ্রীকালিয়দমন-স্তোত্রস্য প্রথমাষ্টকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
ষোড়শেঽধ্যায়ে—৩৩-৪০)

নাগপত্ন্য ঊচুঃ—

নায্যো হি দণ্ডঃ কৃত-কিল্বিষেঽস্মিং-
স্তবাবতারঃ খল-নিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্য-দৃষ্টি-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥১॥

নাগপত্নীগণ বলিতে লাগিল—হে দেব, দুষ্ট-দমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনি শত্রু ও পুত্রে উভয়ের প্রতিই সমদর্শী

এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আলোচনা করিয়াই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ॥১॥

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দ-শূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥২॥

যেহতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপনাশ করিয়া থাকে, সেই জন্য আপনি দণ্ডরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে-পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি ॥২॥

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং
নিরস্ত-মানেন চ মানদেন।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া
যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ ॥৩॥

সম্মানাদিদ্বারা ভক্ত জীব-সমূহকে সন্তুষ্ট করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া আপনি সর্ব্বজীব-স্বরূপ অথবা সর্ব্বজীব আপনাতে অবস্থিত বলিয়া আপনি 'সর্ব্বজীব' স্বরূপা। আমাদের এই স্বামী পূর্ব্বজন্মে অমানী এবং মানদ হইয়া কোন্ তপস্যা কিংবা সর্ব্বজীবের হিতবুদ্ধিতে কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন—যাহাতে আপনি ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ? ৩ ॥

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি-রেণু-স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৪॥

হে দেব, যে পদরেণু লাভের আশায় ললনা শ্রীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই

কালিয় কোন্ পুণ্য-প্রভাবে সেই চরণ-রেণু লাভের অধিকারী হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥৪॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগ-সিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদ-রজঃ প্রপন্নাঃ ॥৫॥

আপনার পদ-রজঃ-প্রাপ্ত জনগণ স্বর্গলোক, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিংবা মোক্ষ বাসনা করে না ॥৫॥

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ-
স্তমোজনিঃ ক্রোধ-বশোঽপ্যহীশঃ।
সংসার-চক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্-বিভবঃ সমক্ষঃ ॥৬॥

হে প্রভো, যে পদরজঃ বাঞ্ছা করিয়া সংসার-চক্রে ভ্রমণশীল ব্যক্তিগণও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন, ক্রোধ-পরবশ তমোগুণোদ্ভূত এই সর্প-রাজ ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ সেই পদরজঃ প্রাপ্ত হইল ॥৬॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥৭॥

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যাদি-গুণ-সম্পন্ন আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব-জীবের অন্তর্যামী ও সর্ব্বব্যাপক এবং আকাশাদি সর্ব্বভূতের আশ্রয়-স্বরূপ, যেহেতু আকাশাদি ভূত-সৃষ্টির পূর্ব্বেও আপনি বর্ত্তমান ছিলেন। আপনি সর্ব্বকারণ-স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বকারণাতীত তুরীয়-বস্তু ॥৭॥

জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্ত-শক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥৮॥

নির্গুণ, নির্ব্বিকার চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক অনন্ত শক্তিযুক্ত পরমাত্ম-স্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

———

ত্রিবিধ অধিকারীর কর্ত্তব্য

অর্চ্চকের অর্চ্চা ও মধ্যবর্ত্তি-বৃত্তি অর্চ্চনই প্রধান-ভাবে লক্ষিতব্য বস্তু। অর্চ্চনাঙ্গের উন্নতিক্রমে তদ্দ্বারা ভজনাঙ্গ সাধিত হয়। **ভজনে অর্চ্চনের প্রাথমিকতা না থাকিলেও উহা গৌরব-বিচারের বিরোধী নহে।** অর্চ্চা-বিগ্রহ বাস্তব-বস্তুর অবতার-বিশেষ। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চবিধ প্রকাশ-বিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সম্মুখ হইতে পারেন। 'অর্চ্চার' অভ্যন্তরে 'অন্তর্যামী', উহা বৈভবান্তর্গত। 'ব্যূহ' হইতে ভগবানের 'বৈভব'-প্রকাশ। মূলবস্তু 'পর'-তত্ত্ব; তাঁহারই অভেদ কায়-ব্যূহও তাঁ'হা হইতেই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাঁহারা অর্চ্চাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শন করেন। ভগবদ্বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে কাল-বিশেষে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অন্তর্যামী ও অর্চ্চা-বিগ্রহ—সার্ব্বকালিকী সেবক-প্রতীতির অধিগম্য।

জড়ভোগ-তৎপরতায় আবদ্ধ হাওয়া ভগবদ্বিমুখের স্বভাব। তিনি সেই-কালে ভগবদিতরানুভবের দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে ভোগ্য-জগতের ভোক্তৃত্বে বরণ করেন, সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতি অধিক লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া বহির্জ্জগতের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বর্দ্ধনের চেষ্টা হয়। মধ্যম-অধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃত-বস্তু-বিশেষের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, তদভ্যন্তরে বৈভব ও তাহার কারণরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব পর্য্যন্ত উপাস্য-বিচারে উন্নত হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভব-প্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্যামি-সূত্রে অর্চ্চাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে জীবের অধিগম্য বিষয় হন। ভগবৎ-প্রতীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া উন্নতার্চ্চক ভজনানন্দিগণের অধিক বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন না। সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে গিয়া উপাস্যে সর্ব্বতোভাবে প্রচুর পরিমাণে গৌরব-সেবার বিচার উপস্থিত হয়। সেকালে তিনি ভক্তের তারতম্য দর্শন করিবার রুচি লাভ করেন, সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত অধিকার উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে পরিণত হয়।

কনিষ্ঠাধিকার থাকাকালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্ব-উপলব্ধির অবকাশ হয় না। প্রকৃতির অন্তর্গত রাজ্যে বাসকালে মায়াবাদী ও কর্ম্মী সম্প্রদায় প্রাকৃত আধ্যক্ষিক-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পূর্ণপুরুষের সন্ধান না

পাওয়ায় তাঁহাদের ন্যূনাধিক প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদেরই অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবাদীর প্রাকৃত বিচার ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে অবস্থিত হওয়ায় ভগবদ্বৈমুখ্য ও ভক্তসেবা-বৈমুখ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যোপলব্ধির পথ অবরোধ করে। অবরোধ-বিচার প্রাকৃত-ক্ষেত্রে কার্য্যদক্ষ হইয়া যে একটু ভক্তির সন্ধান করেন, তাহাতেই তাঁহার 'প্রাকৃত ভক্ত' আখ্যা হয়। শত শত জন্ম বাসুদেবের অর্চ্চায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিরুপকরণদ্বারা সেবা করিতে করিতে চিন্ময়-নামের ও চিন্ময়-মন্ত্রের স্বরূপোপলব্ধিক্রমে প্রাকৃত-বিচারের বন্ধন ন্যূনাধিক শ্লথ হইতে থাকে। **ভক্তের মানসিক চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠাধিকারী প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রাকৃত ভাবসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ভজনীয় বস্তুতে প্রীতি-সেবা, ভগবদ্-ভক্তে প্রেমানুগা মিত্রতা, অনভিজ্ঞ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রতি প্রেমানুগা মিত্রতার ফলে তত্তদ্ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য অলৌকিক বদান্যতা এবং বিদ্বেষি-জনের বিরোধ-ভাবের প্রতি নিরুৎসাহিত করিবার জন্য তাহার সহিত অসহযোগমূলা উপেক্ষা বা সহযোগে বিতৃষ্ণা ও অনুপযোগিতা-প্রদর্শন-মুখে শাসনরূপা হিতাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।**

মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া যখন ভজনের পরিপাকাবস্থা দৃষ্ট হয়, তখন বৈভবপ্রকাশ-বিশেষের অন্তর্যামিত্ব ও প্রাকৃত জ্ঞানোপযোগী উপলব্ধির আধার বিগ্রহ অর্চ্চাকে ভগবদবতারশ্রেণী-বিচারে বৈভব-প্রকাশের ভাবসমূহে পরিপ্লুত হন। বৈভবপ্রকাশ-সমূহ ব্যূহান্তর্গত এবং ব্যূহ—পরতত্ত্ব বাসুদেবে অবস্থিত এবং বাসুদেব—পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্বে অবস্থিত এবং স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্ব—স্বয়ংরূপতত্ত্ব পরমপরাৎপর অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবস্থিত,—এই সকল কথার উপলব্ধি হয়। তাঁহারা চিৎজগতের অন্বয় সেবোন্মুখতায় প্রপঞ্চে আগত। বহির্ম্মুখ জগৎ বদ্ধজীবকে ভোগী সাজাইয়া ভোগীর সেবায় উন্মাদের ভাব প্রদর্শন করে। বদ্ধজীবের প্রকৃত মুক্তি-বাসনা ভগবৎ পাদপদ্ম সেবায় উত্তরোত্তর উন্নতির উপর নির্ভর করে। অর্চ্চা ব্যতীত ইতর প্রাকৃত বস্তুতে জীবের ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবলা, তজ্জন্য ভগবদর্থে অখিল চেষ্টাপর হইয়া যে প্রাথমিকী চেষ্টা, তাহাই ভক্তের প্রাকৃতাধিকারে ইতর বস্তু পরিহার করিয়া পূজ্যের সম্বর্দ্ধনে যত্ন। **যেকালে তাঁহার অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য-প্রতীতে চিন্ময়-ভেদ উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ**

তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রাকৃতবিচারে ঔদাসীন্য লাভ করেন এবং ন্যূনাধিক শুদ্ধদ্বৈত-বিচার, শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার, দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া সংখ্যাগত হেয়তা পরিহারপূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-দাস্যের সর্ব্বোচিত সুষ্ঠু সমন্বয়তা এবং মায়াবাদী কুতার্কিক কর্ম্ম-নিষ্ঠগণের কুচিন্তার বিরোধাচরণপূর্ব্বক তাহাদের অনাত্ম-প্রতীতি পরিহার করিতে সমর্থ হন। অদ্বয়-জ্ঞানেই ভাব-রাহিত্য বর্ত্তমান, এই প্রাপঞ্চিক বিচার তাঁহার নিরপেক্ষতা হইলে আর তাঁহাকে ক্লেশ-প্রদানে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তিতে নিজ ফল-ভোগময় যত্ন নাই। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মূলক জড়ত্ব-লাভরূপ কৈবল্য নাই।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—তৃতীয় প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৬২ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তির স্বভাব-বিবেক

(২) **ভক্তি স্বভাবতঃ শুভদা।** তত্র শ্রীরূপ-গোস্বামি-বাক্য,—

শুভানি প্রীণনং সর্ব্ব-জগতামনুরক্ততা।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদিন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥

সমস্ত জগতের প্রতি প্রীতি ও সমস্ত জগতের অনুরাগ লাভ, মানবের যতপ্রকার সদ্গুণ আছে এবং সুখ প্রভৃতি কয়েকটী মঙ্গলময় প্রাপ্তিকে পণ্ডিতগণ শুভ বলিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে কথিত আছে, যথা—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমা স্থাবরা অপি॥

যিনি শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনি সমস্ত জগৎকে তৃপ্তি দান করিয়াছেন। স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত জীবগণই তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, হরি-ভজনশীল ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের প্রতি বিদ্বেষ-শূন্য থাকিয়া অনুরাগ করেন। সকলেই সুতরাং তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিয়া থাকে।

ভক্তলোকের সকল সদ্গুণই স্বভাবতঃ উদয় হয়। ভক্তগণের জীবনী

আলোচনা করিলেই সহজে ইহা দৃষ্ট হয়। ভাগবতে তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যথা—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত সদ্‌গুণ সহকারে সমস্ত দেবতাগণ বশীভূত হইয়া তাঁহাতে অবস্থিতি করেন। অসৎ মনোরথক্রমে বহির্দ্ধাবমান্ অভক্ত পুরুষের মহদ্ গুণ কিরূপে সম্ভব হয়? দয়া, সত্য, নম্রতা, দৈন্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান প্রভৃতি যে-সকল মহদ্ গুণ আছে, তাহা ভক্তিপূত হৃদয়েই উদিত হইতে পারে। ইতর তৃষ্ণায় ব্যাকুল-হৃদয়ে ঐ সকল গুণ বহু চেষ্টা করিলেও উদয় হইতে পারে না। সুখলাভ শুভ মধ্যে গণিত হইলেও পৃথক্ বিষয়রূপে বিচারিত হইতেছে।

ভক্তি স্বভাবতঃ সুখদা। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্ত্রিধা।

বদ্ধজীবের সুখ তিন প্রকার। মুক্ত জীবের বৈষয়িক সুখ নাই। তিন প্রকার সুখ এই,—বৈষয়িক সুখ, ব্রাহ্ম সুখ ও ঐশ্বর-সুখ। জড়জগতে যত প্রকার জড়াশ্রিত সুখ আছে সে সমুদায়ই বৈষয়িক সুখ। যোগীদিগের অষ্টাদশ সিদ্ধি, কর্ম্মীদিগের স্বর্গাদি-লোক-সুখ এবং নিতান্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের ঐহিক সুখ সমস্তই **বৈষয়িক সুখ**। জড়কে ব্যতিরেক চেষ্টাদ্বারা দূর করত বিকারহীন ব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মাকে ঐক্যরূপে চিন্তা করিতে করিতে যে নির্ব্বিশেষ সুখ হয়, তাহাকে **ব্রাহ্ম সুখ বলে**। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবানের নিত্য আনুগত্য-জনিত যে-সুখ হয়, তাহাকে **ঐশ্বর সুখ বলি**। হরিভক্তি স্বভাবতঃ সমস্ত সুখই দিতে পারেন, নিষ্কপট হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর-সুখ দেন। অবস্থা-বিশেষে এবং চিত্তের বাসনানুসারে যাঁহাদের চাতুর্ব্বর্গিক সুখকে সুখ বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাদিগকে তত্তৎ সুখ দান করেন। যথা তন্ত্রে,—

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তির্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দ-ভক্তিতঃ॥

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, ঈশিতা, বশিত্ব, প্রাকাম্য এবং কামাবশয়িতা

এই আটটী যোগসিদ্ধি, ভুক্তি অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ময় সুখ, মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসুখ এবং নিত্য পরমানন্দ এসমস্তই গোবিন্দ-ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

'হরিভক্তিসুধোদয়'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—

ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্ত-চতুর্ব্বর্গ-ফলদা সুখদা লতা॥

হে দেবেশ! আমি পুনরায় তোমাতে দৃঢ়া ভক্তি যাচ্ঞা করি। যে-ভক্তি-প্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল ও প্রেমসুখ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিগণ লাভ করিয়া থাকেন। ফলকথা এই যে, ভক্তি সমস্ত ফল দিতে সক্ষম। তৎফলে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া ভক্তলোক কেবল প্রেম-ফলকে অন্বেষণ করেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তিকে আশ্রয় না করিলে নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল দান করিতে পারে না; অতএব ভক্তি ব্যতীত জীবের কোন অবস্থায় বা কোন অধিকারে সুখোদয় হয় না।

(৩) **ভক্তি স্বভাবতঃ মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ।** ভক্তি কিছুমাত্র উদিত হইলেই মোক্ষ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। যথা, নারদপঞ্চরাত্রে,—

হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়স্ত্বদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥

মুক্ত্যাদি সমস্ত সিদ্ধি এবং অদ্ভুত ভুক্তিসমূহ হরিভক্তি মহাদেবীর চেটিকা অর্থাৎ পরিচারিকারূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। অতএব অতিসুন্দর-রূপে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

অতএব যখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গ-চতুষ্টয়কে স্বভাবতঃ তুচ্ছ বোধ হইবে, তখনই শুদ্ধভক্তির উদয় স্বীকার করা যাইবে।

(৪) **হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা**; অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, যথা,—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥

হরিভক্তি দুই প্রকারে দুর্ল্লভা। প্রথমতঃ চিরকাল 'আসঙ্গ'-শূন্য হইয়া পুঞ্জ পুঞ্জ সাধন করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ 'আসঙ্গ'-যুক্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীহরি উহা সহজে দেন না। 'আসঙ্গ'-শব্দে ভজন-নৈপুণ্যকে

বুঝিতে হইবে। ভজন-নৈপুণ্য-বিহীন যে-কোন সাধনই হউক, তাহাতে হরি-ভক্তি লাভ হয় না। ভজন-নৈপুণ্যের সহিত বহুদিন ভজন করিলে নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ দূরীকৃত হয়। তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপাক্রমে স্বরূপ-জ্ঞানময়ী পরা ভক্তি উদিতা হন। এস্থলে তন্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন-সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি সহজে লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ভুক্তি অনায়াসে পাওয়া যায়। কিন্তু সহস্র সহস্র সাধনেও হরিভক্তি সহজে পাওয়া যায় না।

ভগবান্ যে সহজে ভক্তি দেন না, তাহা ভাগবতে কথিত হইয়াছে, যথা —

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্বচ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুবংশীয়দিগের পতি, গুরু, কুল-নায়ক, দেবতা, প্রিয় এবং কখন কখন আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কেননা, ভজনকারীদিগকে তিনি যত শীঘ্র মুক্তি দান করেন, তত শীঘ্র পরমধন ভক্তিযোগ দান করেন না। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"তস্মাদাসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে সতি যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা নববিধ সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যে পর্য্যন্ত শুদ্ধস্বরূপ-জ্ঞানময়ী ফল ভক্তিরূপা রতিতত্ত্বে গাঢ় আসক্তি না করেন, সে পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকে শুদ্ধা ভক্তি দেন না, তাঁহাদের ভজনাদি সমস্তই ছায়াভক্ত্যাভাসরূপে থাকে।

(৫) ভক্তি স্বভাবতঃ সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্ পূর্ণসচ্চিদানন্দ-স্বরূপ এবং জীব তাঁহার কিরণ-কণস্থানীয় অণু-চিদানন্দতত্ত্ব-বিশেষ। অতএব জীবেতেও চিৎ ও তদ্ধর্ম্মরূপ আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে আছে। আনন্দ বলিলে সহজে লোকে জড়সুখকে মনে করেন, কিন্তু সমস্ত জড়সুখ সমষ্টি করিলেও আনন্দ-তত্ত্বের নিকট স্বভাবতঃ ন্যূন। জড়গত আনন্দ অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক। চিদ্গত আনন্দ সান্দ্র অর্থাৎ নিবিড় বা

ঘনীভূত তত্ত্ব-বিশেষ। ভক্তি সেই সান্দ্রানন্দ-স্বরূপ। ভক্তির তুল্য আর জীবের আনন্দ নাই। ইহা জীবের সহজানন্দ। ব্রহ্মসুখও ইহার নিকট কিছুই নয়, যেহেতু জড়সুখকে অতিক্রম করত ব্যতিরেক চিন্তাতে যে নির্ব্বিশেষ সুখকে কল্পনা করা যায়, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ। **ব্রহ্মানন্দ জীবের নিত্যানন্দ নয়, জড়ের বিপরীত চিন্তাসুখ মাত্র।** অতএব শ্রীরূপ কহিয়াছেন,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধ-গুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু-তুলামপি ॥

যাহাকে কেবল অদ্বৈত-বাদিগণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ ব্রহ্মানন্দ বলেন, সেই আনন্দকে যদি পরার্দ্ধ-গুণীকৃত করা যায়, তাহাও ভক্তিসুখ সমুদ্রের পরমাণুর তুল্য হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মানন্দকে যতই আগ্রহদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা যায় না কেন, তাহা কখনই জীবের স্বরূপগত আনন্দের কিছুমাত্র সাদৃশ্য লাভ করিবে না। জীবের স্বরূপগত আনন্দ সহজ বস্তু, অতএব স্বাভাবিক। ব্রহ্মানন্দ জীবতত্ত্বের বিরূপগত-চেষ্টাজনিত সুখবিশেষ হওয়ায় তাহা অস্বাভাবিক, অতএব অস্থায়ী। অতএব 'হরিভক্তিসুধোদয়ে',—

ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধি-স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥

হে ভগবন্! তোমাকে সাক্ষাৎ-করণদ্বারা বিশুদ্ধ আনন্দ-সমুদ্রে আমি স্থিত হইয়াছি। জড়সুখের ত' কথাই নাই, ব্রহ্মসুখ প্রভৃতিও আমার নিকট এখন গোষ্পদ-তুল্য বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে অনেকস্থলে এইরূপ বাক্য আছে। বাহুল্যভয়ে আর শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

(৬) **ভক্তি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী।** যথা শ্রীরূপবাক্য,—

কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গ-সমন্বিতং।
ভক্তির্বশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী মতা ॥

সাধন-দশাগত শুদ্ধভক্তি সমস্ত প্রিয়বর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন, ইহাই ভক্তিদেবীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্ব-ধর্ম্ম। তাৎপর্য্য এই যে,—সাধনদশায় যে-পর্য্যন্ত শুদ্ধা ভক্তি উদিতা না হন, সে-পর্য্যন্ত **ভক্ত্যাভাসই** কার্য্য করে। সেই অবস্থায় ভক্তির দুর্ল্লভতা। কিন্তু সাধনদশা-সত্ত্বেও যখন শুদ্ধা ভক্তি উদিতা হন, তখন ভজনাঙ্গের কয়েকটি সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীবের সিদ্ধ-স্বরূপানুভব ও ভগবত্তত্ত্বের সিদ্ধ-স্বরূপানুভব ঐ সৌন্দর্য্যগুলি মধ্যে প্রদীপ্ত হয়। ফলভূত ভক্তিতে গাঢ় আসক্তিরূপ একটি ব্যাকুলতা জন্মে। তদ্রূপ

ভজন-দশা উপস্থিত হইলে শুদ্ধা সাধনভক্তি শীঘ্রই রতি বা ভাবরূপে প্রস্ফুটিতা হইয়া অবশেষে প্রেমরূপে দেদীপ্যমানা হন। ভাবাবস্থায় ভক্তি প্রিয়বর্গ-সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ মাত্র করেন, কিন্তু প্রেমাবস্থায় ভক্তি ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপকরণ করত পরমরস সম্ভোগ করান। এই সকল বিষয় পরে আরও পরিষ্কৃত হইবে। এ-সমুদায় বিচারপূর্ব্বক বিশ্ববৈষ্ণব-দাস নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্লোক লিখিতেছেন,—

ক্লেশঘ্নী শুভদা-ভক্তির্যদা সা সাধনাত্মিকা।
হৃদয়ে বদ্ধ-জীবানাং তটস্থ-লক্ষণান্বিতা ॥১॥
ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সা ভক্তির্ভাবরূপেণ যাবত্তিষ্ঠতি চেতসি ॥২॥
প্রেমরূপা যদা ভক্তিস্তদা তত্তদ্‌গুণান্বিতা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ॥৩॥
মুক্তানামেব সা শশ্বৎ স্বরূপানন্দরূপিণী।
সম্বন্ধ-স্বরূপা নিত্যং রাজতে জীব-কৃষ্ণয়োঃ ॥৪॥
ভক্ত্যাভাসেন যা লভ্যা মুক্তির্মায়া-নিকৃন্তনী।
সা কথং ভগবদ্ভক্তেঃ সাম্যং কাঙ্ক্ষতি চেটিকা ॥৫॥

শুদ্ধভক্তির তিনটি দশা। সাধন-দশা, ভাব-দশা ও প্রেম-দশা। সাধনদশা-প্রাপ্ত ভক্তির দুইটি স্বভাব,—ক্লেশঘ্নত্ব ও শুভদত্ব। ভাবাবস্থায় ভক্তির চারিটি স্বভাব লক্ষিত হয়,—ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব, মোক্ষলঘুতা-কারিত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব। প্রেমাবস্থায় ভক্তি ঐ চারিটি স্বভাব প্রকাশ করেন এবং তদধিক সান্দ্রানন্দ-বিশেষত্ব ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব আর দুইটি স্বভাব প্রকাশ করেন। জীব যতদিন বদ্ধাবস্থায় থাকেন ততদিন ভক্তির স্বরূপগত স্বভাব তিনটি অর্থাৎ সান্দ্রানন্দ-স্বরূপত্ব, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকত্ব ও সুদুর্ল্লভত্ব স্বভাবের সহিত তিনটি তটস্থ স্বভাব অর্থাৎ ক্লেশঘ্নত্ব, শুভদত্ব ও মোক্ষলঘুতাকারিত্ব স্বভাব অনুস্যূত থাকে। মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের ভক্তি—জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধগত সেবা ও স্বরূপানন্দ-রূপিণী হইয়া বিরাজমান হন। মায়ার আবরণ-নাশিনীরূপা **মুক্তি ভক্ত্যাভাসেই লভ্য হইয়া থাকে।** সেই মুক্তি ভগবদ্ভক্তি-দেবীর বহু পরিচারিকার মধ্যে একটি সামান্য পরিচারিকামাত্র। সে কিরূপে ভক্তিদেবীর সমান হইতে বাসনা করিতে পারে?

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৃন্দাবনে ভজন

বৃন্দাবন-ধামে আমি বসে আছি একা।
এ ভাবনা মধ্যে মধ্যে দেয় মোরে দেখা ॥
আছে মোর স্ত্রী-পুত্র কন্যা-নাতি সব।
কিন্তু অর্থ নাই বলি' বিফল বৈভব ॥
প্রকৃতির নগ্নরূপ দেখালে শ্রীকৃষ্ণ।
তব কৃপাবলে আজ হয়েছি বিতৃষ্ণ ॥
"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।"
কৃপাময়ের এই কৃপা বুঝিলাম কৈ ??১॥

অর্থহীন দেখি' মোরে ছেড়েছে সবাই।
কুটুম্ব-আত্মীয় আর বন্ধু-জন-ভাই ॥
দুঃখ হয়, হাসি পায়, একা বসি' হাসি।
মায়ার সংসার এই কা'কে ভালবাসি ??
কোথা গেল মাতা-পিতা আর স্নেহময়!
কোথা গেল জ্যেষ্ঠ যাঁরা স্বজনাদি হয়!!
তা'দের খবর কেবা দেবে মোরে বল।
নাম-মাত্র তা'দের সংসার রয়ে গেল ॥২॥
সমুদ্রের ফেনা যেন ক্ষণে সৃষ্টি-লয়।
মায়ার সংসারে খেলা সেইভাবে হয় ॥
কেহ নহে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন।
সবাই ফেনার মত থাকে অল্পক্ষণ ॥
সমুদ্রের ফেনা যেমন সমুদ্রে মিশায়।
পঞ্চভূতের দেহ তথা হয়ে যায় লয় ॥
কত দেহ এইভাবে ধরয়ে শরীরী।
অনিত্য শরীরে মাত্র আত্মীয় তাহারি ॥৩॥
আত্মীয় সবাই ভাই! আত্মার সম্বন্ধে।
আত্মীয়তা নাহি হয় মায়াময় গন্ধে ॥

সকলের আত্মা যিনি স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বে সবাই সমান ॥
আত্মীয় তোমার ভাই! যত জীবকোটি।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে তাঁরা হয় পরিপাটি ॥
'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব' ভোগবাঞ্ছা করে।
মায়ার সংসার তাই জাপটিয়া ধরে ॥৪॥

কর্ম্মফলে আসে সব নানা বেশ ধরি'।
বেশেতে মজিয়া থাকে ভুলিয়া শ্রীহরি ॥
অতএব মায়া তারে দেয় বহু দুঃখ।
দুঃখে হাবু-ডুবু তবু তাহে মানে সুখ ॥

চিররোগী দুঃখভোগী শয্যাতে শুইয়া।
'ভাল আছি আজ' কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হাসি পায় 'তার ভাল থাকার' কথায়।
মায়াবদ্ধ-জীবের ভাল এইভাবে হয় ॥৫॥

কত 'প্ল্যান' করে তারা ভাল থাকিবারে।
প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া দেয় সব বারে বারে ॥
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" ভগবানের মায়া।
'ভাল থাকার' অর্থ বুঝ ভাল ক'রে ভায়া ॥

কেহ 'ভাল' নাই হেথা 'তবু ভাল' বলে।
এইভাবে মায়া সব বদ্ধজীবে ছলে ॥
ছলনায় ভুলি জীব সর্ব্বদা মজ্‌গুল।
মায়া লাথি মারে তবু ভাঙ্গে নাকো ভুল ॥৬॥

বার বার 'প্ল্যান' করি বার বার ভাঙ্গে।
কখন ভূমিতে পড়ি' কখন ত' পঙ্কে ॥
এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড-ভরি' (জীব) করয়ে ভ্রমণ।
গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় পায় ভক্তি নিত্যধন ॥

সেই ধন মিলে যদি আর ধন ছাড়ে।
অনায়াসে চ'লে যায় সংসারের পারে ॥
ভব-পারে আছে চিদ্ বৈচিত্র্য অপার।
নিত্যশান্তি-নিত্যসুখে করয়ে বিহার ॥৭॥

বাতুল কহয়ে—"সেথা সব নিরাকার।
নির্ব্বিশেষ তিনি যেন শূন্যের প্রকার" ॥
রসের ভাণ্ডারী তিনি—"রসো বৈ সঃ"।
রসিক ভাবুক সেবে হই' তাঁর বশ ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রস আর।
সর্ব্বরস-শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্য রস সার ॥
চিদ্-জগতে 'রস' সব হয় উপাদেয়।
মায়াতে তার ছায়ামাত্র কিন্তু সব হেয় ॥৮॥

কৃষ্ণ যেই ভজে সেই হয়ত' চতুর ॥
মায়া যেই ভজে সেই হয়ত' 'ফতুর' ॥
'ফতুর' হইবার লাগি অনিত্য বিলাস।
সম্বন্ধ-জ্ঞান-হীনের হয় কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥

অর্জ্জুন করয়ে যুদ্ধ (আর) দুর্য্যোধন করে।
অর্জ্জুন ভকত-শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন মরে ॥
এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দুই প্রিয়াপ্রিয় হয়।
বুদ্ধিমান লোক যেই বুঝিতে পারয় ॥৯॥

'সম্বন্ধ' জানিয়া যেবা জীবন-যুদ্ধ করে।
সেইত' বাঁচিয়া থাকে আর সব মরে ॥
'সম্বন্ধ' না-জানি' যেবা আন্ পথে ধায়।
কৃষ্ণপ্রীতি নাহি মিলে বৃথা জন্ম যায় ॥

কৃষ্ণ সে 'সম্বন্ধ' আদি ভাল করে বুঝ।
সে-'সম্বন্ধ' রাখি' তুমি মায়া সাথে যুঝ ॥

তাহা ছাড়ি' হয় যেবা জ্ঞান-কর্ম্ম-বীর।
মোক্ষ নাহি পায় তারা হয় ত' অস্থির ॥১০॥

নামে-মাত্র মহাধীর, সকলে অশান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামীর ইন্দ্রিয় অদান্ত
অদান্ত ইন্দ্রিয় নহে যোগবলে বশ।
কত মুনি যোগী সব হয়েছে বিবশ ॥

হৃষীকেশ-সেবা বিনা হৃষীক-দমন।
করমের ফের সব ভুঞ্জায় শমন ॥
যোগেতে ইন্দ্রিয়-সংযম কভু নাহি হয়।
আগম-পুরাণে তাহা ভুরিভুরি কয় ॥১১॥

যোগীর আসনে বসেছিল বিশ্বামিত্র।
জন্ম দিল শকুন্তলা সুন্দরী পবিত্র ॥
এইভাবে যোগভ্রষ্ট জ্ঞানীর কি কথা।
কর্ম্মী সব মূঢ়-জন ব্যথিত সর্ব্বথা ॥

কৃষ্ণ যারে কৃপা করি' উপদেশ দেন।
তিনি ত' অর্জ্জুন-সম ভাগ্যবান্ হন ॥
আপনার সুখ-লাগি যেবা যুদ্ধ করে।
দুর্য্যোধনের মত সে সবংশেতে মরে ॥১২॥

কৃষ্ণের লাগিয়া যেবা নিত্য যুদ্ধ করে।
ঋদ্ধি, সিদ্ধি, জ্ঞান তার মুষ্ঠির ভিতরে ॥
গীতার উপদেশ ভাই বুঝ ভাল করি'।
পাইবে কৃষ্ণের সেবা ভজিবে শ্রীহরি ॥

সর্ব্বগুণে সুসম্পন্ন ভক্তজন হয়।
'অহিংসা' 'অক্রোধ' তাঁর কাছে কিছু নয় ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্

উপনিষদ্-বাণী

তৈত্তিরীয় (শিক্ষাবল্লী)

তৈত্তিরীয় উপনিষদের তিনটী ভাগ আছে। প্রথম ভাগ—শিক্ষাবল্লী, দ্বিতীয়ভাগ—ব্রহ্মানন্দবল্লী, এবং তৃতীয়ভাগ—ভৃগুবল্লী। শিক্ষাবল্লীর শিক্ষা-অনুসারে জীবন যাপন করিতে পারিলে ইহলোক ও পরোলোকে সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তিরূপে এবং ঐসকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা মিত্র-বরুণাদি-রূপে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রকারে আমাদের কল্যাণ করুন। তাঁহাকে নমস্কার। বায়ুরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার। তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ। তাঁহার একটী নাম 'ঋত'। সমস্ত প্রাণীর জন্য যে কল্যাণকারী নিয়ম, সেই নিয়মরূপ ঋতের তিনি অধিষ্ঠাতা। তাঁহার অপর একটী নাম 'সত্য'। তিনি সত্যের (যথার্থ ভাষণের) অধিষ্ঠাতা। সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বর আমাদিগকে সত্যভাষণ ও সৎ আচরণের শক্তি প্রদান করুন।

বৈদিক শব্দের উচ্চারণ (স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের) যথানিয়মে হওয়া কর্ত্তব্য। উচ্চারণের ভেদ ঘটিলে কার্য্যের বিপরীত অবস্থা হইয়া যায়। এজন্য বর্ণ উচ্চারণার্থ স্বর, মাত্রা, প্রযত্ন সমবৃত্তিতে উচ্চারণ ও সন্ধি প্রভৃতি শিক্ষার প্রয়োজন। বর্ণের মধ্যে যে সন্ধি থাকে তাহাকে 'সংহিতা' বলে। সংহিতা ব্যাপক রূপ ধারণ করিলে তাহাকে মহাসংহিতা বলে। স্বর, ব্যঞ্জন, স্বাদি, বিসর্গ ও অনুস্বার—সন্ধির এই পাঁচটী আশ্রয়। মহাসংহিতারও পঞ্চ আশ্রয়—লোক, জ্যোতি, বিদ্যা, প্রজা ও আত্মা (শরীর)। সন্ধির চারিটী অংশ আছে—পূর্ব্ববর্ণ, পরবর্ণ, উভয়ের মিলিতরূপ ও উভয়ের সংযোজক নিয়ম। লোক আদিরও চারিটী ভাগ—পূর্ব্বরূপ, উত্তররূপ, সন্ধি ও সন্ধান (সংযোজক)। ইহলোক পূর্ব্বরূপ, স্বর্গ উত্তররূপ। আকাশ এতদুভয়ের সন্ধি এবং বায়ু উহাদের সংযোজক।

জ্যোতি-বিষয়ক সংহিতা—অগ্নি পূর্ব্বরূপ, আদিত্য উত্তররূপ, আপঃ সন্ধি ও বিদ্যুৎ সন্ধান।

বিদ্যাবিষয়ক সংহিতা—আচার্য্য পূর্ব্বরূপ, অন্তেবাসী উত্তররূপ, বিদ্যা সন্ধি, প্রবচন (উপদেশ) সন্ধান।

প্রজাবিষয়ক সংহিতা—মাতা পূর্ব্বরূপ, পিতা উত্তররূপ, উভয়ের মিলনে উৎপন্ন প্রজা সন্ধি এবং প্রজননকার্য্য সন্ধান।

আত্মবিষয়ক সংহিতা—শরীরের প্রধান অংশ 'মুখ' বলিয়া মুখেরই অবয়ব সংহিতা বিভাগে বর্ণিত—অধরোষ্ঠ পূর্ব্বরূপ, উর্দ্ধোষ্ঠ উত্তররূপ, বাক্ সন্ধি এবং জিহ্বা সন্ধান।

এই পঞ্চবিষয় এখানে সঙ্কেতে বর্ণন করিয়াছেন। গুরু-উপদেশক্রমে ইহার যথাযোগ্য উপযোগ করিতে পারিলে অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। এই পঞ্চপ্রকার মহাসংহিতাকে জানিলে অনুকূল সন্তান, ব্রহ্মতেজ, আবশ্যকীয় ভোগ্য পদার্থ, স্বর্গাদি উত্তম লোক এবং জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত বাক্‌শক্তি লাভ হয়। 'ওঁ' এই বেদোক্ত নাম পরমেশ্বরের নাম বিষয়ক সকল মন্ত্র হইতেই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বরূপ। এজন্য প্রত্যেক মন্ত্রের আদিতে 'ওঁ' উচ্চারণ করা হইয়াছে। এই 'ওঁ' উচ্চারণ দ্বারা সম্পূর্ণ বেদ-উচ্চারণের ফল প্রাপ্তি ঘটে। **নামী-পরমেশ্বরের 'ওঁ' এই নাম সর্ব্বপ্রধানরূপে প্রকটিত। তিনি সকলের পরমেশ্বর বলিয়া 'ইন্দ্র' নামে প্রসিদ্ধ। 'ইন্দ্র'-অর্থে ঐশ্বর্য্যবান্। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য তাঁহাতেই আছে বলিয়া তিনি 'ইন্দ্র'-শব্দে উদ্দিষ্ট।**

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি। কিন্তু মহঃ ঐ তিনটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার রহস্য মহাবমস ঋষির পুত্র সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারেন। মহঃ ব্যাহৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ। ভূঃ—পৃথিবী, ভুবঃ—অন্তরীক্ষ, স্বঃ—স্বর্গ এবং মহঃ—সূর্য্য। সূর্য্যের দ্বারাই সকল লোক মহিমান্বিত। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি পরমেশ্বরের বিরাট্ শরীর স্থূল ব্রহ্মাণ্ডকে জানাইয়া দেয়। আর মহঃ ঐ বিরাট শরীরের প্রকাশকারী নাম-স্বরূপ। মহঃ সূর্য্যের নাম। সূর্য্যেরও আত্মা পরমেশ্বর। অতএব সূর্য্যদ্বারা তিনিই সকলকে প্রকাশিত করেন।

অগ্নিদেব বাক্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। আর বাণী প্রত্যেক বিষয়কে ব্যক্ত করিয়া স্বয়ং প্রাকাশিত বলিয়া উহাকে জ্যোতির অন্তর্গত বলা হয়। ভুব বায়ু। বায়ুদেবতা ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এবং ত্বক্ ইন্দ্রিয় স্পর্শ প্রকাশকারী জ্যোতি। স্বঃ অর্থে সূর্য্য। তিনি চক্ষুর অধিষ্ঠাতা। চক্ষু সূর্য্যের সহায়তায় রূপকে প্রকাশ করে বলিয়া জ্যোতিঃ পদার্থমধ্যে গণিত। মহঃ চতুর্থ ব্যাহৃতি চন্দ্রমা। তিনি মনের অধিষ্ঠাতা। মনের সহায়তায়ই সকল ইন্দ্রিয় স্ব-স্ব বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়-মধ্যে ও জ্যোতিঃ-মধ্যে মন ও চন্দ্রকে প্রধান বুঝিতে হইবে।

ভূঃ ঋগ্বেদ, ভুবঃ সামবেদ, স্বঃ যজুর্ব্বেদ এবং মহঃ ব্রহ্ম। কারণ "ব্রহ্ম দ্বারাই

সমস্ত বেদ মহিমান্বিত। সম্পূর্ণ বেদে বর্ণিত সমস্ত জ্ঞান পরমেশ্বর হইতে প্রকটিত এবং তাঁহাদ্বারাই ব্যাপ্ত; আর তাঁহারই তত্ত্ব বেদে বর্ণিত বলিয়া তিনিই মহিমান্বিত। এইরূপে বেদে এই সকল ব্যাহৃতির প্রয়োগ দ্বারা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ভূঃ প্রাণ, ভুব অপান এবং স্বঃ ব্যান বায়ু। আর অন্নই মহঃ রূপ চতুর্থ ব্যাহৃতি। কারণ অন্নই সমস্ত প্রাণীকে পোষণ করে এবং উহাদের বর্দ্ধনাদি কার্য্যের প্রধান সহায়।

অন্তর্হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ আকাশে বিশুদ্ধ প্রকাশ-স্বরূপ অবিনাশী অন্তর্যামী পুরুষ বিরাজমান। তাঁহার অপর নাম মনোময় পুরুষ। সেই অন্তর্হৃদয়ে অন্তর্যামীকে প্রত্যক্ষকারী জীব তালুর অভ্যন্তরে ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত সুষুম্না নাড়ীর দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যাদিতে অবস্থান করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেই মহাপুরুষ স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার উপর প্রকৃতির অধিকার থাকে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিপতি তাঁহার অধীন হইয়া যায়। সেই ব্রহ্ম আকাশ-সদৃশ, সর্ব্বব্যাপী, সত্তারূপ, মনের আনন্দ প্রদানকারী অখণ্ড শান্তির ভাণ্ডার-স্বরূপ অবিনাশী।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দশদিক্, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জল, ঔষধি, বনস্পতি, আকাশ এবং পাঞ্চভৌতিক শরীর সমস্তই আধিভৌতিক পংক্তিতে গণিত। শরীর-মধ্যে অবস্থিত বস্তুসকল আধ্যাত্মিক পদার্থ। তন্মধ্যে প্রাণ-অপানাদি পঞ্চবায়ুও গণিত। চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী, অস্থি, মজ্জা—এসকল শরীরগত ধাতু। এই আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পদার্থের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই তত্ত্ব অবগত হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়।

এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য জগৎ ব্রহ্মের স্থূল রূপ। 'ওঁ'-কারই ব্রহ্ম। 'ওঁ' অনুমোদন-সূচক অর্থাৎ কোন কথায় অনুমোদন করিতে হইলে কেবল 'ওঁ' উচ্চারণ দ্বারা তাহা স্বীকার করা হয়। কথারম্ভে 'ওঁ' উচ্চারণ করা হয়। সামবেদ-গানকারী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া বেদ গান করেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মে ঋত্বিক ওঁ উচ্চারণ-পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠারম্ভ করেন। ব্রহ্মা 'ওঁ' উচ্চারণপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুমোদন করেন। অধ্যয়নকারী ছাত্র সর্ব্বাগ্রে 'ওঁ' উচ্চারণপূর্ব্বক পাঠারম্ভ করেন। এইপ্রকার পরমেশ্বরের নামরূপ ওঁ-কারের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন বিশেষ উপযোগী। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতে করিতে যথাযোগ্য সদাচার পালন, সত্যভাষণ, স্বধর্ম্ম পালনার্থ কঠোর কষ্টসহন, ইন্দ্রিয় দমন, মনের দমন, অগ্নিহোত্র, অতিথিসেবা, মনুষ্যোচিত ব্যবহার,

শাস্ত্রোক্ত বিধিতে গর্ভাধান, ঋতুকালে ভার্য্যাগমন—এসকল শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

'ত্রিশঙ্কু' নামক ঋষি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া এইপ্রকার অনুভব করিয়াছিলেন—আমি অনাদিকাল প্রচলিত সংসার-বৃক্ষের উচ্ছেদ করিয়াছি—আমার কীর্ত্তি পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় উন্নত,—আমি রোগ শোকাদি হইতে মুক্ত—সর্ব্বদা অমৃত-স্বরূপ এবং পরমানন্দরূপ অমৃত সমুদ্রে নিমগ্ন ও শ্রেষ্ঠ ধারণাযুক্ত বুদ্ধি-সম্পন্ন। মনুষ্য যদি পরমেশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হয় তাহা হইলে এইপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে।

বেদপাঠান্তে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর প্রতি আচার্য্যের উপদেশ :—সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে। বর্ণাশ্রমানুকূল শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বেদাভ্যাস, সন্ধ্যা-বন্দনা, গায়ত্রীজপ ও ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদিতে কোনদিন আলস্য করিওনা। গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ যথাযোগ্য ধনপ্রদান করিবে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ করিয়া পুত্রাদি উৎপাদন করিবে। বৃথা বাক্য ব্যয় করিবে না। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় শুভকর্ম্মে অবহেলা করিবে না, লৌকিক উন্নতির জন্য ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধি করিবে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম এবং দেব-পিতৃকার্য্য সম্পাদনে অবহেলা করিবে না। মাতাপিতা ও আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। নির্দ্দোষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ভ্রমক্রমে স্বপ্নেও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না। ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে পাদ্যাদি দ্বারা যথাযোগ্য সেবা করিবে। শক্তি অনুসারে দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত না দিয়া ভয় ও লজ্জায় দান করিবে। অর্থাৎ নিজে দানী অভিমান না করিয়া শাস্ত্র আজ্ঞা মানিয়া কার্য্য করিবে। শাস্ত্রাজ্ঞায় ভীত হইয়া দান করিবে। আমি যাহা দিতেছি তাহা খুবই কম—এ ধারণায় লজ্জা আসিবে ; সর্ব্বদা বিবেকের সহিত দান করিবে। এসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সংশয় উপস্থিত হইলে উপযুক্ত জ্ঞানীর আচরণের অনুসরণ করিবে। এই সকলই শাস্ত্রের আজ্ঞা। উপযুক্ত পিতামাতা ও আচার্য্যের ইহাই উপদেশ। ইহাই ঈশ্বরের আদেশ জানিবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

———

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন (১)

শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরম পরিপূর্ণ চেতনবস্তু—বিভুবস্তু—ত্রিকাল-সত্য বস্তু। কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাকে মহাপুরুষ বা প্রচারক মাত্র মনে করেন। কিন্তু তিনি সেরূপ বস্তু নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীজগন্নাথমিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু অবতার মাত্র নহেন, তিনি সকল অবতারের অবতারী—অনাদি ও সর্ব্বকারণকারণ। তিনি অসমোর্দ্ধ-বস্তু—কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও তিনি বিপ্রলম্ভ-অবতার। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সম্ভোগময় বিগ্রহ আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। তিনি ষোল কলাবিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু। তিনি স্বয়ং ভগবান্—অংশী ভগবান্ বা পরমেশ্বর। তিনি অজবস্তু হইয়াও জগদুদ্ধারার্থ কৃপাপূর্ব্বক যশোদাভিন্ন শ্রীশচী-দেবী ও নন্দাভিন্দ শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহে বঙ্গদেশে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হন। ভগবানের পার্ষদ ভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

সেই ব্রজেশ্বর ইহঁ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী ইহঁ শচীদেবী মাতা॥
সেই নন্দসুত ইহঁ চৈতন্যগোসাঞি।
সেই বলদেব ইহঁ নিত্যানন্দ ভাই॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৯৪-২৯৫)

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥ (ঐ ২৭৫)
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥ (ঐ ২।৮-৯)
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥ (ঐ ৬।৮১-৮২)

নিত্যসিদ্ধ গৌড়ীয়-মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন—

ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই,　　শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল,　　তারে গোরা উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥ (প্রার্থনা)

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও স্বকৃত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গ্রন্থে কৃপা-পূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

আজানু-লম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম-পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১-২)
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেবপ্রায় তেঁহো স্বধর্ম্ম-তৎপর ॥
তান পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয় দেবকী যেন সেই জগন্মাতা ॥
তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সংসার-ভূষণ ॥ (ঐঃ আঃ ১।৯২-৯৪)
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান্।
কীর্ত্তন-বিহারে হইয়াছেন বিদ্যমান ॥ (ঐ অঃ ৯।৩৭৫)
কলিযুগধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্বসার।
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার ॥
কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ ॥ (ঐ আঃ ২।২২,২৩,২৬)

মদীয় ইষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

"চরম কল্যাণের একমাত্র সেতু, পরাৎপরবস্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যদেব। কেহ কেহ মনে করেন,—তিনি একজন ভক্ত বা মহাপুরুষ কিংবা একজন আচার্য্য-বিশেষ বা ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র, কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু জানালেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। পরমেশ্বর-বস্তু তিনিই সকলের মূল আশ্রয়। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণামশীল কোন বস্তু-বিশেষ নন। তিনি নিত্যকাল অবস্থিত। তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত নন, কালের অধীন নন। তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনিই থাকবেন। তিনি সকল কারণের কারণ বস্তু। তাঁর নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁর রূপ—গৌরকান্তি, তাঁর গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁর লীলা—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান, তাঁর স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যে দান পাওয়া যায় না, যা অন্যত্র সম্ভব হয় না, সেই দানের প্রকৃষ্টরূপে একমাত্র দাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

"শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মেরও আকর বস্তু, ইহা যিনি বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং কৃষ্ণ।

"দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগৎকে বল্‌লেন—আমিই সাক্ষাৎ ভগবান্, আমার উপাসনা কর। তোমাদের মঙ্গল হ'বে। কিন্তু অনেকে কৃষ্ণ-ভজন বুঝিল না। সেইজন্য পরমকরুণাময় ভগবান্ ভক্তরূপে—ভজনকারী-রূপে এ জগতে আসিলেন গৌরাঙ্গরূপে। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব কৃষ্ণই। তিনি অবতারী। শ্রীগৌরাঙ্গদেব রাম-নৃসিংহের ন্যায় অবতার মাত্র নন। অন্যান্য অবতার তাঁরই অংশ। তিনি পরিপূর্ণ ভগবান্—অংশী ভগবান্।

"অজ্ঞতাবশতঃ গৌরাঙ্গদেবকে যিনি যে ভাবেই দেখুন, তিনি যদি তাঁর কথা শুনেন, তাঁর দাসগণের নিকট পৌঁছেন, তাহা হইলে তাঁর ভ্রান্তধারণা অবশ্যই দূর হইবে—তিনি নিশ্চয়ই পরম সত্যের সন্ধান পাইবেন। তখন তিনি তাঁর কৃপাতেই তাঁকে পরমেশ্বর ব'লে জান্‌তে পারবেন।

"প্রকৃতপ্রস্তাবে যদি কেহ চৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে কৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করেন, তবে মায়া হইতে উদ্ধার পাইবেন। চৈতন্য-দেবের চরিত্র আলোচনা ব্যতীত জড়তা যায় না—চৈতন্য হয় না।"

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই জগদুদ্ধারার্থ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। কলিকালে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধেয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবই জীবের উপাস্য এবং কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম বা উপাসনা—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)

একাদশস্কন্ধে যুগাবতার-বর্ণন-প্রসঙ্গে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন শ্রীনিমি মহারাজকে বলিতেছেন—হে মহারাজ! দ্বাপর-যুগাবতার ভগবান্ জগদীশ্বরকে সজ্জনগণ যে-ভাবে স্তব করিয়া থাকেন তাহা তোমাকে বলিলাম। এখন কলিযুগের অবতার ও তাঁহার স্তুতির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর—

সুমেধা সজ্জনগণ এই কলিকালে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন-মুখে কলিযুগোপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই উপাস্য কিরূপ? তিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, সর্ব্বক্ষণ সপার্ষদে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন-রত।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের স্তুতি—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চি-নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণত-পাল ভবাব্ধি-পোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ (ঐ ১১।৫।৩৩)

হে প্রণতপালক, হে মহাপ্রভো! আপনিই একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক, আপনিই বাঞ্ছা-কল্পতরু, নিখিল ভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চির বন্দ্য, আপনিই সকলের শরণ্য, ভক্তের দুঃখ হরণকারী এবং ভব-সমুদ্রের একমাত্র নৌকাস্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য-বচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ (ঐ ১১।৫।৩৪)

হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণ অপেক্ষাও দুস্ত্যজ্য স্বরাজ্যলক্ষ্মী (অর্থাৎ আপনার অবিচ্ছেদ্য অভিন্ন শক্তি)—যাঁহার (কৃপাকটাক্ষ) দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্য রক্ষার্থ সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন, আবার বাহিরে আচার্য্যরূপ মর্য্যাদা বা বৈধী-ভক্তি-পালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অন্যাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, কুতার্কিক, পাষণ্ডী, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি) সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহাকরুণা-প্রদর্শনাভিলাষে নিজচরণ-স্পর্শপ্রদান দ্বারা (উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে ভগবদ্ভক্তি বিতরণরূপ কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন ; আমি সেই আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।

উপরি-উক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগের যুগধর্ম্ম যুগ-অবতার ॥
শুনহ সকল লোক চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥
"কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজসুখে ॥
"কৃষ্ণবর্ণ" শব্দের এই অর্থ পরমাণ।
কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥
কেহ যদি কহে তাঁরে কৃষ্ণবরণ।
আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ ॥
দেহ-কান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে তাঁর কহে পীতবরণ ॥
জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্রধরে ॥
সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে 'কৃষ্ণনাম' যজ্ঞ-সার ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

ভগবৎপার্ষদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদও স্বকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এইরূপ বলিয়াছেন—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি-বৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি-বৈভব-লক্ষিত যিনি ভিতরে অর্থাৎ স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং বাহিরে গৌরস্বরূপ, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

এখন আমরা শ্রুতি, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বিভিন্ন পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, যামল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব অর্থাৎ ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।—

শ্রুতি বলেন—

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

(**শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ** ৩।১২)

সেই পুরুষ মহান্ প্রভু অর্থাৎ স্বামী বা মহাপ্রভু। সেই মহাপ্রভুই বুদ্ধি-বৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত নিত্য-শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ হইয়াও অব্যয়; সাধারণ মূর্ত্তপদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

(**মুণ্ডকোপনিষৎ** ৩।৩)

যে কালে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি হেমবর্ণ বিগ্রহ আদি পিতা জগৎ-কর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন তিনি পরবিদ্যা লাভ-ফলে পাপ-পুণ্য হইতে মুক্ত ও নির্ম্মল হইয়া সমতা লাভ করেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ দেহে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

মহাভারতে অনুশাসন-পর্ব্বোক্ত শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রেও আমরা পাই—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥

ইহার অর্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥
তপ্তহেম-সম-কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ যিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর ॥

দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত ॥
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য-গুণ-ধাম ॥
আজানুলম্বিত-ভুজ কমল-লোচন।
তিল-ফুল-জিনি নাসা, সুধাংশু-বদন ॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র-নামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

নিখিল শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা-পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

তাঁর (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নাম-করণে করিয়াছে নির্ণয় ॥
শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের ধর্ম্ম ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

বায়ু-পুরাণেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥
পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনস্য ফল্গুনী-ঋক্ষ-যোগতঃ।
ভবিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ ॥

হে দেবগণ, তোমরা ভক্তরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর। আমি কলিকালে শচীসুতরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজে আচরণপূর্ব্বক জীবগণকে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করাইব।

আমি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বফল্গুনী-নক্ষত্রে মিশ্র পুরন্দর শ্রীজগন্নাথের

গৃহে শচীগর্ভে গৌররূপে আবির্ভূত হইব।

শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন—

স্বর্নদী-তীরমাস্থায় নবদ্বীপ-জনালয়ঃ।
তত্র দ্বিজকুলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামি জনালয়ে॥
ভক্তিযোগ-প্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাস-রূপমাস্থায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামধৃক্॥
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণঃ পুলকাবলি-বিহ্বলঃ।
ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি হরিকীর্ত্তন-তৎপরঃ॥ (বায়ুপুরাণ)

আমি গঙ্গা-তটস্থ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ-বংশে অবতীর্ণ হইব। অনন্তর জীবগণকে ভক্তি-প্রদানার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'নামে পরিচিত হইয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলকেই হরিনাম কীর্ত্তন করাইব।

বায়ু পুরাণ আরও বলেন—

কলেঃ প্রথম-সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্ম-সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর-বিগ্রহঃ॥

কলির প্রথম সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিরাজ করিবেন।

সৌরপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন—

স্বর্ণ গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোত-তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

আমি কলিকালে আজানুলম্বিতভুজ গৌরাঙ্গরূপে গঙ্গাতীরে আবির্ভূত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সকলকে হরিনাম সংকীর্ত্তন করাইব।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীভগবান্ মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিতেছেন—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য। আমিই নিজরূপ গোপন-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম্ম-স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি।

উপপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥

হে ব্যাস, আমি কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক পাপমলিন জীবগণকে হরিনাম কীর্ত্তন করাইব।

উদ্ধামায়তন্ত্রে দেখিতে পাই—

মায়াপুরে মহেশানি ! (দুর্গে !) বারমেকং শচীসুতঃ।

কপিলতন্ত্রেও আছে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি ॥

শ্রীভগবান্ কলিকালে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে ব্রাহ্মণ-গৃহে আবির্ভূত হইয়া নিজগণসহ সকলকে হরিকীর্ত্তন করাইবেন।

বিষ্ণুযামলে ভগবান্ বলিয়াছেন—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে ॥

আমি ভগবান্ হইয়াও ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক হরিসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনার্থ মায়াপুরে আবির্ভূত হইব।

অনন্ত-সংহিতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী পরিবারিতে ॥

আমি কলিকালে নিজপার্ষদ ভক্তগণসহ গঙ্গা-তটস্থ নবদ্বীপে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইব।

অনন্ত-সংহিতাতে আমরা আরও দেখিতে পাই, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে ২য় অধ্যায়ে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে ?"—পার্ব্বতীদেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন —

যস্যাস্তি ভক্তিব্রজরাজপুত্রে শ্রীরাধিকায়াঞ্চ হরেঃ সমায়াম্।
তস্যাস্তি চৈতন্য-কথাধিকারো হরেরভক্তস্য ন বৈ কদাচিৎ ॥

[হে দেবি, যাঁহার ব্রজরাজ-তনয় শ্রীকৃষ্ণে ও কৃষ্ণতুল্য শ্রীরাধিকায় ভক্তি আছে, তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা শ্রবণাদিতে অধিকার।]

য আদিদেবোঽখিল লোকনাথো
যস্মাদিদং সর্ব্বমভূৎ পরাত্মা।
লয়ং পুনর্যাস্যতি যত্র চান্তে
তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে ॥

[হে দুর্গে ! যিনি আদিদেব, অখিল লোকনাথ, পরমাত্মা এবং যাঁহা হইতে সর্ব্ব জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহাতে সমস্ত লয় হয়, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিবে।]

ব্রহ্মেতি যং বেদবিদো বিদন্তি
বিদ্বাংসমাদ্যং খলু কেচিদাহুঃ।
ঈশং তথান্যে জগদেকনাথং
পশ্যন্তি কেচিৎ পুরুষোত্তমঞ্চ ॥
য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি ॥
পরাত্মনে নমস্তস্মৈ সর্ব্বকারণহেতবে।
আদিদেবায় গৌরায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ॥

হে পার্ব্বতি, যাঁহাকে বেদজ্ঞগণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করেন, কেহ কেহ আদি বিদ্বান্ বলেন, অপরে জগতের একমাত্র স্বামী ঈশ্বররূপে দর্শন করেন, আবার কেহ কেহ পুরুষোত্তমরূপে জানেন, যিনি শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই জগদীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর। সেই সর্ব্বকারণ-কারণ আদিদেব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গকে নমস্কার করি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

"শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ"-গ্রন্থের ভূমিকা

আমার বক্তব্য

এই গ্রন্থের নাম—"শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ"। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ"-নামক একখানি পৃথক্ গ্রন্থ শ্রীল রূপপাদের বিরচিত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পদ্য-ছন্দে সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত উন্নত সেবকগণ রূপানুগ ধারায় স্নাত হইতে ইচ্ছা করেন। কারণ, শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীধাম পুরীতে অবস্থানকালে শ্রীল রূপপাদের একটী শ্লোক শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—শ্রীরূপ আমার অন্তর্নিহিত গুপ্তকথা কি-প্রকারে অবগত হইল? নিকটস্থ ভক্তগণ বলিয়াছিলেন যে,—আপনার কৃপাতেই তিনি আপনার গূঢ় ভাবসকল অবগত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীল রূপপাদের ক্রিয়াকলাপ, আচার-বিচার সমস্তই মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ হওয়ায় গৌড়ীয়গণ রূপানুগ হইতে গৌরব বোধ করেন। তজ্জন্য আমরা এই গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' শ্রীল ঠাকুরের পদ্যানুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকই মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণববর্গের একমাত্র ভজন-সম্পৎ। শ্রীল রূপপাদ ও অন্যান্য গোস্বামিগণ এই 'শিক্ষাষ্টক'কেই বিস্তৃত করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থরাজিতে

বিবৃত ও বিস্তার করিয়াছেন। এক কথায় সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থই এই শিক্ষাষ্টকের বিবৃতি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোস্বামিবর্গের রচিত স্তব-স্তুতিমূলক অষ্টকাদির সুললিত কাব্যছন্দে মর্ম্মানুবাদ করিয়া রূপানুগ সাধক ও সিদ্ধবর্গের পরমমঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়াছেন। এই ভজন-সম্পদে তাহা সমস্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মোটামুটী ১১টী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বিষয়-সূচী আলোচনা করিলে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী' ও 'শ্রীনাম-মাহাত্ম্য' এই গ্রন্থের চরমে প্রদত্ত হইয়াছে। উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপানুগ-ভজন-সম্পৎ। ইহার দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল ঠাকুরের স্থান গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের তুল্য পর্য্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে।

'রূপানুগ-ভজন' বলিতে উন্মার্গগামী 'ইঁচড়ে পাকা' সহজিয়াগুলি কেবলমাত্র পারকীয় মাধুর্য্য-রসের ভজনকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করেন। অন্যান্য দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি রূপানুগ-ভজনের অন্তর্গত কোন রস নহে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সহজিয়াগণের রস-তত্ত্বানভিজ্ঞতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়। আজকাল সারস্বত-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবস্থিত অনেক ব্যক্তি রূপানুগ-বিচারধারা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'ইঁচড়েপাকা' সহজিয়াগণের পদাজ্ঘ্রি-লেহন করিয়া বলিয়া থাকেন,—"প্রচার করিয়া কি হইবে—কীর্ত্তন করিয়া কি হইবে—'ভজন কর', 'ভজন কর'।" এই শ্রেণীর পাষণ্ডগণ 'ভজন কর' বাক্যের দ্বারা শ্রীনাম-ভজনের পরিবর্ত্তে চুপ্ করিয়া বসিয়া বসিয়া শ্রীমালায় নাম করার অছিলায় 'কাছি-টানা'কেই ভজন বলিয়া মনে করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা বহুলোক-সমক্ষেই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও লজ্জাবোধ করেন না। হরিকীর্ত্তন-সেবাই রূপানুগ-ভজন—অন্য রীতি রূপানুগ-ভজন-রীতি নহে।

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারই হরি-কীর্ত্তন। শ্রীনাম-কীর্ত্তন বলিলে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সমস্ত তত্ত্বেরই কীর্ত্তন বুঝাইবে। সুতরাং যাঁহারা প্রচারক, তাঁহারাই একমাত্র হরিনামাশ্রিত—কীর্ত্তনীয়া এবং রূপানুগ-ভজনকারী। যাহারা মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন না বা প্রচারের সহায়তা করেন না, তাহারা রূপানুগ-ভজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্রীল রূপপাদের জীবনী এবং তাঁহার ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—
—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা শ্রীল রূপপাদের জীবনীতে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত।

কতকগুলি 'পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ' বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মতে 'রাক্ষস-ব্রাহ্মণ' শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্যের বিরোধী ও ধ্বংসকারী ধর্ম্মধ্বজিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কারণ মধ্ব-আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরোধিদলকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন—ইহাও তাঁহার ক্ষাত্র ধর্ম্ম! যথা—"অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব প্রভেদিনা" ইত্যাদি বাক্যে 'অসি' ধারণে ব্রাহ্মণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—বীরত্ব আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা, অলসতা, সেবা-নিষ্ক্রিয়তাকেই বৈষ্ণবতা মনে করিয়া তাঁহারা 'ভজনানন্দী-' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে চাহেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাকেই বলে—স্ত্রৈণ ধর্ম্ম বা effeminate nature. এই শ্রেণীর সহধর্ম্মিগণের মধ্যে অনেককেই দেখা যায়, তাহারা আপনা-আপনি 'মঞ্জরী' সাজিয়া নিজের নাম, রূপ, বয়স, সম্বন্ধ, বেষ-ভূষা প্রভৃতি একাদশ ভাব অঙ্গীকার করিয়া যদিচ্ছাক্রমে স্ত্রী-চিন্তায় মগ্ন হন। তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা নিজেরাই পুরুষ হইয়া স্বকল্পিত মানস-মঞ্জরী-মহিলাকে সর্ব্বদাই অবৈধভাবে ভোগ করিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার মনোমৈথুন। তাহাদের এইরূপ মানসিক কু-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাহ্যজগতে প্রত্যক্ষক্ষেত্রেও প্রকাশিত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহাকে মহাপাষণ্ডতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বলিতে হইবে। এই "শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ" এই শ্রেণীর লোককেও সৎপথে আনয়ন করিয়া তাহাদের পরমমঙ্গল বিধান করিবে।

এই গ্রন্থে বিষয়-সূচী, শ্লোক-সূচী ও পয়ার-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিলেও তাহা পাঠকবর্গের সহজেই বোধগম্য হইবে। এই গ্রন্থখানি ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠার আকারে ১৪৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মুদ্রণাদি ব্যয় অত্যন্ত মহার্ঘ হইলেও ইহার মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র রাখা হইল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ এই গ্রন্থ-প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধন্যবাদের পাত্র। কিমধিকমিতি—

শ্রীশ্রীবলদেব আবির্ভাব ও
শ্রীশ্রীঝুলন-পূর্ণিমা-তিথি
২৯শে শ্রীধর, ৪৭২ শ্রীগৌরাব্দ
১২ই ভাদ্র, ১৩৬৫ সাল
ইং ২৯।৮।৫৮

শ্রীশ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

"চীনসুরা"

(১)

ধন্য শহর চীনসুরা তুমি
তোমারে প্রণাম করি,
নাম-গানে সদা রয়েছ বিভোর
সাধুজন সঙ্গ বরি'।
পুরবাসী সবে মিলি'
ভক্তিরে দিছে ডালি,
অমৃত বার্ত্তা বহিছে যেথায়
শ্রীউদ্ধারণ মঠ গড়ি'।

(২)

ন্যাসী গুরুজীর চরণ পরশে
পূত তব ধূলিকণা,
নিত্য গঙ্গা-মাতাজী স্পর্শনে
রহে না'ক পাপকণা।
ভক্তি ও শক্তি আশে
আসে লোকে গুরু-পাশে,
নাম-মন্ত্র দানিতে হেথা যে
গোলোকের ঘাঁটি রচনা।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৬ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ৯৭ পৃষ্ঠা হইতে ১০০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ১০০ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

এস্থলে বক্তব্য এই যে, গৌড়ীয় গোস্বামিগণ অচিন্ত্যভেদাভেদের দ্বারা যদি অদ্বৈত-সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়া থাকেন—এইরূপ যুক্তি যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণকে অদ্বৈতবাদী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিতে হইবে ; —ইহা কখনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিবেন না ও করিতে পারেন না। সিদ্ধান্তান্তরে এই সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইবে যে, মধ্বের ভেদবাদ ও গৌড়ীয়গণের অচিন্ত্যভেদাভেদে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। শুধু তাহাই নহে, মধ্বের 'ভেদ'-বাদের অন্তরালে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-বিচারই সুস্পষ্ট এবং জীবপাদের অচিন্ত্যভেদাভেদের অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্ত বিচার করিলে মধ্বের ভেদ বা দ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইবে—অদ্বৈত সিদ্ধান্ত নহে।

আমার মনে হয়, নাথ মহাশয় মধ্বের দার্শনিক বিচার-গ্রন্থ সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেন নাই ; করিলেও তাহা নিরপেক্ষ-দৃষ্টির অভাব-হেতু তাঁহার আলোচনায় সঠিক বিষয় প্রকাশিত হয় নাই। কারণ দেখা যাইতেছে—তাঁহার লিখিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন'-গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের নাম বা তাঁহার বিচার বা প্রমাণসমূহ অতি অল্পই গৃহীত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার ১৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থের মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের বিচারই সর্ব্বত্র পরিস্ফুট এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সহিত শঙ্করের তুলনা-মূলক বিচার দেখাইতে গিয়াও তিনি রামানুজের মতকেই স্বীয় মতের পোষকতায় গ্রহণ করিয়াছেন ;--শ্রীজীবপাদ, বলদেব প্রভুর কথা এত অল্প গৃহীত হইয়াছে যে, তাহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে ; মধ্বের কথা দূরে থাকুক্। এমন কি, শঙ্কর-মত খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে-স্থলে মধ্ব, জীবপাদ বা বলদেবের যুক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও চমৎকারিতা স্থাপন করিয়াছে, সেস্থলেও তিনি উক্ত আচার্য্যবর্গের পরিবর্ত্তে রামানুজের মতই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই নাথ মহাশয়ের বৈশিষ্ট্য।

নাথ মহাশয়ের মতে **সম্প্রদায় পার্থক্যের মূল-কারণ—ব্রহ্ম, জীব ও জগতের বিচার-বৈষম্য।** প্রকৃতপ্রস্তাবে আমরা তাঁহার সহিত এবিষয়ে একমত হইতে পারিলাম না। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-আচার্য্যবর্গের ভিতরে অল্প-বিস্তর সাম্যই লক্ষ্য করা যায়—ইহা তিনিও অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত সম্বন্ধে মধ্বের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কোন পার্থক্য নাই, ইহা আমরাও প্রসঙ্গতঃ প্রদর্শন করিব। সামান্য মতভেদই সম্প্রদায়-ভেদের কারণ নহে। 'উপাস্য—বিষ্ণু, উপাসনা—ভক্তি এবং

প্রাপ্যবস্তু—মুক্তি বা সেবা'—এই তিনটী তত্ত্ব সম্বন্ধে চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে সামান্য সামান্য পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ তাহাদিগকে পার্থক্য বলা যাইতে পারে না, পরন্তু একই সাদৃশ্য-ধর্ম্মযুক্ত। **উপাস্য তত্ত্বের পার্থক্য লইয়া অথবা পরতত্ত্বের উৎকর্ষ লইয়াই বৈষ্ণবগণের সম্প্রদায়-ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।** সাধ্য, সাধন ও সাধক-তত্ত্ব-বিষয়েও তার থাকায় সম্প্রদায়-তারতম্যের কারণ বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা ইহা প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে পরতত্ত্বের বা উপাস্য অনুভূতির তারতম্যই সম্প্রদায়-তারতম্যের মূল কারণ। এবং যিনি র উপাস্য তত্ত্বের বিচারে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ততই শ্রেষ্ঠত ভ করিয়াছেন। জীবগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে সেই সেই—সাম্প্র ক আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজন লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আত্ম-বিক্রয়

এক্ষণে "মহাপ্রভু শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় কেন স্বীকার করিলেন," বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে আমি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদ বিশেষরূপে আলোচনা করিতে বলি। তাহাতে দেখিতে পাইবেন, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান ও রামানন্দবসু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত বলিয়াছিলেন—

কুলীনগ্রাম-বাসীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥
'গুণরাজ-খান' কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ—"মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৮-১০১)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই বর্ণনা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের গুহ্যতম ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। 'গুণরাজ খান' নামক জনৈক বৈষ্ণব 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'-নামক একখানি কবিতা-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করেন। সেই গ্রন্থে "নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ" এইরূপ একটী বাক্য লিপিবদ্ধ হওয়ায়

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুগ্ধ হইয়া "তাঁর বংশে বিকাইনু হাত" বলিয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার পুত্র, পৌত্র শ্রীল সত্যরাজ খান ও শ্রীল রামানন্দ বসুকে বলিতেছেন যে, তোমাদের কি কথা, তোমাদের গ্রামের মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কুকুরও আমার অতি প্রিয়।

উক্ত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়'-গ্রন্থখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—এই গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার পদ্য-কাব্যের আদি-গ্রন্থ। * আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থখানির একটু পরিচয় মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের 'অনুভাষ্য' হইতে পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।—

"আদিকবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই (১৩৯৫) শকাব্দায় ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন, এবং চৌদ্দশত দুই (১৪০২) শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

"শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থের রচনা—অতিশয় সরল, এমন কি, বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণও এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়,—ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই; চৌদ্দ অক্ষর পয়ারের অনেক স্থলে ষোল-সতর অক্ষর বা বার-তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সেই সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারেন না। **এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কেই 'সম্পূর্ণ' বলা যাইতে পারে না।**

"**এই গ্রন্থ পারমার্থিক-লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়।** বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ-খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম ও একাদশ-স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাপ্রভু এত প্রশংসা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই গ্রন্থখানি বঙ্গবাসীগণের পক্ষে বড়ই আদরের ধন; বিশেষতঃ কেহ কেহ বলেন,—**এই গ্রন্থখানিই বঙ্গভাষার আদিকাব্য।**

---

* 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'—গ্রন্থ বিশেষ। অনেকেই বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থই আদি বঙ্গীয় পদ্য-কাব্য-গ্রন্থ।—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য, চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৯)

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসুর হস্তে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।"

এস্থলে মূল পয়ারটী পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।—

"একভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পয়ারটীর দ্বিতীয় ছত্র উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, "এই বাক্যে বিকাইনু **তাঁর বংশের হাত**।" এস্থলে গুণরাজ খাঁন (মালাধর বসু) প্রভুর বংশের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি, বিশেষতঃ যে-বংশে মহাপ্রভু আত্মবিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং উক্তি করিয়াছেন।—

বঙ্গদেশের সম্রাট্ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন উন্নত ব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ, গুহ, বসু, মিত্র ও দত্ত উপাধিতে ভূষিত বিভিন্ন পাঁচজন কায়স্থও আনয়ন করিয়াছিলেন। কায়স্থগণ সর্ব্বতোভাবে উন্নত থাকায় ব্রাহ্মণগণেরও সম্মানের পাত্র ছিলেন। সেই কায়স্থগণের মধ্যে দশরথ বসু অন্যতম। এই দশরথ বসুরই বংশে শ্রীমালাধর বসুর আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীমালাধর বসু নানা গুণে বিভূষিত থাকায় বঙ্গের সম্রাট্ তাঁহাকে 'গুণরাজ খান' এই উপাধিতে বিভূষিত করেন। তজ্জন্য বসু-বংশ-কুলতিলক এই মালাধর বসুর বংশকে 'খান'-বংশাখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। গুণরাজ খাঁন উক্ত দশরথ বসুর ত্রয়োদশ অধস্তন। জগদ্বরেণ্য গুণরাজ খাঁনের পুত্র সত্যরাজ খাঁন, সত্যরাজ খাঁনের পূর্ব্বনাম লক্ষ্মীনাথ বসু এবং শ্রীরামানন্দ বসু সত্যরাজ খাঁনের পুত্র। সুতরাং গুণরাজ খাঁনের পুত্র ও পৌত্রকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েই গুণরাজ খাঁনকে লইয়া তিন পুরুষের কথা অবগত হওয়া যায়। আমরা এস্থলে গুণরাজ খাঁনের পূর্ব্বপুরুষ দশরথ বসু হইতে রামানন্দ বসু পর্য্যন্ত বংশ-তালিকা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি। নিম্নে যে যে নাম উল্লেখ করিতেছি, তাঁহারা পরস্পর পুত্র বলিয়া জানিতে হইবে।—

১। দশরথ বসু, ২। কুশল, ৩। শুভঙ্কর, ৪। হংস, ৫। মুক্তিরাম, ৬। দামোদর, ৭। অনন্তরাম, ৮। গুণীনায়ক, ৯। মাধব, ১০। শ্রীপতি, ১১। যজ্ঞেশ্বর, ১২। ভগীরথ, ১৩। **মালাধর বসু (উপাধি গুণরাজ খান)**,

১৪। **সত্যরাজ খাঁন** (পূর্ব্ব নাম লক্ষ্মীনাথ বসু), ১৫। **রামানন্দ বসু**। *

সুতরাং শ্রীরামানন্দ বসু দশরথ বসুর পঞ্চদশ অধস্তন। মালাধর বসু মহাশয় অত্যন্ত ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়াদি এবং বাস-গৃহের চতুর্দ্দিকে গড় প্রভৃতি দর্শন করিলে মনে হয়, তিনি এক বিরাট্ ভূম্যধিকারীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই বংশের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহার দেশ—কুলীনগ্রামের পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদিকেও অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মনে করিতেন। প্রকৃত প্রিয়জনের আনুসঙ্গিক সমস্ত বস্তুই প্রিয় বলিয়া মনে হয়। ইহাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দেখা যাইতেছে যে, তিনি একখানি গ্রন্থে দেখিতে পাইলেন—**'নন্দনন্দন কৃষ্ণকেই'** প্রাণনাথ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহা তাঁহারই প্রচার্য্য বিষয়। সুতরাং ঐ গ্রন্থের লেখকের বংশে আত্মবিক্রয় করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। সম্প্রদায় স্বীকারের এই শিক্ষাই প্রধান সূত্র। বিশেষতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বভাব বর্ণনে আমরা দেখিতে পাই,—

ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প-সেবা বহু মানে **আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ** ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১।১০৭)

ভক্ত বলিলে সমস্ত ভক্তই এক—এইরূপ নির্ব্বিশেষ বিচার কোনও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে অধিকার-ভেদ, রসগত সেবা-ভেদ, উদ্দেশ্যগত প্রয়োজন-ভেদ, উপাস্য-তত্ত্বের অনুভূতি-ভেদ প্রভৃতি বিবিধ ভেদ বা পার্থক্য বর্ত্তমান। এই ভেদ বা পার্থক্য নিত্য ও সনাতন। এই ভক্তগণের পরস্পর রস-পার্থক্যে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, পরস্পর প্রেম-কোন্দলাদি লক্ষ্য করা যায়। রস ও অধিকার-বিচার করিয়া ভগবান তাঁহার ভক্তগণের কোনও অপরাধ গ্রহণ করেন না। অপরাধ ত গ্রহণ করেন না, বরং প্রিয় আদরের সেবকগণের অতি অল্প ও সাধারণ সেবাও 'বহু' করিয়া মানে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উক্ত **"আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ"**-বাক্যে অতীব গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঔদার্য্য লীলার ইহা একটী অভিনব ঐশ্বরিক গুণ। 'প্রসাদ' শব্দের অর্থ সাধারণতঃ 'অনুগ্রহ', 'কৃপা'।

---

* কুলীনগ্রামের পাটবাড়ীতে সংরক্ষিত তালিকা হইতে সংগৃহীত। মালাধর বসুর চৌদ্দজন পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীধর—যিনি সত্যরাজ খাঁন নামে পরিচিত।

ইহার অন্য আর একটী ভাবার্থও গৃহীত হইয়া থাকে, যথা—"শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে পূজ্য বা গুরু-বস্তুতে কোন উপাদানের 'নিবেদন' বা সমর্পণ"। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্যে উক্ত 'আত্ম-পর্য্যন্ত-প্রসাদ'-বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—**"আপনাকে প্রদান-রূপ অনুগ্রহ পর্য্যন্ত করেন।"** অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তের অল্পসেবাও এত বহু করিয়া মান্য করেন যে, তিনি আপনাকে পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট নিবেদন বা সমর্পণ করিয়া দিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা অলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, তর্কস্থলে মধ্বাচার্য্যের সহিত তাঁহার মতভেদ আছে ধরিয়া লইলেও তাহা ভুলিয়া গিয়া পরতত্ত্বের উপাসনা-বিষয়ে মধ্বের সহিত একমত বা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াই মধ্বাচার্য্যকে সাম্প্রদায়িক মূল আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং 'শ্রীল গোবিন্দদাসের কড়চা'য় (যদিও সর্ব্ববাদিসম্মত নহে) মহাপ্রভুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে 'বিষ্ণুর' পরতমত্ব স্বীকৃত হইলেও উজ্জ্বল-রসের অধিদেবতা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের পরতমত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার সেবা-পূজা-অর্চ্চনাদি মহাপ্রভু কোথাও লক্ষ্য করেন নাই। যিনি জগৎকে 'কৃষ্ণোপাসনা' শিক্ষা দিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি সমগ্র দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া কোথাও শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন করিতে না পরিয়া যে মনোবেদনা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাপিত হইল—উড়ুপীতে আসিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যের স্থানে 'নর্ত্তক-গোপাল' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়া। দক্ষিণদেশীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের তদনীন্তনকার অবস্থা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ও প্রচার-প্রসঙ্গ বর্ণনামুখে চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার॥

সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে॥

সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে—'কৃষ্ণ', 'হরি'।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি'॥

মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোক কৃষ্ণনাম লওয়াইল॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৯, ১০, ৮, ১৫)

ইহাতে দেখা যায়, যাহারা অবৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত উপাসক, তাহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজমতে আনয়ন করিয়া 'কৃষ্ণনাম' করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। এমন কি, যাঁহারা বিষ্ণূপাসক 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও কেহই কৃষ্ণোপাসক ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণের পরতমত্ব বুঝাইয়া দিয়া কৃষ্ণনাম লওয়াইয়াছিলেন।

অহোবল-নৃসিংহ, স্কন্দক্ষেত্র, সিদ্ধবট, ত্রিমঠ প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভু নৃসিংহ-দেব, রামচন্দ্র, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি বিষ্ণু-বিগ্রহসকল দর্শন করিয়া তত্তৎ-উপাসক-গণকেও নিজমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা তত্তদ্ উপাসনাস্থলে কৃষ্ণোপাসনার পরতমত্ব উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

'অহোবল-নৃসিংহে'রে করিলা গমন ॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈলা নতি-স্তুতি।
'সিদ্ধবট' গেলা যাহাঁ মূর্ত্তি **সীতাপতি** ॥
রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন।
তাহাঁ এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥
সেই বিপ্র 'রাম'-নাম নিরন্তর লয়।
রাম-নাম বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥
'স্কন্দক্ষেত্র'-তীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।
'ত্রিমঠ' আইলা তাহাঁ দেখি' **ত্রিবিক্রম** ॥
সেই বিপ্র **কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে**।

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৬-১৯, ২১-২২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধবটের সেই বিপ্রের মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে 'রাম'-নাম।
এবে কেনে নিরন্তর লও 'কৃষ্ণ'-নাম ??

উত্তরে সেই বিপ্র বলিলেন,—

বিপ্র বলে—এই তোমার দর্শন-প্রভাবে।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ॥
বাল্যাবধি রাম-নাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥

সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিয়া।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৪-২৭)

এই বিপ্রের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের পার্থক্য সম্বন্ধে বহু বিচার হইয়াছিল। এবং তাহাতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-তত্ত্বেরই পরতমত্ব স্থাপন করেন। এমন কি, দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণকেও তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কৃষ্ণনামাশ্রিত করিয়াছিলেন।—

তোমা-সবার 'গুরু' তবে পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে কৃষ্ণ, রাম, হরি।
চেতন পাইয়া (বৌদ্ধ)-আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি'॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৬০-৬১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন করিলেন এবং সেখানেও লক্ষ্মী-নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বের পরতমত্ব বুঝাইয়া সেখানকার বহুলোককে কৃষ্ণভক্ত করিলেন।—

বিষ্ণুকাঞ্চী আসি' দেখিল **লক্ষ্মীনারায়ণ**।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি' লোকে '**কৃষ্ণভক্ত**' কৈল॥

এই প্রকার শ্রীমন্মহাপ্রভু সারা দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে নিজ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য তত্ত্ববাদী শ্রীমধ্বমুনির পীঠস্থান উড়ুপী-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি এই প্রথম 'নর্ত্তক-গোপাল—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের' দর্শন লাভ করিলেন।—

মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপীতে **কৃষ্ণ দেখি'** তাঁহা হৈল **প্রেমাস্বাদী**॥
নর্ত্তক-গোপাল দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি আইলা কোনমতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২০ কেশব, ৪৭২ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ; ইং ১৬।১২।৫৮ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

নাগপত্নীগণ-কৃতং "শ্রীকালিয়দমন-স্তোত্রস্য দ্বিতীয়-ত্রয়োদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
ষোড়শেঽধ্যায়ে—৪১-৫৩)

কালায় কাল-নাভায় কালাবয়ব-সাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্ব-হেতবে॥১॥

(হে দেব! অনন্ত-শক্তিত্বহেতু) আপনি কাল-স্বরূপ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কারণ এবং কাল-শক্তির আশ্রয় ও কালের অবয়ব অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের সাক্ষী। আপনি বিশ্বরূপ ও দৃশ্য-বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও নিখিল-কারণ॥১॥

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে॥২॥

আপনি পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, দশ বা পঞ্চ প্রাণ,

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়বস্তুর চৈতন্য প্রদান অর্থাৎ প্রবর্ত্তন এবং ত্রিগুণাত্মক অভিমানদ্বারা চেতন-স্বাংশভূত-জীব-সমূহেরও স্ব-স্বরূপানুভূতি আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন ॥২॥

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানা-বাদানুরোধায় বাচ্য-বাচক-শক্তয়ে ॥৩॥

আপনি দেশ, কাল, সীমার অতীত, অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ও দৃশ্য বস্তুর অন্যতম নহেন বলিয়া দুর্জ্ঞেয় এবং বিকারশূন্য বলিয়া 'কূটস্থ' ও সর্ব্বজ্ঞ, আপনি স্বীয় বহিরঙ্গা মায়া-দ্বারা 'অস্তি', 'নাস্তি' প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎ ও অসৎ সিদ্ধান্তের প্রকাশক, আপনি শব্দ ও অর্থের বহুবিধ শক্তির মূলকারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, এতাদৃশ আপনাকে প্রণাম ॥৩॥

নমঃ প্রমাণ-মূলায় কবয়ে শাস্ত্র-যোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥৪॥

আপনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-স্বরূপ ও স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ, অথবা আপনি শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ ও ভাগবতের প্রকাশক বেদব্যাস-স্বরূপ। আপনা হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আপনি শাস্ত্র-যোনি অথবা শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মূলক নিগম-শাস্ত্র-স্বরূপ। অপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥৪॥

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেব-সুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥৫॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক সাত্বত-পতি কৃষ্ণকে নমস্কার ॥৫॥

নমো গুণ-প্রদীপায় গুণাত্মচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে ॥৬॥

আপনি বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি চতুর্ম্মূর্ত্তিতে চিত্ত প্রভৃতির প্রকাশক, আপনি উপাসকগণের প্রতীতি অনুসারে ফল-বৈচিত্র্য প্রদানার্থ স্বীয় স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া নানারূপে প্রকাশমান হন। চিত্তাদির অধ্যবসায় প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা আপনি কথঞ্চিৎ অনুমিত হন, যেহেতু আপনি গুণ-সমূহের দ্রষ্টা ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের অগোচর, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥৬॥

অব্যাকৃত-বিহারায় সর্ব্ব-ব্যাকৃত-সিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে ॥৭॥

আপনার মহিমা অতর্ক্য। সর্ব্ব-কার্য্যের উৎপত্তি ও প্রকাশের হেতুরূপে আপনি অনুমিত হন (পরন্তু সাক্ষাৎকার হন না)। হে হৃষীকেশ, "আবাক্যনাদর"—এই শ্রুতি-বচনানুসারে আপনি মৌন ও আত্মারাম, আপনাকে নমস্কার ॥৭॥

পরাবর-গতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে ॥৮॥

আপনি স্থূল-সূক্ষ্ম ভূতসমূহের গতি অবগত আছেন। আপনি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী-স্বরূপ, আপনি অবিশ্ব ও বিশ্বস্বরূপ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ 'ইহা নয়', 'ইহা নয়' বলিয়া অতৎ নিরসন করিতে করিতে অবশেষে তৎস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আবার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—'এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্ম'—এইরূপ বিশ্বের বিবর্ত্তস্থল অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদিগণ অতৎ-স্বরূপ বিশ্বকে তৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। (যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বলিয়া সিদ্ধান্ত করাইয়া থাকেন), বস্তুতঃ আপনি এইপ্রকার 'অধ্যাস' ও 'অপবাদের'* সাক্ষীস্বরূপ—ও মূলকারণ, আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

ত্বং হ্যস্য জন্ম-স্থিতি-সংযমান্ বিভো
গুণৈরনীহোঽকৃত-কাল-শক্তিধৃক্।
তত্তৎ-স্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ
সমীক্ষয়ামোঘ-বিহায় ঈহসে ॥৯॥

অনাদিকাল-শক্তিধারী আপনি নিরীহ হইয়াও প্রধানের প্রতি ঈক্ষণপূর্ব্বক গুণের দ্বারা পূর্ব্ব কল্পান্তে লয়প্রাপ্ত বিশ্বগত জীবসমূহের শান্ত, ঘোর, মূঢ় প্রভৃতি সেই সেই পূর্ব্ব-স্বভাব জাগরিত করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারাদি করিয়া থাকেন; প্রকৃত-ঈক্ষণরূপ আপনার লীলা অব্যর্থা ॥৯॥

---

* অধ্যাস—অবস্তুতে বস্তুর আরোপ, যথা—রজ্জুতে সর্পের আরোপ; অপবাদ—অনিত্য বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব ও কারণের নিত্যত্ব।

তস্যৈব তেঽমুস্তনবস্ত্রিলোক্যাং
শান্তা অশান্তা উত মূঢ়-যোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং
স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্ম-পরীপ্সয়েহতঃ ॥১০॥

এই ত্রিলোক মধ্যে শান্ত, অশান্ত এবং মূঢ় সকলেই আপনার অংশ, তথাপি সম্প্রতি ধর্ম্মরক্ষা-বাসনায় চেষ্টাযুক্ত এবং সজ্জন-পালনার্থ অবস্থিত আপনার নিকট শান্তগণই প্রিয় হইয়া থাকেন ॥১০॥

অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥১১॥

হে শান্তাত্মন্! আমাদের ভর্ত্তা বা পালক ও আপনার পুত্রতুল্য পাল্য এই সর্প যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা একবার সহ্য করা উচিত; কেন-না, সে মূঢ় ভবদীয়-প্রভাব জানে না, তাহার অপরাধ ক্ষমার্হ ॥১১॥

অনুগৃহ্ণীষ ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীনাং নঃ সাধু-শোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥১২॥

হে ভগবন্! অনুগ্রহ করুন। আপনার ভারে নিপীড়িত হইয়া এই সর্প প্রাণত্যাগ করিতেছে। সাধুগণের অনুকম্পার পাত্রী এই স্ত্রীগণকে পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন ॥১২॥

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥১৩॥

আপনার আদেশে জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব ভয় হইতে মুক্ত হয়, আপনার দাসীস্বরূপ আমাদের প্রতি তাদৃশ কার্য্যের আদেশ করুন ॥১ ॥

ঐকান্তিক হরিভজন

বাগ্‌দণ্ডরূপ মৌন, দেহদণ্ডরূপ চেষ্টা-রাহিত্য ও কৃষ্ণ-সেবা-চিন্তনের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য না করিলে 'গোস্বামী' হওয়া যায় না। তজ্জন্য মহাভারতে হংস-গীতায় এবং শ্রীল রূপ-গোস্বামীর উপদেশামৃতে ত্রিদণ্ড-বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল বাহিরের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের দ্বারা বদ্ধজীব কখনও সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয় না। কৃষ্ণ-ভজনানুকূল জীবন-যাপনেই ত্রিদণ্ড-

গ্রহণের সার্থকতা। নতুবা দম্ভের জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয় জীবের হরি-ভজনের প্রবৃত্তি বিনাশ করে।

ভৈক্ষ্য ত্রিবিধ—মাধুকর, অসংক্লিপ্ত ও প্রাক্-প্রণীত। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহকে **'মাধুকর-ভৈক্ষ্য'** বলে। উহাই ভিক্ষু-জীবনের সর্ব্বোত্তমা বৃত্তি। কোন দাতা ভিক্ষা দিবেন কি, না দিবেন—না জানিয়া যে ভিক্ষা, উহাকে **'অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য'** বলে। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দাতা অবশ্যই ভিক্ষা দিবেন—এই বিচারে ভিক্ষাকে **'প্রাক্-প্রণীত ভৈক্ষ্য'** বলে। অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা সপ্ত বিপ্র-গৃহে সম্পন্ন করিয়া তল্লব্ধ ভিক্ষার দ্বারাই নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য। শুক্লবিত্ত-সংগ্রহকারী, অমেধ্য-গ্রহণে বিরত ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্মানকারী গৃহস্থের ভবনেই ভিক্ষা প্রার্থনীয়া। যাহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র কৃত্য ভগবদ্ভজনে বিমুখ, তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন না; কেননা, তাহারা নিজ ভোগের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী যথেচ্ছাচারী। তাহাদের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া Vagrancy Actএর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ আরোপ করিবে।

ভগবদ্ভক্ত একল হইয়া একায়ন পদ্ধতি গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। বাসনা-সঙ্গ থাকিলে হরি-ভজন হয় না। আবার সঙ্গ-কামনায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে ইন্দ্রিয় সংযত করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয়-গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন-রত, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে বাসনাময় জন-সঙ্গ আদৃত হয় না—উহা আপনা হইতে রহিত হইবে। **সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ—কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সঙ্গই ইতর-সঙ্গ-রহিত জানিবে।** যেখানে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচালনার উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্॥

—ইহাই সঙ্গ-বিচারে বিচার্য্য। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অনুশীলনই একল হইয়া জীবদ্দশায় ব্রজবাস। ব্রজবাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ নহে—উহাতে কোন জড়ভোগ-বৃত্তির কথা নাই। সকলেই ভগবৎ-সেবানিরত—এরূপ দৃষ্টি হইলেই সমদর্শিতা-প্রভাবে আপনাকে ব্রজজনানুরাগী জানিতে পারা যায়। আত্মবান্

ব্যক্তিই স্বরূপস্থ। নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত-ব্যক্তির নামই আত্ম-ক্রীড়। ভগবান্ ও ভক্তে সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল-সেবা-বিশিষ্ট হাওয়ার নামই আত্মরত। কৃষ্ণৈক-সেবাতৎপর না হইলে জীবের সমদর্শন, আত্মরত, আত্মক্রীড় ও আত্মবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। **কৃষ্ণের ও তদ্ভক্তজনের প্রতি বিদ্বেষ যেখানে প্রবল, তথায় অবস্থান করিলে সঙ্গ-দোষে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রার্থীর দুঃসঙ্গ ভক্তকে গ্রাস করে। তখন তাহার সংযত ইন্দ্রিয় কৃষ্ণসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত না থাকিয়া অসংযত অভক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যক্রমেই বহু-শাখগণের একায়ন-স্কন্ধ-পরিত্যাগের বাসনা হয়।** সেখানে অব্যভিচারিণী ভক্তি নাই, ব্যভিচারক্রমে বহু দেবদেবীর সেবায় প্রবৃত্ত, তাহার কৃষ্ণেতর বস্তুকে দেবান্তর জ্ঞান হয়। উহা ভোগেরই প্রকারভেদ। কামদেব কৃষ্ণ একমাত্র সেব্য—এই বিচার থাকিলেই জীবের অপস্বার্থপর ভোগরূপ বহু দেব-ভজন-স্পৃহা নিরস্ত হয়।

যিনি ভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচ প্রকার সেবন-ভাবযুক্ত, তিনিই বিমল বৈষ্ণব। তাঁহাতে রতিবিশিষ্ট হইলেই নির্জ্জন ভজন সম্ভব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স্ মঙ্গলরূপ ভগবান্ বা ভক্তসেবায়ই তৎপর হইবেন। আপনাকে ভগবৎসেবা-বিমুখ ভোগী বলিয়া ভেদবুদ্ধি করিবেন না। অনাত্মদেহ ও মনোরূপ আবরণদ্বয় যদি চিন্তনীয় বিষয় হয়, তাহা হইলেই ভেদ-বাদ উপস্থিত হয়। হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদ-বাদই অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়-চেষ্টাগুলিকে ধ্বংস করিয়া অভেদ-চিন্তায় যে জাড্য আনয়ন করে, উহাতে তাহার স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না। সর্ব্বক্ষণ অভেদ-চিন্তার মধ্যে জড়ভোগীর ন্যায় ভেদ-চিন্তা আসিয়া তাহার ঐকান্তিক ভাবের বিপর্য্যয় করায়। ইন্দ্রিয়-সকল অধোক্ষজ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে আধ্যক্ষিকগণের পরামর্শমত গুণজাত জগতে যে কৃত্রিম নির্গুণ চিন্তা, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ায় সগুণ বিচার প্রবল হইয়া পড়িবে। ত্রিগুণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান না হইলে বিবিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতর বিবেক কখনও নির্জ্জনতা আনয়ন করিবে না। বহির্জ্জগতের ভোগ-চিন্তারূপ বিবেক ভগবানে শরণাগতি-রহিত করায়।

জাগতিক বস্তুতে বিলাস-রহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম্ম। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্য-বস্তুর

অপেক্ষা-রহিত ভগবৎ-প্রীতিকামী ভগবৎ-সেবক ভোগ্য জগতের কোন বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগিগণ সর্ব্বদাই ভোগাভাবে বিরক্ত এবং স্বরূপজ্ঞানে বিমুখতা-হেতু জড়-ভোগাপেক্ষা-প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার বিধানের অনুগত থাকেন। ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্য-ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। শ্রীচরিতামৃত-কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ॥
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ ॥"—এই অবস্থা-লাভই পারমহংস্যের সুষ্ঠু বিচার।

পারমহংস্যাবস্থায় বিধি-পালন ও নিষেধ-ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য বহির্জ্জগতে পালিত না হইলেও উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তত্তদ্বিষয়ে পারগতি লাভই পারমহংস্য বিচার। আপাত-দর্শনে খর্ব্বদৃষ্টি-ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচার বুঝিতে না পারিয়া আত্ম-কলঙ্ক বিধান করেন।

"দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ"—শ্রীরূপপাদের এই বিচারটি বুঝিতে না পারিলে অদৈব বর্ণাশ্রমেই আবদ্ধ থাকিতে হয়।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ

ভক্ত্যধিকার বিবেক *

কর্ম্ম-জ্ঞান-বিরাগাদি-চেষ্টাং হিত্বা সমন্ততঃ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যং তং শ্রীচৈতন্যমহং ভজে ॥

প্রথম প্রবন্ধে 'শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ,' দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভক্তির ন্যায় প্রকাশ পায় কিন্তু স্বরূপতঃ ভক্তি নয় যে 'ভক্ত্যাভাস' তৎস্বরূপ, তৃতীয় প্রবন্ধে 'শুদ্ধা ভক্তির স্বভাব'-বিচার করিয়াছি। সম্প্রতি এই প্রবন্ধে 'শুদ্ধা ভক্তি অধিকার'-বিচার করিতেছি। অধিকার ব্যতীত কাহারও কিছু লভ্য হয় না। পুরুষ-যোগ্যতা-বিচারই সকল কার্য্যের সাফল্যের মূল। এই বিচারটী বুঝিতে পারিলে আর প্রাপ্তি-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা বহুকাল হইতে গুরুপাদাশ্রয়-করত ভগবন্মন্ত্র লাভ করিয়া শ্রবণ-

---

* এই প্রবন্ধটী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ৬ই অগ্রহায়ণ রবিবারে পঠিত হয়।

কীর্ত্তনাদি করিতেছি, কিন্তু আমাদের কেন ফলোদয় হয় না? এরূপ মনে করিতে করিতে ক্রমশঃ সমস্ত ভজনে অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্য হইয়া পড়ে। অতএব অধিকার-বিচারটী বুঝিলে ঐ সমস্ত সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। **সকল লোকের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ও তজ্জনিত অশ্রু-পুলকাদি ভক্তি নয়।** অতএব শুদ্ধা ভক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্য অধিকার নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কর্ম্মাধিকারী বা জ্ঞানাধিকারীর হরিভজন প্রায়ই কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ হইয়া পড়ে; এইজন্যই তাহাদের মঙ্গলময় ফল সহজে হয় না।

প্রথমে শুদ্ধা ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারিলে হরিভজনটী শুদ্ধা ভক্তিরূপে অতি শীঘ্র ভাব-ফলকে উদয় করে। অতএব অধিকার-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র হইতে এই বচনটী সংগ্রহ করিয়া থাকেন :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (গীঃ ৭।১৬)

হে অর্জ্জুন! বহু পুণ্যফলে জীব আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী বা জ্ঞানী হইয়া আমাকে ভজনা করে। এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতি পুরুষেরাই আমার ভজনের অধিকারী। স্বীয় দুঃখ নাশ করিবার জন্য যাহার ইচ্ছা জন্মে, সে **আর্ত্ত**। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যাহার হৃদয়ে উদয় হয়, সে **জিজ্ঞাসু**। সুখলাভের ইচ্ছা যাহার হয়, সে **অর্থার্থী**। অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি-সহকারে যিনি তত্ত্ব দর্শন করেন, তিনি **জ্ঞানী**। আর্ত্ত হউন বা জিজ্ঞাসুই হউন, অর্থার্থীই হউন বা জ্ঞানীই হউন, সুকৃতি না থাকিলে ভজনে প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে শ্রীজীব গোস্বামী সুকৃতি শব্দের অর্থ 'ভক্তি-বসানাহেতু মহৎ-সঙ্গাদিময় কার্য্য' এরূপ লিখিয়াছেন। এতন্মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন জনের সুকৃতি থাকা, না থাকায় সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী সুকৃতিবশতঃ জাতজ্ঞান হইয়া ভজনা করেন। এস্থলে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

তত্র গীতাদি-যুক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাম্।
মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপা স্যাত্তৎপ্রিয়স্য বা॥
স ক্ষীণতত্তদ্ভাবঃ স্যাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্।
যথেভঃ শৌনকাদিশ্চ ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪)

গীতাদি শাস্ত্রে যে চারিটী ভক্ত্যধিকারীর নির্দ্দেশ আছে, তন্মধ্যে যাঁহার যাঁহার প্রতি ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, সেই সেই ব্যক্তির আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গেলে শুদ্ধভক্ত্যধিকার লাভ হয়। উদাহরণস্থলে গজেন্দ্র, শৌনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব ও সনক-সনাতনাদির চরিত্র উল্লিখিত হয়। গজেন্দ্র কুম্ভীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহজে আর্ত্ত হইয়াছিলেন। কুম্ভীরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রক্ষা করেন। তৎকালে ভগবৎ কৃপাবলে তাহার আর্ত্তভাব দূর হইলে সে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইল। শৌনকাদি ঋষিগণ কলির আগমনে ভীত হইয়া কর্ম্মের দ্বারা কিছু হইতে পারে না—এরূপ নিশ্চয় করত মহানুভব সূত গোস্বামীকে জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসা করায় শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ লাভ করত সূত-কৃপাবলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন। ধ্রুব মহাশয় প্রথমে অর্থার্থী হইয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করেন, কিন্তু যখন ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রকটিত হইলেন, তাঁহার কৃপাবলে ধ্রুবের অর্থযাচ্ঞা দূর হইল এবং শুদ্ধভক্ত্যধিকার উপস্থিত হইল। সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার এই চারিজনকে চতুঃসন বলে। তাঁহারা প্রথমে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু যখন ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের কৃপা লাভ করিলেন, তখন ঐ নির্ব্বিশেষবুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অধিকার লাভ করিলেন। ফলকথা এই যে, যে-পর্য্যন্ত আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ-কষায় তাঁহাদের চিত্তে ছিল, সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদের শুদ্ধা ভক্তির অধিকার জন্মে নাই। অতএব শুদ্ধা ভক্তির অধিকার বিচারে শ্রীরূপ এইমাত্র কহিয়াছেন :—

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৯)

সংসারে নিতান্ত আসক্ত না হইয়া এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ না করিয়া অবস্থিত ব্যক্তির যখন অতি ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধা জন্মে, তখন তিনি শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হন। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী পুরুষ নানাপ্রকারে আর্ত্ত, প্রপীড়িত এবং প্রয়োজনীয় পদার্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া সংসারের চরম-গতি বুঝিয়া তাহাতে অনাসক্ত-ভাবে বর্ত্তমান থাকেন এবং চরম

জিজ্ঞাসাদ্বারা ভগবান্ ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই,—এই কথাটীতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, তখন সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় যে কৃষ্ণভক্তি তদবধারণরূপা শ্রদ্ধা উদিতা হয়। এই শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্ত্যধিকারিত্বের একমাত্র হেতু। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য :—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
যুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

উক্ত শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাস্থলে 'ভক্তিসন্দর্ভে' শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যে—"তদেবমনন্য-ভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেত তথা শিক্ষয়তি" অর্থাৎ এই শ্লোকদ্বয়ে অনন্য-ভক্তির অধিকার-হেতু একমাত্র শ্রদ্ধা ইহা বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ যেরূপ ভজনা করেন, তাহা কহিতেছেন। 'আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মফলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া বৈরাগ্য লাভ করত অপাপাকার কামসকলকে জীবের দুঃখ-দায়ক বলিয়া জনিতে থাকেন, অথচ দেহযাত্রার নিমিত্ত এবং পূর্ব্ববাসনারূপ অনর্থের কিয়ৎপরিমাণ বশীভূত হইয়া সেইসকল কর্ম্মজাল ও কর্ম্মফল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেইসমস্ত কামকে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করিতে থাকেন এবং আমাকে ভজনা করিতে থাকেন।'

পুনরায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। অতো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তৎ শরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।" শ্রদ্ধার নাম শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শাস্ত্র এই বলেন যে, যিনি ভগবানের শরণ লন নাই তাঁহার ভয় আছে, যিনি তাঁহার শরণ লইয়াছেন তাঁহার ভয় নাই। অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ দেখিলেই শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, স্বীকার করা যায়।

শরণাপত্তি কাহাকে বলি? শ্রীজীব কহিয়াছেন—"জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সদা তদনুবৃত্তি-চেষ্টৈব স্যাৎ", "কর্ম্ম-পরিত্যাগো বিধীয়তে" অর্থাৎ শ্রদ্ধা জন্মিলে কৃষ্ণানুবৃত্তি-চেষ্টা সর্ব্বদা লক্ষিত হয় ও কর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যক্ত হয়। ইহাই শরণাপত্তি। ভগবদ্গীতা-শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া অত্যন্ত গুহ্যতম উপদেশদ্বারা ভগবান্ শরণাপত্তি শিক্ষা দিয়াছেন, যথা:—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম-শব্দে বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা ও দেবতান্তর-পূজা ইত্যাদি শরণাপত্তির বাধক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। সেইসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি আমার শরণাপত্তি অর্থাৎ ভজন-শ্রদ্ধা স্বীকার কর। সে স্থলে কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ-প্রযুক্ত কদাচিৎ কৃতপাপের যে প্রায়শ্চিত্তাদির অভাব হইবে তাহাতে ভয় করিবে না। আমি সে-সকল পাপ অবশ্যই মোচন করিব।

এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা-শব্দে আদর। কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধার প্রয়োজন আছে। অতএব শ্রদ্ধা একা ভক্তির হেতু নয়, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানেরও হেতু। এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসরূপ ভাবকে বুঝায়, তদন্তর্গত আর একটী ভাব অবশ্যই থাকে, তাহার নাম 'রুচি'। বিশ্বাস থাকিলেও কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু রুচির প্রয়োজন। কর্ম্ম ও জ্ঞানে যে শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে রুচিরূপা ভক্তি-পরমাণু আছে। সেই ভক্তির সংশ্রবমাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফলদানে সক্ষম হয়। তদ্রূপ ভক্তি সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা উদয় হয়, তাহাতেও ভক্তির প্রতি রুচিরূপ একটী ধর্ম্ম নিহিত আছে। সেই রুচিযুক্ত শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ জীবহৃদয়ে প্রোথিত হয়। কর্ম্ম-শ্রদ্ধা ও জ্ঞান-শ্রদ্ধায় কর্ম্ম-রুচি ও জ্ঞান-রুচি থাকে, তাহাতে সেই সেই শ্রদ্ধা ভিন্নাকার-প্রাপ্ত। ভক্তিরুচি-মিশ্র শ্রদ্ধার লক্ষণ ভক্তিতেই পর্য্যবসান হয়। ইহাই শরণাপত্তি। ভক্তিরুচিই সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থশূন্য অবস্থা লাভ করিলে নিষ্ঠারূপী হইয়া শুদ্ধরুচি নাম লাভ করে। অতএব ভক্তি হইতে শ্রদ্ধা একটী পৃথক্ তত্ত্ব। শ্রীজীব ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে,—

"তস্মাচ্ছ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্ম্মণ্যসমর্থবিদ্বত্তাবদনন্যাখ্যায়াং ভক্তৌ অধিকারি-বিশেষণমেব।"

অতএব **শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়**, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে অসমর্থ-বুদ্ধিস্বরূপ অনন্য-ভক্তিতে অধিকারের বিশেষণমাত্র। অতএব ভাগবতে :—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যে-পর্য্যন্ত কর্ম্মে নির্ব্বেদ না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত কর্ম্মসকল কর। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র কর্ম্মত্যাগের অধিকার জন্মিল—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

সংশয়-দূরীকরণার্থে ইহাও এস্থলে কথিত হইতেছে যে, যখন ভক্তির অধিকার-হেতুরূপ শ্রদ্ধাই ভক্তির অঙ্গ হইল না, তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদিও শ্রদ্ধাজননের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া কোন কোন স্থলে প্রকাশ পায়, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। শ্রীরূপবাক্য, যথা :—

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তি-প্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১২০)

স্থলবিশেষ জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রথমে ঈষৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশের উপযোগিতা করে, তথাপি তাহাদের ভক্ত্যঙ্গত্ব কখনই স্বীকার করা যায় না।

অতএব শরণাপত্তি-লক্ষণ একমাত্র শ্রদ্ধাই শুদ্ধভক্তির অধিকারের হেতু,—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল! তবে যে কেহ কেহ বলেন যে, কাহারও সুষ্ঠুরূপে কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে, কাহারও শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে, কাহারও বা সমস্ত বিষয়-বৈরাগ্য হইতে কৃষ্ণকথায় শ্রদ্ধা হয়, সে কেবল ভ্রমমাত্র। এমত হইতে পারে, শ্রদ্ধা জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐ ঐ বিষয়ের আলোচনা ছিল, কিন্তু ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ আলোচনা ও শ্রদ্ধার উদয়—এই দুইটী ঘটনার মধ্যে অবশ্যই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকিবে। অতএব শ্রীভাগবত-বাক্য যথা :—

ভবাপবর্গস্য ভ্রমতো যদা ভবেৎ, জনস্য তর্হ্যচ্যুত-সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

হে অচ্যুত! জীব তোমার প্রতি বহির্ম্মুখ হইয়া কর্ম্মমার্গে কখন সংসার ও জ্ঞানমার্গে কখন বা অপবর্গ লাভ করিতেছে। এইরূপ চক্রাকারে ভ্রমণ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কখন সাধুসমাগম হয়, তবে সেই সাধুসঙ্গ অবধি পরাবরেশ ও সদ্গতিস্বরূপ তোমাতে তাহার মতি জন্মে। অতএব **কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি কখনই শ্রদ্ধাকে উৎপন্ন করিতে পারে না, কেবল সাধুসঙ্গই তাহা করিতে পারে।** এই জন্যই শ্রীরূপ নিজ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাত-শ্রদ্ধোঽস্য সেবনে" ইত্যাদি। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বৃন্দাবনে ভজন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০১ পৃষ্ঠার পর)

ভক্তদ্বারে জীবে শিক্ষা দিবেন শ্রীহরি।
তাহার সহায় হৈল 'পার্থ'-নামধারী ॥
সাজিল অর্জ্জুন যেন মায়াবদ্ধ নর।
মোহিতের ন্যায় হৈল পাণ্ডব-সোদর ॥
আত্মীয়-স্বজন-হিংসা, পরে রাজ্য-ভোগ।
ইথে কিবা সুখ—পার্থ দেখাইলা শোক ॥
সেই ত' 'দেহাত্ম-বুদ্ধি' আত্মীয়-জ্ঞান ক'রে।
ক্ষত্রিয় হইয়া স্নেহে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ে ॥১৪॥
মোহ দেখি' কৃষ্ণ তা'র করিল নিন্দন।
অতএব অর্জ্জুন কৈল শিষ্যত্ব গ্রহণ ॥
শিষ্য হইয়া করে যেই গীতার শ্রবণ।
ঘুচিবে অজ্ঞান আর সংসার-বন্ধন ॥
সংসার ঘুচিল কিন্তু বাহ্য-ন্যাসী নয়।
গীতার তাৎপর্য্যে গৃহী এরূপ বুঝায় ॥
'করিষ্যে বচনং তব' সেই মন্ত্র-সিদ্ধি।
অতএব যুদ্ধে তাঁ'র হ'ল যশোবৃদ্ধি ॥১৫॥
বৈষ্ণব নিরীহ সব মালা জপ করে।
এ কোন্ বৈষ্ণব অর্জ্জুন সংসার-ভিতরে ??
'নির্দ্দ্বন্দ্ব বৈষ্ণব শুধু জপ করে মালা'।
বলয়ে এরূপ যা'রা খায় মনকলা ॥
বৈষ্ণব নিরীহ, অকৃতদ্রোহ, হয় ত' স্বভাবে।
কিন্তু নহে হীনবীর্য্য যথা লোক ভাবে ॥
ভারতের দুই যুদ্ধে দুই মহাশয়।
বৈষ্ণবের অগ্রণী তারা করিল বিজয় ॥১৬॥
নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিবাঞ্ছায় যুদ্ধ নাহি করে।
বৈষ্ণব বলিয়া তাই বিদিত সংসারে ॥

বৈষ্ণব না দেখিয়া বলে বৈষ্ণব নিষ্ক্রিয়।
বৈষ্ণব 'প্রভুর' সেবায় সদাই সক্রিয়॥
প্রাণহীন কনিষ্ঠ সেই সেবা নাহি করে।
প্রতিষ্ঠার তরে থাকে নির্জ্জনের ঘরে॥
বৈষ্ণব-প্রণম্য শ্রীল নিত্যানন্দ রায়।
মার খায়, প্রেম দেয় যথায় তথায়॥১৭॥

চক্রপাণি গোরহরি সেথা করিল শাসন।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী তবে হইল দমন॥
আপনি আচরি' 'প্রভু' জীবেরে শিখায়।
আপন বঞ্চক যেই সেই নির্জ্জনে ভজয়॥
জগৎ ভরিয়া গেল জগাই মাধাইয়ে।
নিত্যানন্দ-বংশ বাড়ায় শিষ্য-সম্প্রদায়ে॥
খায় দায় থাকে বেশ হ'য়ে চিন্তাহীন।
বৈষ্ণবের উচিত নহে থাকা দয়াহীন॥১৮॥

"মাধুর্য্য কাদম্বিনী"-গ্রন্থ চক্রবর্ত্তী গায়।
সিদ্ধান্ত দেখহ তথা কিবা তাঁ'র 'রায়'॥
ভক্তি অহৈতুকী হয় স্বপ্রকাশিত।
নিত্যসিদ্ধ বস্তু কিন্তু আছে আবরিত॥
মধ্যম-অধিকারী-বৈষ্ণব কৃপাত' করিয়া।
বালিশেরে করে কৃপা ভক্তি জাগাইয়া॥
বৈষ্ণবের বশ হন স্বয়ং ভগবান্।
বৈষ্ণবের কৃপায় মুগ্ধ হয় জাগুয়ান্॥১৯॥

বৈষ্ণব জাগাতে পারে ঘুমন্ত জগৎ।
তাঁ'রই কৃপায় হয় পাপীরা ভকত॥
অতএব তাঁ'র নহে 'নির্জ্জন-ভজন'।
কনিষ্ঠ-অধিকার এই—জগৎ-বঞ্চন॥

বড় বড় নামজাদা বৈষ্ণব সজ্জায়।
পাদ্রী সাহেব আসি' মিলে সব তায়॥
পুছিল শ্রীকৃষ্ণলীলা বৃন্দাবন-মাঝ।
না বুঝাল তা'রে তত্ত্ব বৈষ্ণব-সমাজ॥২০॥
কনিষ্ঠ-অধিকারী সব শাস্ত্র নাহি বুঝে।
নির্জ্জনে ভরমে শুধু রুটি-চানা খুঁজে॥
গুরুদেব বলেছিল—কনিষ্ঠ এ' সব।
এতদিনে বুঝিলাম তাঁর বাণী-রব॥
"শাস্ত্রযুক্তে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যা'র।
উত্তম-অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥"
পতিতপাবন তিনি জগতেতে খ্যাতি।
এ'পতিতে উদ্ধারহ তবেত সুখ্যাতি॥২১॥
কলিকালের জীব সব পতিত অধম।
দেখিয়াও নাহি দেখে ইহা কি করম॥
মহাবদান্য ঈশ্বর—শ্রীগৌরসুন্দর।
তাঁহার অমৃতবাণী মধুর মুখর॥
ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যাঁহার।
তাঁহার বাণীতে কর পরোপকার॥
নির্জ্জনে আস্বাদন সে ত' প্রভুর লীলা।
লীলা অনুকরণ নহে বৈষ্ণবের খেলা॥২২॥
সেবাকার্য্য বৈষ্ণবের নহে আস্বাদন।
জড়দেহে আস্বাদন নহে সম্ভাবন॥
দেহাত্মবুদ্ধি যার সেই জড় দেহ।
সেই দেহে আস্বাদন নাহি করে কেহ॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি প্রবল প্রচুর।
লীলা-আস্বাদনে কিন্তু বড় বাহাদুর॥
ডাকঘরের কেরাণী (এক) গোঁসাই ঠাকুর।
বাবাজী প্রণাম করে তাহারে প্রচুর॥২৩॥
গোঁসাই ঠাকুর করে জাতি-অভিমান।
নিত্যানন্দ প্রভুবরে করে খান খান॥
এই কার্য্য দেখিতেছি বৃন্দাবন-মাঝ।
অতএব বুঝি হেথা আছে কিছু কাজ॥

প্রাকৃত-সহজিয়া সব ব্যভিচার করে।
পরস্ত্রী ল'য়ে লীলা আস্বাদন করে ॥
এ নহে বৃন্দাবন-বাস ভাব সদা মন।
গোস্বামীর পাদপদ্ম করহ স্মরণ ॥২৪॥
ছয় গোঁসাই আসি' যথা ধর্ম্ম প্রচারিল।
মহাপ্রভু-আজ্ঞায় সব ভক্তি বিস্তারিল ॥
নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সব রাধাকৃষ্ণ স্মরে।
তাঁ'দের স্মরণ জীবের সর্ব্বপাপ হরে ॥
অনুকরণ করি' যদি সেইভাব ধরে।
মায়া-কবলিত হয় সংসার না তরে ॥
প্রচার করহ সদা জীব-ঘরে ঘরে।
সফল হইবে জীবন প্রচারের দ্বারে ॥২৫॥
'শ্রীদয়িতদাস'-প্রভু দেন এই শিক্ষা।
'কর উচ্চৈস্বরে নাম' এই তাঁ'র দীক্ষা ॥
কীর্ত্তনের অঙ্গ শুধু নহে ঢাক-ঢোল।
আধুনিক ধারায় নহে কীর্ত্তনের রোল ॥
হরিসেবার অনুকূল সকলই মাধব।
ত্রিজগতের ভোক্তা হয় একলা যাদব ॥
মায়ার বৈভব যত 'রেডিওর' শব্দ।
কীর্ত্তনের দ্বারা সদা কর তাহা স্তব্ধ ॥২৬॥
মায়ার কচ্‌কচি সব সংবাদের পত্র।
কীর্ত্তন করহ তাহে জগতে সর্ব্বত্র ॥
ঘরে বসে' চেঁচাইয়া পিত্তবৃদ্ধি করি'।
কোটি জন্মেও সন্তুষ্ট হবে-না শ্রীহরি ॥
শ্রীহরি নহে কারো বাবার সম্পত্তি।
'খোঁয়াড়ের' বাহির হও না কর আপত্তি ॥
সব শ্রীহরির, আর শ্রীহরি সবার।
কর উচ্চস্বরে কীর্ত্তন—এ' শিক্ষা তাঁর ॥
কীর্ত্তন-প্রভাবে হ'বে স্মরণ আপনি।
নির্জ্জন-ভজন সেই হৃদয়ে তখনি ॥২৭॥

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যক্‌-টু-গড্‌হেড

উপনিষদ্-বাণী

তৈত্তিরীয় (ব্রহ্মানন্দবল্লী)

পরমেশ্বর সত্য-স্বরূপ। 'সত্য'-শব্দ নিত্যতা-বাচক। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাতে অজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই। তিনি দেশ-কালের সীমাতীত অনন্ত। তিনি পরব্যোমে অবস্থান করিয়াও সকল প্রাণীর হৃদয়-গুহায় গুপ্তভাবে অবস্থিত। যিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সহ অবস্থান করিয়া সর্ব্বপ্রকার অলৌকিক ভোগ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। সেই পরব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন, আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধীসকল, ওষধী হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ অর্থাৎ জীবসকল। অন্ন-রস হইতে উৎপন্ন বলিয়া পুরুষকে 'অন্ন-রসময়' বলা হয়। তাহাকে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া তাহার মস্তককে পক্ষীর মস্তক, দক্ষিণবাহু তাহার দক্ষিণ পক্ষ, বাম বাহু বাম পক্ষ; শরীরের মধ্যভাগ তাহার শরীরের মধ্যভাগ এবং দুই চরণ পুচ্ছ এবং প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতির আশ্রয়স্বরূপ চরণ)।

অন্ন হইতে প্রজাগণের উৎপত্তি। অন্নের পরিণাম-স্বরূপ রজঃ ও বীর্য্য দ্বারা প্রাণীদের শরীর উৎপন্ন, অন্নের দ্বারাই তাহা পুষ্ট হয়; অতএব অন্নই তাহার জীবন। আবার অন্তকালে অন্ন উৎপাদনকারিণী পৃথিবীতে ঐ শরীর বিলীন হয়। 'অদ্যতে' বা 'অত্তি' এই দুই ক্রিয়া হইতে অন্ন শব্দ উৎপন্ন। এই অন্ন-রসময় শরীর হইতে প্রাণময় আত্মা স্বতন্ত্র। তাহা দ্বারাই অন্ন-রসময় শরীর পূর্ণ। অন্নরসময় স্থূলশরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া প্রাণময় শরীর অন্ন-রসময় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত থাকে। প্রাণময় শরীরও পুরুষাকার। তাহাকে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে—প্রাণ উহার মস্তক, ব্যান দক্ষিণ পক্ষ, অপান বাম পক্ষ, সর্ব্ব-শরীরব্যাপী সমান বায়ু তাহার আত্মা এবং উহার আশ্রয় শরীরের মধ্যভাগ এবং পৃথিবী তাহার পুচ্ছ এবং আধার।

মনুষ্য, পশু, দেবতাদি যত শরীরধারী প্রাণী, তাহারা প্রাণের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে, এজন্য প্রাণ সকলের আয়ু-স্বরূপ। এজন্য উহার নাম 'সর্ব্বায়ুঃ'। ইহা সর্ব্বপ্রাণীর আয়ু বলিয়া যে সাধক তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, তিনি পূর্ণায়ু হইয়া থাকেন।

অন্নরসময় শরীরের অন্তরাত্মা প্রাণময় শরীরেরও অন্তরাত্মা। এই প্রাণময়

আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনোময়। সেই মনোময় শরীর দ্বারা প্রাণময় শরীর পূর্ণ। তাহাও পুরুষের আকার। যজুর্ব্বেদ তাহার মস্তক, ঋগ্বেদ দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদ বামপক্ষ, আদেশ (বিধিবাক্য) মধ্যভাগ এবং অথর্ব্ববেদ পুচ্ছ ও আধার। যজুর্ব্বেদ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উহাকে মস্তক কল্পনা করা হইয়াছে। বেদমন্ত্রের বর্ণ, পদ ও বাক্যাদির উচ্চারণের পূর্ব্বে প্রথমে মনেই সঙ্কল্প করা হয়। অতএব সঙ্কল্পাত্মক বৃত্তি দ্বারা মনোময় আত্মার সহিত বেদমন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; এজন্য উহাকে মনোময় পুরুষের অঙ্গে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ঐ শরীরের দুই ভুজ ঋগ্বেদ ও সামবেদ বলার হেতু বৈদিক যজ্ঞাদিতে স্তব ও গান করা হয়, উহাদ্বারা বিশেষ সহায়তা হয় বলিয়া ভুজ-স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। বিধিবাক্য বেদের অন্তরের বস্তু বলিয়া তাহাকে মধ্যভাগ বলা হইয়াছে। অথর্ব্ব-বেদে শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্মসাধক মন্ত্র আছে বলিয়া তাহা প্রতিষ্ঠার হেতু; এজন্য পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠারূপে উহার কল্পনা।

পরব্রহ্মের যে স্বরূপভূত পরমানন্দ, মন-বাণী আদি তথায় যাইতে পারে না। এই মন-বাণী সাধক-পুরুষকে তাহার দ্বারে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসে। সাধক ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে জানিলে আর কখনও ভীত হয় না। কারণ দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই ভয়ের হেতু। ব্রহ্মপ্রাপ্ত সাধকের তাহা থাকে না। মনোময় শরীরেরও অন্তর্যামী ঐ পরমাত্মা।

এই মনোময় শরীর হইতে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানময় আত্মা। উহাকে জীবাত্মা বলা হয়। তাহাদ্বারাই মনোময় শরীর পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা সর্ব্ব-শরীরে ব্যাপ্ত। শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস) তাহার মস্তক, ঋত (সদাচার) দক্ষিণ পক্ষ, সত্য বাম পক্ষ, যোগ শরীরের মধ্যভাগ এবং মহঃ নামে প্রসিদ্ধ পরমাত্মা তাহার পুচ্ছ এবং আধার। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সদাচার ও সত্য-ভাষণ দ্বারা যোগাভ্যাস করিলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। পরমাত্মাই জীবাত্মার আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকে পুচ্ছ এবং প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন বিজ্ঞানময় জীবাত্মার সেবা করে। যদি কেহ এই বিজ্ঞানাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, তাহার পাপসকল নষ্ট হইয়া গিয়া দিব্য ভোগ উপভোগে সমর্থ হয়।

এই বিজ্ঞানময় শরীর হইতে স্বতন্ত্র আনন্দময় আত্মা। তাঁহাদ্বারাই বিজ্ঞানময় আত্মা পূর্ণ। তিনিও পুরুষাকার। ইনি সমস্ত পুরুষ হইতে উত্তম বলিয়া তাঁহারই 'পুরুষ'-সংজ্ঞা। প্রিয়ভাব তাঁহার মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ,

প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ মধ্যভাগ এবং স্বয়ং ব্রহ্মই পুচ্ছ এবং প্রতিষ্ঠা। যদি কেহ এই ব্রহ্মকে অসৎ অর্থাৎ সত্তাহীন মনে করে, তবে সে অসৎ হইয়া যায় অর্থাৎ সদাচারভ্রষ্ট নীচ হইয়া পড়ে। আর যদি কেহ তাঁহার তত্ত্ব যথার্থরূপে না জানিয়াও তাঁহাকে সৎ বলিয়া জানেন, শাস্ত্র ও সাধুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই জ্ঞানে দৃঢ় হইতে পারেন, তবে তিনি সৎ হইয়া যান। তিনি সাধু-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ঐ আনন্দময় ব্রহ্মের শরীর তাঁহা হইতে অভেদ অর্থাৎ দেহ-দেহীভেদ ঈশ্বরে নাই। তাঁহার পৃথক্ অন্তর্যামী কেহ নাই।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা বহু হইবার সঙ্কল্প করেন। তৎপরে জড়-চেতনময় জগতের সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করেন। অতঃপর পঞ্চভূতের সৃষ্টি করেন এবং জড়-চেতন নানারূপে ব্যক্ত হন। স্থূল সূক্ষ্মরূপে জগৎ প্রকট হইবার পূর্ব্বে উহা অব্যক্তরূপে ছিল। পরে তাহা হইতে নাম-রূপময় জড়-চেতনাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়। তিনি স্বয়ং জড়চেতনরূপ জগৎকে প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম সুকৃত। সেই সুকৃত রসস্বরূপ (আনন্দময়)। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দময় হইয়া থাকে। অনাদিকাল হইতে জন্ম-মৃত্যুরূপ ঘোর দুঃখ অনুভবকারী জীব তাঁহার সংযোগ ব্যতীত পূর্ণানন্দ—নিত্যানন্দ বা অনন্তানন্দের সন্ধান পায় না। যদি এই আকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বর আনন্দ-স্বরূপ না হইতেন, তবে কেই বা জীবিত থাকিত বা প্রাণ সঞ্চালনাদি হইত? তিনিই সকলের জীবন নির্ব্বাহেরও সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জীব যখন অদৃশ্য, অব্যক্ত, অপরের আশ্রয় রহিত (কিন্তু সকলের আশ্রয়-স্বরূপ) পরমাত্মাতে নির্ভর ও স্থিতি লাভ করে, তখনই সে অভয় হয়। আর যখনই তাঁহা হইতে বিন্দুমাত্র বিযুক্ত হয়, তখনই ভয় হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ করিলেই ভয় উৎপন্ন হয়। বিদ্বদভিমানী ব্যক্তিও পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হইলে ভয়ে ভীত হয়। ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং, পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ। যঃ স্বীয়-পারক্য-বিভিন্নভাবস্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ॥" (ভাঃ ৭।৬।১৬) অর্থাৎ বিদ্বান ব্যক্তিও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণে ব্যস্ত থাকিয়া স্ব-পর বিভিন্ন ভাবযুক্ত হওয়ায় মূর্খের মত অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে।

সেই পরমাত্মার ভয়ে পবন, সূর্য্য, ইন্দ্র, মৃত্যু আদি সকল দেবতা আপনাপন কর্ম্ম যথাযোগ্যরূপে করিয়া থাকেন।

সেই আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দের স্বরূপ বিচার করা হইতেছে—সর্ব্বপ্রথম

মনুষ্যলোকের আনন্দ কি বা কতটুকু, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। মনুষ্য যদি যুবা, সদাচারী, উত্তমকুলজাত, উত্তম স্বভাবসম্পন্ন, বেদবিৎ এবং নীরোগ, সমর্থ, সুদৃঢ়-বপু, বলবান্ হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত ধন যদি তাহার করায়ত্ত থাকে, তবে তাহাই মনুষ্য-জগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। তাদৃশ মনুষ্যানন্দের শতগুণ আনন্দ একটী মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের আনন্দ অর্থাৎ যে মনুষ্য উত্তম কর্ম্মফলে গন্ধর্ব্ব হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে, সে মনুষ্যানন্দের শতগুণ আনন্দ উপভোগ করে এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের (যাহার চিত্ত কামনায় দূষিত হয় না এবং বেদজ্ঞ পুরুষ) তাহা স্বভাবতঃই আয়ত্ত। মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দ একজন দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ এবং একজন অকামহত শ্রোত্রিয়েরও তাদৃশ আনন্দ স্বভাবতঃই আছে। ঐ প্রকার দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দের শতগুণ আনন্দ একজন চিরস্থায়ী পিতৃলোক-নিবাসীর আনন্দ (যিনি চিরকাল পিতৃলোকে বাস করেন) এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের উক্ত আনন্দ স্বতঃই প্রাপ্তি আছে। ইদৃশ পিতৃলোকবাসীর আনন্দের শতগুণ আনন্দ একটী আজানজ দেবতার আনন্দ (যিনি কর্ম্মফলে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন) এবং অকামহত শ্রোত্রিয়েরও তাদৃশ আনন্দ স্বভাবতঃই আছে। তাদৃশ আজানজ দেবানন্দের শতগুণ আনন্দ একটী কর্ম্মদেবতার আনন্দ (যিনি কর্ম্মফলে দেবভাব প্রাপ্ত হন) , আর তাদৃশ আনন্দ অকামহত শ্রোত্রিয়েরও স্বাভাবিক। এইপ্রকার কর্ম্মদেবতার শত আনন্দ একটী দেবা-নন্দের (স্বাভাবসিদ্ধ দেবতার) সমান। এবং উক্ত আনন্দ অকামহত শ্রোত্রিয়েরও স্বাভাবিক। দেবানন্দের শতগুণ আনন্দ দেবরাজ ইন্দ্রের আনন্দ এবং অকামহত শ্রোত্রিয়েরও তাহাই। দেবরাজের শতগুণ আনন্দ দেবগুরু বৃহস্পতির আনন্দের সমান এবং একজন অকামহত শ্রোত্রিয়েরও তাদৃশ আনন্দ। বৃহস্পতির শতগুণ আনন্দ একটী প্রজাপতির আনন্দ এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ। প্রজাপতির শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মার আনন্দ ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ তত্তুল্য। উক্ত সমুদয় আনন্দের একমাত্র কেন্দ্র একমাত্র পরব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই নিত্যানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নচেৎ সমস্ত আনন্দেরই অবসান ঘটে। কারণ ব্রহ্মা হইতে সমস্ত জগৎ সকলেই যখন মৃত্যুর অধীন, তখন নিত্যানন্দের অধিকারী কেহই হইতে পারে না। কিন্তু অকামহত শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য বেদজ্ঞ পুরুষ ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া জাগতিক বিষয় তুচ্ছ করিয়া ভগবৎসেবাফলে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণানন্দের অধিকারী হন।

যেখান হইতে বাক্-ইন্দ্রিয় অপ্রাপ্য মন সহ ফিরিয়া আসে অর্থাৎ যে-স্থানের বিষয় বর্ণনা করা মনুষ্যের বাক্-ইন্দ্রিয়ের সাধ্যাতীত এবং মনেরও ধারণাতীত, সেই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি হইলে—আনন্দময়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিলে স্বতঃই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় এবং তাদৃশ বিদ্বান ব্যক্তি কোন ভয়ে ভীত হন না। তাঁহার কোন প্রকার শোক থাকে না। কারণ তাঁহার এরূপ কোন চিন্তা করিতে হয় না যে, আমি কেন সৎকর্ম্ম করি নাই বা আমি কেন অসৎ আচরণ করিলাম। তাঁহার চিত্তে পুণ্যকর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা অথবা পাপকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত নরকাদির ভয় কিছুই আশ্রয় করিবার অবকাশ পায় না। তিনি লোভ ও ভয়-জনিত সন্তাপের ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। তিনি পরমাত্মার সংযোগে আত্মাকে নির্ভয় করিয়া রাখেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন (২)

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীগৌরাঙ্গদেবই সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ পৃথক্‌তত্ত্ব নন, উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-বিগ্রহ এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্য-বিগ্রহ—ইহাই বৈশিষ্ট্য। যেখানে মাধুর্য্যের প্রাধান্য সেখানে কৃষ্ণস্বরূপ, আর যেখানে ঔদার্য্যের প্রাধান্য সেখানে গৌরাঙ্গ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়ের ধাম ও পরিকর নিত্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২য় পরিচ্ছেদ)

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্য-উপনিষদেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারের কথা বর্ণিত আছে। যথা—

পিপ্পলাদো ব্রহ্মাণমাহ—ভগবন্, কলৌ পাপাচ্ছন্নাঃ প্রজাঃ কথং মুচ্যেরন্? কো বা দেবতা? কো বা মন্ত্রো ব্রূহি।

স (ব্রহ্মা) হোবাচ—রহস্যং তে বদিষ্যামি, জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে

গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—

একো দেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা
গৌরো রক্ত-শ্যামল-শ্বেতরূপঃ।
চৈতন্যাত্মা স বৈ চৈতন্যশক্তি-
র্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ॥

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং
চৈতন্যাত্মানং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি। মন্ত্রোঽতিগুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ॥

নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্য যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরমরহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি।

চৈতন্য এব সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ পরমেষ্ঠী, রুদ্রঃ শক্রো বৃহস্পতিঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ যৎকিঞ্চিৎ সদসৎ কারণং সর্ব্বম্। তদত্র শ্লোকাঃ,—

যৎকিঞ্চিদসদুদ্ভূতং ক্ষরং তৎ কার্য্যমুচ্যতে॥
সৎ কারণং পরং জীবস্তদক্ষরমিতীরিতম্॥
ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণম্॥

য এনং রসয়তি ভজতি প্যায়তি স পাপ্মানং তরতি, স পূতো ভবতি, স তত্ত্বং জানাতি, স তরতি শোকম্। গতিস্তস্যান্যে নান্যস্যেতি॥

অর্থাৎ, পিপ্পলাদ নিজ পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো, কলিযুগের পাপাচ্ছন্ন প্রজাগণ কি-প্রকারে মুক্ত হইবে? কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে? এবং ভজন-মন্ত্রই বা কি—বলুন।"

তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—এই পরম নিগূঢ়-তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি,

শ্রবণ কর – সকলের আত্মস্বরূপ, মহাপুরুষ, পরমাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধসত্ত্বময়, দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর স্বয়ং জাহ্নবীতটস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তিপ্রকাশ করিবেন। এই বিষয়ে এই শ্লোকসমূহ কথিত আছে—

একমাত্র পরম দেবতা সর্ব্বরূপী পরমপুরুষ গৌরচন্দ্র অন্যযুগত্রয়ে শ্বেত, রক্ত, শ্যামল রূপ ধারণ করেন। তিনিই চৈতন্য-স্বরূপ, চিচ্ছক্তিমান্, ভক্তরূপী, ভক্তি-দাতা ও ভক্তিবেদ্য।

সেই বেদান্তবেদ্য সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, সর্ব্বচৈতন্যস্বরূপ শ্রীচৈতন্য-দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

বেদান্তবেদ্য, পুরাণ পুরুষ, চৈতন্যবিগ্রহ, বিশ্বকারণ, মহান্তস্বরূপ একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। মায়া অতিক্রম করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

তিনি (শ্রীচৈতন্যদেব) স্বয়ংই 'হরি-কৃষ্ণ-রাম' অর্থাৎ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'—এই মূলমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ্য।

এই আট আট ষোল নাম পরম-সুন্দর ; যাঁহারা সেইসকল নাম নিত্য কীর্ত্তন করেন, সেইসকল ধীর ব্যক্তিই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারে না। নিত্যসিদ্ধ পুরুষগণও এই পরম সার মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যদেবই সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ; তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সকল দেবতা, চরাচর সকল জীব, নিত্যানিত্য সকল বস্তু জাত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বকারণকারণ। অতএব এ সম্বন্ধে এইসকল শ্লোক প্রসিদ্ধ—

যাহা কিছু অনিত্য কার্য্যরূপী ও ভোগ্য, তাহা অর্থাৎ এই জগৎ ক্ষর বলিয়া কথিত হয়।

জীব সৎ অর্থাৎ নিত্য ; কারণবস্তু ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অক্ষর বলিয়া কথিত।

যিনি ক্ষর ও অক্ষর বস্তু হইতেও শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুরুষোত্তম। সেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরতত্ত্বেরই নাম—শ্রীচৈতন্যদেব।

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রীতি করেন, তাঁহার সেবা ও ধ্যান করেন, তিনি অনর্থ-মুক্ত হন, তিনি পবিত্র হন, তিনি পরতত্ত্ব অবগত হন,

তিনি শোকের অতীত হন, তাঁহার পরমাগতি লাভ হয়। সর্ব্বসদ্‌গতিরূপ শ্রীচৈতন্য-বিমুখজনের কোন গতি নাই।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে জানাইয়াছেন—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্যতনুভা
য অন্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২।৫)

[উপনিষদে যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, সেই ব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ-কান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি মহা-প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে শাস্ত্র ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, তিনি আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।]

নন্দ-সুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি॥
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্ম-চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞান-মার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গ-কান্তি॥
অন্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেই গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥
সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য-গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥

(চৈঃ চঃ আঃ ২য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিদগ্ধ-মাধব-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে জানাইয়াছেন—

অনর্পিত-চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত টীকা—বো যুষ্মাকং হৃদয়রূপ-গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তি-শ্রিয়ং স্বভজন-সম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুং অবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাং? অনর্পিত-চরীং কেনাপি ন অর্পিত-পূর্ব্বাং। ননু কপিলদেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং কিং নোপদিষ্টং? তত্রাহ সকল-রস-সদ্ভাবেঽপি উন্নত-উজ্জ্বল-রসো যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ং। তথা উজ্জ্বলরস-প্রধানা ভক্তির্নোপদিষ্টেতি ভাবঃ। (শচীনন্দনঃ) কথম্ভূতঃ? পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দর-দ্যুতি-সমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বত-কন্দরায়াং উদিতঃ সিংহো যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি, তথা যুষ্মাকং হৃদয়-কন্দরায়াং উদিতঃ শচীনন্দন-স্বরূপ-সিংহো হৃদ্‌রোগরূপ হস্তিনো নাশয়তু ইতি ধ্বনিঃ।

কোন যুগে কোন অবতার-কর্ত্তৃক যাহা অর্পিত হয় নাই—এইরূপ উন্নত-উজ্জ্বলরস-বিশিষ্ট স্বীয় ভজন-সম্পত্তিরূপ ভক্তি প্রদানার্থ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর-দ্যুতিসমূহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই শচীনন্দন হরি শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাদের হৃদয়-গুহায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন। অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বত-কন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ হস্তীসমূহকে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শচীনন্দনরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়-কন্দরে উদিত হইয়া তোমাদের হৃদ্‌রোগরূপ হস্তিবৃন্দকে বিনষ্ট করুন।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রত্যেক দ্বাপরযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার বিশ্বে প্রকটিত হইয়া থাকেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগে এক দিব্যযুগ। ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর কলির পরমায়ু, তার দ্বিগুণ দ্বাপর, দ্বাপরের দ্বিগুণ ত্রেতা, ত্রেতার দ্বিগুণ সত্য-যুগের পরমায়ু। এইরূপ ৭১ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। ব্রহ্মার একদিনে বৈবস্বত-নামক সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত

চণ্ডীর ১১শ অধ্যায়েও ইহার দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজলীলা অপ্রকট হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা-বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানারঙ্গে॥
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥
চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহ-গ্রীব, সিংহ-বীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ, দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥
প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর'-নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥
'ডুভৃঞ্'-ধাতুর অর্থ 'পোষণ,' 'ধারণ'।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষ লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮।১৩)

—এই উক্তি অনুসারে দ্বাপরযুগে ও কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন সত্য, কিন্তু সকল দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং সকল কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন না। শ্বেতবরাহ কল্পে বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগেই দ্বাপরের শেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরের অন্তে যে কলিযুগ, সেই কলিযুগেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
'বৈবস্বত'-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

মৎস্যপুরাণও বলেন—

অস্মাদ্রথান্তরাৎ কল্পাত্রয়োবিংশতিমো যদা।
বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্মিন্ মন্বন্তরে শুভে॥
বৈবস্বতাখ্যে সম্প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোকধৃক্।
দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যদা॥
তস্যান্তে চ মহানীলো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
ভারাবতরণার্থন্তু ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি।
দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্বদ্ রৌহিণেয়োঽথ কেশবঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও তদভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গদেব যুগাবতার মাত্র নহেন। পরন্তু তাঁহারা অবতারী—অংশী ভগবান্। যুগাবতারগণ ও অন্যান্য অবতারগণ তাঁহাদের অংশ বা কলা। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্

স্বয়ং" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকই তাহার প্রমাণ। যুগাবতার সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী-প্রভু সংক্ষেপ ভাগবতামৃত গ্রন্থের পূর্ব্ব-খণ্ডের ১০১ শ্লোকে বলিয়াছেন—

কথ্যতে বর্ণ-নামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকায় ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন—কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু; "কৃষ্ণ কলিযুগে বিভুঃ" ইতি হরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণগৌরঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্যাৎ, তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্।

এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও ভাঃ ১০।৮।১৩ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

বৈবস্বত-মন্বন্তর-গতাষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয়-দ্বাপর-কলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি, তদ্‌যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যাম-কৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে শ্রীহরি যথাক্রমে (নামে ও বর্ণে) শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ অর্থাৎ সত্যযুগে 'শুক্ল'-নাম ও শুক্লবর্ণে, ত্রেতাযুগে 'রক্ত'-নাম ও রক্তবর্ণে, দ্বাপরযুগে 'শ্যাম'-নাম ও শ্যামবর্ণে এবং কলিযুগে 'কৃষ্ণ'-নাম ও কৃষ্ণবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয় দ্বাপরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। তখন তদ্‌যুগাবতার 'শ্যাম' তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত হন। ঐ কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন যুগাবতার 'কৃষ্ণ' তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু স্তবাবলী-গ্রন্থে মনঃশিক্ষায় জানাইয়াছেন—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতি-সুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥

হে মন, তুমি বেদবিহিত ধর্ম্ম বা বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না, পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার কর, শ্রীশচীনন্দনকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া এবং শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

শ্রীগুরু-চরণে বিজ্ঞপ্তি

গুরুদেব মম, শুন নিবেদন,
শ্রেষ্ঠ রতনমণি !
কৃষ্ণের সেবক, অধম-তারক,
আশ্রয়-বিগ্রহ তুমি ॥১॥

পতিত-পাবন, ভক্ত-প্রাণধন,
দয়ার ঠাকুর নাম।
সর্ব্বগুণে গুণী, সর্ব্বময় তুমি,
করগো করুণা দান ॥২॥

কৃপা বিতরিয়া, আসামে আসিয়া,
দিলা মোরে পদছায়া।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন, হয় সর্ব্বোত্তম,
জানা'লে অসার মায়া ॥৩॥

তোমার মহিমা, সর্ব্বজনে গায়,
আনন্দে ভরিল মন।
বহু ভাগ্যফলে, পাইয়া চরণে,
জুড়াল এ'ছার প্রাণ ॥৪॥

জাগে অনুক্ষণ, হে আরাধ্য ধন !
সেবা করি নিরন্তর।
তব পদ ধরি', দৃঢ় শ্রদ্ধা করি',
ভজিব নিতাই-গৌর ॥৫॥

সাধন-ভজন, না হ'ল কখন,
সদাই ব্যাধির ভয়।
বৃথা দিন যায়, আকুল হিয়ায়,
কিসে বা কুশল হয় ॥৬॥

গুরুরূপ ধরি', গোলোকের হরি,
তারেন পতিত-জনে।
এই বেদ বাণী, পুরাণে বাখানি',
ঘুষিল সকল স্থানে ॥৭॥

শ্রীগুরু-বিমুখ, নহে কভু সুখী,
সদা লভে অধোগতি।

গুরু বিনা ভক্তি, কভু নহে মুক্তি,
এইত শাস্ত্রের রীতি ॥৮॥
মূঢ়া হরিদাসী, কুকার্য্যে প্রয়াসী,
কেমনে পাইবে ভক্তি ।
করগো করুণা, তব দয়া বিনা,
নাহি দেখি কোন গতি ॥৯॥

—সেবিকা **শ্রীমতী হরিদাসী দেবী**
গোলোকগঞ্জ (আসাম)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাদির জন্য গত ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর, মঙ্গলবার—তুন এক্সপ্রেসে হাওড়া হইতে যাত্রা করেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে অত্যন্ত ভীড়ের জন্য রেল কোম্পানী হইতে রিজার্ভেশনে অসুবিধা হেতু পূর্ব্বঘোষিত ২৫শে অক্টোবর স্থলে সমিতি ২৮শে অক্টোবর তারিখে যাত্রা করেন। তাঁহারা যথাক্রমে গয়া, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি হইয়া গত ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, রবিবার দিবসে মথুরায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। শ্রীমঠে ১দিন বিশ্রাম করত সমিতি মঙ্গলবার হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করেন। গোবর্দ্ধন, কাম্যবন, নন্দগ্রাম, গোকুল প্রভৃতি দূরস্থ স্থানে মোটর বাসযোগে গমন করা হয়। কিন্তু ব্রজমণ্ডলে এবৎসর অত্যন্ত বন্যা হেতু কাম্যবন হইতে নন্দগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল টাঙ্গাযোগে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, যাত্রীগণ নির্ব্বিঘ্নে এবং বিনাক্লেশে সর্ব্বত্রই পরিক্রমা ও পরিদর্শনাদি করিয়াছেন। পরিক্রমা শেষ করিয়া যাত্রীগণ বিভিন্ন দলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সর্ব্বশেষ দলটী গত ১১ই অগ্রহায়ণ, ২৭শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব

(ক) পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎরের ন্যায় এই বৎসরও বিগত ২৬শে কার্ত্তিক ১৩৬৫, ১২ই নভেম্বর ১৯৫৮, মঙ্গলবার সমিতির বিশেষ প্রচার-কেন্দ্র শ্রীধাম মথুরাস্থিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব বিরাটভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমাকারী ভক্তগণ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করত নানাপ্রকার সেবা-সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই সমিতির

সেবকগণ নানাপ্রকার সেবার বিচিত্রতা ও উৎকর্ষ চিন্তায় এবং দ্রব্যাদি সংগ্রহে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীমন্দির ও মঠ-গৃহ সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া নানাপ্রকার পতাকা ও পুষ্পে সজ্জিত হয়। প্রবেশদ্বারে সুশোভন তোরণাদি নির্ম্মাণ ও তাহা বৈদ্যুতিক আলোকমালায় বিভূষিত করা হয়। শ্রীমন্দির-সংলগ্ন সুবৃহৎ হল-ঘরটী অতিযত্নে মনোরম সজ্জায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ দেওয়ালে বিলম্বিত শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বৃহদাকার তৈলচিত্রগুলি সুন্দর পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়াছিল। সিংহাসনস্থ শ্রীগিরিধারীর পার্শ্বেই তরুণ সেবকগণ বিশেষ নৈপুণ্য-সহকারে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত, তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ যানবাহন-সমাকীর্ণ ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-পরিক্রমাকারী ভক্তগণ-সমন্বিত সুদৃশ্য রাজপথ, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করেন। যথাযথ রঙ্গীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-নির্ম্মিত গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত, রঞ্জিত কঙ্কর-নির্ম্মিত সুদীর্ঘ রাস্তা ও তন্মধ্যস্থ দণ্ডবৎকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া মনে হইতেছিল যেন গিরিরাজ তাঁহার যাবতীয় অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎভাবে বিরাজ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে বৃন্দাদেবী-পরিবেষ্টিত শ্রীগিরিরাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখে ভক্তগণ-নিবেদিত স্তূপাকার লাড্ডু, কচুরী, পুরী, অন্ন ও নানাপ্রকার বিচিত্র ব্যঞ্জন ও বিবিধ প্রকার অগণিত মিষ্টান্নাদি যেন অত্যন্ত প্রীতিভরে অঙ্গীকার করত ভক্তগণকে অপার কৃপা করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছিল। ভোগকালে ভক্তগণের প্রেমাপ্লুত সুউচ্চ সংকীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতির মহৎ রোল সমাগত দর্শকগণের হৃদয়-মনকে শ্রীশ্রীগিরিধারীর এই সেবায় তন্ময় করিয়া দিয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই ভক্তিপ্লুত-হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে "জয় গিরিরাজ গোবর্দ্ধন মহারাজ কি জয়" রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছিলেন।

এই মহদনুষ্ঠানে মথুরা সহরস্থ যাবতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদের অনেকেই যথাকালে সন্ধার পর মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া ধন্য হন। পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতে তাঁহারা নানাপ্রকার প্রশ্নের সমাধান ও সদুত্তর শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। মাননীয় মথুরা জেলার জজসাহেব বাহাদুর এই দিবস যোগ দিতে না পারায় উৎসবের পরে একদিবস আগমন করেন ও বহুক্ষণ শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের সহিত বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। মাননীয় জজসাহেব একজন বেদান্তবিৎ এবং শঙ্করভাষ্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত, তদুপরি শ্রীমন্মহা-

প্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠত্ব কিছু অনুভব করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের কতিপয় সুযুক্তির প্রশংসা করেন। উৎসবে নিমন্ত্রিত, রবাহূত সাধু-সজ্জন, ভিক্ষুক ও কাঙ্গালীগণ দলে দলে বসিয়া শ্রীশ্রীগিরিরাজের প্রসাদ আকণ্ঠ সেবা করেন। সমাগত দর্শকবৃন্দকেও শ্রীশ্রীগিরি-ধারীর প্রসাদ বিতরিত হয়।

(খ) চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ২৫শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার গো-পূজা অনুষ্ঠানের পর ২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর, বুধবার 'শুক্লপ্রতিপৎ প্রভাতে' শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উষঃকাল হইতেই শ্রীগোবর্দ্ধনের মহিমা ও অন্নকূট প্রসঙ্গ বর্ণমুখে পাঠ-কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। দ্বিপ্রহরে জগমোহনে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে দুই শতাধিক বিচিত্র অন্ন-ব্যঞ্জন-মিষ্টান্নাদি ভোগ-সামগ্রী সুসজ্জিত করিয়া নিবেদন করা হইয়াছিল। ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত, অনাহূত স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অগণিত দর্শনার্থীকে অন্নকূটের বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া গোবর্দ্ধন-পূজা দর্শন ও অন্নকূট-মহোৎসবের প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হন।

চাতুর্ম্মাস্য ও শ্রীদামোদর-ব্রত

শ্রীবেদান্ত সমিতির শাখামঠসমূহে গত ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই হইতে পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ হইয়া ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর উক্ত ব্রত সমাপ্ত হয়। সমিতি ব্রতকালে ঝুলনযাত্রা, শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব, শ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব, শ্রীদামোদরব্রত, শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বিরহতিথি যথারীতি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, শাস্ত্রানুশীলন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে সম্যক্‌ভাবে উদ্‌যাপন করিয়াছেন। —**নিজস্ব সংবাদ**

অচিন্ত্যভেদাভেদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১৮ পৃষ্ঠার পর এই প্রবন্ধ পৃথক্ পত্রাঙ্কে ১০১ পৃষ্ঠা হইতে ১০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধের ১০৮ পৃষ্ঠার পর শেষ ছত্রের সহিত মিল করিয়া পাঠ করিতে হইবে)

'কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু **মহাসুখ পাইল**।
মহাপ্রেমাবেশে বহুত নৃত্য-গীত কৈল ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৯ ২৪৫-২৪৯)

এইস্থানে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু কুত্রাপি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতে না পারিয়া মনে মনে কোথাও সুখলাভ করেন নাই। পরন্তু অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসকগণের সহিত নানাপ্রকার তত্ত্বালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পরতমত্ব বুঝাইতে তাঁহাকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে; এমন কি, হৃদয়ের মধ্যে অনেক দুঃখও অনুভব করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যের উড়ুপীতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়াই মহাপ্রভু 'মহাসুখ' পাইলেন—**"কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল।"** অন্যত্র বিষ্ণু-বিগ্রহ দর্শন করিয়া মহাপ্রভু মহাপ্রেমে নৃত্য-গীতাদি করিয়াছেন, কিন্তু **এই-স্থানে তিনি প্রেম আস্বাদন করিলেন**—যে-প্রেমাস্বাদনের জন্য মহাপ্রভুর নদীয়ায় শ্রীধাম মায়াপুরে তাঁহার আবির্ভাব; সেই উজ্জ্বল-রসের আস্বাদন উড়ুপীতে আসিয়াই পাইলেন। পরম উজ্জ্বল বাৎসল্য-রসের অধিদেবতা বা উদ্দিষ্ট পরতত্ত্ব দধিমন্থন-দণ্ডধারী নৃত্য-কলাযুক্ত **নর্ত্তক-গোপালকে পরম-মোহনরূপে দর্শন** করিলেন। এই পরম-মোহনরূপ তিনি সমস্ত দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া কোথাও দেখিতে পান নাই। তাই তিনি মধ্বাচার্য্য স্থানে আসিয়াই **'আত্ম-প্রসাদ' লাভ করিলেন**।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্য-স্থানে পরমমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া 'মহাপ্রেমাস্বাদী' হইয়া 'মহাসুখ' পাইয়াছিলেন এবং তিনি সেই স্থানেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ইহা হইতেও প্রতীয়মান হয়, তিনি দক্ষিণদেশীয় নারায়ণোপাসক রামানুজ, নৃসিংহোপাসক বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি কোন আচার্য্যকেই তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। * যে-সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অঙ্গীকৃত সম্প্রদায়। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এবং কৃষ্ণতত্ত্বই তাঁহার একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়।

---

* বল্লভাচার্য্য ও নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং তাঁহারা ও তাঁহাদের অনুগত আচার্য্যগণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়াই মাধুর্য্যরসে কৃষ্ণোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব হইলেও দক্ষিণদেশে ইঁহাদের মতবাদের প্রচার বা সম্প্রদায় নাই।

গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণ-রসাস্বাদনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যতীত মহাপ্রভুর আত্মবিক্রয়ের ক্ষেত্র আর কোথায় হইতে পারে ?

এখন দেখা যাইতেছে, গুণরাজ খাঁনের নিকট মহাপ্রভুর আত্ম-বিক্রয়ের একমাত্র কারণ—'নন্দনন্দন কৃষ্ণকে' উপাস্য বলিয়া বর্ণনা করা। সেই নন্দ-নন্দন কৃষ্ণই বাৎসল্যভাবে অর্চ্চাবতার—'শ্রীনর্ত্তক-গোপাল'রূপে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার নিজজন মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্ন দিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। সমগ্র দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া কোথাও কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণের পরতমত্ব স্বীকৃত হইয়া তাঁহার সেবা-পূজার ব্যবস্থা দেখিতে পান নাই। সুতরাং মধ্বের নিকট এবং তাঁহার বংশের অর্থাৎ তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য সকলের নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিয়া থাকিবেন—ইহাতে আর সন্দেহ কি ?—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় স্বীকার। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহা বুঝিলেন না কেন ?

আরও একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত উত্তর-রাঢ়ী মঠে শ্রীরাম-সীতার মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। ইহা ত কৃষ্ণোপাসনা নহে। কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভুই ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তিতে স্বয়ং রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র। এই মূর্ত্তিই তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, দক্ষিণ-দেশে একমাত্র শ্রীমধ্বাচার্য্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন। কারণ শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং শ্রীশ্রীহনূমৎ-স্বরূপে শ্রীরামচন্দ্রের দাস্যরসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, আবার শ্রীভীমসেনরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের একান্ত সখ্যভাবে সেবা করিয়াছেন। পুনশ্চ কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার উৎকর্ষ বিধানের জন্য বাৎসল্য-ভাবে দধিমন্থন-দণ্ডধারী শ্রীশ্রীনর্ত্তক গোপালরূপে শ্রীমধ্বের হৃদয়ে স্বপ্নাবেশে আবির্ভূত হইয়া গোপীচন্দন হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীমধ্বের ভজন-ক্ষেত্রেই শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভজনের অপূর্ব্ব সম্মেলন। এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তিতে আবির্ভাব ও প্রকাশই এই অপূর্ব্ব সেবা বা ভজনের অপূর্ব্ব উপাস্য-সম্মেলন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এইপ্রকার আবির্ভাবই বিষ্ণুতত্ত্বের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ আবির্ভাব। শ্রীমধ্বই এই তত্ত্ব প্রকাশের মূল আচার্য্য; তজ্জন্যও তিনি তত্ত্ববাদী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য।

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-পূজিত শ্রীশ্রীরাম-সীতা-বিগ্রহ অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিগ্রহ। এমন কি, শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবেরও বহু পূর্ব্ব হইতেই এই

বিগ্রহ চন্দ্রবংশের রাজগণদ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে রাজা দশরথ কর্ত্তৃক পূজিত হন। অবশেষে শ্রীমধ্বের সেবিত বিগ্রহরূপে আজও বর্ত্তমান আছেন।

লীলা ও ইতিহাস

বৈষ্ণবগণ ভগবানের লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন বলিয়াই সেব্য-সেবক-ভাবেরও নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সেব্য-সেবক-ভাবের নিত্যত্ব অস্বীকার করিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। শঙ্কর-সম্প্রদায় সেব্য-সেবকের একত্ব স্থাপন করিতে গিয়া বেদ-উপনিষদাদির কদর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং নানাপ্রকার যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার করিয়া শব্দের অভিধা-বৃত্তির পরিবর্ত্তে লক্ষণার প্রাধান্য দিতে হইয়াছে। অভিধা-বৃত্তিই শব্দের স্বাভাবিক অর্থ জ্ঞাপন করে। ইহা বিচার-জগতে সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে প্রসিদ্ধ আছে। অভিধা-বৃত্তিতে অর্থ-বোধ না হইলে অত্যন্ত দায় পড়িয়া 'লক্ষণা' স্বীকার করিতে হয়। ইহা দার্শনিক চিন্তাশীলগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। সুতরাং লক্ষণার হেয়ত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমরা আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের আনুগত্যে বেদ-উপনিষদাদির লক্ষণার দ্বারা অর্থ নিরূপণ করিয়া দার্শনিক জগতে হেয়ত্ব বরণ করিব না।

কেহ কেহ অসৎ-উদ্দেশ্য লইয়া ঐতিহ্য-প্রমাণেও লক্ষণার আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ আমরা বৈষ্ণব-নামধারী প্রসিদ্ধ লেখক দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতেছি। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ ও তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী মাননীয় শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়। ইঁহাদের দলে যে আরও দুই চারিজন তথাকথিত বংশগত গোস্বামীর উল্লেখ করা যায় না, এমন নয়; যথা—কানুপ্রিয় গোস্বামী, সত্যানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই সত্য ঐতিহ্যের অবমাননা করিয়া এবং স্বাভাবিক ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটাইয়া তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিতেছেন। ইহা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-মহোদয়গণের পাদপদ্মে অপরাধমূলক। তাঁহারা শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল সূত্র-স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ। তাঁহাদের যুক্তির প্রধান অস্ত্রই 'লক্ষণা'। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি পরিবর্ত্তন করিয়া বৃথা কষ্টকল্পনা করিয়া নূতন কিছু সৃষ্টি করার নামই ঐতিহ্যে লক্ষণা-বৃত্তি।

এইরূপ লক্ষণার আশ্রয় করিয়া প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ডাঃ শ্রীযুত বিমান-বিহারী মজুমদার এম. এ, পি-এইচ. ডি. মহাশয় "শ্রীচৈতন্যচরিতের

উপাদন"-নামক গ্রন্থে যৎপরোনাস্তি অঘটন ঘটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষ দুঃখের বিষয়, **কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া আরও কেলেঙ্কারী করিয়াছেন! এইরূপ অশ্রাব্য অপাঠ্য গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে প্রকাশিত হওয়ার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলীর উপর যে হীন কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার নিজের চরিত্রের ও মনোগত ভাবেরই পরিস্ফুট পরিচয় দিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন তাহারই সর্ব্বনাশ হইবে। তাহার উদাহরণ-স্বরূপ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত **"শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ"** নামক আরও একখানি গ্রন্থের লেখক **শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী** শ্রীমন্-মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরও একখানি **"বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য"**-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাও বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই তিনখানা গ্রন্থই সর্ব্ব সাধারণের অশ্রাব্য, অপাঠ্য বলিয়া মনে করি। **সম্প্রতি আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে,—এই গ্রন্থত্রয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সম্মুখে প্রকাশ্য সরণির উপর অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূর্ণাহুতি দেওয়া হউক।**

ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ কল্পনা অনুসারে যে কোন কথা মুদ্রিত করিলেই ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে না। যদি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট-(Post Graduate) ক্লাসের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐরূপ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার সম্প্রদায়-সম্বন্ধে কোন ধারণায় উপস্থিত হয়, তবে তাহা মিথ্যা অপ্রামাণিক অমঙ্গল ধারণা ছাড়া অন্য কিছুই হইবে না এবং তাহারা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থদ্বারা যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শুধু তাহাই নহে, উক্ত গ্রন্থত্রয় সম্বন্ধে ছাত্র-সমাজ কোনও প্রকারে যদি গৌরব স্থাপন করে, তবে বাংলার সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে অযথা বিদ্বেষ-মূলক আক্রমণ করা হইবে। গ্রন্থ-লেখকগণ হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ইতিহাস রচনা করিলে তাহার দ্বারা সমস্ত বিশ্বের অমঙ্গলের সূচনা হইবে। বিমান বাবু ও গিরিজা বাবুর ঐরূপ মনোবৃত্তি তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। আমি পৃথক প্রবন্ধে তাঁহাদের অসঙ্গত মনোবৃত্তির বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ঐতিহাসিকগণ নাস্তিক বলিয়া লীলা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের চক্ষে 'লীলা' কেবল ঐতিহাসিক মনুষ্যের বা অতিমানুষের ক্রিয়াকলাপ-বিশেষ। প্রকৃত 'লীলা' অতিমর্ত্ত্য অতর্ক্য অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্না ক্রিয়াবিশিষ্টা। ইতিহাস-লেখকগণের মস্তিষ্কে দার্শনিক যুক্তি, বিচার প্রবেশ করে না বলিয়া তাঁহারা লীলার অচিন্ত্যত্ব অতিমর্ত্ত্যত্ব ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা এস্থলে গিরিজ রায়ের শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে যে উক্তি তাহা নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। ইহাতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীর প্রতি তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন, যথা—

"কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের পরবর্ত্তীয়েরা যতই দিন যায়, ততই বেশী ঐ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের অলৌকিক মহিমা প্রচার করেন। ইহাতে জন-সাধারণ বেশী আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের অতিনিকট অনুবর্ত্তীয়েরা অলৌকিকত্বের প্রাচুর্য্য করেন না। * * * **ধর্ম্মান্ধ লোকেরা লৌকিক অপেক্ষা অলৌকিক অধিক বিশ্বাস করে।**" * তাঁহাদের ঐপ্রকার অক্ষমতাই ভগবল্লীলার অচিন্ত্যত্বের ও অতিমর্ত্ত্যত্বের অভাবের প্রমাপক নহে। ভজনানন্দী দার্শনিক-গণ ইহা তাঁহাদিগকে বর্ণে বর্ণে শিক্ষা দিতে সক্ষম। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদি সর্ব্বদাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, ভগবত্তত্ত্বে যুক্তি-তর্কের স্থান নাই। আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত পাষণ্ডগণই ঈশ্বর-তত্ত্বে যুক্তি-জাল বেষ্টন করিয়া থাকেন। জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্যের নিত্যত্বের উপর ভগবানের লীলা বিস্তার। কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিতে চাহেন, জীব ও ঈশ্বরের অদ্বয়ত্বই শ্রীজীবপাদের জীব-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত। ইহা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদিগণের নিরীশ্বর তত্ত্বের বিচার। জীবেশ্বরের যদি ভেদরাহিত্যই অর্থাৎ অভিন্নত্ব বা অদ্বৈতত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে লীলা-তত্ত্বের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? ভেদ এবং অভেদ উভয় তত্ত্বই যেস্থলে উপনিষদের শিক্ষা, সেস্থলে ভেদেরই প্রাবল্য,—ইহা গোস্বামী ও আচার্য্যবর্গের অভিমত। পরমাত্ম-সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী ইহা স্পষ্টতঃ জানাইয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ ভগবানের লীলার নিত্য স্থায়ীত্ব স্বীকার করিয়াই ভগবানের নিত্য-সেবক। সেবাতেই তাঁহাদের আনন্দ, সুতরাং সেব্য-সেবক নিত্য হইলে তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী সেবা, ক্রিয়া বা বৃত্তিটীও স্বভাবতঃই নিত্যা বলিয়া স্বীকৃতা হয়। এই সেবা-বৃত্তিই নিত্যানন্দ-স্বরূপা। সেবাই বৈষ্ণবগণের পরম-প্রয়োজন।

---

* ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাংলা চরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য", ৯ম বক্তৃতা, ২৭২ পৃষ্ঠা।

যাঁহারা নারায়ণের উপাসনা করেন, তাঁহারা লক্ষ্মী-নারায়ণের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া নিত্যকাল তাঁহাদের সেবানিষ্ঠ হইয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন। যাঁহারা সীতা-রামের উপাসক, তাঁহারা রামসীতার নিত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহাদের সেবায় নিত্যকাল মগ্ন থাকেন। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারা কৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব অনুভব করিয়াই তাঁহাদের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ হইয়া সেবানন্দে অবস্থিত থাকেন।

আমরা উপাসনা-মার্গে কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও নারায়ণ প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্বের উপাসকগণকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকি। ইহাঁরা সকলেই বৈষ্ণব ও একই বৈষ্ণব-আখ্যায় আখ্যায়িত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণও উন্নততম বৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত। যেহেতু গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌর-নিত্যানন্দ প্রভু অথবা পঞ্চতত্ত্বের সেবা নিত্যা ও সনাতনী ; পরতত্ত্ব একই বস্তু হইয়াও 'অচিন্ত্য শক্তিমৎ তত্ত্ব। এই অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে একই বস্তু ঐশ্বর্য্যামৃত, কারুণ্যামৃত, মাধুর্য্যামৃত ও ঔদার্য্যামৃত তত্ত্বে অবস্থিত থাকিয়া একই 'বৈষ্ণব' শ্রেণীর সেব্যরূপে নিত্যকাল অবস্থান করিতেছেন। নির্ব্বিশেষ বস্তু—শূন্যের প্রতীক। সুতরাং তাহাতে আনন্দময়ত্বাদি বৈশিষ্ট্যের অত্যন্ত অভাব। তজ্জন্য এই শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে অবৈদিক নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করায় তাঁহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। প্রকৃতির কালধর্ম্ম তাঁহাদের মস্তিষ্ককে বিকৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা কোনক্রমেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং একাধারে নারায়ণ, রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র এবং গৌরচন্দ্র।

নাস্তিক ঐতিহাসিকগণ রামচন্দ্রের জন্মের বহুপূর্ব্বে রামায়ণের উৎপত্তির কথা ধারণা করিতে অক্ষম। রামানুগ বৈষ্ণবগণ সকলেই সর্ব্বতোভাবে ইহা বিশ্বাস করেন যে, রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। লীলার নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে ইহা ঐতিহাসিকের মাথায় ঢুকিবে কেন? নিত্যসনাতন বস্তু কোন লীলা পরিগ্রহ করিয়াই কোনও কালকে আশ্রয় করিয়া ভৌম বিশ্বে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভগবত্তত্ত্বের আবির্ভাব মাত্রই ভৌম জগতের প্রাকৃত ধারা অপসারিত হয়। সনাতন বস্তুর সহিত মায়া বা প্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপগত কোনও সম্বন্ধ নাই। রামচন্দ্র দশরথের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা ঐতিহাসিকগণ অস্বীকার করেন না। ভারতীয় সমস্ত উপাসক-সম্প্রদায় এই ঐতিহাসিক সত্য অবনত-মস্তকে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার রাজ-প্রাসাদে রাম-সীতার মূর্ত্তি

পূজা করিতেন, ইহা শ্রবণ করিলেই ঐতিহাসিকগণ চমকাইয়া উঠিয়া সন্দেহ করিবেন,—ইহা কি-প্রকারে সম্ভব হয়? আমরা বলি,—ইহা প্রকৃত ও ধ্রুবসত্য কথা—সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। দশরথের পূজিত এই বিগ্রহদ্বয় শ্রীধ্বমুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজও উত্তরাদি মঠে সেবিত হইতেছেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। এই শ্রীরাম-সীতা-মূর্ত্তির কাহিনী সম্বন্ধে জগদ্গুরু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংগৃহীত যে ঐতিহ্য, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শ্রীমধ্বাচার্য্যের রামসীতা

"'অধ্যাত্ম-রামায়ণ'-নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রীরামসীতা-মূর্ত্তির কাহিনী এরূপভাবে লিখিত আছে—কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, রামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করিয়া তিনি কোন দ্রব্য ভোজন করিবেন না। একদা শ্রীরামচন্দ্র কার্য্যগতিকে সপ্তাহকাল প্রজা-সমক্ষে আসিতে সমর্থ হন নাই; তজ্জন্য রামদর্শন-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সপ্তাহ-মধ্যে জল-বিন্দু গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে অষ্টাহের পর নবম দিবসে ব্রাহ্মণ শ্রীরাম-সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা শ্রবণ করত শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহার নিজগৃহে রক্ষিত রামসীতা-মূর্ত্তিযুগল এই প্রকৃত ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাউক। ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণের নিকট হইতে তাঁহা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার জীবনাবধি ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন এবং মৃত্যুকালে শ্রীহনূমানকে দিয়া যান। শ্রীহনূমান্ ঐ বিগ্রহদ্বয় বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া সেবা করেন। বহুকাল পরে ভীমসেন গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন করিলে, তথা হইতে বিদায় গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহদ্বয় ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীমসেন রাজ-প্রাসাদে তাহা সংরক্ষণ করেন। ঐ রাজ-বংশীয় শেষ-রাজা 'ক্ষেমকান্তের' কাল পর্য্যন্ত ঐ বিগ্রহদ্বয় রাজ-প্রাসাদে সেবিত হন; পরে তাহা উৎকলের গজপতি রাজগণের করায়ত্ত হইয়া তাঁহাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিলেন। **শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় শিষ্য শ্রীনরহরি তীর্থপাদকে রাজকোষ হইতে সেই মূল শ্রীরামসীতা-বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া সেবা করিবার অনুমতি করেন। এই রামসীতা-বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু রাজার সময় হইতে সূর্য্যবংশীয়গণের প্রাসাদে রক্ষিত হইয়া রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে দশরথ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতেন।** পরে লক্ষ্মণ তাঁহাদের সেবা করিবার কালে রামচন্দ্রের আদেশে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে অর্পিত

হয়। শ্রীমধ্ব স্বীয় তিরোভাবের তিন মাস ষোলদিন পূর্ব্বে ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উড়ুপী-গ্রামের মূল মঠ উত্তর রাঢ়া-মঠে স্থাপন করেন, তদবধি শ্রীমাধ্ব-আচার্য্যগণ উহার অধিকারী আছেন।" *

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সম্রাট্‌গণের ইতিহাস হইতে নানাপ্রকার লীলার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। প্রাচীনযুগ হইতে সূর্য্য-বংশ ও চন্দ্র-বংশ নামে দুইটী বংশ পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ এবং চন্দ্র-বংশীয় রাজগণ সকলেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বিষ্ণুর পরতমত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই—এবম্প্রকার রাজকীয় বংশের ইতিহাস ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। বিষ্ণু-তত্ত্বের পরতমত্ব স্বীকৃত হইলেও উক্ত উভয় বংশের উপাস্য তত্ত্বের পার্থক্য আছে। ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই সীতা-রামের উপাসক ছিলেন এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ সকলেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। চন্দ্র-বংশের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের পরম মধুর লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইয়াছে। সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ ক্ষাত্র-নীতিতে পরিচালিত হইয়া উপাস্য-তত্ত্বে কারুণ্য-মিশ্রিত দাস্য-রসের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ক্ষেত্রে আমরা এই উভয় বংশীয় উপাস্য-তত্ত্বদ্বয়ের সম্মিলিত বিলাস-মূর্ত্তির একত্র উপাসনা লক্ষ্য করিতেছি। মধ্বাচার্য্য ত্রেতাযুগে শ্রীশ্রীমৎ হনূমদ্বিগ্রহরূপে শ্রীরাম-সেবক ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সূর্য্য-বংশীয় রাজা দশরথ, শ্রীমধ্বের শেষ জীবনে প্রাপ্ত এই শ্রীরাম-সীতা-মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। ক্রমশঃ সেই সেবা হনূমান্ লাভ করেন। চন্দ্র-বংশীয় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যতম ভীমসেন সাক্ষাৎ হনূমদ্বিগ্রহ। দ্বাপরযুগে মধ্বাচার্য্যই ভীমসেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। গন্ধমাদন-পর্ব্বত হইতে ভীমসেন এই রাম-সীতার মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া উপাসনা করেন। কৃষ্ণভক্ত ভীমসেনই সূর্য্য-বংশীয় রাজগণের উক্ত উপাস্য-দেবতাকে চন্দ্রবংশের অন্যতম অধিদেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য হনূমদ্-ভীম-বিগ্রহ এবং উভয়েরই অবতার। ইহা মাধ্ব-সম্প্রদায় এবং সমগ্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই সুবিদিত। সুতরাং চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের উপাস্যদ্বয় শ্রীমধ্বের মন্দিরে আজও বর্ত্তমান। ইহাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ-মূর্ত্তির একটী তত্ত্ব।

---

* গৌড়ীয় মঠের ৪র্থ সংস্করণ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ, ১১ পয়ারের অনুভাষ্য, ৪৬৮-৪৬৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ১৯ নারায়ণ, ৪৭২ গৌরাব্দ | ১১শ সংখ্যা
বুধবার, ২৯ পৌষ, ১৩৬৫; ইং ১৪।১।৫৯

সানুবাদং

যাজ্ঞিক-বিপ্রগণ-কৃতং "অনুতাপ-লক্ষণ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-দ্বাদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
ত্রয়োবিংশেঽধ্যায়ে—৪০-৫১)

(যাজ্ঞিক-বিপ্রা উচুঃ)

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া-দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥১॥

(যাজ্ঞিক বিপ্রগণ অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করত বলিতে লাগিলেন),—আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, কুল এবং কর্ম্ম-নৈপুণ্য সমস্তেই ধিক্॥১॥

নূনং ভগবতো মায়া যোগীনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ॥২॥

ভগবানের মায়া যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকেন। যেহেতু

আমরা মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বকীয় কর্ত্তব্য-বিষয়ে মুগ্ধ হইয়াছি ॥২॥

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্ত-ভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যু-পাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৩॥

যে ভাব জন্মিলে গৃহ নামক মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, অহো! নারীগণেরও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশী ভক্তি হইয়াছে, দর্শন কর ॥৩॥

নাসাং দ্বিজাতি-সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্ম-মীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৪॥
তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥৫॥

ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ এবং মঙ্গলদায়ক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কিছুই নাই, তথাপি উত্তমঃশ্লোক মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়াভক্তি জন্মিয়াছে, পরন্তু আমরা উপনয়নাদি-সংস্কার-যুক্ত হইলেও আমাদের সেই ভক্তির উদয় হইল না ॥৪-৫॥

ননু স্বার্থ-বিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥৬॥

আমরা নিরন্তর গৃহচেষ্টায় আসক্ত বলিয়া পরমার্থ হইতে বিচ্যুত রহিয়াছি। সজ্জনগণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ গোপমুখে অন্ন-প্রার্থনা-বাক্য দ্বারা আমাদিগকে পরমার্থ স্মরণ করাইয়াছিলেন। হায়! ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় ॥৬॥

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্ ॥৭॥

অন্যথা কৈবল্যবশতঃ পূর্ণকাম সর্ব্বমঙ্গল-বিধাতা ভগবানের আমাদের ন্যায় তদীয় বশ্যজনের নিকট প্রার্থনাদির আবশ্যক কি? ইহা কেবল দয়াবশতঃ যাচ্ঞার অনুকরণমাত্রই করিয়াছেন ॥৭॥

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াঽসকৃৎ।
স্বাত্ম-দোষাপবর্গেণ তদ্যাচ্ঞা জন-মোহিনী ॥৮॥

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত পাদস্পর্শ-বাসনায় অন্যদেবগণকে পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক নিজের চাঞ্চল্য দোষ পরিহার-সহকারে স্থির হইয়া নিরন্তর যাঁহার ভজনা করেন, তৎকৃত প্রার্থনা লোকসমূহের বিমোহিনী মাত্র ॥৮॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্র-তন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥৯॥
স এব ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥১০॥

দেশ, কাল, বিবিধ দ্রব্য, মন্ত্র, প্রয়োগ, পুরোহিত, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং যজ্ঞজন্যফল যাঁহার স্বরূপভূত, মহাযোগিগণের অধিপতি সেই বিষ্ণুরূপী সাক্ষাৎ ভগবানই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়াও অজ্ঞতা-বশতঃ আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই ॥৯-১০॥

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠ-মেধসে।
যন্মায়া-মোহিত-ধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্ম-বর্ত্মসু ॥১১॥

আমরা যাঁহার মায়ায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া এই যাগাদি কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি, সেই অলুপ্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি ॥১১॥

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্ব-মায়া-মোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥১২॥

আমরা তাঁহারই মায়াবলে মুগ্ধ হইয়া তদীয় ভগবৎপ্রভাব অবগত হইতে পারি নাই। সেই আদিপুরুষ নিশ্চয়ই আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন ॥১২॥

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে কৃষ্ণ-কথার বর্ণন আছে। সেই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়, তখন জড়কথারূপ আবর্জ্জনা—কর্ণমল মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিনষ্ট হয়। ইহাই 'কর্ণবেধ'-সংস্কার। চিন্ময় কর্ণ জড়াবৃত আছে, বিচার করিলে ভোগপর বাক্যসমূহ আমাদিগের হৃদয়কে চঞ্চল করায়। তখন কৃষ্ণেতর ব্যাপারই আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয়। বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-রূপ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পরিকর-কীর্ত্তন-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-

লীলাকথা-শ্রবণ—শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ হইতেই শুদ্ধসত্ত্ব-নির্ম্মল জীব-হৃদয়ে উদিত হয়। তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন জানিতে পারা যায়। সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থিতি।

যাহারা "পল্লবগ্রাহিতা"-নীতি অবলম্বন করিয়া বহু কলাভ্যাস করে, তাহারা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে বহু শাস্ত্রের অন্যতম জ্ঞানে কেবল ধর্ম্মরহিত হইয়া শাস্ত্রান্তর জ্ঞান করে; সুতরাং ভাগবতের তাৎপর্য্য ও শ্রীভগবানের লীলা কোনও অবস্থাতে বুঝিতে পারে না। তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরীণ বাসনা ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না। তাহারা ভাগবত পাঠ করিয়াও কৃষ্ণেতর-বাসনা-ক্রমে ভক্তিহীন দোষে দুষ্ট থাকে।

ভগিবতের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল শব্দোদ্দিষ্ট ব্যাপারসমূহকে জড়বাসনায় আবদ্ধ হইয়া যাহারা বিচার করেন, তাঁহাদের ভগবৎ-সম্বন্ধিনী কথায় কোনপ্রকার প্রবেশ লাভ ঘটে না।

সকল বেদশাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতকে 'প্রেম'রূপ প্রয়োজন-তত্ত্ব বলিয়া গান করেন। প্রয়োজন-বিচারে সাধারণতঃ ভোগি-সম্প্রদায় ধর্ম্মার্থ-কামকে লক্ষ্য করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের অতীত সুনির্ম্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারঙ্গত হইয়া চারিবেদ হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণপ্রেমাকেই তাৎপর্য্য জানেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অভিধেয়-সমূহ যথার্থ পুরুষার্থ-সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত হইলে ঐগুলির অধিষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়।

বেদশাস্ত্রকে দধির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শুকদেব সেই দধির মন্থনকারী; তাহা হইতে বেদ-তাৎপর্য্য নবনীত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে উদিত হইলেন। শ্রীপরীক্ষিত বিষয়-নিবৃত্ত হইয়া সকল বেদ-তাৎপর্য্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ হইতে লাভ করিলেন।

মিরাট জেলার প্রান্তভাগে হস্তিনাপুর অবস্থিত। বর্ত্তমান মজঃফরনগর জেলার প্রান্তভাগে ভোপা থানার অধীন ভুখাড়হেড়ি জনপদের নিকটবর্ত্তী শুকরতল গ্রামেই গাঙ্গতটে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীশুক-দেবের নিকট হইতে সমগ্র বেদ-তাৎপর্য্য সপ্তাহকাল-মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দধির মন্থনে যেরূপ সারাংশ ননী বাহির হয়, সেইপ্রকার বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-রূপ অসার অংশের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া প্রেম-ভক্তির

সারত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষিত অন্যান্য সকল কথা পরিবর্জ্জন করিয়া সেই সার গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতগণ সকলেই "সারগ্রাহী"। বিদ্ধ ভাগবতগণ অসৎ সংসর্গে ফল-ভোগবাদ ও ফল-ত্যাগবাদের বিচার-সংশ্লিষ্ট হইয়া ভারবাহি-রূপে আত্মগ্লানি উপস্থিত করিয়াছেন। অসার-মিশ্রিত কিঞ্চিৎ সার অপেক্ষা অসার-রহিত বিশুদ্ধ সার বা নির্য্যাসই গ্রহণীয়, উহাই আত্মবিদ্‌গণের ভোজ্য ও পেয়। অসারগ্রাহিগণ ফল-ভোগবাদে স্থূলভাবে ভারবাহী এবং ফল-ত্যাগবাদে বাহ্যে 'ভারহীন' হইবার ভাণ করিলেও সূক্ষ্মভাবে অধিকতর গুরুভারবাহী। উভয়েই সার-গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

ভগবান্ ও ভক্তে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্ব অবগত হন না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিজের অমঙ্গল আবাহন করেন। লীলাপ্রবিষ্ট না হইলে ভগবানের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বলা যায় না। ভগবৎকথাময় ভাগবত শুকদেবই জানেন। অন্যে জানে না। একটি কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীমহাদেব এক সময় বলিয়াছিলেন—আমি ভাগবত জানি, শুকদেব ভাগবত জানেন, লেখক শ্রীব্যাসদেব গুরু-পদাশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবার অভাবে কিছুদিন ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের সেবকগণের উপকারার্থে শাস্ত্র-গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু সচ্ছাস্ত্র-সমূহের একমাত্র তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত-রচনাকালে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষধিক্কারী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীবার্ষভানবী-দেবীর কথার প্রাধান্য না দেওয়ায় এবং সাধারণের যোগ্যতার অভাবহেতু বর্ণন-বিষয়ে যে সাবহিতচিত্ততা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কতক অবগত এবং কিছুপরিমাণে অনবগত প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু নৃসিংহের উপাসক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর ভগবৎ-কৃপাক্রমে সেবোন্মুখ হওয়ায় ভাগবতের তাৎপর্য্য সুষ্ঠুভাবে জানিয়া গোপীজন-বল্লভের সেবার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন; ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধর ও তৎসহোদর ভ্রাতা লক্ষ্মীধর নামভজন-প্রভাবে ভগবদ্রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় যে অধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীধর-বিরোধী শ্রীধর-টীকা-পাঠকারী বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায় অভক্ত হওয়ায় সেই কৃপা লাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত আছে। কনিষ্ঠাধিকারগত চেষ্টায় ভগবানের কিছু পরিচয়ের কথা থাকিলেও ভক্তের অমর্য্যাদা করিলে ভগবৎসেবায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও বিষয়-আশ্রয়-বিচারে যাহাদের ভেদজ্ঞান-জনিত অমঙ্গল প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা প্রেম-ভক্তিকে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনোন্মুখ

বলিয়া জানে না। অতএব তাহারা মানবজীবন লাভ করিয়াও আত্মঘাতী মাত্র।

যে-স্থলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সে-স্থলে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই অবস্থাত্রয়ের নির্ব্বৈশিষ্ট্যই চরম আরাধ্য-ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সহিত সংযুক্ত হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্য লাভের যত্ন করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে ভগবানের লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, অখিল সদ্‌গুণ, ভগবদ্‌রূপ এবং ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্তগণ তথা ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ভগবানের নিত্যকাল সেবা-ব্যতীত অন্য কিছুই প্রয়োজন বোধ করেন না। সুতরাং নিত্য সেবকের সেবা-বিচার ব্যতীত অন্যকথা ভাগবতের মধ্যে নাই। যাহারা ভাগবতে ভগবানের নিত্যসেবা ব্যতীত আর কিছু অনুসন্ধান করে তাহারা নিতান্ত অর্ব্বাচীন জানিতে হইবে। অভক্তগণ সেবাধর্ম্ম-বর্জ্জিত হওয়ায় অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-ফল-লাভ, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি বর্ণন করিতে যাইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাগবতের উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—যে ভাগবত অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনা করান, সেই বঞ্চনার ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত-গ্রন্থকে ভগবদ্বিগ্রহ না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থ-বিশেষ-জ্ঞানে রুদ্রের বিনাশ-দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন মায়াবদ্ধ জীবের উত্তরোত্তর কামবৃদ্ধি করায়। সুতরাং বিষয়ীর যোষিৎ--বোধে ভাগবত-পাঠ হইতে বিরত করানই ভগবানের উদ্দেশ্য।

সকল শাস্ত্রই প্রমাণিত করে যে, জড়জগতের ভোগ ও ত্যাগ-বুদ্ধি থাকা-কালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কখনই কাহারও গম্য হয় না। সুতরাং জড়বিদ্যা, জড়তপস্যা, জড়বস্তুতে প্রতিষ্ঠাশা থাকা-কাল পর্য্যন্ত চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা বুঝিবার কাহারও সম্ভাবনা হয় না। যাহারা জাগতিক ভোগ্যবস্তুর অন্যতম জানিয়া ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করে, তাহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রমেয়-বস্তু কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারে না। যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ জানেন, ভাগবতকে প্রাকৃত গ্রন্থ-মাত্র জ্ঞান করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের

দ্বারা স্বীয় জড়াশ্রিত বুদ্ধি-দোষকে নিয়মিত করেন, তিনি সর্ব্বসার ভগবদ্ভজনই শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন। অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণান্বিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-গ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন, এরূপ পণ্ডিতগণের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য যাহাদের প্রয়াস, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা বা পুরস্কার-তিরস্কার-দাতা যম তাহাদের দণ্ড-বিধান করেন। ভক্তি-রহিত পণ্ডিতগণ 'ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছি' মনে করিলেও ভক্তির মূল আশ্রয়বস্তুকে নিন্দা করিলে, তাহাদের কখনও ভাগবতে অধিকার হয় নাই জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি ভগবৎকথাময়, সুতরাং অপরাপর গ্রন্থ হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। ঋগ্মন্ত্রে আমরা 'ভগ' নামক আলোকময় দেবতার কথা প্রাপ্ত হই। সেই ভগদেবতাবিশিষ্ট বস্তুকে জগবজ্জ্ঞানে যে একটি আংশিক বিক্রম-বিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করি, 'ভগবৎ' শব্দে তাহাই উদিষ্ট হইয়াছে কিনা, আমাদের আলোচনার বিষয় হয়। অর্য্যমা, বিবস্বান্, সবিতা প্রমুখ দেবগণ-সদৃশ ভগ-দেব দেব-পর্য্যায়ে গণনযোগ্য এবং তৎসম্পর্কিত ভগবানের কথা শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি সেরূপ আংশিক প্রতীতিপূর্ণ ভজনীয় বস্তুর দেবপরত্বে পর্য্যবসিত মাত্র হয় নাই।

পাঠকের আরও মনে হইতে পারে যে, ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত জ্ঞেয়বস্তুরই অন্যতম। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য স্বয়ংরূপ ভগবদ্বস্তু অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় ও অধোক্ষজ। পাঠকের আরও মনে হইতে পারে যে 'অপরা'-বিদ্যা-পর্য্যায়ে পরিগণিত ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বেদাঙ্গও বেদ-কল্প বেদানুগ-শাস্ত্রবিশেষ। বাস্তবিক এইগুলি অপরা বিদ্যা-পর্য্যায়ে ক্ষর-জ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু ভগবদ্বস্তু কালক্ষোভ্য ক্ষরজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অক্ষর ও অচ্যুত বস্তুর বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাহা পরা বিদ্যার অন্তর্গত শাস্ত্র। এই গ্রন্থখানি সেই পরবিদ্যা-শাস্ত্র সমূহের শিরোমণি। আধুনিক তর্কপন্থিগণ মনে করিতে পারেন যে, মানব-সভ্যতার আদিম গ্রন্থই ভারতীয় ঋগ্বেদ-সংহিতা। সেই সর্ব্ব-প্রাচীন আদিম গ্রন্থের পরবর্ত্তী সময়ে যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নব্য বা আধুনিক গ্রন্থ। আবার, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, ইহা পৌরাণিক গ্রন্থপর্য্যায়ে গণনীয় শাস্ত্রবিশেষ এবং

বৌদ্ধ ও জিন শাস্ত্রের কথা যখন এই গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে, তখন বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তিকালে ইহা লিখিত। আবার কেহ কেহ মনে করিতে পারি যে, তাম্রপর্ণী কৃতমালা পয়স্বিনী নদী-তীরবাসী কোন লেখক স্বীয় স্বদেশের মহিমা-কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, সুতরাং অপরাপর পুরাণের প্রাচীনতা ও লিখন-প্রণালীর ঔৎকর্ষ-বিচারে এই গ্রন্থখানি সমুন্নত বলিয়া অপর পুরাণ অপেক্ষা পরবর্ত্তিকালে রচিত। যাহা হউক, অশ্রোতপন্থিগণের অসংখ্য পরস্পর বিবদমান মতসমূহ শ্রীমদ্ভাগবতের অস্তিত্বকে সুদূর প্রাচীনকালের লিখিত গ্রন্থ হইতে আধুনিক বা মধ্যযুগের লিখিত গ্রন্থ-বিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐরূপ ধারণার বিরুদ্ধে কতিপয় নিম্নলিখিত বিচারের গবেষণা পৃথক্ ফল প্রসব ক'রবে।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বিষয় বর্ণন করিতে বসিয়াছেন, তাহার প্রতিপাদন-প্রণালী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মানব-সভ্যতাকালে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবগণ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্বিতীয়াভিনিবেশের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত মাত্র। ঋগাদি-সংহিতার প্রতিপাদ্য বিষয়ে অলৌকিকতার অধিক অবকাশ নাই। তৎপরবর্ত্তী সূত্রগুলিও বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও সংক্ষিপ্তভাবে উহাদিগের রচনা-প্রণালী হইতে পরবর্ত্তিকালের মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ভাষা নানা প্রকারে অধিক পল্লব বিস্তার করিয়াছে। দার্শনিক সূত্র-সমূহ, শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রসমূহ, বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের সূত্র-গ্রন্থ-সকল প্রত্যক্ষবিচারে ভগবদিতর দ্বিতীয়াভিনিবেশের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু অপরোক্ষ, অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বিচার ও অলৌকিক ঐতিহ্যের অধিক পরিচয় দেয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য বিষয়ে দ্বিতীয়াভিনিবেশজ যুক্তি, তর্ক ও বিচারাদি-বিনাশমূলে প্রাগ্‌বন্ধ-যুগের ঐতিহ্য-বর্ণনে যে-সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাতে মানবের ইন্দ্রিয়-লৌল্য-বিরোধী ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানাদির অতীত কথাই অতি প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হইয়াছে। যদিও সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থকে সংহিতা-কালের ভাষাগত বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়, তাহা হইলেও বিষয়-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত ভাবসমূহ বিচার-যুগের পূর্ব্বে সহজভাবে অলৌকিক সত্যের সহজ আবাহনই প্রমাণিত করে। যেকালের ঐতিহ্য শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ পুরাণাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে, তাহারই সামান্য নির্দ্দেশ বৈদিক সংহিতাদি-গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের আকর গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বৈদিক গ্রন্থ কালবশে অনেকগুলিই

তিরোহিত হইয়াছেন। সেইগুলি পুরাণ-রচনা-কালের পরবর্ত্তিকালে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের আকর গ্রন্থগুলি সম্প্রতি দুর্ল্লভ হইয়াছে বলিয়াই যে পুরাণ-প্রতিপাদ্য-বিষয়গুলি আধুনিক, তাহা নহে। আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পুরাণ-লিখিত বিষ্ণুসম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাসে যে-সকল কথার অবতারণ করিয়াছেন, তাহা নবন্যাস বা উপন্যাসের ন্যায় আধুনিক বা কাল্পনিক নহে। শ্রীমন্মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-গুলি ঋক্‌সংহিতা-প্রকাশ-কালের বহু পূর্ব্বের কথা, তজ্জন্যই সংহিতা-কালের পরবর্ত্তী কালে লিখিত পুরাণাদি বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সূত্রগ্রন্থের মধ্যে আমরা শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজাদি ঋষি-প্রণীত কতিপয় সূত্রগ্রন্থের সন্ধান পাই। ভিক্ষুসূত্র, কর্ম্মন্দী পারাশরীয় সূত্র ব্যাস-সূত্রের বহু পূর্ব্বে রচিত। ভক্তিসূত্রসমূহ বর্ত্তমান সাত্বত-পঞ্চরাত্র রচনাকালেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গৃহ্য-সূত্রাদি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণের হস্তে যেরূপ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পর্য্যবসিত হয়, সেই প্রকার সূত্র-গ্রন্থাদিও পঞ্চরাত্রাদি সাত্বতশাস্ত্রে সংস্কৃত ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। সাত্বত সূত্রগুলি রাজস ও তামস সূত্র হইতে বিভিন্ন প্রণালীতে রচিত। ভাগবত, বৈষ্ণব, নৈষ্কর্ম্ম, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রিক প্রভৃতি বিচার-প্রণালী প্রাগ্‌বৈদিক যুগে প্রবল ছিল। তৎপর জড়-বিচারপর তর্ক-দর্শনে ভগবদ্ভক্তির বিচার মন্দীভূত হইলেও পৌরাণিক রচনা-প্রণালীতে পূর্ব্ব ঐতিহ্য পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে সুধী নিরপেক্ষ পাঠকগণ নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল রসময় ভাগবতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া তর্কহত বিচারকে বহুমানন করিলে নিরস্তকুহক সহজ সত্যে উপনীত হইতে অসমর্থ হইবেন। আনুগত্যরূপ ভক্তিধর্ম্মই শ্রৌত-বিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপক। তদভাবে কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গদ্বয় প্রকৃত সত্য-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকমাত্র।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অমল প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং প্রত্যেক দেশিক ও কোবিদেরই চিদ্ধর্ম্মানুগত্য অনিবার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী দলকে আমরা তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান বলিয়া আদর করিতে পারি না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—চতুর্থ প্রবন্ধ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃষ্ঠার পর)

এবম্ভূত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র অধিকারী। এস্থলে আর একটী বিচার আছে। **সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ** অর্থাৎ **বৈধী ও রাগানুগা।** শ্রীরূপবাক্য :—

বৈধী রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা।

বৈধী ও রাগানুগা সাধন-ভক্তির পার্থক্য এই প্রবন্ধে বিচারিত না হইলেও চলিত, কিন্তু **ভক্ত্যধিকার-বিবেকে** উক্ত তাত্ত্বিক পার্থক্যের বিচার না করিলে অনেক সন্দেহ থাকিবে, এই জন্যই সংক্ষেপে এই স্থলেই বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ভেদ বিচার করিতে বাধ্য হইলাম। বৈধী সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন :—

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫)

জীবের ভক্তিবৃত্তি স্বাভাবিক। তাহার চিৎস্বরূপের অভিন্ন ধর্ম্মবিশেষ জীব বদ্ধ হইয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখতা লাভ করিলে সেই স্বরূপ হইতে অভিন্ন বৃত্তি ও মায়া-প্রসূত জগতের বিষয়গত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়া পড়ে। সুতরাং রাগ-বিষয়ে আবিষ্ট হইলে কৃষ্ণানুগত্য লুপ্তপ্রায় থাকে। যে-কোন ভাগ্যেই হউক, জীবের চিৎস্বরূপগত রাগ উদিত হইলেই জীব কৃতার্থ হয়। প্রেমোদয় সময়ে ঐ রাগোদয় স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়াবিষ্ট জীবের যখন রাগ বিকৃত হইয়া তুচ্ছ জড়বিষয়ে কার্য্য করিতে থাকে, তখন কৃষ্ণসম্বন্ধে রাগের অনবাপ্তি বা অনুদয়। তখন ভাগ্যক্রমে উপদেশ লাভ দ্বারা জীব পুনরায় কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিতে থাকে। বেদ ও বেদাঙ্গই উপদেশপূর্ণ শাস্ত্র। সেই **শাস্ত্রের শাসনক্রমে যে ভক্তি-প্রবৃত্তি উদিত হয়, তাহার নাম বৈধী ভক্তি।**

এখন রাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে আলোচিত হউক। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

"তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকে বিষয়-সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ। যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে।"

বিষয়ী জীবের স্বাভাবিক বিষয়-সংসর্গের ইচ্ছা প্রবল প্রেমরূপে ধাবমানা হয়। তাহার নাম রাগ। সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ে চক্ষুরাদির স্বাভাবিক চেষ্টা। তদ্রূপ **শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে রাগ বলা যায়।** সেই রাগে

যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহাদের অনুগত হইতে যে রুচি জন্মে, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ঐবিষয়ে এস্থলে এই পর্য্যন্ত। পরে অন্যত্র বিশেষ বিচারিত হইবে। এবম্বিধ রাগানুগা ভক্তিতে কাহার অধিকার আছে তন্নির্ণয়ে শ্রীরূপ বলিয়াছেন :—

রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসি-জনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্॥
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণম্॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৪৭-১৪৮)

ব্রজবাসী-জনাদির কেবল রাগাত্মিকা নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের তত্তদ্ভাব-লুব্ধ ব্যক্তিরাই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। সেই সেই ভাবাদি-মাধুর্য্য-বিষয় শ্রবণ করিয়াও লোভ ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ হয় না। অতএব লোভই রাগানুগা-সাধনভক্তির অধিকার হেতু। শাস্ত্র ও যুক্তি ইহাতে অধিকার-হেতু হয় না।

আমরা এখন দেখিতেছি যে, বৈধী ভক্ত্যধিকারে শ্রদ্ধাই যেমত একমাত্র হেতু বলিয়া উক্ত হইল, রাগানুগা ভক্ত্যধিকারে লোভই একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এস্থলে বিতর্ক এই যে, প্রথমে যে শ্রদ্ধাকে শুদ্ধভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে তাহা কি অসম্পূর্ণ? যখন শ্রদ্ধা কেবল একপ্রকার ভক্ত্যধিকারের হেতু, তখন সমস্ত শুদ্ধভক্ত্যধিকার-হেতু বলিয়া কিরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল? এস্থলে মীমাংসা এই যে, শ্রদ্ধাই কেবল শুদ্ধ ভক্ত্যধিকারের হেতু, আর কেহই নন। **বৈধীভক্তিতে শাস্ত্র-বিশ্বাসময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু। রাগানুগা ভক্তিতে ভাব-মাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধাই একমাত্র হেতু।** বিশ্বাসময়ীই হউন অথবা লোভময়ীই হউন, একমাত্র শ্রদ্ধাই উভয়বিধ শুদ্ধভক্তির অধিকার-প্রদানে সক্ষম।

বৈধী ভক্ত্যধিকারী ত্রিবিধ। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। শ্রীরূপ-বাক্য :—

"উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা।" উত্তমাধিকারীর লক্ষণ, যথা :—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥

বৈধী ভক্তিতে তিনিই উত্তম ও প্রৌঢ়শ্রদ্ধ, যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ এবং সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়। মধ্যমের লক্ষণ, যথা :—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু **মধ্যমঃ**।

মধ্যম শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রাদিতে নিপুণপ্রায় অর্থাৎ যখন বলবান্ কুতর্ক উপস্থিত হয় তাহা সমাধান করিতে সক্ষম হন না। তথাপি মনে দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত শ্রদ্ধাবান্ থাকেন।

কনিষ্ঠের লক্ষণ, যথা :—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স **কনিষ্ঠো** নিগদ্যতে।

কনিষ্ঠ ভক্ত শাস্ত্রাদিতে কিঞ্চিন্নিপুণ। তাঁহার শ্রদ্ধা কোমল। শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা অন্যে তাঁহার শ্রদ্ধাকে ভেদ করিতে পারে। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, তিন-প্রকার শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই শাস্ত্রবিশ্বাস ও তদনুগত যুক্তিমিশ্র-শ্রদ্ধা লক্ষিতা হয়। রাগানুগা ভক্তির অধিকারীদিগের লোভের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদিগকেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, **ভক্তি-বিষয়ে নরমাত্রের অধিকার আছে**; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে, সাধু-গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হইলে ভক্তিতে অধিকার জন্মে। বিদ্যালাভ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বকই হউক অথবা ভাষাজ্ঞানাভাবে সাধুমুখে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বকই হউক, শাস্ত্র-নির্ণীত ভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব বোধ হইলেই শ্রদ্ধা জন্মিল, বলিতে হইবে। অথবা ভগবল্লীলা শ্রবণ করত শুদ্ধ রাগভক্ত ব্রজ-বাসীদিগের অনুগত হইতে যখন লোভময়ী শ্রদ্ধা হয়, তখনও শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মিল বলিতে হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, ধর্ম্মচর্চ্চা, শম-দমাদি শিক্ষাদ্বারা যোগাভ্যাস ইত্যাদি গুণগণ সাধিত হইলেও ভক্তিতে অধিকার জন্মে না। সাম্প্রদায়িক দীক্ষা লাভ করিয়াও যে পর্য্যন্ত উত্তমাধিকারী না হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত উত্তমা ভক্তির উদয় হয় না, কেবল ভক্ত্যাভাসই থাকে। **উত্তমাধিকার লাভ করিবার যত্ন করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা কেবল উত্তম ভক্ত সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই লব্ধ হয়।** শ্রবণ-কীর্ত্তনে অত্যন্ত আগ্রহ ও তত্তৎ সময়ে অশ্রুপুলক-নৃত্যভাব-প্রদর্শনাদি হইলেই যে উত্তমাধিকার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; যেহেতু তত্তল্লক্ষণ ভক্ত্যাভাসেও উদয় হয়। শুদ্ধভক্তির প্রারম্ভে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বরূপলাভাগ্রহতা ও আর্দ্রতা দেখা যায়, তাহা ভক্ত্যাভাসগত চরম লক্ষণের প্রতিফলনরূপ মূর্চ্ছাদি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতএব আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার যত্ন করিব। তল্লাভের অধিকারপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিব, নতুবা শ্রীকৃষ্ণ-পদাশ্রয়-

প্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। বিশ্ববৈষ্ণবদাস নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রচার করিতেছেন,—

শ্রদ্ধা লোভাত্মিকা যা সা বিশ্বাসরূপিণী যদা।
জায়তেঽত্র তদা ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা ॥১॥
ন সাংখ্যং ন চ বৈরাগ্যং ন ধর্ম্মো ন বহুজ্ঞতা।
কেবলং সাধুসঙ্গোঽয়ং হেতুঃ শ্রদ্ধোদয়ে ধ্রুবম্ ॥৩॥
শ্রবণাদি-বিধানেন সাধুসঙ্গ-বলেন চ।
অনর্থাপগমে শীঘ্রং শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা ভবেৎ ॥৩॥
নিষ্ঠাপি রুচিতাং প্রাপ্তা শুদ্ধভক্ত্যধিকারিতাম্।
দদাতি সাধকে নিত্যমেষা প্রথা সনাতনী ॥৪॥
অসৎসঙ্গোঽথবা ভক্তাবপরাধে কৃতে সতি।
শ্রদ্ধাপি বিলয়ং যাতি কথং স্যাচ্ছুদ্ধভক্ততা ॥৫॥
অতঃ শ্রদ্ধাবতা কার্য্যং সাবধানং ফলাপ্তয়ে।
অন্যথা ন ভবেদ্ভক্তিঃ শ্রদ্ধা প্রেম-ফলাত্মিকা ॥৬॥

লোভাত্মিকা বা শাস্ত্র-বিশ্বাস-রূপিণী শ্রদ্ধা যখন উদয় হয়, তখনই নর-মাত্রেরই শুদ্ধভক্তিতে অধিকার জন্মে। **সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধোদয়ের হেতু নয়, কিন্তু কৃষ্ণলীলা-গান-প্রিয় সাধু-দিগের সঙ্গই একমাত্র হেতু।** শ্রদ্ধোদয়মাত্রই ভক্তিতে কনিষ্ঠাধিকার জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুশীলন ও সাধুসঙ্গ-বলে অনর্থ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা হয়, তখন শুদ্ধভক্তিতে মধ্যমাধিকার জন্মে। পুনরায় শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচিস্বরূপা হইলে সাধক উত্তমাধিকারী হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি-লাভের সনাতন প্রথা। কিন্তু যদি এইরূপ ক্রমলাভকালে অসৎসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বা নির্ব্বিশেষ-চিন্তাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয় অথবা শুদ্ধভক্তের প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়, তবে কোমল শ্রদ্ধা ও মধ্যম শ্রদ্ধা উভয়েই লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না; হয় ছায়া-ভক্ত্যাভাসে, নয় অধিক দুর্দ্দৈব ঘটিলে প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাসে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। অতএব যে-পর্য্যন্ত উত্তমাধিকার লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাবান্ পুরুষের ফলাপ্তির জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত, নতুবা প্রেম-ফলাত্মিকা শুদ্ধভক্তি পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

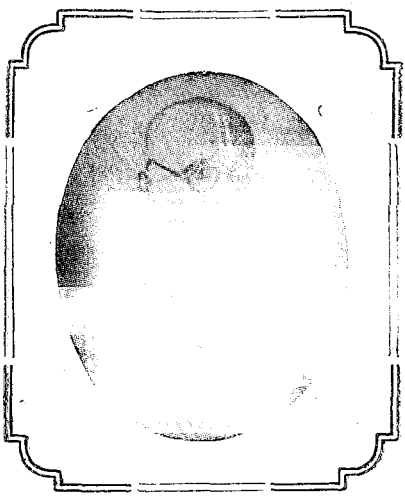

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
"বিরহ-অষ্টাষ্টক"

প্রথম অষ্টক

জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥১॥
আবদ্ধকরুণা-সিন্ধু কাটিয়া মোহান।
নিত্যানন্দ করেছিল প্রেমবন্যা দান ॥২॥
যাদের কবলে ছিল স্রোত প্রবাহিতে।
তাদের বাধিল মায়া ব্রত পরহিতে ॥৩॥
জাতি-গোঁসাই নামে তা'রা প্রবাহ বাধিল।
আপনি আসিয়া প্রভু মুহানা খুলিল ॥৪॥
প্রেমের বন্যায় আবার ডুবাল সবারে।
মো-হেন দীন হীন পতিত পামরে ॥৫॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞা-বলে সেবক সবারে।
গুরুরূপে পাঠালে জীবের দ্বারে দ্বারে ॥৬॥
আসমুদ্র হিমাচল সর্ব্বত্র প্রচার।
তোমার বিরহে আজ সব অন্ধকার ॥৭॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

দ্বিতীয় অষ্টক

অদ্বৈত প্রভু যেমন গৌর এনেছিল।
ভকতিবিনোদ প্রভু তথা নিবেদিল ॥১॥
তাঁহারই আগ্রহে প্রভু এসেছিলে তুমি।
বুঝালে সকলে তুমি, ভারত—পুণ্য ভূমি ॥২॥
"ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যাহার।
জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার" ॥৩॥
এই মহামন্ত্র বাণী সর্ব্বত্র প্রচার।
তোমার বিরহে প্রভু সব অন্ধকার ॥৪॥
তোমার করুণা-সিন্ধু পুনঃ বদ্ধ হ'ল।
এ শেল বড়ই দুঃখ বুকেতে বাজিল ॥৫॥
মহাপ্রভুর কথা বিনা সব কোলাহল।
দেখিয়া বৈষ্ণব-কুল বিরহ-বিহ্বল ॥৬॥
মায়াবদ্ধ জীব-কুল পুনঃ অন্ধকারে।
শান্তি খুঁজি মরে সব অকুল পাথারে ॥৭॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

তৃতীয় অষ্টক

কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন।
সেই মন্ত্র দিলে তুমি কর্ণে অনুক্ষণ ॥১॥
মন্ত্র প্রচারিতে দিলে সবে অধিকার।
মায়ার প্রভাবে আজি সব অন্ধকার ॥২॥
ভজন-পরায়ণ জীব নৃত্য-গীত করে।
গুরুপদ অনুসরি জগৎ নিস্তারে ॥৩॥
অনধিকারী জন করে নির্জ্জন-ভজন।
স্বেচ্ছাচারী করে সব ইন্দ্রিয় তর্পণ ॥৪॥
"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ"।
ভক্তি-উপদেশ সব হইল নশ্বর ॥৫॥
আসক্তি-রহিত যোগ্য-বিষয়-ব্যবহার।
সহজ উপায়-সিদ্ধি তোমার প্রচার ॥৬॥
নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণসেবা ঘরে ঘরে মঠ।
বিপরীত সজ্জায় আজ সর্ব্বত্র প্রকট ॥৭॥

জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

চতুর্থ অষ্টক

ঋদ্ধি সিদ্ধি যাহা কিছু তব বাক্য সার।
'ব্রজবাসীর প্রাণ আছে সেহেতু প্রচার' ॥১॥
'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' চক্রবর্ত্তীর বিচার।
মায়া-মোহপাশে আজ হ'ল ছারখার ।২॥
বহুশাখা বিস্তারিল অব্যবসায়ী হাতে।
প্রতিষ্ঠা বাঘিনী আসি' যোগ দিল তাতে ॥৩॥
তোমার মরম কথা না পশিল কাণে।
যোগ্যতা কোথায় পা'ব নাম-সংকীর্ত্তনে ॥৪॥
নাম-গান সেই হয় শ্রীগুরুর বাণী।
ভুলিয়াও একথা সত্য নাহি মানি ॥৫॥
তব মুখ্য কীর্ত্তি—পর-ধরম বিস্তার।
মহামন্ত্র মানে যেই তার অধিকার ॥৬॥
অধিকার লাভে যদি সবে শিষ্য করে।
তবে ত দুঃখিত জীব সংসার নিস্তারে ॥৭॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

পঞ্চম অষ্টক

'হরে কৃষ্ণ' মহানাম বত্রিশ অক্ষরে।
মূঢ়তায় বশীভূত কীর্ত্তন না করে ॥১॥
তোমার উপদেশ ত্যজি শৃগাল-বাসুদেবা।
ঘটা'ল জঞ্জাল আজ সহজিয়া-সেবা ॥২॥
কোথায় রহিল তোমার উপদেশ-বাণী।
'পুনর্মূষিক' সব হইল আপনি ॥৩॥
সিংহের শাবক আজ শৃগালের ছলে।
পড়িয়া কাঁদিছে সবে মায়ার কবলে ॥৪॥
কৃপা যদি কর প্রভু আবার মো'দের।
মরণের তীরে তবে হেরি হেরফের ॥৫॥
তবে পুনঃ সুখে মোরা কৃষ্ণনাম স্মরি।
তোমার বৈকুণ্ঠ-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করি' ॥৬॥

সেই শুদ্ধনাম কৃষ্ণ আবার নাচাবে।
মায়ার জঞ্জাল সব আপনি ঘুচিবে ॥৭॥

জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

ষষ্ঠ অষ্টক

'নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।'
বড়ই মধুর—মহাপ্রভুর বচন ॥১॥

গুরুদেব-বাক্যে যদি দৃঢ়-শ্রদ্ধা হয়।
তবে সংকীর্ত্তনে কৃষ্ণ-প্রেম উপজয় ॥২॥

প্রেম বিনা নিজ বুদ্ধি সব মায়াজাল।
লাভ না হইল ইথে ঘটিল জঞ্জাল ॥৩॥

মায়াবাদী ভ'রে গেল জগৎ সংসারে।
বৈষ্ণব ছাড়িল প্রচার নির্জ্জনের ঘরে ॥৪॥

পতিত-পাবন নামে পড়িল কলঙ্ক।
ছাড়াছাড়ি হ'ল সব বৈষ্ণব অসংখ্য ॥৫॥

এ হেন দুর্দ্দিনে প্রভু কি হবে উপায় !
তোমার সাজান বাগান ভাঙ্গিয়া যে যায় !!৬॥

সুবুদ্ধি জাগাও প্রভু এ ক্ষুদ্র অন্তরে।
তোমার কথায় যাতে দৃঢ়-শ্রদ্ধা বাড়ে ॥৭॥

জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

সপ্তম অষ্টক

মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥১॥

আপনি সেই ত' প্রভু মূর্ত্ত গৌরবাণী।
পৃথিবীর সর্ব্বগ্রামে সেই নাম দানি ॥২॥

পাঠাইলা নিজ ভক্তে সুদূর পাশ্চাত্যে।
ভারত ভ্রমিলে নিজে আর দাক্ষিণাত্যে ॥৩॥

শুদ্ধ গৌরগাথা যাতে বিজ্ঞজন বুঝে।
কত চিন্তা কর প্রভু বিরোধীকে যুঝে ॥৪॥

জীব নিস্তারিতে গৌর করে যে চাতুরী।
আপনি বুঝিলে সেইসব ভারিভূরি ॥৫॥
দেশ-কাল-পাত্র জানি প্রচার-প্রবন্ধ।
দেখিয়াও নাহি দেখে উলূকাদি অন্ধ ॥৬॥
আউলিয়া-সহজিয়া কি বুঝিবে তাহা।
গুড্ডলিকা নৈয়ায়িক বুঝি পারে কাঁহা ॥৭॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

অষ্টম অষ্টক

চৈতন্যের সেবা নহে নির্জ্জন ভজনে।
বুঝাইলে বার বার তব নিজজনে ॥১॥
জগাই মাধাই উদ্ধারি' প্রভু দয়া করে।
সেই সে-প্রচার কার্য্য বুঝালে সবারে ॥২॥
জগৎ ভরিয়া গেছে জগাই মাধাই।
সবাই হেরিছে বাট চৈতন্য নিতাই ॥৩॥
হেন কালে তুমি যদি আবার আসিতে।
পুনর্ব্বার সেইভাবে কীর্ত্তন গাহিতে ॥৪॥
পুনঃ যদি দিক্‌দিগন্তে প্রচার হইত।
আনন্দে লোক সব হ'ত উছলিত ॥৫॥
গম্ভীর হুঙ্কারে তব পাষণ্ডী পলা'ত।
চৈতন্য-কথায় জীবের হৃদয় ভরিত ॥৬॥
পুনঃ পৃথিবীতে সব পড়ে' যেত সাড়া
তোমার বিরহে আজ সব মণিহারা ॥৭॥
তোমার বিরহে প্রভু বিদরে হৃদয়।
বিরহ-বেদনা কিছু প্রকাশে অভয় ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥৮॥

দীন হীন কাঙ্গাল—
—শ্রীঅভয়চরণ (ভক্তিবেদান্ত)

উপনিষদ্-বাণী

(তৈত্তিরীয় ভৃগুবল্লী)

বরুণপুত্র ভৃগু পরমাত্ম-তত্ত্ব অবগত হইবার অভিলাষে পিতার নিকট উপসন্ন হইলে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতা বরুণপুত্র ভৃগুকে বলিলেন—অন্ন, প্রাণ, নেত্র, শ্রোত্র, মন ও বাণী এইসকল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। এসকলে ব্রহ্মের সত্তা স্ফুরিত হইতেছে। এই সমস্ত প্রাণী যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ইহারা জীবিত আছে এবং প্রলয়ে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার বিষয় জানিবার ইচ্ছা কর। ভৃগু কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্য, শম, দমাদি নিয়ম পালন এবং সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিয়া পিতার উপদেশানুসারে নিশ্চয় করিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ সমস্ত প্রাণী অন্নের পরিণামভূত বীর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করে—অন্নের দ্বারাই তাহারা সুরক্ষিত থাকে এবং মৃত্যুর পর অন্নস্বরূপ পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়। তৎপশ্চাৎ পিতার নিকট আসিয়া তাঁহার উপলব্ধির বিষয় নিবেদন করিলেন। পিতা বিচার করিলেন যে, ভৃগু ব্রহ্মের স্থূলরূপকেই 'ব্রহ্ম' মনে করিয়াছে। অতএব উহার আরও তপস্যা এবং বিচারের প্রয়োজন। সুতরাং ইহাকে কিছু না বলিয়া নীরব থাকাই হিতকর।

পিতার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া ভৃগু বলিলেন,—পিতঃ, যদি আমি ঠিক না বুঝিয়া থাকি, তবে আমাকে যথার্থ উপদেশ করুন। বরুণ বলিলেন—আরও তপস্যা করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হও। আরও কিছুদিন তপঃ করিয়া ভৃগু নিশ্চয় করিলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম। কারণ প্রাণের দ্বারাই সমস্ত জীবন প্রাপ্তি, রক্ষণ এবং প্রাণের অভাবে বিনাশ হয়। তৎপরে পিতার নিকট উক্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। বরুণ পুনরায় তপঃ করিতে আদেশ করেন। ভৃগু পুনরায় তপস্যা করিয়া মনকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করেন। বরুণ পুনর্ব্বার তপ করিতে আদেশ করিলে ভৃগু বিজ্ঞানস্বরূপ চেতন আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করেন। কিন্তু পিতা তাহাতেও অনুমোদন না করিয়া পুনঃ তপস্যার্থ আদেশ করেন। ভৃগু তপস্যান্তে আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিয়া পিতার নিকট সমাগত হইলেন। তাঁহার এই ধারণা হইল যে, আনন্দময় পরমাত্মাই অন্নাদি সকল বস্তুর অন্তর্যামী। এসকল বস্তু তাঁহার স্থূলরূপ। এজন্যই উহাতে প্রথমে ব্রহ্ম বুদ্ধি হয়, কিন্তু সর্ব্বশেষে ব্রহ্মের লক্ষণ আনন্দেই পর্য্যবসিত হয়। সমস্ত প্রাণী আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই আদিতে উৎপন্ন হয়, আবার সেই আনন্দময়ের

আনন্দের লেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই জীবিত থাকে। দুঃখের সঙ্গে জীবিত থাকিতে কেহই ইচ্ছা করে না। সেই আনন্দময়ের অচিন্ত্য শক্তির প্রেরণাতেই সমস্ত প্রাণী চেষ্টাযুক্ত হয় এবং অন্তে তাঁহাতেই স্থিতি লাভ করে—সূর্য্যাদি দেবতা তাঁহারই শাসনে নিজ নিজ কার্য্য করেন, নতুবা কাহারও ক্ষণমাত্র অবস্থান সম্ভব হয় না। ভৃগু এইবার ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ অবগত হন। অতঃপর তাঁহার আর কোন জিজ্ঞাসা ছিল না।

এই ভৃগুর প্রাপ্তবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। যে-কোন ব্যক্তি এই বিদ্যা অবলম্বনে ভৃগুর ন্যায় তপস্যা করিয়া অর্থাৎ ভোগ ত্যাগ অন্যাভিলাষ-শূন্য হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে অভিলাষ করিবেন, তিনিই ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানের যথার্থ অধিকারী হইতে পারিবেন। ভৃগুর ন্যায় তপস্যা করিয়া অন্ন, মন, প্রাণাদি সমস্ত বস্তুর রহস্য অবগত হইলে অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞানের বিলক্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয়। তিনি তখন অন্নবান হন অর্থাৎ সমস্ত ভোগে সম্পন্ন হইতে পারেন। তাঁহার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি নির্ব্বিকার ও নীরোগ হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ হইয়া জগতে বিপুল কীর্ত্তিভাজন হইয়া থাকেন।

অতঃপর অন্নের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। অন্নের নিন্দা করা উচিত নহে। কারণ অন্নই প্রাণ এবং প্রাণই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। কেন না, অন্নদ্বারা প্রাণে বল লাভ হয় এবং প্রাণশক্তির দ্বারা অন্নময় শরীরে জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়। শরীর প্রাণস্বরূপ অন্নের ভোক্তা। শরীরের স্থিতি প্রাণের অধীন, আবার অন্নই প্রাণের স্থিতি উৎপাদন করে। অতএব অন্ন ও প্রাণের অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ আছে। এইপ্রকার অন্নতত্ত্ব অবগত হইলে মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন হইতে পারেন।

অতঃপর জলকেই অন্ন বলা হইতেছে। কেন না, জল হইতেই অন্নাদি খাদ্যের উৎপত্তি। আবার তেজ জলস্বরূপ অন্নকে ভক্ষণ করে অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি এবং অগ্নি জলকে শোষণ করে। এইরূপ শরীরস্থ তেজঃপদার্থ শরীরের আভ্যন্তরীণ জলীয় পদার্থের শোষণ করে। জলে জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিত। জল স্বাভাবিক শীতল পদার্থ, তাহাতে তেজ কিরূপে অবস্থান করিতে পারে? তদুত্তর—সমুদ্রে বড়বানল আছে, আবার জল হইতেই বিদ্যুতের প্রকাশ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্ভব হয়। সুতরাং তেজ জলে স্থিত এবং জল তেজে স্থিত। কারণ সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট সূর্য্য-কিরণস্থিত জল বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। অতএব অন্যোন্যাশ্রিত জল ও তেজ অন্নরূপ খাদ্য

পদার্থের কারণ। সুতরাং তেজ ও জলই অন্নরূপে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব অবগত হইলে মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং ভোগাদিসম্পন্ন হন।

পৃথিবীই অন্ন। কারণ অন্নাদি বস্তু পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়। আবার পৃথিবীকে নিজস্বরূপে বিলীনকারী আকাশই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নের ভোক্তা। পৃথিবী আকাশে স্থিত, আবার আকাশ পৃথিবীতে অবস্থিত। অতএব পরস্পর পরস্পরের আধার হওয়ায় আকাশ ও পৃথিবী অন্নের স্বরূপ। পঞ্চ ভূতের আদি আকাশ এবং পৃথিবী অন্তিম তত্ত্ব। আর বাকী তিন তত্ত্ব ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত ভোগ্য পদার্থ এই পঞ্চভূতেরই কার্য্য। অতএব ইহারা অন্নরূপে স্থিত বলিয়া অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত।

গুরুর নিকট শিষ্য অধ্যয়নকালে অতিথি-পরায়ণতার কথা অবগত হন—"অতিথিদেবো ভব" এই উপনিষদ্বাণী পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথি-সেবাকে গৃহস্থের অন্যতম ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। যিনি গৃহাগত অতিথির আদর-পূর্ব্বক সেবা না করেন তাহার অন্নপ্রাপ্তি কঠিন হইয়া পড়ে। অন্নের দ্বারাই অতিথি-সেবা সম্ভব। অতএব অন্ন উপার্জ্জন যথেষ্টরূপে কর্ত্তব্য।

আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু করা যায়, সে-সকলই পরমেশ্বরের শক্তিতে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ হস্তদ্বারা কার্য্য করার শক্তি; চরণের চলন-শক্তি ইত্যাদি সমস্তই পরমেশ্বরের শক্তির অংশ-বিশেষ। ইহাকে আধ্যাত্মিক উপাসনা বলে।

বৃষ্টিতে অন্নাদি উৎপাদনের শক্তি, বিদ্যুতের যে শক্তি, চন্দ্র-সূর্য্যাদিতে যে প্রকাশ-শক্তি এবং উপস্থের সন্তান-উৎপাদন-শক্তি, আকাশের ধারণ-শক্তি ও সর্ব্বব্যাপকতা শক্তি—এ সমস্তই পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির আংশিক অভিব্যক্তি। গীতাতেও দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—জগতে যাহা কিছু বিভূতি, শক্তি ও শোভাযুক্ত পদার্থ, সকলই আমার তেজের অংশ মাত্র হইতে উদ্ভূত। এইরূপে পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা অবগত হইতে পারা যায়।

সকাম উপাসকগণ বিভিন্ন কামনামূলে পরমেশ্বরের বিভূতি সকলের উপাসনা করিয়া জাগতিক বিষয় প্রাপ্তির আশা করেন, কিন্তু তাহা পরিণামে বঞ্চিত করে। তাহাদের বাস্তবিক কিছু লাভ হয় না, এজন্য সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপাসনা নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য। পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীতে একরূপে বিরাজিত। এই তত্ত্ব অবগত হইলে মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার ভোগাদিতে সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাহার কোন বস্তুর অভাব থাকে না। তিনি ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারেন এবং সমতাযুক্ত হইয়া এই গান করিতে থাকেন—এই ভোগ্যবস্তু, এসকলের ভোক্তা জীব এবং পরমেশ্বরের সহিত পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। আমিও সেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন তজ্জাতীয় তত্ত্ব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

যশোদা-নন্দন হৈলা শচীর নন্দন (৩)

শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ। বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী লীলাই শ্রীকৃষ্ণলীলা, আর সম্ভোগময় শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভময়ী লীলাই গৌর-লীলা। উভয় লীলার মধ্যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মাধুর্য্য-ক্রোড়ীভূত ঔদার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণে ঔদার্য্য-ক্রোড়ীভূত মাধুর্য্য। নিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন।

যুগধর্ম্ম প্রচারাদি বিষ্ণুর কার্য্য, কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশ বিষ্ণুতত্ত্বের পক্ষে কৃষ্ণপ্রেম দান অসম্ভব। বিধি-ভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগ-ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার। শ্রীগৌর-কৃষ্ণের পার্ষদ ভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরস্পর অভিন্নতত্ত্ব। মূল বৃন্দাবনে কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। কোন স্থলে উভয়পীঠে স্বরূপ-ব্যূহ-দ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর উভয়ের উপাসক, সিদ্ধকালে তাঁহারা কায়দ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম-রহস্য।" (জৈবধর্ম্ম)

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যেও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

"গৌর কৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥

দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ ভজনে।
'মহাপ্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে সাধুজনে॥

মধুর প্রেমেতে যাঁর হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর-ভজন তাঁহার॥

রাধাকৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগলবিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায়॥

দাস্য পরিপক্কে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান হ'য়ে॥

সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি' ॥

নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজধাম পায় ॥

নবদ্বীপে ব্রজে যেই নিগূঢ়-সম্বন্ধ।
এক হয়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ ॥

সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুর রসেতে গৌর যুগল আকার ॥"

মদীয় ইষ্টদেব প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম বস্তু। পূর্ণতম Loving Unit হচ্ছেন কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু পরিপূর্ণচৈতন্য বা বিভুচৈতন্য, সকল চেতনের চেতন তিনি। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং রাধারস বিস্তারের জন্যই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

"মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই। কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি কৃষ্ণ-ভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভ রসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ সম্ভোগ-রসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুল্য। সেজন্য গৌরকে ঔদার্য্যবিগ্রহ এবং কৃষ্ণকে মাধুর্য্যবিগ্রহ বলা হয়। এ দুই বিগ্রহের কম-বেশী নাই জানিবেন। গৌর-পদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্ত্তি পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণ মিলিত-তনুই গৌরবিগ্রহ। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহেন। একই জিনিষকে কম-বেশী মনে করিতে হইবে না।

"শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া দ্বাদশ রসের মূর্ত্তি তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে—কৃষ্ণসম্ভোগ-বিচারময়, আর গৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ-বিচারযুক্ত। কৃষ্ণ সেব্য-মূর্ত্তি, আর গৌরাঙ্গদেব সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী।

"শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়-জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাঁহার Transcendental Entity অলোচনা করি, সেই কালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity রূপে ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি।

বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা বা প্রভু, তদ্ব্যতীত আর সব তাঁর ভোগ্য বা সেবক। শ্রীগৌরসুন্দর বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাবে বিভাবিত। তিনি কৃষ্ণ হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ, আর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ঔদার্য্যবিগ্রহ। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণই। জীব নিজেকে আস্বাদক বলিয়া অভিমান করিলেই তাহার সংসার হইবে। কৃষ্ণভোগ্য জীবের ভোক্তা-অভিমানই পতনের কারণ। শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপতঃ বিষয়-বিগ্রহ বা ভোক্তা, কিন্তু তিনি আশ্রয়বিগ্রহের লীলাভিনয়কারী।"

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর ॥
দুই বাহু তুলি' এই বলি সত্য করি'।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ—গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
যাঁর নাম স্মরণেই সমস্ত বন্ধ ক্ষয়।
যাঁর দাস-স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয় ॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায় ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১৪শ অধ্যায়)

উৎকল-সম্রাট্ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব বৃহস্পতির অবতার জগৎ-বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তার কথা শুনিয়া বলিতেছেন—

রাজা কহে, শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ??

তদুত্তরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিতেছেন—

ভট্ট কহে, তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি' লইতে পারে ॥
তাঁর কৃপা নহে যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে ঈশ্বর না মানে ॥
অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
না চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২৯)
(চৈঃ চঃ মঃ ১১শ পরিচ্ছেদ)

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত যাঁহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ (মঃ ৬ষ্ঠ পঃ)

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরও স্বকৃত শ্রীশচীনন্দনাষ্টকে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণো দেবঃ কলিযুগভবং লোকমালোক্য সর্ব্বং
পাপাসক্তং সমজনি কৃপাসিন্ধু-চৈতন্যমূর্ত্তিঃ।
তস্মিন্ যেষাং ন ভবতি সদা কৃষ্ণবুদ্ধির্নরাণাং
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগিতি ধিগিতি ব্যাহরেৎ কিং মৃদঙ্গঃ॥৯॥

লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগসম্ভূত সমস্ত মানবকে পাপাসক্ত দেখিয়া কৃপাসমুদ্র শ্রীচৈতন্যমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন। যে-সকল মানবের শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবে কৃষ্ণবুদ্ধি না হয় তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদিগকে ধিক্ ধিক্। মৃদঙ্গ কি এই বাক্যই উচ্চারণ করে? ॥৯॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নাম-প্রেম প্রচারার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাও শ্রীগৌরাবতারের বহিরঙ্গ-কারণ। এতদ্ব্যতীত আরও মুখ্য বা গূঢ় কারণ আছে।

পৃথিবীর ভার হরণার্থ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একথা শাস্ত্রে শুনা যায়, কিন্তু ভারহরণ স্বয়ং ভগবানের মুখ্য কার্য্য নহে। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু ভারহরণ-দ্বারা জগৎপালন করিয়া থাকেন। কোন গূঢ় উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যখন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তদংশস্বরূপ অবতারাবলী অংশী-স্বরূপ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইলে কৃষ্ণ বিষ্ণুদ্বারে অসুর-সংহারাদি কার্য্য করেন। এই অসুর-মারণ কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গিক কর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর ও পরমকরুণ বলিয়া প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন এবং রাগমার্গীয় ভক্তি প্রচারার্থ জগতে প্রকটিত হন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া জগজ্জীবকে নিজের অপূর্ব্ব সেবা প্রদান করিতে শুভেচ্ছাবিশিষ্ট হইয়া চিন্তা করেন যে—"জগতের লোক ঈশ্বর বুদ্ধিতে আমাকে পূজা করিয়া থাকে। তাহারা আমাকে ঈশ্বর করিয়া মানে এবং নিজেকে দীন হীন ছোট মনে করিয়া থাকে। এইরূপ ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে আমার উল্লাস হয় না। তাহারা আমাকে

এইভাবে প্রীতি করে বলিয়া আমিও তাহাদিগকে প্রাণভরা প্রীতি দেখাইতে পারি না। কারণ, ভক্তগণ আমাকে যে-যে-ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই সেইভাবেই কৃপা করিয়া থাকি—ইহাই আমার স্বভাব বা ব্রত। ব্রজবাসী ভক্তগণ আমাকে পুত্র, সখা ও প্রাণপতি বুদ্ধিতে অত্যন্ত আপন-জ্ঞানে যে-ভাবে প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করেন, তাহা জগতের লোক জানে না। আমি সেইসব ব্রজবাসী ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া আমার মাধুর্য্যময়ী সেবা প্রকাশ করিব। তাহা দর্শন ও শ্রবণপূর্ব্বক লুব্ধ হইয়া ভক্তগণ আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবার সৌভাগ্য পাইয়া কৃতার্থ হইবে।"—ইহাই যেমন কৃষ্ণাবতারের গূঢ় উদ্দেশ্য এবং অসুর সংহার আনুষঙ্গিক প্রয়োজন, তদ্রূপ যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন শ্রীচৈতন্যাবতারের গৌণ কার্য্য, ইহাই মুখ্য কারণ নহে। শ্রীগৌরাবতারের গূঢ় উদ্দেশ্যের কথা শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদভক্ত শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু দুইটি শ্লোকে কৃপাপূর্ব্বক জগৎকে জানাইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু। শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রেমমূর্ত্তি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধাকে লইয়াই কৃষ্ণের যাবতীয় বিলাস। শ্রীরাধারাণীর মত শ্রীকৃষ্ণের এত প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সেবক আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন, কিন্তু ভুবনমোহন কৃষ্ণও ভুবনমোহন-মোহিনী শ্রীরাধার প্রেমে নিত্য বশীভূত। আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণী সেবা করিয়া সুখ পান, বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে নিজ বাঞ্ছাত্রয় পূরণ করেন। সেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অত্যদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয় আস্বাদনে লুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতির্হ্লাদিনী-শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।৫৫-৫৭)

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-
স্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২৩০)

উক্ত শ্লোকের অর্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতিমর্ম্ম॥
বাৎসল্য-আবেশ কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥
এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ-রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস-চর্ব্বণ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত-পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥
তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিদান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধা-প্রেমা বিভু যাঁর বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা কাম্য বক্রব্যবহার॥

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি॥
এই এক শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
দর্পণাদ্যে দেখ যদি আপনি মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥
কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণআদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণ, দর্শনে আকর্ষয় সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন॥
অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণের উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ॥
এই ত দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-রস-স্বরূপ সবে কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সঙ্গে শত অধিকাই॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে-জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখ-মাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রস আস্বাদিতে আমি করি অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে-প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণদ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি' তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কার কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ॥

পিতামাতা, গুরুগণে আগে অবতরি'।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু ॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখ-হেতু নহে গোপীগণ ॥
সেই রাধা-ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈলা পরচার ॥
সেইভাবে নিজ-বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

অন্বয় ও অনুবাদ সহ

"শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,
কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব সংস্করণ।
বৈষ্ণব মাত্রেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
ভিক্ষা—॥০ আনা মাত্র
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

শ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
১৪ই পৌষ, ১৩৬৫ ; ইং ৩০।১২।৫৮

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ১৩৬৫, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯, শনিবার—ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরি-কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, **শুক্রবার** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **শনিবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান**, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

আমার হরিনাম হয় না কেন ?

শাস্ত্রকারগণ বলেন যে—মায়াবদ্ধ জীব তাহার স্বতন্ত্রতাবশে ভগবানকে ভুলিয়া গিয়াছে এবং সেই কর্ম্ম-দোষে সে চৌরাশী লক্ষ-যোনি ভ্রমণ করিয়া কত দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি ভোগ করিতেছে, ও ক্রমান্বয়ে জগদীশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া নিম্নগামী হইতেছে। সুতরাং ইহাদের মুখে জগৎ-পিতা ভগবানের নাম কখনও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না; কারণ, ইহারা অত্যন্ত হরি-বিমুখ। সেই হরি-বিমুখ মানবের উদ্ধারার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর সপার্ষদ ধামসহ ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতি দ্বারে-দ্বারে 'হরিনাম' প্রদান করিয়াছিলেন। মহাজনগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

ভগবান্ কলিজীবের উপরিউক্ত দুর্দ্দশা দেখিয়া কালাকাল, শৌচাশৌচ ইত্যাদি বিচার না করিয়া অতি সহজ উপায়ে ভগবানের 'নাম' অবলম্বন করিবার সুযোগ দিয়াছেন। ব্যবহারিক জগতের মানব বলিয়া থাকে—নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। যদি নিঃশ্বাসের বিশ্বাসই না থাকে, তা হইলে ভগবানের নাম কখন করা যাইবে? তাই ঐরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকায় মহাজন গাহিয়াছেন—

গৃহে থাক বনে থাক, সদা হরি ব'লে ডাক।
সুখে দুঃখে ভুলনা'ক, বদনে হরিনাম কর রে॥

ঘরেই হউক আর বনেই হউক এবং সুখেই হউক, আর দুঃখেই হউক, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বসময়েই ভগবানের নাম গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। আমরা যেন ভগবানকে কখনও ভুলিয়া না যাই। দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত যদি ভগবানের নাম করা যায় তাহা হইলে এই ভব-বন্ধনের হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিব। আর যদি নাম-গ্রহণ-ব্যাপারে স্মার্ত্তাচারের প্রশ্রয় দিয়া শৌচ, অশৌচ, কালাকালাদি বিচার করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে কোনও দিনই ভগবানের নাম করা হইবে না। শৌচ-অশৌচ বিচারে নিজেকে 'শুচিবাই' গ্রস্ত করিয়া তুলিলে ভগবানের নাম গ্রহণের সময় কখনও মিলিবে না। আবার ভগবানের নাম গ্রহণ না করিলে জীব কিরূপে উদ্ধার পাইবে? পুনরায় তাহাকে সেই চৌরাশীলক্ষ জন্মের নাগর-দোলায় ভ্রমণ করিতে হইবে। তাই

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তনই এই কলিকালে জীবের পক্ষে উদ্ধারের সহজ সরল পন্থা।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ (বৃঃ নাঃ পুরাণ)

প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥"

কলিজীবের পক্ষে শ্রীহরিনাম ভিন্ন উদ্ধারের আর অন্য কোন গতি নাই। ত্রিসত্য করিয়া বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীনামই জীবের পরম ধর্ম্ম। এই হরিনাম নির্ব্বন্ধ-সহকারে গ্রহণ করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র গ্রহণের কালকাল, শুচি-অশুচি বিচার থাকিলেও মহামন্ত্র এই হরিনাম কীর্ত্তন করিবার কোন দেশ-কাল-পাত্র বিচার নাই। ইনি সাধক জীবের প্রতি বড়ই কৃপাময়। তাই শাস্ত্র জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সর্ব্বদা হরিনাম করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শ্রীনামের যে কি অপ্রাকৃত গুণ তাহাও শাস্ত্র নিম্নোক্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে।
পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ॥

কৃষ্ণনামে উদ্ধার হইবার এত সুযোগ পাইয়াও আমার হরিনাম হইতেছে না কেন ?—ইহাই আমার প্রশ্ন। আমি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণের অভিনয় করিয়াছি, কিন্তু আমার একবারও হরিনাম হইতেছে না! এতদিন যাবৎ হরিনাম করিয়াও (?) যদি হরিনাম না হয়, তাহা হইলে 'এক কৃষ্ণনামের যে পাপহারিত্ব' তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, সৎ-অসৎ আপামর জন সকলকেই হরিনাম বিলাইয়াছিলেন। হে 'শ্রীনামপ্রেম-প্রদাতা'! তাদৃশ ব্যক্তিগণেরও অধম বলিয়া কি আমি তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব? অজামিল ও জগাই-মাধাইর মত ব্যক্তিও উদ্ধার হইতে পারিল, ততোধিক পাতকী বলিয়া আমি কি বঞ্চিত রহিব?

স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া ও স্বীয় পার্ষদগণকে পাঠাইয়া হরিনাম বিলাইয়াছেন, এবং সমস্ত দুরাচার অসুর পাষণ্ডীগণের পাষাণ-হৃদয় গলাইয়াছিলেন ও দুষ্টচিত্ত শোধনপূর্ব্বক তাহাদের কর্ণে ভগবন্নাম প্রবেশ করাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় চাঁদ-

কাজী ও তাহার ভৃত্যসকল মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে বাধা দিয়া কীর্ত্তনের বাদ্যযন্ত্র খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। শ্রীহরি-কীর্ত্তনে বাধা দিয়াছে শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভক্তগণসহ কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ চাঁদকাজীর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু চাঁদকাজীর ভৃত্য যেদিন খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, সেই দিনই সর্ব্বান্তর্যামী গৌরসুন্দর নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া চাঁদকাজীর নিদ্রাকালে উপস্থিত হইয়া উহার বক্ষের উপরে বসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জনমুখে শাসন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কাজীর গৃহে পৌছিলে কাজী অত্যন্ত ভীত হইয়া গৃহের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে লুকাইয়া ছিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভু একজন লোকের দ্বারা চাঁদ-কাজীকে বাহিরে আনয়ন করিলে তিনি মহাপ্রভুর নিকট পূর্ব্ববৃত্তান্তসকল প্রকাশ করিয়া অবশেষে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় কাজীর জিহ্বায় হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ ইত্যাদি ভগবানের নাম উচ্চারিত হইতে থাকে। চাঁদকাজীর মুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন এবং তাহার বংশধরগণকে হরিকীর্ত্তনে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন।

এস্থলে শিক্ষার বিষয় এই যে, চাঁদকাজী যখন সদ্‌বস্তুর কৃপা লাভ করিলেন, তখনই তাঁহার অসৎবৃত্তি দূরীভূত হইল, কিন্তু আমি সদ্‌বস্তুর কৃপা পাইয়াও তাহা হেলায় হারাইতেছি। ভগবন্নিজজন আমায় কৃপা করিলেও আমি তাহা গ্রহণে অনিচ্ছুক। আমার জাগতিক কামনা, ভোগ-বাসনা এখনও দূরীভূত হয় নাই। তজ্জন্য শ্রীনাম-গ্রহণে আমার আদৌ রুচি হইতেছে না। অবিদ্যা-পীড়ায় পীড়িত আমি, কৃষ্ণনাম-সুধা আমার ভাল লাগিতেছে না। প্রতিদিন আদরপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধ-সহকারে সেই নাম গ্রহণ করিতে পারিলে শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা হইবে এবং তখন আমার শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হইতে থাকিবে। কিন্তু আমি অপরাধশূন্য না হওয়ায় আমার প্রতি হরিনামের কৃপা বর্ষিত হইতেছে না এবং আমি তাহা উপলব্ধিও করিতে পারিতেছি না। হে শ্রীনাম-প্রভো! আপনার নাম-গ্রহণে আমার যাহাতে দিন দিন উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, আমায় তদ্রূপ কৃপা করুন। দশাপরাধরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আমি—আপনার অহৈতুকী কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। হে নামপ্রভো! আপনি জয়যুক্ত হউন।

শ্রীনাম-গ্রহণাভিলাষী—

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ

চিন্তামণির্জয়তি সরস্বতী গুরুর্মে, শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদ-কল্পতরু-পল্লব-শেখরেষু, লীলা-স্বয়ম্বর-রসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম যিনি, শ্রীকৃষ্ণের যথাসর্ব্বস্ব শ্রীরাধার নয়নতারা যিনি, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের নিত্যসঙ্গী যিনি, যিনি আমার ন্যায় পতিতের একমাত্র বন্ধু, আশ্রয়, প্রাণ, ও জীবন-স্বরূপ, সেই পতিতপাবন, মহা-বদান্য, দয়ার-সাগর, আমার নিত্যপ্রভু, নিত্য উপাস্য হৃদয়দেবতা শ্রীগুরুদেব—যাঁহার পাদপদ্মরেণুই আমার নিত্যাকাঙ্ক্ষিত ও পরম-প্রয়োজনীয় বস্তু, সেই চিন্তামণিস্বরূপ গৌর-রাধা-নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু জয়যুক্ত হউন। সেই অদোষদর্শী দীনবন্ধু প্রভু মাদৃশ পতিত অপরাধী জীবগণের অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, আমাদিগকে তাঁহার নিত্যসেবার সুযোগ দিন্,—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণকমলে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা ও নিবেদন।

আমি অজ্ঞ, অন্ধ ও পতিত। ভাল-মন্দের কোন সংবাদই আমি জানিতাম না বা রাখিতাম না, কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—যিনি আমার জন্যই গোলোক হইতে ভূলোকে—এজগতে আসিয়া আমার বিমুখতা দেখিয়া দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে এজগৎ হইতে পরজগতে—তাঁহার নিত্যধামে শুভবিজয় করিয়াছেন তিনিই আমার ন্যায় অজ্ঞানান্ধকে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, 'সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গলের আর কোন উপায় নাই, সাধুসেবা বা সাধুকৃপা ছাড়া ভগবৎসেবা-লাভের বা ভগবৎকৃপা-লাভের অন্য কোন পন্থা নাই। **ভগবদনুগত ও কৃষ্ণৈক-শরণ জনই সাধু**। সেই সাধুর সঙ্গই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় ও চরম কল্যাণপ্রদ। এককথায় সাধুই জীবনের জীবনস্বরূপ। সাধু ব্যতীত—**গৌর-ভক্তগণ ব্যতীত আমাদের বন্ধু বা পরমাত্মীয় আর কেহ নাই।** যাঁহার কৃপায় এসব মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণের সুযোগ হইয়াছে, শুধু বাণী শ্রবণের সুযোগ কেন, যাঁহার দেব-দুর্ল্লভ সঙ্গ ও যাঁহার নিজজনের সঙ্গলাভে আমার ন্যায় পতিতাধমও কৃত-কৃতার্থ, সেই দীনতারণ জগদ্বন্ধু প্রভুর শ্রীচরণে কৃপা প্রার্থনা ব্যতীত আমার আর কি সম্বল আছে? তাই করযোড়ে নতশিরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের উপায় নাই বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেৎ বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" শ্লোকে অসৎসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারপুষ্ট গোপ্য মনোধর্ম্মরূপ ভোগ-পিপাসা বা প্রচ্ছন্ন ভোগরূপ ত্যাগ-পিপাসা এই সাধুর সঙ্গ-প্রভাবে বা তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত তীক্ষ্ণ-বাক্যাস্ত্রের দ্বারা হৃদয় হইতে চিরতরে দূরীভূত হয়। এই সাধুসঙ্গের প্রতি বা সাধুসেবার প্রতি উদাসীন হইলে মঙ্গললাভের—চেতনের বিকাশ হইবার অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি অর্জ্জন করিবার অন্য কোন রাস্তা নাই। এই সাধুসঙ্গ অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ হইলেও নিষ্কপট সাধুসঙ্গ-প্রার্থীর পক্ষে একেবারে অপ্রাপ্য নহে। এই অসাধু জগতে সাধু পাওয়া কষ্ট জানিয়া ভগবান্ সঙ্গদানের জন্য কৃপাপূর্ব্বক এ জগতে অবতীর্ণ হন, আবার কখনও বা তাঁহার শ্রেষ্ঠজনকে এ জগতে প্রেরণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥"

সাধু দ্বিবিধ—শাস্ত্ররূপী সাধু ও ভক্তরূপী সাধু। ইঁহারা উভয়েই ভগবান্ ও ভগবদ্-ভক্তের কথা কীর্ত্তন করেন। এই শাস্ত্র ও ভক্ত—জীবের একমাত্র বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ইঁহারা উভয়েই জীবের জীবনস্বরূপ। সেইজন্য যাঁহারা বুদ্ধিমান, সত্যানুসন্ধিৎসু ও শ্রেয়ঃপন্থী, তাঁহারা এই সাধু ও শাস্ত্রের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা অসৎসঙ্গ-ত্যাগে দৃঢ়তা ও সৎসঙ্গ-গ্রহণে উৎসুক হইয়া সদাচার-পালনে দৃঢ়ব্রত বলিয়া কখনও ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গ এবং তদভাবে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গে যত্নবান্ হন। চেতন জীব চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে সতত সাধুসঙ্গ করিবে, না হয় তৎপরিবর্ত্তে অন্তরে বা বাহিরে অসৎসঙ্গ করিবেই করিবে। সকল সময় যখন

আমাদের ভাগবতের সঙ্গ মিলে না, তখন এমতাবস্থায় শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের আর কি উপায় থাকিতে পারে? সাধুসঙ্গ না করিলে কৃষ্ণে মতি হয় না। সুতরাং সাধু-শাস্ত্রানুগত্যহীন সেবার ছলনায় স্বেন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া সাধুসঙ্গে বা সৎসিদ্ধান্তালোচনায় উদাসীন থাকিলে আমাদের কি লাভ হইবে? সাধুর সঙ্গ বা আনুগত্যই সেবা। সাধুর শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা ও শাস্ত্রের কথাই আমাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে আকৃষ্ট করায়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সাধু-শাস্ত্রকথায় বা তদালোচনায় বা তৎসেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রালোচনায় আলস্য থাকিলে আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—ইঁহারা অধোক্ষজ ও নিত্য সেব্যবস্তু, ইঁহাদের চেতনময়ী বাণী বা কথাই শাস্ত্র। সুতরাং শাস্ত্রও অধোক্ষজ এবং নিত্য। ইহা না জানিয়া যদি আমরা শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করি—তাঁহাদিগকে এজগতের কোন বস্তু মনে করিয়া অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদের সেবা হইতে বঞ্চিতই থাকিব। সাধুর কথা বা শাস্ত্রালোচনা যদি না করি তাহা হইলে বাক্যবেগের বশীভূত হইয়া আমরা এজগতের আলোচনায়—অসদালোচনায় অল্পবিস্তর প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে ব্যস্ত না হইয়া পারিব না। সুতরাং শাস্ত্রাদি আলোচনা করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও শাস্ত্রের মহিমা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুর নিকট শ্রবণ করিয়া তদালোচনার জন্য প্রযত্ন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আদরের সহিত শ্রীনাম করিতে করিতে যেমন শ্রীনামে রুচি হয়, সাধু-গুরুর আনুগত্যে শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতেও সেইরূপ শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় শ্রদ্ধা ও রুচির উদয়ে জীব শাস্ত্রকেই জীবন-স্বরূপ ও আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পায়। তখন সে আর গ্রন্থ-ভাগবতের সঙ্গ ও ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গ না করিয়া পারে না। এই উভয় সঙ্গই তখন তাহার প্রার্থনীয় ও আলোচ্য বিষয় হয়। আমরা সকল সময় জীবন্ত সাধুর সঙ্গ-সুযোগ পাই না বলিয়া পরম করুণাময় প্রভুপাদ মদীয়াচার্য্যদেব

তাঁহার অনুকম্পিত ব্যক্তিগণকে কৃপা করিয়া লিখিয়াছেন,—'হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেইজন্য সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। **শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল**। পরে ভজন-শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। * * * পারমার্থিক পত্রিকাদি ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। কল্যাণকল্পতরু, প্রার্থনা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনাম উদিত হন। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল করিলে—তাহারা প্রবল হইবে না।"

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই জীবের ধর্ম্ম। এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন চারি প্রকার—নাম-সংকীর্ত্তন, রূপ-সংকীর্ত্তন, গুণ-সংকীর্ত্তন এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্যময় লীলা-সংকীর্ত্তন। আমরা কৃষ্ণ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সুতরাং জীবের একমাত্র ধর্ম্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীবেদব্যাস আমাদের ন্যায় মূর্খ জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। মুক্তকুল-শিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল ব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

আমাদের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান নাই বলিয়াই ভগবান্ স্বয়ং সাধু-গুরুরূপে শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্যই যাহা প্রণীত হইল সেই মঙ্গলময় শাস্ত্রের প্রতি যদি আমরা আদর না করি বা তদালোচনায় আগ্রহ না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইবে না কি? এবং এইসকল বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া শাস্ত্র-জীবন, সাধু-জীবন, গুরুদেবতাত্ম ভক্তি-সিদ্ধান্তবিদ্‌গণকে কটাক্ষ করা আমাদের উচিত কি? ভক্তগণ এত কষ্ট করিয়া জীব-মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, কিন্তু আমরা যদি তাহা আলোচনা না করি তাহা হইলে প্রত্যবায় হইবে না কি? যাঁহার হরি-গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতি আছে তাঁহার শাস্ত্রে প্রীতি না থাকিয়া পারে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সকল অবশ্যই আলোচনা করিবেন।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা',—জীবের হয় জ্ঞান॥
সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

এজগতে ঔপাধিক বাক্যসমূহ শ্রবণ করিবার সুবিধা আছে, কিন্তু হরি-কথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সুতরাং সকলেই হরিকথা—শাস্ত্রকথা আলোচনায় আগ্রহবিশিষ্ট হউন, ইহাই সকলের নিকট আমাদের প্রার্থনা। —সংগৃহীত

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-মহোৎসব

চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে গত ১৪ই পৌষ ১৩৬৫, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৫৮, মঙ্গলবার—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দ্বাবিংশ-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। উষঃকাল হইতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণব-মহিমা ও বিরহসূচক কীর্ত্তন এবং শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, বক্তৃতাবলী প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষভাবে ভোগরাগের ব্যবস্থা হয়। আরাত্রিকান্তে সমাগত আহূত, অনাহূত পাঁচ শতাধিক লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে এতদুপলক্ষে এক বিশেষ সভার অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চালেখ্য-মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত সুউচ্চ-কাষ্ঠাসনোপরি অধিষ্ঠিত হইলে বিবিধ অষ্টক ও কীর্ত্তনাদি আরম্ভ হয়। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাপূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি বলেন—ধর্ম্মধ্বজী অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই আচার্য্যকেশরীর প্রবল অভিযান, অসহযোগিতা ও নিরপেক্ষতা বাস্তব-ধর্ম্মজগতে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। এযুগে যদি তিনি না আসিতেন, তবে নাস্তিক্যবাদরূপ দাবাগ্নি বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক সমগ্র জগৎকে রাহুগ্রস্ত করিয়া ফেলিত। বক্তৃতার পর আরতি-কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদের আরতি ও মূল-মন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিকান্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত গৃহস্থ ও ত্যাগী ভক্তবৃন্দ বিরহোৎসবে যোগদান করিয়া

ইহাকে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন। বলা বাহুল্য, সমিতির অন্যান্য শাখামঠসমূহেও এই বিরহ-তিথি বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

চুঁচুড়ায় প্রচার

(ক) বিগত ৪ঠা পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর, শনিবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ মাননীয় শ্রীযুক্ত অমিয়নিমাই চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে চুঁচুড়া-কোর্ট-সংলগ্ন তদীয় ভবনে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে তিনি শাঙ্কর-বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বেদান্তের তুলনামূলক বিচার প্রদর্শনান্তে ভক্তি-বেদান্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। বর্ত্তমানকালে সুবিধাবাদী ধর্ম্মধ্বজীগণের দেহ-মনোধর্ম্মকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা ও শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ভগবানের চতুর্ব্বিংশতি অবতারের অনুকরণে পাঞ্চভৌতিক 'শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্য' দেহধারীগণকে 'অবতার' রূপে অপপ্রচার-প্রয়াসকে বিশেষভাবে গর্হণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও বলেন—প্রোজ্ঝিতকৈতব সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ই চরম-কল্যাণকামী জীবগণের একমাত্র পরম-ধর্ম্ম এবং তাহাই সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদানে সমর্থ। বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজ সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্বের সুসূক্ষ্মবিচার ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত-গ্রহণে অপারক হইয়া শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃ বস্তুর প্রতিই অধিক আগ্রহশীল হওয়ায় তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। মাননীয় জজ বাহাদুরের সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগে তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করেন ও ধর্ম্মপ্রচার-বিষয়ে তাঁহাদের ন্যায় যোগ্যতা-সম্পন্ন পদস্থ ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করেন। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করায় এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুপস্থিতি বিধায় তাঁহাকে পরবর্ত্তীকালে ঐরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে অনুরোধ করা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

(খ) গত ১৬ই পৌষ ১৩৬৫, ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার—খাগড়াজোল-নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুত সন্তোষ কুমার ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। নামাপরাধ, নামাভাস, শুদ্ধ নামোচ্চারণ ও শ্রীনাম-মহিমা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়। এস্থলে "সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং" শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১০ম বর্ষ } কারণোদশায়ী, ১৯ মাধব, ৪৭২ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ২৯ মাঘ, ১৩৬৫; ইং ১২।২।৫৯ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীইন্দ্র-সুরভি-কৃতং "শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্র-ত্রয়োদশকম্"

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে
সপ্তবিংশেঽধ্যায়ে—৪-১৩, ১৯-২১)

ইন্দ্র উবাচ—

বিশুদ্ধ-সত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণ-সম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ॥১॥

(গোবর্দ্ধন-ধারণকালে অসীম-বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া "আমিই ত্রিলোকের অধিপতি"—এইরূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা-জনিত লজ্জায় লজ্জিত হইয়া ইন্দ্র নির্জ্জনে সুরভির সহিত কৃষ্ণ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন),—

ইন্দ্র বলিলেন,—"হে দেব, আপনার স্বরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, প্রচুর

জ্ঞানময়, রজঃ ও তমোগুণ-সম্পর্কশূন্য, বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়। অজ্ঞানানুবন্ধ-জনিত, মায়াময় এই গুণ-প্রবাহ অর্থাৎ সংসার আপনার নাই ॥১॥

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধ-লিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্ত্তি
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খল-নিগ্রহায় ॥২॥

হে ঈশ, আপনার যখন অজ্ঞান এবং তৎকৃত দেহ-সম্বন্ধ নাই, তখন আপনাতে দেহ-সম্বন্ধ-ভূত এবং অন্য দেহোৎপত্তির মূল-কারণ-স্বরূপ অজ্ঞানীর চিহ্ন লোভাদি-দোষেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি আপনি ধর্ম্মরক্ষা এবং দুষ্ট-দমনের জন্য দণ্ড-ধারণ করিয়া থাকেন ॥২॥

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্ত-দণ্ডঃ।
হিতায় চেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥৩॥

জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা, কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র-ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব্ব-বিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতারসমূহের প্রকট করেন ॥৩॥

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্য-মার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্ ॥৪॥

আমার ন্যায় যে-সকল মূঢ়জন নিজকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগ-পূর্ব্বক নিরহঙ্কারভাবে ভক্তভাব অবলম্বন করে। অতএব আপনার এই গোবর্দ্ধন-ধারণলীলা খল ব্যক্তিদিগের শিক্ষা-স্বরূপ ॥৪॥

স ত্বং মমৈশ্বর্য্য-মদ-প্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽর্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী ॥৫॥

হে প্রভো, আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি, সেই জন্যই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনি এই অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে ঈশ, আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্ম্মতি না হয় ॥৫॥

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
ভুবোভরাণামুরুভার-জন্মনাম্।
চমূ-পতীনামভবায় দেব
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্ ॥৬॥

হে দেব, অধোক্ষজ, গুরুভার-জনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্য-সৈন্যাধিপতিগণের বিনাশ এবং দাসজনের মঙ্গল-বিধানের জন্যই এই মর্ত্ত্যধামে আপনার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছে। অতএব এই সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥৬॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥৭॥

আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব-অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপক, জগন্নিবাস, বাসুদেব, সাত্বতদিগের অধিপতি, আপনাকে নমস্কার ॥৭॥

স্বচ্ছন্দোপাত্ত-দেহায় বিশুদ্ধ-জ্ঞান-মূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥৮॥

আপনি আপনার ভক্তদিগের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধ-জ্ঞানময়। অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা আপনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ বলিয়া আপনি সর্ব্বরূপ, সকলের মূল-কারণ এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥৯॥

হে ভগবন্, আপনি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয়

ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠ-বিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম ॥৯॥

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১০॥

হে ঈশ, আমার প্রয়াস ব্যর্থ এবং গর্ব্ব নষ্ট করিয়া আপনি অনুগ্রহই করিয়াছেন। সম্প্রতি আমি ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মরূপী আপনার শরণাগত হইলাম" ॥১০॥

সুরভিরুবাচ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্ব-সম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥১১॥

(অতঃপর প্রশান্তচিত্তা সুরভি নিজ সন্তান গো-সমূহের সহিত গোপরূপী ঈশ্বর কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন),—"হে অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিযুক্ত, হে বিশ্বান্তর্যামি, বিশ্বসম্ভব, অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ, জগৎপতি, তোমার দ্বারা আমরা গোসকল রক্ষিত হইতেছি" ॥১১॥

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গো-বিপ্র-দেবানাং যে চ সাধবঃ ॥১২॥

হে জগৎপতে, তুমি আমাদের পরম দেবতা, তুমি সাধুগণের এবং গো, বিপ্র ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র হও ॥১২॥

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥১৩॥

হে বিশ্বাত্মন্, তুমি পৃথিবীর ভার-বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা নিজেদের প্রভুরূপী তোমার অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিব" ॥১৩॥

শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়

শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি-সাধনের আদি-দ্বার। এইজন্যই নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরুদেবস্বরূপ অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ স্ব-কৃত 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে প্রতিপাদ্য ভক্ত্যঙ্গ-লক্ষণসমূহের বর্ণনপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে—

"গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

নিজের নিত্য চরম-কল্যাণকামী জীব ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ভগবৎপ্রকাশ সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থ-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। শ্রৌত-পথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌত-বিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের তর্কপন্থায় কোন শুভ গতি নাই। গুরু-পাদপদ্ম-বিস্মৃত হইয়া শ্রৌতপথ-বিমুখ নাস্তিকগণ যে তর্কহত হৃদয়ে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাতে গুরুদ্রোহ, ভগবদ্‌দ্রোহ ব্যতীত গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ের কোন চেষ্টা নাই। যাহারা সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদের অশ্রৌত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শ্রৌতপথের বা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তর্কপন্থী ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তি দম্ভবশে অশ্রৌত শৌক্র-বিচারাচ্ছন্ন গৃহব্রত গুরুব্রুবকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক কোটী-কল্পকাল অন্ধ-বিশ্বাসদ্বারা চালিত হইলেও তদ্দ্বারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গল-লাভ ঘটিতে পারে না।

এই মহা-সত্যের প্রচার ও আদর্শ প্রদর্শন-দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রপন্নজ্ঞানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। **যথার্থ কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাযুক্ত গুরুদেবের লঘুতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য যাহারা আধ্যক্ষিক তর্কপথ অবলম্বন করে, তাহাদের ভব-নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা হয় নাই।**

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে" (ভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব্ব বিঃ, ৪০) —এই নিত্যকাল্যাণকর বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল, তাঁহাদিগেরই আত্ম-সমর্পণ বা গুরুপাদপদ্ম গ্রহণ সম্ভবপর। শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মকেই একমাত্র সেবনীয় বিচার করিয়া স্বয়ং-ভগবান্ প্রভু প্রেমারুরুক্ষু সাধকগণের আদর্শ বিধি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের পরম-কৃপাপাত্র ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুদেব-রূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সুধারস-পানের নিমিত্ত শিষ্যত্বাভিনয়কারী প্রভুর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং গুরুলীলাভিনয়কারী দাতা ঈশ্বরপুরীপাদের সেই ভিক্ষা-প্রদান—এতদুভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যভেদ লক্ষিত হয় নাই।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

—এই শ্লোকে প্রভু শ্রীগদাধরের চরণতলে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিষ্কপট পরিপূর্ণ করুণা-প্রসাদবলে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হৃদ্‌গত-ভাবরূপে নিহিত ছিল।

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চৈতন্যচরিতামৃতে—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায় ॥ (মঃ ১২।৫১)
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥ (মঃ ১২।৫৩)

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামিগণ এবং ভগবন্মন্ত্রপ্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্‌গুরু বলা যায়।

বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চ-পদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ-সকল কথা বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল ব্রতীগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। **গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবেন।** অর্থ-লালসায় পাকে-চক্রে তাহাদিগকে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবার-

দিগকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ **গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন**। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।

ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন। অবকাশ পাইলে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী-বৃত্তি দ্বারা মাগিয়া-যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কাল-সর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।

যদিও সকলপ্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি **ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষভাবে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা**। ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন-প্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

কতকগুলি ভেকধারীদের দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণব-মাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে, বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেননা সমস্ত সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহরহঃ হরিনাম না করিতে পারিলে ভেকধারী পদ পবিত্র রাখা যায় না। অতএব ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, কলির কোনপ্রকার দুষ্কার্য্য ইহাতে আছে। আজকাল ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণ কালে অধিকার বিচার করা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে? এ-বিষয়ে সাধারণের একটু মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বসন্ত-পঞ্চমীতে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বন্দনা-গীতি

জয় জয় গোবর্দ্ধনধারী।
শ্যাম মুরলীধর, জয় নব নটবর, জয় জয় নিকুঞ্জবিহারী ॥১॥

ভ্রমর-পরাজয়ী কুন্তল-ভার, ময়ূর-মুকুট বলিহারি,
ব্রজ-যুবতী-জন-চিত্ত-বিকারী, রাধা-হৃদ্‌রঞ্জন তুমি মুরারি।
কস্তুরী-তিলক ললাট-ফলকে, অমল কমল-দল আঁখি,
জয় জয় সুন্দর, যশোমতী-নন্দন, জয় জয় গোপী-মনোহারী ॥২॥

নবঘন-শ্যাম উজ্জ্বল বরণ, জয় জয় সুন্দর ব্রজপতি-নন্দন,
যুগল কুণ্ডলে শ্রুতিযুগ সুশোভিত, মুনি-ঋষি-দেব-মনোহারী।
কোটীচন্দ্র জিনি শ্রীমুখ-কমল পীতবসন বনমালী,
জয় জয় সুন্দর, যশোমতী-নন্দন, জয় জয় গোপী-মনোহারী ॥৩॥

শ্রীরাধা-রাধিত যুগলচরণে, রুনু-ঝুনু রুনু-ঝুনু নূপুর বাজে,
চরণ-সরোজ-তলে, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ, পর্ব্বত-মীন-চিহ্ন রাজে।
গোপশিশুগণ-সহ, ব্রজবনে কেলিরত, জীমূতবাহন-দর্পহারী,
জয় জয় সুন্দর, যশোমতী-নন্দন, জয় জয় গোপী-মনোহারী ॥৪॥

জয় জয় মুরহর, নরক-বিনাশন, রাধা-হৃদি-সরোবর-হংস,
ভব-ভয় বিনাশন, কালিয়-দমনক, রক্ষিলা ধরা নাশি' কংস।
অনন্ত মাধুরী তব,হেরি' বিমলিন সদা, রবি-শশী-গ্রহ-তারা,খ-জ্যোতিনিচয়,
জয় জয় সুন্দর, যশোমতী-নন্দন, জয় জয় গোপী-মনোহারী ॥৫॥

সুশোভিত গলদেশ, সুরভিত বনমালে, নাসিকায় দুলিতেছে মুক্তা মনোহর,
জয় জয় সুন্দর, শ্যামল নটবর, কর ঘোর ভব-নদী পার।
তোমার যুগল-পদ করিয়া আশ্রয়, তব সেবা-অধিকার এ 'গোপাল' চায়,
জয় জয় সুন্দর যশোমতী-নন্দন, জয় জয় গোপী-মনোহারী ॥৬॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র কবিভূষণ, পুরাণরত্ন

উপনিষদ্-বাণী

(শ্বেতাশ্বতর)

পরব্রহ্মের চর্চ্চাকারী কতিপয় ব্রহ্মবাদী জিজ্ঞাসু ব্যক্তি পরস্পর এই চর্চ্চা করিয়াছিলেন,—আমরা বেদে পড়িয়া থাকি যে, ব্রহ্ম এই জগতের কারণ। সেই ব্রহ্ম কে? আমরা কোন্ বস্তু হইতে উৎপন্ন? আমাদের মূল কি? কাহার প্রভাবে আমরা বাঁচিয়া থাকি? আমাদের আধার কে? কাহাতে আমাদের পূর্ণরূপে স্থিতি? অর্থাৎ আমাদের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে—অতীত কালে, উৎপন্ন হইবার পর বর্ত্তমান কালে এবং প্রলয়কালে আমাদের অবস্থান কোথায় থাকে? আমাদের প্রধান আশ্রয় কে? কাহার ব্যবস্থানুসারে আমরা সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতেছি? এই জগতের সঞ্চালক স্বামী কে? এই প্রকার প্রশ্ন জীবচিত্তে উদিত হইলে জানিতে হইবে যে, তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তখন সাধুসঙ্গের প্রয়োজন হয়। এই উপনিষদের প্রথমেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

উপরিউক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর অনেক প্রকার। কেহ কেহ কালকেই কারণ বলেন। কেননা, জগতের সৃষ্টি-প্রলয়াদি সমস্তই কালের অধীন। কেহ বা স্বভাবকেই কারণ বলেন। যেহেতু যে বস্তুতে স্বাভাবিক যে শক্তি থাকে তাহারই প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং বস্তুগত শক্তিরূপ স্বভাবই কারণ। কোথাও কর্ম্মকে কারণ বলা হইয়াছে। কারণ, কর্ম্মানুসারেই জীবের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়। কোন স্থানে আকস্মিক ঘটনা—ভবিতব্যতাকে কারণ বলিয়াছে। কোথায়ও বা পঞ্চভূতকে, আবার কেহ বা জীবাত্মাকেই কারণ রূপে নির্দ্দেশ করেন। অতএব বাস্তবিক কারণ কি, তাহাই বিচার করা কর্ত্তব্য। ঐসকল একত্র মিলিত হইয়াও সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারে না। কেন না, জড়ের কোন শক্তি নাই। উহা চেতনের প্রেরণা বা সহায়তা ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না। জীবাত্মাও স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারে না। কেননা, সে প্রারব্ধের অধীন সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা।

অতঃপর তাঁহারা ধ্যানযোগে স্থিত হইয়া—মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য-বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিত্য অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা নিজ স্বরূপকে গোপন করিয়া অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিলেন। তিনি ত্রিগুণাতীত। কালাদি যে-সমস্ত বস্তুকে কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল, সে-সকলের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা।

তিনিই এই কার্য্য-কারণাত্মক জগতের একমাত্র কারণ। অতঃপর তাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন—এই বিশ্ব একটী চক্রের স্বরূপ। তাহার একটী নেমি—যাহা চক্রের অর ও নাভি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। অর অর্থাৎ চক্রে সংযুক্ত কাষ্ঠ-সকল, নাভি তাহার মধ্যস্থ গোলাকৃতি বস্তু, তাহাতেই অরসকল সংযুক্ত থাকে। যে-প্রকার চক্রের রক্ষার্থ নেমির উপর লোহার ঘেরা (হাল) থাকে, তদ্রূপ এই সংসার-চক্রের উপর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ উহার ঘেরা। ঐ নেমির মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ, একুনে আটটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং উহাদের আটটী স্থূলরূপ সর্ব্বসমেত ষোলটী শিরা, পঞ্চাশটী অর (সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত অন্তঃকরণের পঞ্চাশ ভেদ), এবং পঞ্চমহাভূতের কার্য্য—দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ) এবং পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) এই বিংশতি সহায়ক অর। কামনারূপ এক-পাশে (রজ্জু) আবদ্ধ, দেবযান, পিতৃযান ও এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে গমনরূপ মার্গ—এই তিন মার্গ, দুইটী নিমিত্ত—(পুণ্য ও পাপকর্ম্ম দ্বারা ভ্রমণ করাইবার হেতু) এবং মোহরূপী এক নাভি-যুক্ত। উহাই কেন্দ্র।

পুনরায় নদীসহ দৃষ্টান্ত দিতেছেন—উহার পঞ্চ বিষয় রূপ পঞ্চ স্রোত; উহারা পাঁচ স্থান হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চ উগ্র যোনি; পঞ্চ প্রাণ উহার তরঙ্গস্বরূপ, মন হইতে উদ্ভূত পঞ্চবিষয়-জ্ঞান উহার মূল, তাহা রূপাদি পঞ্চ আবর্ত্তবিশিষ্টা পঞ্চ দুঃখরূপ (গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু) প্রবাহবিশিষ্টা, লজ্জা, ঘৃণাদি পঞ্চাশ ভেদবিশিষ্টা ও পঞ্চ পর্ব্বযুক্তা (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ)।

এই জগৎ-রূপ ব্রহ্মচক্রে—পরমাত্মা দ্বারা সঞ্চালিত সংসারচক্রে জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভ্রামিত হইতেছে। যতদিন সেই সঞ্চালক পরব্রহ্মের জ্ঞান না হয়, ততদিন সংসার ভ্রমণ হইতে নিষ্কৃতি হয় না। যখন জীব জানিতে পারে যে, তাহা হইতে পৃথক্ পরমাত্মার প্রেরণায়ই তাহার সংসার-চক্রে ভ্রমণ হইতেছে, তখন তাঁহার শরণাগত হইলে ভগবৎকৃপায় তাহার সংসার ভ্রমণ হইতে নিস্তার লাভ হয়। বেদে সেই পরব্রহ্মের মহিমা এইরূপ গীত হইতেছে—তিনি সকলের সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। তিনিই সকলের প্রেরক; পরম অক্ষর (যাঁহার কখনও নাশ হয় না) এবং পরম দেব। সেই পরব্রহ্মই সকলের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান; ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া জন্ম-মৃত্যু হইতে চিরতরে মুক্তি লাভ

করেন। আমরাও তাঁহাদের মার্গ অনুসরণ করিলে জন্মমৃত্যু-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ বিনাশশীল জড় পদার্থ এবং অবিনাশী জীবাত্মা সমস্তই পরম পুরুষ পরব্রহ্মের দ্বারা পালিত। জীব তাঁহাকে ভুলিয়া স্বয়ং এই বিশ্বের স্বামী অভিমান করিয়া মায়াজালে আবদ্ধ হয়। যদি কখনও সেই করুণাময়ের করুণাবশে সৎসঙ্গক্রমে তাঁহাকে জানিতে পারে, তাহা হইলেই জীবের মোহপাশ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ ও শক্তিহীন, দুইটীই অজ। তৃতীয় অজা প্রকৃতি জীবাত্মার ভোগ্যসামগ্রীর সরবরাহকারিণী-স্বরূপা। এই তিন তত্ত্ব অজন্মা (জন্মরহিত) হইলেও ঈশ্বর অন্য দুই তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ। তিনি অনন্ত। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার বিরাট্ রূপ। তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, পালন, সংহারাদি সমুদয় কার্য্য করিয়াও বস্তুতঃ অকর্ত্তা। কেননা, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-অভিমান নাই। প্রকৃতিই তাঁহার প্রেরণায় সমস্ত করিয়া থাকেন। এই তিন তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলেই সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়। প্রকৃতির প্রধান তত্ত্ব ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী ও পরিবর্ত্তনশীল। ইহার ভোক্তা জীব অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী। এই দুই তত্ত্ব এক ঈশ্বরের শাসনে শাসিত। সেই তত্ত্বের ধ্যানমগ্ন থাকিতে পারিলে অন্তিমে মায়া নিবৃত্তি ঘটে। সেই পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে জীবের সমস্ত বন্ধন-নাশ, অবিদ্যা, অস্মিতাদি পঞ্চক্লেশের বিনাশ এবং চিরতরে জন্মমৃত্যুর অভাব হয়। তখন এই জড়-শরীরের নাশ হইয়া তৃতীয় (ইহ ও পরলোকাতীত) লোকের (ব্রহ্মলোকের) ঐশ্বর্য্যেও মুগ্ধ না হইয়া জীব আপ্তকাম আত্মারাম হইয়া যায়। এই পরম তত্ত্বকেই জানিতে হইবে, ইহাপেক্ষা অপর বেদিতব্য কিছুই নাই বা জানার আবশ্যকতা নাই। ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জড়পদার্থ) এবং ঈশ্বর (নিয়ন্তা) এই তিনতত্ত্ব জানিতে পারিলে অপর জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না। এই তিনটী তত্ত্বই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধবিশিষ্ট। অগ্নি যেরূপ নিজপ্রকট-স্থান কাষ্ঠে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে জানিতে পারা যায় না, কিন্তু মন্থনদ্বারা অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা সর্ব্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও কাহারও দৃশ্য হন না, কিন্তু প্রণব জপরূপ সাধনদ্বারা প্রত্যক্ষ দৃশ্য হন।

যেরূপ অগ্নির প্রকট করিতে হইলে দুইটী অরণি (কাষ্ঠ) প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ নিজ দেহকে নীচের অরণি ও ওঁকারকে (ভগবন্নামকে) উপরের অরণি

করিয়া নিরন্তর মন্থন করিতে করিতে অগ্নির প্রকটনের ন্যায় ভগবন্নামে চিত্ত সংযুক্ত রাখিতে পারিলে হৃদয়ে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত পরমাত্মা প্রত্যক্ষীভূত হন। যেরূপ তিলে তৈল, দধিতে ঘৃত, ফল্গুনদীর অভ্যন্তরে স্রোত ও অরণিতে অগ্নি অবস্থিত, তদ্রূপ পরমাত্মা আমাদের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত; যে-সকল উপায়ে তৈলাদির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধক বিষয়ে বিরক্ত হইয়া সদাচার, সত্য-ভাষণ ও সংযমদ্বারা সাধন করিতে করিতে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

যশোদা-নন্দন হৈলা শচীর নন্দন (৪)

শ্রীগৌরসুন্দর পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্যবস্তু আছে, সেইসকল উপাস্য বস্তুরও পরম উপাস্যবস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল বাঙ্গালীর ঠাকুর নন, তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডবাসী সর্ব্বজীবের ঠাকুর। তিনি পুরুষোত্তম পরমেশ্বর বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইয়াও লোক-মঙ্গলার্থ ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া জগৎকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই ভাগবত-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা।

মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম অমূল্য বস্তু। তাঁহার সহিত এ জগতের বা পরজগতের কোন বস্তুরই তুলনা হইতে পারে না। তিনি পূর্ণতম ভগবদ্বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাম্বুধি—দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত প্রভূত দয়া বিতরিত হয় নাই। মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারকারী হয় নাই, আর হবেও না।"

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তার কথা শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, বিভিন্ন তন্ত্র, বিভিন্ন সংহিতা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এত শাস্ত্র-প্রমাণসত্ত্বেও যদি কেহ শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না পান, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কিছু নাই। এজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥

রাসাদি-বিলাসী, ব্রজ-ললনা-নাগর।
আর যত দেখ সব তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলা ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্ত-ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥ (আঃ ৭।৭-১০)
এসব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।
তা সবার বিদ্যা-পাঠ ভেক-কোলাহল॥
এই সব না মানে যে'বা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য করি' জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
(আঃ ৮।৬-১৩, ১৫)

নিত্যসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ স্বকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধা-রতি-কেলি-নাগর-রসাস্বাদৈক-সদ্ভাজনং
তদ্বস্তু-প্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥১২২॥

গ্রন্থ-সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য এবং ব্রজের নিগূঢ় প্রেম আস্বাদন ও সজ্জনগণকে আস্বাদন করাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যদি নিগদিত-মীনাদ্যংশবদ্-গৌরচন্দ্রো
ন তদপি স হি কশ্চিচ্ছক্তি-লীলাবিকাশঃ।
অতুল-সকল-শক্ত্যাশ্চর্য্যলীলা-প্রকাশৈ-
রনধিগত-মহত্ত্বঃ পূর্ণ এবাবতীর্ণঃ ॥১৪১॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্ম্মাদির ন্যায় অংশাবতার নহেন—তিনি পরিপূর্ণ অংশী-ভগবান্। কেননা মৎস্যাদি অংশাবতারগণ কোন এক বিশেষ শক্তি বা লীলা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু অখিল-শক্তিশালী শ্রীগৌরাঙ্গদেব অত্যাশ্চর্য্য লীলাসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সিংহস্কন্ধং মধুর-মধুর-স্মেরগণ্ডস্থলান্তং
দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বল-রসময়াশ্চর্য্য-নানাবিকারম্।
বিভ্রৎ কান্তিং বিকচ-কনকাম্ভোজ-গর্ভাভিরামা-
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধায়া মাধবস্য ॥১৩॥

যাঁহার স্কন্ধদেশ সিংহ স্কন্ধের ন্যায় উন্নত, মধুর মৃদুহাস্যে যাঁহার বদনকমল উদ্ভাসিত, যিনি বিপ্রলম্ভ ভাবে বিভাবিত, যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি সুবর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, সেই রাধামাধব-মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥৩৭॥

নিখিল শাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিগণও যদি শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া না জানেন, তবে তাঁহাদের দুঃখ-কষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥৯৫॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জগৎ যদি ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি দেব-শ্রেষ্ঠগণেরও উপাস্য সর্ব্ব-নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ভজন না করে, তাহা হইলে তাঁহাদের মৃত্যু অর্থাৎ সংসার-দুঃখ অনিবার্য্য।

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদবতারা নিগদিতাঃ
প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবা-
স্তথাপি শ্রীগৌরে হরিহরি ন মূঢ়া হরিধিয়ঃ ॥৪১॥

বেদাদি শাস্ত্রে অসংখ্য অবতারের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবে যে প্রকার অত্যাশ্চর্য্য অসীম প্রভাব দেখা যায়, সেইরূপ প্রভাব স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্যত্র কি সম্ভব? অধিক আর কি বলিব, শ্রীগৌরাঙ্গদেব

নিজভক্ত এবং সজ্জন মহানুভবগণের নিকট কি চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন নাই? হায় হায়, সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াও মূঢ় দুর্ভাগাগণের শ্রীচৈতন্যদেবে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয় না!

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্‌যশো
ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়ঞ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্
ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকট-গৌর-গোপীপতিঃ ॥৪৩॥

স্বয়ং ভগবান্ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই পরমকরুণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভজন যদি না করা হয়, তাহা হইলে সদাচার যুক্ত সৎকুলে ধিক্, পাণ্ডিত্যে ধিক্, যশেও ধিক্, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে ধিক্, সৌন্দর্য্য, নবীনবয়স ও ঐশ্বর্য্যে ধিক্, দ্বিজত্বে ধিক্ এবং পরমনির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ও যোগ-যাগ-বৈরাগ্যাদিকেও ধিক্।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব অনেককেই বিভিন্ন সময় তাঁহার বিভিন্ন ভগবদ্রূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। আমরা তাহা সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উল্লেখ করিতেছি—

(১) শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে মিশ্রগৃহে অবতীর্ণ হইয়া যখন শিশুলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ মিশ্র-গৃহে আসিয়া অতিথি হন। তিনি ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তাই করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহার নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে **অষ্টভুজ-রূপ** প্রদর্শন করেন। যথা—

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—**অষ্টভুজ-রূপ** ॥
এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।১২৭-১২৮)

(২) এক সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করিলে শ্রীসরস্বতীদেবী কৃপাপূর্ব্বক নিজভক্ত সেই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভগবত্তার কথা অর্থাৎ তিনি যে **অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ**, তাহা স্বপ্নে জ্ঞাপন করেন। যথা—

সরস্বতী বোলেন,—শুনহ বিপ্রবর।
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর।
যাঁর ঠাঞি হইল তোমার পরাজয়।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয় ॥
(ঐ আঃ ১৩।১২৭, ১২৯)

(৩) অধ্যাপনার্থ শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী শ্রীতপন মিশ্রও স্বপ্নে দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে **নর-নারায়ণ** বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পান। দৈবাদেশ, যথা—

শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম-সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাইপণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তেঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তেঁহো **নরনারায়ণ**
নররূপে লীলা তাঁর জগৎকারণ॥
বেদগোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১২১-১২৪)

(৪) নারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের **চতুর্ভুজ মূর্ত্তি** দর্শন করেন। যথা—

জ্বলন্ত অনল দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারিভিত॥
দেখে বীরাসনে বসি' আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।২৫৯-২৬০)

(৫) শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যনন্দপ্রভুকেও **ষড়্ভুজমূর্ত্তি** দেখাইয়াছিলেন। যথা—

চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মূষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈল নিতাই বিহ্বল॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।৯২-৯৩)

(৬) যশোদাভিন্ন শ্রীশচীদেবীরও এক সময় গৌর-নিত্যানন্দকে **চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে** দর্শন করিয়াছিলেন। যথা—

আরবার আসি' আই দুইজনে দেখে।
বৎসর পাঁচের শিশু দেখে পরতেকে॥
কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুই জন **চতুর্ভুজ** দুই দিগম্বর॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।৬৩-৬৪)

(৭) গৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণ ভাগ্যানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে **মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ** প্রভৃতি বিভিন্নরূপে দর্শন করেন। যথা—

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ।
ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ ॥ (ঐ মঃ ৮।৮৭)

(৮) দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীশ্রীধর ঠাকুর ও হনুমানের অবতার শ্রীমুরারিগুপ্ত-প্রভুকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যথাক্রমে **শ্যাম-বংশীধারী** ও **রঘুনাথ-রূপ** দর্শন করাইয়াছিলেন। যথা—

প্রভু বলে— শ্রীধর দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দান আজি করি দেঙ তোর ॥
মাথা তুলি' চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর ॥
হাতেতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম।
মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান ॥
(ঐ মঃ ৯।১৮৯-১৯১)

মুরারিরে আজ্ঞা হৈল মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে **রঘুনাথ** পরতেক ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৭-৮)

(৯) মুরারিগুপ্ত-প্রভুর গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গদেব একদিন **বরাহ-মূর্ত্তিতেও** প্রকটিত হইয়াছিলেন। যথা—

বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জল-ভাজন সুন্দর ॥
বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে ॥
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বলে মোর স্তুতি করহ মুরারি ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।২২-২৪)

(১০) জগাই-মাধাইর মধ্যে জগাইও মহাপ্রভুর **চতুর্ভুজ মূর্ত্তি** দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। যথা—

প্রভু বলে—জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে ॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৯৫-১৯৬)

(১১) অন্তরঙ্গ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রায়-রামানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব **শ্যাম-গোপরূপ** দর্শন করত বিস্মিত হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন—

পহিলে দেখিলু তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি **শ্যাম-গোপরূপ** ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৬৭-২৬৯)

(১২) শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুরীতে রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্রকেও **চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি** দেখাইয়াছিলেন। যথা—

কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥
প্রভু **চতুর্ভুজ মূর্ত্তি** তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি' তারে আলিঙ্গন কৈল ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১০।৩২-৩৩)

(১৩) বৃহস্পতির অবতার জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও শ্রীগৌরাঙ্গদেব **ষড়্ভুজ মূর্ত্তিতে** এবং পরে **শ্যাম-বংশীধারী রূপে** দর্শন দিয়াছিলেন—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥
নিজরূপ তাঁরে প্রভু করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন ॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে **শ্যামবংশী-মুখ** স্বকীয় স্বরূপ ॥

(চৈঃ চঃ ৬।২০১-২০৩)

(১৪) অদ্বৈত-তনয় ভগবৎপার্ষদ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে **চৌদ্দভুবনের গুরু** বলিয়া তাঁহার কেহ গুরু হইতে পারেন না এরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

চৈতন্য গোসাঞির গুরু কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥
জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥

চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৪-১৭)

এইজন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন—

ভাগবত, ভারত-শাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতারের প্রকট প্রমাণ ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ ॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮৩-৮৫)

মহাভাগ্যবান্ সজ্জনগণই ভগবৎকৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সাক্ষাৎ ভগবত্তার কথা অনুভব করিয়া তচ্চরণাশ্রয়ে ধন্য হন। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের বাস্তবিক অন্য কোন রাস্তা নাই। ইহা কথার কথা নহে। ইহা একমাত্র বাস্তব সত্যকথা। যদি কাহারও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপালাভের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এ কথার সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভাষায় সকলের নিকট প্রার্থনা—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৯০)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ

মুনিগণের মতিভ্রম

(ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্-সম্পাদিত ইংরাজী গীতা-ভাষ্যের সমালোচনা—
পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ বৈভবের দ্বারা বিষ্ণুতত্ত্ব বা অনন্ত কোটি বিষ্ণু-অবতার প্রকট করেন এবং বিভিন্নাংশ দ্বারা অনন্ত কোটি জীবতত্ত্ব প্রকট করেন। বিষ্ণু-তত্ত্ব সকলেই ভগবান্, কিন্তু জীবতত্ত্ব ভগবান্ নহে, ভগবানের তটস্থ-শক্তি-তত্ত্ব। জীবতত্ত্ব সনাতন এবং পরাশক্তি তত্ত্ব। অর্থাৎ জীবকোটি নিত্যকালই ভগবানের শক্তিতত্ত্ব আছেন, ছিলেন এবং থাকিবেন, কিন্তু কোনও সময়েই

ভগবৎ-তত্ত্ব বলিয়া বা বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া মান্য হইবেন না—ইহাই শ্রীভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। এই বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব বিষ্ণুতত্ত্বের ক্ষুদ্রাংশ অণুচৈতন্য মাত্র—যেমন বৃহৎ অগ্নির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ। অংশ কোন দিনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না অথবা অংশ কোনদিনই পূর্ণের সমতা লাভ করিতে পারে না। অংশ ও পূর্ণকে এক করিয়া মানা মায়াবাদীর একটি দুষ্ট-মত মাত্র—ইহাই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত। অংশ জীবের বদ্ধদশা ঘুচিয়া গেলে ভগবানে উপাদেয়-ভাবে প্রবেশ করে। অর্থাৎ ভগবানের আনন্দ-চিন্ময়-রসরূপ নিত্যলীলায় প্রবেশ করত ভক্তগণ নিত্যযুক্ত উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া ভগবানের চিদ্ ঐশ্বর্য্যের বা মাধুর্য্যের সহযোগী হইয়া নিত্যকালই সেবাসুখ অনুভব করেন। এই সেবাসুখ আনন্দের তুলনায় মিথ্যা সাযুজ্য-মুক্তি—ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রের সহিত গোষ্পদের তুলনাবিশেষ—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। জ্ঞানিগণের কল্পিত সাজুয্য মুক্তি অসম্ভব বিধায় ভক্তগণ কোনদিনই উহা প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের ঐ সাযুজ্য মুক্তির অর্থ—জীবের ক্ষুদ্র চেতনতার বৈচিত্র্য নষ্ট করিয়া দেওয়া বা spiritual suicide করা। ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন্ বাইবেল সম্বন্ধে যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The doctrine of the incarnation agitated the Christian world a great deal. Arioes maintained that the son is not the equal of the Father but created by Him. The view that they are not distinct but only different aspects of one Being is the Theory of Sabellues. The former emphasised the difference of the Father and the Son and the latter then in onenes. The view that finally provided was that the father and the son were equal and of the same substance. They were however distinct persons."

—এই কথার সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত আছে বলিয়া আমরা ইহা স্বীকার করি। Son of God যিশু প্রভু ভগবানের বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব হইলেও Substantially অর্থাৎ বস্তু-তত্ত্ব-বিচারে 'চিৎ' অর্থাৎ একই বস্তু; কিন্তু পিতা ও পুত্রের তুলনায় জীবতত্ত্ব ভগবৎ তত্ত্বের সহিত কখনও এক নহে। ভগবান্ এবং জীবসমূহ সকলেই পৃথক পৃথক ব্যক্তি—এ বিচার আমরা স্বীকার করি। যেমন জীব-তত্ত্বের ব্যক্তিত্ব আছে,

সেইভাবেই অত্যন্ত উপাদেয়ভাবে ভগবানেরও পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আছে। তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ বলিলে পূর্ণতার হানি করা হয় মাত্র। ব্রহ্ম-সংহিতায় ভগবানের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব এইভাবে বিঘোষিত হইতেছে ; যথা—

রামাদি-মূর্ত্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং ত্বমহং ভজামি ॥

রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি অনন্তকোটি বিষ্ণুতত্ত্ব সকলেই ভগবান্, কিন্তু তাঁহারা সকলেই কেহ কেহ অংশ, বা অংশের অংশ, কলাভাবে নিত্যকালই বর্ত্তমান আছেন। এইসকল ভগবানে তত্ত্বের পূর্ণত্ব বজায় আছে। তাঁহারা কাহারও খেয়ালের অধীন নহেন ; নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার বলিলে তাঁহারা তাহা হইবেন না। তাঁহারা নিত্যকালই আছেন এবং সেই নিত্যস্বরূপেই সময় হইলে সূর্য্যের মত উদিত হন বা অস্তমিত হন। যখন উদিত থাকেন তখন 'প্রকট লীলা', আর যখন অনুদিত থাকেন বা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকেন তখন 'অপ্রকটলীলা'। তিনি ছিলেন না, কিন্তু ভক্তের খেয়ালমত হাজির হইলেন বা শরীর ধারণ করিলেন—একথা 'অবুদ্ধয়ঃ' অর্থাৎ অজ্ঞগণই বলিয়া থাকেন, ইহাই ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পরমপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ গোবিন্দই আদি পুরুষ, অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বসমূহ তাঁহার অংশ এবং কলা। কিন্তু ভগবদ্ বিগ্রহগণ কেহই জীবকোটির অন্তর্গত নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই সিদ্ধান্ত মান্য করিয়া ব্যাসদেব "এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই বিচার স্থির করিয়াছেন। "কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ" অর্থে অবতারগণ ত' আসেনই, পরন্তু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও অবতারী ও অবতারের মত আসেন। এ সকল কথা ভগবদ্ভক্তগণই বুঝিতে সক্ষম। ইহা বিদ্যা বা টিকা-টিপ্পনীর দ্বারা বুঝা যায় না।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মনুষ্য বা অতি-মনুষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর তত্ত্ব, অদ্বয়-জ্ঞান, পূর্ণতত্ত্ব। তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ আদৌ নহেন। কিন্তু তিনি অপ্রাকৃত আদিপুরুষ সচ্চিদানন্দ নিত্য বিগ্রহ।

তিনি যে আদিপুরুষ পরমব্রহ্ম নিত্য-শাশ্বত-বিগ্রহ, একথা ত ভগবদ্-

গীতাতেই অর্জ্জুন দ্বারা স্বীকৃত আছে। শ্রীকৃষ্ণের উপাদেয় ব্যক্তিত্ব দেবতাগণও বুঝিতে সক্ষম নহেন ; ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ তাহা কিরূপে বুঝিবেন ? 'আদিপুরুষ' অর্থে তিনি সকল পুরুষাবতারের অবতারী। বেদে যে পুরুষসূক্ত গ্রথিত আছে, তাহা কারণোদশায়ী পুরুষাবতারগণ সম্বন্ধে কথিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষাবতারেরও আদিপুরুষ অর্থাৎ পুরুষাবতারগণও তাঁহার অংশ কলাবিশেষ। ব্রহ্ম সংহিতায় নির্দ্দিষ্টভাবেই বলা ইহা হইয়াছে। অতএব ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ যে তত্ত্বকে eternal, beginningless বলিয়া মান্য করিয়াছেন, সেই eternal তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তাহা ধরিতে পারেন নাই।

তাঁহার এই আদিপুরুষত্ব অর্জ্জুন ত স্বীকার করিয়াছেনই, কিন্তু পূর্ব্বে অন্যান্য প্রখ্যাত মুনি-ঋষিগণও যথা—ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, অসিত আদি সকলেই একবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ পরমব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত মহাজনগণ, আচার্য্যগণ, ঋষিগণ এবং আজও পৃথিবীর অনন্ত কোটি মনুষ্যগণ একবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে 'ভগবান্' স্বীকার করা সত্ত্বেও ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মত একজন বিখ্যাত পণ্ডিত কেন তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন—এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন শ্রীপাদ আলবন্দারু যামুনাচার্য্য প্রভু। তিনি "স্তোত্ররত্নে" লিখিয়াছেন—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ, সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থবিদাং মতৈশ্চ, নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

"হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ঋষিগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরমসাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারে, কিন্তু রাজস-তামস-গুণবিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।" বড় বড় পণ্ডিতগণ এইরূপ ভুল করেন বলিয়াই ভগবান্ গীতাশাস্ত্রেই (৪র্থ অধ্যায়) গীতা পাঠ করিবার বা গীতা জানিবার জন্য পরম্পরা বিচার করিয়াছেন। পরম্পরা স্বীকার না করিয়া যাঁহারা নিজ স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করেন তাঁহাদের বিফল পরিশ্রম দেখিয়া আমরা এককালীন দুঃখ এবং হাস্য দুইই করিয়া থাকি। উক্ত চতুর্থ-অধ্যায় হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পরম্পরা পুনরুদ্ধার করিবার জন্যই কুরুক্ষেত্রে কোটি কোটি বৎসর পরে আবার গীতার কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছিলেন। ভগবদ্গীতা কোন নূতন পদ্ধতির দার্শনিক বিচার নহে। ভগবান যেমন নিত্যকালই আদি-পুরুষরূপে বর্ত্তমান,

সেইভাবেই ভগবদ্গীতাও নিত্যকালই ভগবদ্বাণীরূপ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। ভগবান্ যেমন নিত্যকালই নবযৌবনসম্পন্ন সেই প্রকার তাঁহার অমৃত বাণীও নিত্য নবায়মান চির-নূতনত্বে পরিপূর্ণ। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেইভাবে ভগবদ্গীতার নূতন অর্থ বাহির করিতে পারেন। তদ্দ্বারা নিজের জড়বিদ্যার চাতুর্য্য দেখাইতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সকল মায়ার বৈভব মাত্র। ভগবদ্গীতার প্রকৃত অর্থ তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। ভগবদ্গীতার অর্থ ত' একমাত্র ভগবানের পারম্পর্য্যদ্বারাই সাধিত হয়। ভগবদ্গীতার মুখ্য অর্থই সাত্বত সম্প্রদায় স্বীকার করেন, গৌণ অর্থ বাক্‌চাতুর্য্য বিস্তারকারীগণেরই আদরণীয়।

বাক্‌চাতুর্য্য বিস্তারকারী পরম্পরাশূন্য বিপথগামী ব্যক্তিগণের ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে পারম্পর্য্যসূত্রে ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য নিম্নে দিবার চেষ্টা করিলাম। যথা—

১। পরম-তত্ত্ববস্তু সর্ব্বকারণের কারণ ভগবত্তত্ত্বই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনিই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বৈকুণ্ঠাদির মূল কেন্দ্র। এবং তিনি শাশ্বত পুরুষ, অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম, সবিশেষ তত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব—তাঁহার অঙ্গজ্যোতি বা প্রভামাত্র, এবং তিনি অদ্বয়জ্ঞান। পরমাত্মা তাঁহার অংশবৈভব এবং অনন্ত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী পুরুষ।

২। জীবগণ তাঁহার অনন্ত চিৎ-কণাংশ বিশেষ। সেই জীব চিদংশে এক হইলেও অংশ ও অংশী বিচারে নিত্য কালই ভেদ বর্ত্তমান। তজ্জন্য তাহারা ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—তটস্থাশক্তি।

৩। এই তটস্থাশক্তি জীবকোটির বৈকুণ্ঠাদিধামে অথবা মায়িক জড়বৈভব অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে বাসযোগ্যতা নিত্যকালই আছে। অনাদি কর্ম্মফলে সেই জীব ভবার্ণব-জলে নিপতিত হয় এবং বিজাতীয় রাজ্যে আব্রহ্ম-ভুবনাদি ভ্রমণ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় অভিভূত হয়।

৪। জড়বৈভবরূপা প্রকৃতিতেই বদ্ধজীবগণ আবদ্ধ আছে। সেই প্রকৃতির ধর্ম্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। সৃষ্টি-স্থিতিতে সেই প্রকৃতি ব্যক্ত হয়, আর প্রলয়ে অব্যক্ত হয়। অতএব এই মায়িক বৈভব ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে ভগবানের অপরা প্রকৃতি।

৫। এই অপরা প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বভাবের অতীত আর একটি যে পরাপ্রকৃতি-বৈভব আছে তাহাই 'পরব্যোম'—অনন্তকোটি বৈকুণ্ঠাদির নিত্য

সনাতন ধাম। তাহা নিত্যকালই ব্যক্ত; সেখানে অব্যক্ত ভাব নাই অর্থাৎ সেখানে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কার্য্য নাই।

৬। যে-সকল নিত্যবদ্ধ জীবগণ এই অপরা প্রকৃতির সন্তান বলিয়া অভিমান করেন, পুরুষের খবর রাখেন না, তাহারাই দৈবীমায়া মহাকালী, চণ্ডিকা বা দুর্গাদেবীর ত্রিশূলের অধীন তত্ত্ব। এই সকল ত্রিশূল-তাপে জর্জ্জরিত জীব বা অসুরগণ মহামায়ার অন্ধকারে বা কালী মূর্ত্তিতে বিমোহিত। তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্ম-বিদ্যা—বেদাদি শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। মানব সযত্নে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রথমতঃ পাঠ করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পরম মুক্তি লাভ করে এবং আব্রহ্ম ভুবনের ভয়-শোক-পদ হইতে নিবৃত্ত হয়।

৭। বদ্ধজীবের জন্ম-মৃত্যু, জরা-রোগাদি ত্রিতাপ যন্ত্রণাই ভব-রোগ বলিয়া বিখ্যাত। এই রোগে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া রোগের নিরাকরণের জন্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তির জন্য তপস্যা করে। তাহা হইতে উচ্চ স্তরস্থিত ভগবদ্ ভক্তগণ সনাতনত্ব উপলব্ধি করিয়া সনাতনত্বের নির্ব্বাণ না করিয়া নিত্য সনাতন-ধামে প্রবেশ অধিকার লাভ করিবার জন্য সনাতন-ধর্ম্মের আচরণ ও প্রচার করেন। জীবমাত্রই সনাতন, অতএব সনাতন ধর্ম্মে সকল জীবের স্বগত অধিকার আছে।

৮। মহৎ তত্ত্ব বা অপরা প্রকৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বে ব্যক্ত হয়, যাহার নাম (১) অব্যক্ত (২) আকাশ (৩) বায়ু (৪) অগ্নি (৫) জল (৬) মাটি (৭) মন (৮) বুদ্ধি (৪) অহঙ্কার (১০) রূপ, (১১) রস (১২) শব্দ (১৩) গন্ধ (১৪) স্পর্শ (১৫) চক্ষু (১৬) কর্ণ (১৭) নাসিকা (১৮) জিহ্বা (১৯) বাক্ (২০) পাণি (২১) পাদ (২২) পায়ু, (২৩) উদর (২৪) উপস্থ ইত্যাদি।

৯। অদ্বয়জ্ঞান আদিপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ ২০০০ × ৪৩০০০০০ সৌর বর্ষান্তরে একবার অবতরণ করেন—তাঁহার ভক্ত ও অভক্ত উভয়কেই কৃপা করিবার জন্য। ভক্তগণকে দর্শন দিয়া তাঁহাদের রক্ষা করেন, আর অভক্তগণকে বিনাশ করিয়া ক্লেশজ মুক্তিপদ দান করেন। ভগবদ্‌গীতা সেবারূপ মুক্তিদাতা অদ্বয়জ্ঞান ভগবত্তত্ত্ব এবং তাহা উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় পারম্পর্য্যসূত্রে আচার্য্য উপাসনা। যাহারা আচার্য্য উপাসনা না করিয়া বৃথা পরিশ্রম করে তাহাদের সকলই পণ্ডশ্রম হয়।

১০। সেই আচার্য্য-ত্যক্ত মূর্খগণ অথবা মূঢ় ব্যক্তিগণই পাণ্ডিত্যের সজ্জায় ভগবানকে মানুষ, আর মানুষকে ভগবান্ সাজায়।

১১। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ কোনও দেশ বা জাতি-বিশেষের প্রাকৃত পৈত্রিক সম্পত্তি নহেন। তিনি সকল কুলেই বর্ত্তমান, সকল জীবের উদ্ধার-কর্ত্তা, পরমপিতা। তিনি সকলকেই উদ্ধার করিতে আসেন, অতএব তাঁহার বাণী ভগবদ্গীতা সকল দেশে সকল সময়েই জগতের মঙ্গলের জন্য প্রচার্য্য বিষয়। এই কার্য্য যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা ভগবানের অতিপ্রিয় আর কেহ নহে।

১২। আসুরী ভাবসম্পন্ন মূর্খ জনগণ প্রকৃতির মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া বৃথা আস্ফালন করিয়া অনেক 'প্ল্যান্' করিতেছে। তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া চেতন বাণী শুনাইবার একমাত্র মন্ত্রশক্তি ভগবদ্গীতা।

১৩। এই সকল মূর্খ ব্যক্তিগণকে সংঘবদ্ধ প্রচারের দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, তাহাদের 'প্ল্যান' নিত্যকালই ধ্বংস হইতে থাকিবে; কারণ যে-ভূমিকায় তাহারা 'সুখের লাগিয়া' ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে সেই ভূমিকাই মায়ামরীচিকা—বায়স্কোপের ছায়াচিত্র। আসল চিত্র বা কার্য্যক্রম ছায়াচিত্র নহে, তাহা অন্যত্র। সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য যে লেখনী পরিচালিত হয়, তাহার নাম "Back to Godhead"।

১৪। অতএব বাস্তবিক সভ্যতার পরিচয় তখনই হইবে যখন আমরা "Back to Godhead" প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া ভগবানের কাছে আমাদের নিত্য গৃহে ফিরিয়া যাইয়া সকল পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি ঘটাইব।

১৫। মায়িক জগতে মহাপাপীগণ যেমন জড় শরীর প্রাপ্ত না হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে ভূত-প্রেত যোনিতে অন্তরীক্ষে অবস্থান করে, সেইপ্রকার পরব্যোমের চিদাকাশে নিরাকারবাদী ভগবানের সেবায় বঞ্চিত হইয়া মুক্তপ্রায় হইয়াও বা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও আবার মায়িক জগতে পতিত হয়। অতএব নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদীর ক্লেশ-সাধনা সনাতন-ধর্ম্ম নহে।

১৬। অব্যক্তাসক্তচিত্ত নিরাকার বা নির্ব্বিশেষবাদিগণ ভগবানের দেহ-দেহী ভেদকরণরূপ অপরাধের জন্য অবিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত সনাতন ধাম হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে যদি শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আনন্দ-চিন্ময়-রসের নাম-লীলা শ্রবণ করে তাহা হইলে তাহারাও ভগবানের অপ্রাকৃত গুণে মুগ্ধ হইয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়া যায়। এই চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করিবার জন্য যে প্রাথমিক শরণাগতির আবশ্যকতা আছে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য ভগবদ্গীতা ভক্তি-রাজ্যের প্রবেশিকা গ্রন্থ। শুদ্ধভক্তগণ সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—এরূপ বুঝিতে হইবে। ওঁ তৎ সৎ ওঁ

—শ্রীঅভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত,
এডিটর,
ব্যাক্-টু-গড্হেড

শ্রীরায়-রামানন্দ-স্মরণে—

ধন্য সাধু রামানন্দ-রায়,
গোদাবরী-তীরে প্রভু রহেন তব প্রতীক্ষায়।

সিনান করিয়া নদে হ'য়ে শুদ্ধ-মন,
তীরে উঠি' সাক্ষাৎ হরির পাইলে দরশন।
জ্যোতির্ম্ময় তনু হেরি' লাগিল চমৎকার,
ভক্তি- চিতে কৈলে নমস্কার।

আলিঙ্গন দানেন প্রভু ভক্ত-প্রেমাবেশে,
কাঁদিলেন কতক্ষণ পেয়ে নিজ-দাসে।
ন্যাসীর পরশে রায়-চিত্ত ব্যাকুলিত,
ভাবে,—কিবা পুণ্যে প্রভুর দেখা পেল অজানিত।

প্রভুর ভাষণে রায় বুঝিলে তো মনে,
সার্ব্বভৌম-কৃপায় তোমা হেরিলা যতনে।
তব প্রশংসা না করে সার্ব্বভৌম তোমা' স্থানে,
আদর্শ বৈষ্ণব তুমি ভৌম বৃন্দাবনে।

প্রভুর পরশে রায় উল্লাসে মগন,
কহে,—"বেদ-নিষেধাজ্ঞা না মানি' দিলে দরশন।
কোথা রাজ-সেবী আমি দহিছি বিষয়ানলে,
স্বয়ং নারায়ণ তুমি মোরে পরশিলে!"

প্রভু কহেন,—"রায়, মহাভাগবতোত্তম,
তব দর্শনে হ'ল মোর চিত্তে প্রেমোদ্গম।
দ্রবীভূত হ'ল মন তায়,
সার্ব্বভৌম-কথামত বরি' তোমা' কঠিন হিয়ায়।"

রামানন্দ-মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিবারে,
প্রেমাধীন মহাপ্রভুর ইচ্ছা ক্রমে বাড়ে।
সাধ্যের নির্ণয়-শ্লোক কহিতে প্রভু পুছেন রামানন্দে,
রায় তাহা উত্তরিলা প্রেমানন্দে।

রায়ের জবাবে প্রভু হয়েন সন্তোষ,
ভক্ত-শিরোমণি রায়ের নাহি কিছু দোষ।
সদুত্তর আশে প্রভু কহেন—"এহো বাহ্য",
শেষোক্ত জবাবে শুধুমাত্র কান্তাপ্রেম হৈল সর্ব্বসাধ্য।

পুনরপি প্রভুর প্রশ্নে রায়ের নিবেদন,—
সর্ব্বসাধ্য-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেম।
রাধার মহিমা তবে কহে রাম-রায়,
শুনি' তা' প্রভুর পুনঃ রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব শুনিতে চিত্ত ধায়।

প্রভুর ইচ্ছায় রায় কহিলে প্রেমতত্ত্ব,
বর্ণিতে মোর শক্তি নাহি সে তব মহত্ত্ব।
ভকত-প্রধান তুমি মহাভাগ্যবান্,
তোমার সকাশে তেই তত্ত্ব আস্বাদেন শ্রীভগবান্।
রতি উপজয় তব ভক্তির বিশ্লেষণে,
তোমার পরশ পাই কৃষ্ণানুশীলনে।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

পিছল্‌দায় শিক্ষাবিস্তার-প্রণালী *

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
শ্রীশ্রীমথুরাধাম (মথুরা) উঃ প্রঃ
২৩।১২।৫৮

স্নেহাস্পদেষু—

গৌরগোবিন্দ প্রভো! আপনাদের গ্রামবাসীর মধ্যে কয়েক জনের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত পাইলাম। তাহাতে আমাকে পাদপীঠের পুরাতন গৃহটী School Boardএর নামে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে আবেদন জানাইয়াছেন।

---

* শ্রীল আচার্য্যদেবের পত্রখানি শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে সকলের আদর্শ-স্থানীয় হইবে ভাবিয়া উহা সংগ্রহপূর্ব্বক পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।—শ্রীগৌঃ পঃ সঃ

School Boardএ দিতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে এবিষয়ে আমার বিশেষ বক্তব্য আছে।—

(১) বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কোন শ্রদ্ধা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী শিক্ষাকে আমি শিক্ষা বলিয়া মনে করি না।

(২) সামান্য কয়েকটী টাকার সাহায্যের অজুহাতে ধর্ম্মশিক্ষাকে আমি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত নহি।

(৩) পিছলদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান। সুতরাং পিছলদা-বাসী সকলেরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবানুগত্যে যাহাতে জীবন অতিবাহিত হয় তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষাই দিতে হইবে।

(৪) পিছলদার পাদপীঠ নিরীশ্বর পাদপীঠ নহে। নাস্তিকতা শিক্ষা দিবার জন্য বেদান্ত সমিতির কোন অনুমোদন নাই।

(৫) School Board বেদান্ত সমিতির শিক্ষা ষোলআনা রূপে ছাত্রগণকে দিতে স্বীকৃত হইলে আমার দানপত্র করিয়া দিতে কোনও আপত্তি নাই।

(৬) দশম সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় "অচিন্ত্যভেদাভেদ" প্রবন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত আছে। ইহা গ্রাম-বাসীদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

(৭) শ্রীধাম মায়াপুরে আমি High School করিয়াছিলাম। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করিয়াই ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রবল রাখা হইয়াছে। ঐ স্কুলের বর্ত্তমান পরিস্থিতি কিরূপ তাহা আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহি। তবে উহার পূর্ব্বতন আদর্শই গ্রহণীয়।

(৮) দুর্নৈতিক ছাত্রগণের দ্বারা দেশের কোন মঙ্গল নাই। ধর্ম্মনীতিই প্রধান নীতি।

(৯) আমাদের দেশে Christian Missionary School অনেক রহিয়াছে। তাহা যদি সরকারী অনুমোদিত হইতে পারে, তাহা হইলে পিছলদার পাঠশালাও ধর্ম্মশিক্ষা প্রবল রাখিয়া অনুমোদন লাভ করিবে। ইহাতে ভয়ের কিছু কথা নাই।

(১০) যিনি আমাকে পিছলদায় পাদপীঠের সেবার জন্য জমি ও গৃহটী দিয়াছিলেন তিনি এখন বর্ত্তমানে জীবিত নাই। দাতার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য-বিরুদ্ধ কাজ করা কর্ত্তব্য কিনা, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। আমি পিছলদায় থাকা-

কালীন একদিন রাত্রে দাতার পুত্র আমার নিকট রোদন করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "আমার পিতার দান কি অগ্রাহ্য করা হইল! তাঁহার উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হইবে না!" তাঁহার আর্ত্তি দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"আমি যাহা গ্রহণ করিয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিব না।" তাহাতে দাতার পুত্র যেরূপ আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার স্মৃতিপটে জাগরিত আছে। সুতরাং পরলোকগত দাতা মহাশয়ের উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। অর্থাৎ বেদান্ত সমিতির ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(১১) ঐ গৃহ বেদান্ত সমিতির প্রচারের জন্য সমর্পিত হইয়াছে। বেদান্ত সমিতি শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্কুল বা পাঠশালা অথবা সংস্কৃত টোল ঐ গৃহে স্থাপন করিবার অনুমোদন করেন। এবং ঐ শ্রেণীর স্কুল বেদান্ত সমিতির দ্বারা অনুমোদিত কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কোন শিক্ষাবিভাগের নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত উহাতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(১২) হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজকে পাঠশালায় ষণ্ডামর্কের নিকট শিক্ষালাভ করিতে দিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষা শুক্রাচার্য্যের দ্বারা পরিচালিত হইত। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা সম্রাটের আজ্ঞা এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে উল্লঙ্ঘন করিয়াই বিষ্ণুভক্তি-শিক্ষার প্রাধান্য দিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের শিক্ষা-বিস্তারের আদর্শ।

(১৩) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে "রায় রামানন্দ" প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শিক্ষা সম্বন্ধে জগজ্জীবকে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। অন্য কোন আসুরিক আদর্শ আমরা গ্রহণ করিব না।

(১৪) শ্রীধাম মায়াপুর-স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুসারে শনি-রবিবার সাপ্তাহিক ছুটীর পরিবর্ত্তে একাদশী ও পঞ্চমীতে ছুটি দেওয়া হইত। তাহাতে Christian এবং মুসলমানগণ আমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় পরিদর্শক আসিয়া আমার উপর হুকুম জারি করিয়াছিলেন যে—শনি-রবিবার বন্ধ না রাখিলে আপনি সরকারী সাহায্য পাইবেন না। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম—"খ্রীষ্টানীমতে Sabath Day (রবিবার) আমি সনাতন-ধর্ম্মের পক্ষ হইতে মানিতে রাজী নহি। আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার অর্থ-সাহায্য withdraw করিতে পারেন। তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্য বন্ধ হইয়া গেলেও আজিও শ্রীধাম মায়াপুরের "Thakur Bhakti Vinode Institute" সরকারী অনুমোদনে চলিতেছে।

(১৫) আপনি আমার এই পত্র গ্রামবাসিগণকে পড়িয়া শুনাইবেন। এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিবেন। আমার দ্বারা আরও স্কুল, টোল এবং বিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ভীত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। এখনই জমি রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবার আদৌ দরকার নাই। আমরা কংগ্রেসের বেআইনী আইন মানিয়া চলিতে আদৌ বাধ্য নহি। স্বাধীন দেশের লোক পরাধীন নহে। ঐস্থানের পাঠশালাটী ভাল করিয়া করিতে হইবে। তাহা মেদিনীপুর জেলার আদর্শ বিদ্যালয়রূপে স্থাপন করিতে হইবে। ইহা সকললে বুঝাইয়া দিবেন।

আমার অনেক কথা বলিবার আছে, সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা হইবে। আমি মাঘের শেষে আসাম হইয়া বাংলায় ফিরিব। ইতি—

নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১৫ই মাঘ ১৩৬৫ সাল, ইং ২৯শে জানুয়ারী ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আসাম-দেশস্থ প্রচারকেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে **শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ** শ্রীবিগ্রহগণের নিত্য সেবা সুপ্রকাশিত হইয়াছেন। সমিতির সভাপতি ও আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং এই শ্রীবিগ্রহগণের শুভ প্রতিষ্ঠা করত জগদ্বাসীর তথা তদনুগত ভক্তগণের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। ভক্তের হৃদ্গততত্ত্বই ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক বাহ্য জগতে আবির্ভূত করাইয়া থাকেন। একারণ আচার্য্যদেবের হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ রাধালিঙ্গিত ভঙ্গীতে রাধাকান্তি ধারণপূর্ব্বক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।—

"রাধা-চিন্তা-নিবেশেন যস্য কান্তির্বিলোপিতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণং বন্দে রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহম্॥"

(রাঃ বিঃ তত্ত্বাষ্টকম্ ১)

অনুষ্ঠান দিবসে ভোর ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উষঃ কীর্ত্তন ও নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর প্রাতঃ ৭টা হইতে ৮টা শ্রীমন্দির সংস্কার সেবাদি এবং পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে অপরাহ্ণ ২টা পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহের অভিষেক, শাস্ত্রপাঠ, হোম, যজ্ঞাদি প্রতিষ্ঠাকার্য্য, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, পূজা ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অকুণ্ঠভাবে সমাগত আহূত অনাহূত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মহাপ্রসাদ সেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ অবিরামভাবে আসিতে থাকায় ধর্ম্মসভার কার্য্য ঐ দিবস বাধ্য হইয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমবেত ভক্তমণ্ডলীতে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর—

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেঽহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥

—শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও সুসিদ্ধান্তসম্মত বিচার শ্রবণ করত সকলেই চমৎকৃত ও পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে—ভগবদ্বিগ্রহ 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা' নহে। তাহা সর্ব্বতোভাবে চিন্ময় ও পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ। আচার্য্যদেব পঞ্চাঙ্গ ন্যায় অবলম্বন করত অকাট্য ও অভিনব যুক্তি-সমূহ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা প্রতীকোপাসনা, নিরাকারবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া সমাগত শ্রোতৃবর্গের চিত্তে শ্রীবিগ্রহসেবা-তত্ত্বটী কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রতিমা ও বিগ্রহের পার্থক্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। বিগ্রহ-বিরোধী নিরাকার নির্ব্বিশেষবাদী বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় অধিকারী নহেন—ইহাও বুঝাইয়াছেন। এই উৎসবানুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় উক্ত মঠের সেবকবৃন্দ ও পৃষ্ঠপোষকগণ সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন।

—প্রচার-সম্পাদক

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ শাখামঠসমূহে গত ১৫ই মাঘ ১৩৬৫, ইং ২৯শে জানুয়ারী ১৯৫৯, বৃহস্পতিবার—কৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে সমিতির অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ 'অজাতশত্রু' শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইনে ঠাকুরনগর রেলষ্টেশনের সন্নিহিত আনন্দপাড়া-গ্রামে শ্রীপাদ গৌরেন্দু দাসাধিকারী এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে উক্ত তিরোভাব-মহোৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত

হইয়াছে। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রবীণ সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং সমিতির পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীপাদ রসরাজ ব্রজবাসী প্রভু ৫।৬ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারিসহ উক্ত অনুষ্ঠান-সভায় আহূত হইয়া পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি প্রদান করেন। দ্বিপ্রহরে ন্যূনাধিক ৫০০ শত স্থানীয় অধি-বাসীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ বামন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা করেন। আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় এবার পার্শ্ববর্ত্তী বড়া প্রভৃতি অঞ্চলে হরিকথা-প্রচার ব্যাহত হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

পরলোকে দেওয়ান-বাহাদুর কমলাপ্রসাদ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পূজ্যপাদ দেওয়ান রায় কমলাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুর, এম্.এ., বি.এল্ মহোদয় গত ১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সোমবার ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। গত ১১ই ডিসেম্বর ১৮১নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, (বর্ত্তমানে রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট) কলিকাতাস্থ "ভক্তি-ভবনে" একাদশ দিবসে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় মাননীয় শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম্.এ., বি, এল্, ও শ্রীসৌম্যেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়দ্বারা সুসম্পন্ন হয়।

রায়বাহাদুর কমলা প্রসাদ লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৃহস্থ আশ্রমের তৃতীয় পুত্র। তিনি ত্রিপুরার মহারাজার দেওয়ান-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার নিজ বাস-ভবন "ভক্তি-ভবনে" শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি জগদ্‌গুরু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-জীবনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করেন। এমন কি, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার তিরোধানের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কমলা বাবুর নাম স্মরণ করিয়া প্রচুর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার-কার্য্যে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কতকগুলি প্রাচীন প্রবন্ধ উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি-মহারাজকে "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার" প্রকাশের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রদত্ত সেই প্রবন্ধগুলি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাণী প্রচারে শ্রীবেদান্ত সমিতির নিষ্ঠা ও আদর্শের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমরা তাঁহার তিরোধানে সহায়হীন বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি পরলোক হইতে আমাদের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন—ইহাই প্রার্থনা।

———

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি উক্ত ঠিকানায় আগামী ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার হইতে ১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ্চ, বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, চাঁপাহাটী, মামগাছি ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শিবিরাদিতে অবস্থান করিয়া নিশি-যাপন-পূর্ব্বক পরিক্রমা করার সুব্যবস্থা হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২০শে পৌষ, ১৩৬৫ ; ইং ৫।১।৫৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় অথবা শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)—ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার— (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গা স্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহর-ক্ষেত্র, **নৃসিংহদেব-পল্লী** (**শিবিরে রাত্রি-যাপন**)।

২। ৬ই চৈত্র, শুক্রবার— (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ;

(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদ-খালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, **চাঁপাহাটী** (**শিবিরে রাত্রি-যাপন**) এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৭ই চৈত্র, শনিবার— (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

(৬) **শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে **শিবিরে রাত্রি-যাপন**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৮ই চৈত্র, রবিবার— (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর এবং **শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থিতি ও রাত্রি-যাপন**।

৫। ৯ই চৈত্র, সোমবার— (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা দর্শনান্তে **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১১ই চৈত্র, বুধবার—সাধারণ মহোৎসব (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।